يا الله

নেক আমল

محمد

কোরআন ও হাদীসের আলোকে

নেক আমল

সংকলনে

কুত্বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ)

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান

বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ ও বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা

তানিয়া বুক ডিপো

অভিজাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

কোরআন ও হাদীসের আলোকে

নেক আমল

হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রঃ)

প্রকাশক ❐ মোঃ মিজানুর রহমান
তানিয়া বুক ডিপো
১৩, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১৪২২১৬৭৭

প্রথম প্রকাশ ❐ এপ্রিল, ২০০৮ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ❐ জানুয়ারি, ২০০৯ইং
তৃতীয় প্রকাশ ❐ মার্চ, ২০১০ইং
চতুর্থ প্রকাশ ❐ মে, ২০১১ইং
পঞ্চম প্রকাশ ❐ জুন, ২০১২ইং
ষষ্ঠ প্রকাশ ❐ জুন, ২০১৩ইং

মেক-আপ ❐ মোঃ মোখলেছুর রহমান
আসিফ কম্পিউটার্স
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৭২০৪৮৯৫৭০

প্রচ্ছদ ❐ জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণে ❐ অক্ষর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ❐ সাদা : ৩৭৫ টাকা মাত্র।
নিউজ : ৩০০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলোচ্যসূচি	পৃষ্ঠা

আল্লাহ্‌র পরিচয়..১৭
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের ফযীলত...........১৯
ইসলামের পরিচয়..১৯
আল কোরআন..২০
পবিত্র কোরআন পাঠের ফযীলত ২২
'ইলম শিক্ষা করার বিবরণ ২৪
ঈমানের বিবরণ...২৫
আল্লাহ্‌র উপর ঈমান...................................২৮
ফিরিশ্‌তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন....................৩১
আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস..............৩৪
রাসূলগণের উপর বিশ্বাস ৩৭
কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস..............................৪০
কিয়ামতের ছোট ছোট 'আলামতসমূহ.............৪১
কিয়ামতের বড় বড় 'আলামতসমূহ ৪২
হাশরের মাঠে মানুষ ১২টি কাতারে
বিভক্ত হবে..৪৭
তাকদীরের উপর বিশ্বাস ৪৯
পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস.............................৫০
মুক্তিপ্রাপ্ত সাত শ্রেণীর লোকদের বিবরণ...........৫২
পবিত্র আল-কোরআনে দোয়ার আদেশ............৫৬
দোয়া সম্পর্কে কতিপয় হাদীস........................৫৭
দোয়া করার সঠিক সময় ৫৭
দোয়া কবুল হওয়ার কিছু শর্ত ৫৮
দোয়া করার আদব এবং নিয়মাবলি.................৫৯
তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত.............................৬১
সবচেয়ে বেশি ফযীলতের দোয়া......................৬৯
একটি অতি মূল্যবান কালাম ৭০
৯৯ রোগের মহৌষধ.....................................৭০
অসীম পাপপ্রমার্জনার দোয়া.........................৭১
কঠিন কাজ উদ্ধারের দোয়া...........................৭১
রুযী-রোযগার বৃদ্ধির আমল...........................৭১
রুযী-রোযগার বৃদ্ধির দ্বিতীয় আমল ৭২
মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার আমল ৭২
তাবিজাত ও দ্রব্যজাত..................................৭৩
চেহেল কাফ...৭৩
সাপ, বিচ্ছু দংশনের তদবীর ৭৪
আগুনে পোড়া ভাল হবার তদবীর...................৭৪
আগুন নেভানোর তদবীর ৭৪
স্বামী-স্ত্রীর মহব্বত বৃদ্ধির তদবীর ৭৪
চাকর-চাকরানী ও সন্তানদের পলায়ন
বন্ধের তদবীর...৭৫
চক্ষু রোগের তদবীর.....................................৭৫
ব্যথা-বেদনার তদবীর...................................৭৬
সন্তান লাভের তদবীর...................................৭৬
সন্তান নষ্ট না হওয়ার তদবীর.........................৭৭
পুত্র সন্তান লাভের তদবীর ৭৭
প্রসব ব্যথা দূর করার তদবীর.........................৭৮
বদনজরের তদবীর ৭৯
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির তদবীর...............................৭৯
পরীক্ষা পাসের তদবীর ৮০
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর ৮১
চাকরি লাভের তদবীর ৮১
ঋণ পরিশোধের তদবীর.................................৮১
মসজিদে প্রবেশের দোয়া ৮২
মসজিদ হতে বের হবার দোয়া ৮২
ঘরে প্রবেশ করার দোয়া...............................৮২
ঘর হতে বের হবার দোয়া ৮২
ঋণগ্রস্ত ও চিন্তিত অবস্থার দোয়া ৮৩
রোগী দেখতে গেলে পড়ার দোয়া....................৮৩
কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় পড়ার দোয়া......৮৩
দুধ পান করার সময় পড়ার দোয়া ৮৪
নতুন কাপড় পরার সময়ের দোয়া...................৮৪
সূর্যোদয় কালে পড়ার দোয়া...........................৮৪
কঠিন বিপদ-আপদ দেখা দিলে পড়ার দোয়া.....৮৪
আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়ার দোয়া...........৮৫
রাতে ঘুমানোর সময় নিম্নের দোয়াসমূহ
পাঠ করা সুন্নত ৮৫
খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় ৮৬
ঘুম কম হলে করণীয় ৮৬
নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার দোয়া ৮৭
মোরগের ডাক শুনে পড়ার দোয়া....................৮৭
কুকুরের কান্না শুনে পড়ার দোয়া ৮৭
কোরআনের শরীফের সূরাসমূহের
আমল ও ফযিলত ৮৮-১০৮

www.pathagar.com

আলোচ্যসূচি	পৃষ্ঠা
বিসমিল্লাহর ফযিলত	৮৮
আল কোরআনে দোয়া	১০৯
সৎকাজ কবুল হওয়ার দোয়া	১১০
দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে দোয়া	১১০
দ্বীনের পথে অবিচল থাকার দোয়া	১১১
ভুল হলে ক্ষমা চাওয়ার দোয়া	১১১
আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত থাকার দোয়া	১১১
কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য চওয়ার দোয়া	১১২
ইসলামের পথে মনকে পরিচালিত দোয়া	১১২
কিয়ামতের দিনে হিসাব সহজভাবে নেয়ার দোয়া	১১৩
শেষ বিচারে আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে দোয়া	১১৩
নিয়ামত প্রাপ্তদের সঙ্গ লাভের দোয়া	১১৩
মিথ্যার ওপর বিজয়ী হবার দোয়া	১১৪
সৃষ্টিসমূহ থেকে কল্যাণ লাভের দোয়া	১১৪
কিয়ামতের ময়দানে অপমানিত নাহবার দোয়া	১১৪
ঈমানের পথে অবিচল থাকার দোয়া	১১৫
কিয়ামতের দিনে নিরাপদ থাকার দোয়া	১১৫
হিদায়াত প্রাপ্তদের দলে শামিল হবার দোয়া	১১৬
রিযক বৃদ্ধির জন্য দোয়া	১১৬
গোনাহ্ মাফ চওয়ার দোয়া	১১৭
জাতীয় জীবনে শান্তি চেয়ে দোয়া	১১৭
কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণের দোয়া	১১৭
অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া	১১৮
আল্লাহর অপসন্দনীয় দোয়া করা থেকে মুক্ত থাকার দোয়া	১১৮
কাজকর্মে প্রশান্তি চেয়ে দোয়া	১১৯
শত্রুর ভয় থেকে মুক্ত থাকার দোয়া	১১৯
জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া	১১৯
মুখের জড়তা দূর করার দোয়া	১১৯
ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা চাওয়ার দোয়া	১২০
জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকার দোয়া	১২০
আনন্দিত হবার পরে পড়ার দোয়া	১২০
সৎপথে আগমনকারীর জন্য দোয়া	১২১
জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক চেয়ে দোয়া	১২১
পরিবার-পরিজনের কল্যাণের জন্য দোয়া	১২১

আলোচ্যসূচি	পৃষ্ঠা
সন্তান চাওয়ার দোয়া	১২২
নেক সন্তান চাওয়ার দোয়া	১২২
সন্তানের কল্যাণের জন্য দোয়া	১২২
পিতামাতার জন্য দোয়া	১২৩
পিতামাতার গোনাহ্ মাফের দোয়া	১২৩
পথভ্রষ্ট পিতার জন্য দোয়া	১২৩
নিজের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া	১২৩
কিয়ামতের ময়দানে অপমানিত না হবার দোয়া	১২৪
সৎকাজ করার তাওফীক চেয়ে দোয়া	১২৪
মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার দোয়া	১২৫
মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার দোয়া	১২৫
আদর্শ বিরোধিদের অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকার দোয়া	১২৬
ঈমানের জ্যোতি বৃদ্ধি করার দোয়া	১২৬
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া	১২৬
অযুর শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে পাঠ করুন	১২৭
আযান শোনার সময় এই দোয়া পাঠ করুন	১২৮
আযান শেষে এই দোয়া পাঠ করুন	১২৮
মসজিদে যাবার সময় এই দোয়া পাঠ করুন	১২৯
মসজিদে প্রবেশে করার সময় এই দোয়া পড়ুন	১৩০
মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়ুন	১৩১
নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমার পর এভাবে দোয়া করুন	১৩১
নফল নামাযে রুকু-সিজদায় এই দোয়াসমূহ পাঠ করুন	১৩৫
রুকু থেকে উঠে নিচের দোয়াগুলো পাঠ করুন	১৩৭
সিজদা গিয়ে নিচের দোয়াগুলো পাঠ করুন	১৩৮
দুই সিজদার মাঝে এই দোয়া পাঠ করুন	১৪১
সালাম ফিরানোর পূর্বে এই দোয়া পাঠ করুন	১৪২

www.pathagar.com

আলোচ্যসূচি	পৃষ্ঠা

সালাম ফিরানোর পরে এই দোয়াগুলো পাঠ করুন ১৪৩
তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পড়ুন ১৪৫
মাগরিব ও ফজরের নামাযের পরে এই দোয়া পাঠ করুন ১৪৭
বিতর নামাযের পরে এই দোয়াগুলো পড়ুন ১৪৭
দোয়া ও নামায কবুল হওয়ার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন ১৪৭
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য এভাবে ইসতেখারাহ্ করুন ১৫২
কাপড় পরার সময় এই দোয়া পড়ুন ১৫৪
নতুন কাপড় পরার সময় এই দোয়া পড়ুন ১৫৪
পায়খানায় প্রবেশ করার সময় দোয়া পড়ুন ১৫৫
পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলুন ১৫৫
বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পড়ুন ১৫৫
বাড়িতে প্রবেশ করার সময় দোয়া পড়ুন ১৫৬
যাবতীয় গোনাহ্ মাফ চাওয়ার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৫৬
সঠিকভাবে আল্লাহর গোলামী করার জন্য এভাবে বলুন ১৫৭
কৃপণতা, কাপুরুষতা ও বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকার দোয়া ১৫৭
জাহান্নাম থেকে এভাবে পানাহ্ চান ১৫৮
আল্লাহর নিকট এভাবে জান্নাত চান ১৫৮
হালাল জীবিকার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৫৯
দেহে কোথাও ব্যথা হলে এই দোয়া পড়ুন ১৫৯
সারা দিন প্রশান্তির সাথে কাটানোর দোয়া ১৫৯
যাবতীয় কল্যাণ চেয়ে এভাবে দোয়া করুন ১৬১
দুষ্ট জ্বীনের প্রভাব দূর করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন ১৬২
সন্ধ্যা হলেই এই দোয়া পড়ুন ১৭৪
যে কোনো শেষ করে এভাবে দোয়া করুন ১৭৪
দিন ও রাতে আল্লাহর শোকর আদায় করুন ১৭৫
দেহের প্রত্যেক অঙ্গ সুস্থ রাখার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৭৬
দারিদ্রতা দূর করার জন্য দোয়া করুন ১৭৬
আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৭৬
সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৭৭
দুনিয়া ও আখিরাতে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৭৭
নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৭৮
সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এই দোয়া পড়ুন ১৭৯
ঘুমানোর সময় এই কাজগুলো করুন ১৭৯
বিছানায় শোয়ার সময় নিচের দোয়াগুলো পড়ুন ১৮১
ঘুম থেকে জেগে এই দোয়া পাঠ করুন ১৮২
ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভের জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৮২
ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে এই দোয়া পড়ুন ১৮৩
স্বপ্ন দেখলে আপনি কি করবেন ১৮৩
ঋণ ও দরিদ্রতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৮৪
প্রয়োজন পূরণ হবার পরে এভাবে দোয়া করুন ১৮৫
নিজের দ্বারা যেন অন্যের ক্ষতি না হয় এভাবে দোয়া করুন ১৮৫
বিপদ ও দুশ্চিন্তার সময় দোয়া ১৮৬
কাপুরুষতা, অলসতা, দুশ্চিন্তা খারাপ মানুষের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৮৭
বিপদাপদ অনুভব করলে এই দোয়া পাঠ করুন ১৮৮
যাবতীয় কাজ সুন্দর করে করার তাওফীক এভাবে চান ১৮৮
বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই দোয়া পড়ুন ১৮৯
শত্রু ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির মুখোমুখি হলে এই দোয়া পড়ুন ১৮৯
জালিম ও খারাপ প্রতিবেশীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন ১৯০

www.pathagar.com

আলোচ্যসূচি	পৃষ্ঠা
শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টির জন্য এভাবে দোয়া করুন	১৯২
হারাম থেকে মুক্ত থাকা ও ঋণ পরিশোধের জন্য এভাবে দোয়া করুন	১৯২
কোনো কাজ কঠিন মনে হলে এভাবে দোয়া	১৯৩
ক্ষতি থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য এভাবে দোয়া করুন	১৯৩
রোগী দেখতে গিয়ে এভাবে দোয়াকরুন	১৯৩
মৃত্যুভীতি দেখা দিলে এভাবে দোয়া করুন	১৯৪
বিপদ দেখা দিলে এভাবে দোয়া করুন	১৯৫
ঝড় বা প্রবল বাতাস দেখা দিলে এভাবে দোয়া করুন	১৯৬
মেঘের গর্জন শুনলে এভাবে দোয়া করুন	১৯৬
বৃষ্টির প্রয়োজন হলে এভাবে দোয়া করুন	১৯৬
বৃষ্টি হতে থাকলে এভাবে দোয়া করুন	১৯৭
বৃষ্টি বর্ষণের পর এই দোয়া পড়ুন	১৯৭
অতি বৃষ্টি দেখা দিলে এভাবে দোয়া করুন	১৯৭
নতুন চাঁদ দেখলে এই দোয়া পড়ুন	১৯৮
খাওয়ার পর এই দোয়া পড়ুন	১৯৮
হাঁচি আসলে এবং শুনলে এভাবেদোয়া করুন	১৯৮
রাগ দূর করার জন্য এভাবে দোয়া করুন	১৯৯
বিপন্ন মানুষকে দেখে এই দোয়া পড়ুন	১৯৯
খারাপ কিছু দেখলে এই দোয়া পড়ুন	১৯৯
যান-বাহনে আরোহণ করে এই দোয়া পাঠ করুন	২০০
ভ্রমণে যাবার সময় এই দোয়া পড়ুন	২০০
ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে এই দোয়া পড়ুন	২০১
কোনো শহর বা জনপদে প্রবেশ করে এই দোয়া পড়ুন	২০২
বাজারে প্রবেশ করার সময় দোয়া পড়ুন	২০২
মহান আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় যিক্র	২০৩
সূরা ইয়াসিনের ফযিলত	২০৫
সূরা ইয়াসিন	২০৬
সূরায়ে আর রাহমানের ফযিলত	২২০
সূরায়ে রাহমান	২২১
মৃত্যু বা তিরোধান	২৩০
আল্লাহভীরু লোকের মৃত্যু	২৩১
আল্লাহদ্রোহী লোকের মৃত্যু	২৩১
মৃত্যু শয্যায় যা করণীয়	২৩২
মৃত ব্যক্তির গোসল	২৩৩
গোসল দেয়ার পদ্ধতি	২৩৩
কাফন	২৩৪
পুরুষের কাফন	২৩৫
মেয়েদের কাফন	২৩৫
শিশুর কাফন	২৩৫
জানাজার নামায	২৩৬
জানাযার নামাযের শর্ত	২৩৬
জানাযার ফরজ ওয়াজিব ও সুন্নতের বর্ণনা	২৩৬
যে সকল লোকের জানাযা অবৈধ	২৩৬
জানাজার নামাযের নিয়ত	২৩৭
কবর যিয়ারত	২৪০
কিছু নিয়ম-নীতি ওস্তাদের কাছ থেকে আদেশ নেওয়া	২৪১
জালালী ও জামালী পশু এবং মাকরুহ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা	২৪২
পাক-পবিত্র শরীর, পোশাক ও জায়গা	২৪২
দোয়া কবুল হওয়ার ভাল সময়	২৪২
আমলকারীর নির্জন স্থানে বসবাস	২৪৩
আমলের ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা এবং আমল ত্যাগ না করা	২৪৩
আমল করার পূর্বে এবং শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করবে	২৪৩
কোরআন শরীফের সূরাসমূহের নকশার দ্বারা বিভিন্ন আমল ও তদবীর	২৪৪
বিস্মিল্লাহ্র ফযিলত	২৪৪
সূরা ফাতিহার ফযিলত	২৪৬
সূরা বাকারাহ্র ফযিলত	২৪৮
সূরা ইমরানের ফযিলত	২৪৮
সূরা নিসার ফযিলত ও আমল	২৪৯
সূরা মায়িদাহর ফযিলত	২৪৯
সূরা আনয়ামের ফযিলত ও আমল	২৫০
সূরা আ'রাফের ফযিলত ও আমল	২৫০
সূরা আনফালের ফযিলত ও আমল	২৫০
সূরা তওবার ফযিলত ও আমল	২৫১

www.pathagar.com

আলোচ্যসূচি	পৃষ্ঠা
সূরা ইউনুসের ফযিলত	২৫১
সূরা হূদের ফযিলত ও আমল	২৫২
সূরা ইউসুফের ফযিলত ও আমল	২৫২
সূরা রা'দের ফযিলত ও আমল	২৫২
সূরা ইবরাহীমের ফযিলত ও আমল	২৫৩
সূরা হিজরের ফযিলত ও আমল	২৫৩
সূরা নহলের ফযিলত ও আমল	২৫৩
সূরা বনী-ইসরাঈলের ফযিলত ও আমল	২৫৪
সূরা কাহাফের ফযিলত ও আমল	২৫৪
সূরা মারইয়ামের ফযিলত ও আমল	২৫৫
সূরা ত্বাহার ফযিলত ও আমল	২৫৫
সূরা আম্বিয়ার ফযিলত ও আমল	২৫৫
সূরা হজ্বের ফযিলত ও আমল	২৫৬
সূরা মু'মিনূনের ফযিলত ও আমল	২৫৬
সূরা নূরের ফযিলত ও আমল	২৫৬
সূরা ফুরকানের ফযিলত ও আমল	২৫৬
সূরা শু'আরার আমল ও ফযিলত	২৫৭
সূরা নমলের ফযিলত ও আমল	২৫৭
সূরা কাসাসের ফযিলত ও আমল	২৫৭
সূরা আনকাবুতের ফযিলত ও আমল	২৫৮
সূরা রূমের ফযিলত ও আমল	২৫৮
সূরা লোকমানের ফযিলত ও আমল	২৫৮
সূরা সিজদার ফযিলত ও আমল	২৫৯
সূরা আহযাবের ফযিলত ও আমল	২৫৯
সূরা সাবার ফযিলত ও আমল	২৬০
সূরা ফাতিরের ফযিলত ও আমল	২৬০
সূরা ইয়াসীনের ফযিলত ও আমল	২৬০
সূরা সফফাতের ফযিলত ও আমল	২৬২
সূরা সাদের ফযিলত ও আমল	২৬২
সূরা জুমারের ফযিলত ও আমল	২৬২
সূরা মুমিনের ফযিলত ও আমল	২৬২
সূরা হামিম আস সিজদার ফযিলত ও আমল	২৬২
সূরা শুরার ফযিলত ও আমল	২৬৩
সূরা যুখরুফের ফযিলত ও আমল	২৬৩
সূরা দুখানের ফযিলত ও আমল	২৬৩
সূরা জাসিয়ার আমল ও ফযিলত	২৬৪
সূরা আহকাফের আমল ও ফযিলত	২৬৪
সূরা মুহাম্মাদের আমল ও ফযিলত	২৬৪
সূরা ফাত্হের আমল ও ফযিলত	২৬৫
সূরা হুজুরাতের আমল ও ফযিলত	২৬৫
সূরা কাফের আমল ও ফযিলত	২৬৫
সূরা যারিয়াতের আমল ও ফযিলত	২৬৬
সূরা তূরের আমল ও ফযিলত	২৬৬
সূরা নজমের আমল ও ফযিলত	২৬৬
সূরা কামারের আমল ও ফযিলত	২৬৭
সূরা রহমানের ফযিলত ও আমল	২৬৭
সূরা ওয়াকিয়ার আমল ও ফযিলত	২৬৭
সূরা হাদীদের আমল ও ফযিলত	২৬৮
সূরা মুজাদালাহর আমল ও ফযিলত	২৬৮
সূরা হাশরের আমল ও ফযিলত	২৬৮
সূরা মুমতাহিনার আমল ও ফযিলত	২৬৯
সূরা সফের আমল ও ফযিলত	২৬৯
সূরা জুমআর ফযিলত ও আমল	২৬৯
সূরা মুনাফিকুনের আমল ও ফযিলত	২৭০
সূরা তাগাবুনের ফযিলত ও আমল	২৭০
সূরা তালাকের আমল ও ফযিলত	২৭০
সূরা তাহরীমের ফযিলত ও আমল	২৭০
সূরা মূলকের আমল ও ফযিলত	২৭১
সূরা নূনের আমল ও ফযিলত	২৭১
সূরা হাক্কার ফযিলত ও আমল	২৭১
সূরা মা'আরিজের ফযিলত ও আমল	২৭২
সূরা নূহের ফযিলত ও আমল	২৭২
সূরা জিনের আমল ও ফযিলত	২৭২
সূরা মুযযাম্মিলের আমল ও ফযিলত	২৭৩
সূরা মুদ্দাসসিরের ফযিলত ও আমল	২৭৩
সূরা কিয়ামাহর আমল ও ফযিলত	২৭৩
সূরা দাহরের আমল ও ফযিলত	২৭৩
সূরা মুরসালাতের আমল ও ফযিলত	২৭৪
সূরা নাবার আমল ও ফযিলত	২৭৪
সূরা নাযিয়াতের আমল ও ফযিলত	২৭৪
সূরা আবাসার আমল ও ফযিলত	২৭৫
সূরা তাকভীরের আমল ও ফযিলত	২৭৫
সূরা ইনফিতারের ফযিলত ও আমল	২৭৫
সূরা মুতাফফিফিনের আমল ও ফযিলত	২৭৬

www.pathagar.com

আলোচ্যসূচি	পৃষ্ঠা
সূরা ইনশিক্বাকের আমল ও ফযিলত	২৭৬
সূরা বুরূজের আমল ও ফযিলত	২৭৬
সূরা তারিকের আমল ও ফযিলত	২৭৭
সূরা আ'লার আমল ও ফযিলত	২৭৭
সূরা গাশিয়ার ফযিলত ও আমল	২৭৭
সূরা ফাজরের আমল ও ফযিলত	২৭৮
সূরা বালাদের ফযিলত ও আমল	২৭৮
সূরা শামসের ফযিলত ও আমল	২৭৮
সূরা লাইলের আমল ও ফযিলত	২৭৯
সূরা দোহার আমল ও ফযিলত	২৭৯
সূরা আলাম নাশরাহ্‌র আমল ও ফযিলত	২৭৯
সূরা ত্বীনের আমল ও ফযিলত	২৮০
সূরা আলাকের আমল ও ফযিলত	২৮০
সূরা কদরের ফযিলত ও আমল	২৮০
সূরা বাইয়্যিনাহ্‌র আমল ফযিলত	২৮১
সূরা যিলযালের আমল ও ফযিলত	২৮১
সূরা আদিয়াতের ফযিলত ও আমল	২৮১
সূরা কারিয়ার আমল ও ফযিলত	২৮২
সূরা তাকাসুরের আমল ও ফযিলত	২৮২
সূরা আসরের আমল ও ফযিলত	২৮২
সূরা হুমাযার ফযিলত ও আমল	২৮৩
সূরা ফীলের ফযিলত ও আমল	২৮৩
সূরা কুরাইশের ফযিলত ও আমল	২৮৩
সূরা মাউনের আমল ও ফযিলত	২৮৪
সূরা কাউসারের আমল ও ফযিলত	২৮৪
সূরা কাফিরূনের আমল ও ফযিলত	২৮৪
সূরা নসরের আমল ও ফযিলত	২৮৪
সূরা লাহাবের আমল ও ফযিলত	২৮৫
সূরা ইখলাসের আমল ও ফযিলত	২৮৫
সূরা ফালাকের আমল ও ফযিলত	২৮৬
সূরা নাসের আমল ও ফযিলত	২৮৬
নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী	২৮৭
মানুষের স্বভাব ও সংসার জীবন	২৮৮
স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভূষণ	২৯৪
সংসার জীবন ও ইসলাম	৩০০
ধর্মভীরু স্ত্রী অমূল্য নেয়ামত	৩০৫
বিয়ে সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ	৩০৭

আলোচ্যসূচি	পৃষ্ঠা
অমুসলিমদের সাথে সংসার জীবন	৩১১
বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর মতামত জানতে হবে	৩১৩
পাত্র-পাত্রীর মতামত ও অভিভাবকের পরামর্শ	৩১৬
বিয়ে ও মোহরানা	৩১৯
যৌতুক প্রথা ও ইসলাম	৩২৪
বিয়ের পরের জীবন ও কোরআনের বিধান	৩২৫
বাড়ি ফেরার পূর্বে স্বামীর উচিত অনুচিত	৩২৯
স্ত্রী নির্যাতন ইসলাম বিরোধী	৩৩০
ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর নিকট উত্তম	৩৩৩
দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য	৩৩৫
স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্যে নিজেকে সজ্জিত করবে	৩৩৬
স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামীর দায়িত্ব	৩৩৬
কোন্ স্বামী আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত	৩৩৭
সংসার জীবনের ব্যয়ভার ও স্বামীর কর্তব্য	৩৩৮
স্ত্রীর মন মেজাজ স্বামীকে বুঝতে হবে	৩৪১
স্বামী পৃথক একটি ঘর দেবে স্ত্রীকে	৩৪১
স্বামীর সমস্যায় স্ত্রীর পরামর্শ	৩৪১
পারিবারিক জীবনে স্ত্রী সংসারে কর্ত্রী-স্ত্রী দাসী নয়	৩৪২
সংসার জীবনে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবে স্ত্রী	৩৪৫
যৌন কামনা স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য	৩৪৭
স্বামী তার স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব দেবে	৩৪৯
স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদের শাস্তি	৩৪৯
স্বামী-স্ত্রী অন্যের যৌন ব্যাপারে আলোচনা করবে না	৩৪৯
যৌনজীবন ও লজ্জা-শরম	৩৫০
নারীর জাতীয় নিরাপত্তা ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের অধিকার	৩৫০
গর্ভে সন্তান ধারণ করার সওয়াব	৩৫১
প্রতিটি সন্তানকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে	৩৫১
সন্তানের মৃত্যু-মাতা-পিতার কর্তব্য	৩৫১
নেক সন্তান মাতা-পিতার মর্যাদা	৩৫২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্‌র পরিচয়

যিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, যাঁর নিয়ন্ত্রণে সৃষ্ট জীবের জন্ম-মৃত্যু তিনিই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার বা শরীক নেই, তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর অশেষ রহমত ও করুণার মাধ্যমেই পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

সুতরাং মহান আল্লাহ্পাক সম্পর্কে মুসলমান মাত্রই সম্যক ধারণা অর্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল।

মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং তাঁর কিছু গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনুল কারীমে ঘোষণা হচ্ছে—"(হে নবী (সাঃ)!) আপনি বলে দিন যে, মহান আল্লাহ্ পাক একক, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর জ্ঞান, শক্তি এবং গুণ-গরীমায় অন্য কেউই তাঁর সমান নয়।"

অনাদিকাল থেকেই মহান আল্লাহ্ স্বীয় অস্তিত্ব এবং মহিমার সাথে বিরাজ করছিলেন, করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। সৃষ্টিকুলের উন্নতি-অবনতি, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াবলী মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। এ জগতে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব এবং মালিকানা ছাড়া অন্য কারও কোন অধিকার নেই। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে ঘোষণা হয়েছে— "তিনিই আল্লাহ্ যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ বা উপাস্য নেই। তিনি (আল্লাহ্) চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী যাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শও করতে পারে না। আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে এসব কিছুর একমাত্র মালিক তিনি (আল্লাহ্)।"

আমাদের মাথার উপর যে সুবিশাল আকাশসমূহ বিস্তৃত রয়েছে অথচ এসবের মধ্যে কোন খুঁটি নেই। একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশেই এগুলো

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত আছে। এ ব্যাপারে মহা পবিত্র কোরআন পাকে ঘোষণা হচ্ছে—"তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশসমূহকে খুটিহীনভাবে শামীয়ানার মত ঝুলিয়ে রেখেছেন, যা তোমরা দেখছ।"

মানুষকে কয়েকটি উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। যথা ঃ আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা হচ্ছে—"আল্লাহ্ তিনিই যিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মাটির উপরই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমাদেরকে বিচরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।"

এছাড়াও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, মাঠে-ঘাটে তথা যেদিকেই চোখ যায় সে দিকেই মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী বিরাজমান রয়েছে। এবিষয়ে মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন—"বিশ্বের সর্বত্র আমার নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে এবং মানুষের নিজের মধ্যেও। তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ না ?"

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত ইমাম রাযী (রহঃ) মহান আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের উপর প্রামাণ্য দলিল স্বরূপ এক হাজারেরও অধিক প্রমাণ (যুক্তি) তুলে ধরেছেন। ঘটনাক্রমে তিনি এক আরব বেদুঈন মুসলমানকে কথা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং একত্ববাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আরব বেদুঈন লোকটি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে উত্তর দিলেন যে, মরুভূমিতে বালির ওপর পায়ের চিহ্ন দেখে যদি পথিকের পরিচয় পাওয়া যায়। দূর হতে ধোঁয়া দেখে যদি আগুনের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য করে। তাহলে এ বিশাল আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, নদী-নালা, তরঙ্গ ইত্যাদি ফুলে-ফলে ভরা বাগান, বিভিন্ন ধরনের গাছ-গাছালি মিশ্রিত সুশোভিত পৃথিবীর এত সবকিছু দেখেও কি প্রমাণিত হয় না যে, এসবের একজন সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা অবশ্যই আছেন? আর তিনিই হলেন মহান সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, মুক্তিদাতা মহান আল্লাহ্ তা'আলা।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ কিংবা অস্তিত্বের উদাহরণ কোন মানুষ তো দূরের কথা সৃষ্টিকুলের কারো পক্ষেই তা লিখে শেষ সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন—"হে নবী!

www.pathagar.com

আপনি বলে দিন, যদি লেখার জন্য সমুদ্রের পানিসমূহ কালি বানানো হয় তাহলে আমার কথা, আমার গুণ-গান ইত্যাদি লেখা শেষ না হতেই সাগরের পানিসমূহ শেষ হয়ে যাবে। এরূপভাবে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের পানি একসাথ করলেও তা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।"

আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের ফযীলত

ফযীলত ঃ পবিত্র হাদীস গ্রন্থে নবী আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেন— মহান আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে হুসনা (গুণবাচক সুন্দর নামসমূহ) ৯৯টি। এগুলো দ্বারা দোয়া প্রার্থনা করার জন্য মহান আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দান করে উল্লেখ করেন—

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا .

(ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদ'উহু বিহা)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সবগুলো নামই সুন্দর, অতএব তোমরা এসব নামের দ্বারাই তাঁকে ডাক।

সুতরাং যে ব্যক্তি এসব নামসমূহ মুখস্থ করে ওযীফার মত করে পড়তে থাকবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই পবিত্র নামসমূহ পড়বে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হেসনে হাসীন নামক পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রতিদিন এই নামসমূহ পড়লে সে কখনও অন্নকষ্টে পড়বে না।

ইসলামের পরিচয়

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ইসলাম সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে জলদগম্ভীর স্বরে বলেন–

উচ্চারণ ঃ ইন্নাদ্ দ্বীনা 'ইন্দাল্লাহিল ইসলাম।

অর্থাৎ–"মহান করুণার আধার আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর নিকট মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।" কেননা কেবল ইসলামই দিতে পারে সঠিক পথের সন্ধান, যে পথে চললে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা

www.pathagar.com

যায়। আরবী ইসলাম শব্দটি "সালমুন" ধাতু হতে নির্গত, যার অর্থ হল শান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদি। অভিধানবেত্তাগণ ইসলাম শব্দের অভিধানগত অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, ইসলাম শব্দের অর্থ হল আত্মসমর্পণ করা ও মুসলমান হওয়া। পারিভাষিক অর্থ-সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করা। একথা বাস্তব সত্য যে, ইসলামের প্রতিটি নিয়ম-নীতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারলে জীবনের কোন পদেই বাধা আসবে না, বরং ইহকাল ও পরকালে সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করা যাবে। কেননা, ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কিভাবে জীবন পরিচালনা করবে তা ইসলামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম নবী ও মানব সভ্যের দিশারী হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যুগে যুগে, দেশে দেশে এ মহাপবিত্র ইসলাম তথা তার মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং সবশেষে বিশ্ব মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তথা তাঁর মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠার সার্বিক দায়িত্বসহ নিখিল বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূল ইসলাম ধর্মের অমীয় বাণীসমূহ সারা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাতে গিয়ে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও পবিত্র ইসলামের প্রচারকার্য চালিয়ে গিয়েছেন।

আল কোরআন

মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়সমূহ রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানী কিতাবের দ্বারা মানুষদেরকে শিক্ষাদান করেছেন। এ নির্দেশানুসারে যারা পরিচালিত হয়েছেন তাঁরা অবশ্যই জাগতিক জীবনে উন্নতি এবং পরকালীন জীবনে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর যারা এর অবাধ্যতা করেছে তারা হয়েছে পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত ও চির জাহান্নামী। আসমানী কিতাব মতান্তরে অনেকই আছে, তন্মধ্যে চারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ চারখানা এবং পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী মহাপবিত্র "ফুরক্বান" যা মহাপবিত্র কোরআন হিসেবে আমাদের নিকট পরিচিত। এ মহাপবিত্র কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক অগণিত প্রমাণ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

পবিত্র কোরআনের প্রথমেই ঘোষণা হয়েছে—"এটি এমন একটি কিতাব (যা আল্লাহ্র পক্ষ হতে এসেছে) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি খোদাভীরুগণের জন্য পথ নির্দেশক।"

খোদাভীরু মুসলমানগণ এ পবিত্র কোরআনের নির্দেশানুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনায় ব্রতী হতে লাগলেন। তাদের সঙ্গী-সাথী অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করল যে, এটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বানানো কথাসাহিত্য মাত্র এটি কোন মতেই আল্লাহ্র কালাম হতে পারে না। অমুসলিমদের এসব কটূক্তির জবাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআন হাকীমে ঘোষণা করলেন—"আর যদি আমার নির্বাচিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ মহাপবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের উপর সন্দেহ করে থাক, তাহলে তোমরা এ সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে নিয়ে এসো। আর এজন্য আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদেরকে তোমাদের সাহায্য করার জন্য ডাক, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।"

আল্লাহ্র সৃষ্টজীব মানুষের পক্ষে কোনভাবেই পবিত্র কোরআনের অনুরূপ একটি আয়াত কিংবা একটি সূরা তৈরি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন—"তোমরা কোন মতেই কোরআনের অনুরূপ একটি আয়াত কিংবা সূরা তৈরি করতে পারবে না।"

তদানীন্তন আরব দেশের একজন বিখ্যাত অমুসলিম কবি কোরআন শরীফের আয়াত ও সূরার অনুরূপ বাক্য-বিন্যাসের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করে ব্যর্থ হয়ে পবিত্র কোরআনের যথার্থতা এবং সত্যতা স্বীকার করে বলেছিলেন—এ কোরআন মজিদ কোন মানুষের বানানো কালাম নয়। কারণ এ কোরআন যদি কোন মানুষ কর্তৃক বানানো কালাম হত, তাহলে কোরআনের অনুরূপ আয়াত কিংবা সূরা বানানো মানুষের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব হত। এটি যেহেতু এক আল্লাহ্র প্রেরিত বাণী সেহেতু এতে হস্তক্ষেপ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন পাঠের ফযীলত

পবিত্র কোরআন পাঠের ফযীলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি উদ্বৃতি আলোচিত হল।

✪ হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন—"যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে দশটি নেকী পাবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর। সুতরাং এ তিনটি অক্ষর পাঠ করলে ত্রিশটি নেকী পাওয়া যাবে।"

✪ হযরত ওসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ আছে—"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কোরআন শিক্ষা করেছে এবং অপরকেও শিক্ষা দিয়েছে।" (বুখারী শরীফ)

✪ হযরত আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—"রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তোমরা ঐ জিনিস হতে অনেক মূল্যবান আর কোন জিনিস পাবে না, যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র জবান হতে বের হয়েছে। তথা আল-কোরআন।"

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন যে—পবিত্র কোরআনের মর্যাদায় অনেক লোক মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে, আর কোরআন শরীফের অমর্যাদার কারণে অধিকাংশ লোক নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌছে যাবে। (মুসলিম শরীফ)

✪ পবিত্র হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ আছে—"যে ব্যক্তি মহাপবিত্র কোরআন মজিদ পাঠ করে এবং তদানুযায়ী 'আমল করে, কিয়ামতের দিন (পুরস্কার স্বরূপ) তার মাতা-পিতাকে সূর্যের আলো অপেক্ষাও জ্যোতির্ময় টুপি পরিধান করান হবে।"

✪ যারা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে জানে না তাদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা হয়েছে—"যার অন্তরে কোরআনের কোন অংশ নেই, সে ব্যক্তি বিরান (জন-মানবহীন) ঘরের মত।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করেনি বা কোরআন পড়তে জানে ন সে অনুপযুক্ত লোক। সুতরাং তার জীবনের কোন মূল্য নেই।

www.pathagar.com

✪ তিরমীযি শরীফের হাদীসে রাসূলে কারীম (সাঃ) হতে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে—নফল 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে মহাপবিত্র কোরআনে কারীম তিলাওয়াতের ছাওয়াব অনেক বেশি। সুতরাং তোমরা সর্বদা পবিত্র কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করবে। কেননা হাশরের মাঠে পবিত্র কোরআন মজিদ তার পাঠকের জন্য (মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট) সুপারিশ করবে।

✪ অন্য এক হাদীসে রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন—মানুষের মৃত্যুর পর যখন তাকে কবরে দাফন করা হবে তখন মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন করার সময়ে মৃতের পক্ষ হতে একজন যুবক বলবে ইনি আমার বন্ধু! আমি তাঁকে একাকী ভাবে ছেড়ে যেতে পারি না। কেননা দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে এ ব্যক্তি মহাপবিত্র কোরআনে কারীম তিলাওয়াত করেছিল আর এখন আমিই তার ঐ পবিত্র কোরআন। সুতরাং আপনাদের প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন, আমি কিন্তু আমার এ বন্ধুকে বেহেশ্‌তে না পৌছায়ে তাঁর নিকট হতে বিদায় নিতে পারব না। এরপর মৃতব্যক্তির নিকট আত্মপরিচয় দিয়ে বলবে, আমি আপনার দুনিয়াতে পাঠকারী ঐ কোরআন যা আপনি কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখনও নিম্নস্বরে পাঠ করতেন। এখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মুনকার -নাকীরের প্রশ্নের জন্য আপনার কোন ভয় নেই। এরপর ফিরিশ্‌তাদের প্রশ্নের পর তাঁকে বেহেশ্‌তের পোশাক ও বিছানা দান করা হবে। যাঁর সাথে দুনিয়ার কোন কিছুর তুলনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। (হাকেম) মহান করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই কোরআন মজিদ পাঠ করে সকল নি'আমাতসমূহ্ অর্জন করার তৌফিক দান করুন।

উল্লিখিত আলোচনা হতে বুঝা গেল, কোরআন মজীদ পাঠ করলে আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। যে কোরআনের প্রতিটি হরফ পাঠে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়, যে কোরআন শিক্ষা এবং 'আমলের ফলে মাতা-পিতাকে নূরের টুপি দান করা হবে, কবর, হাশর ও মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে ইহকালীন জীবনে শান্তি ও পরকালীন জীবনে মুক্তিলাভের বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। সাধ্য থাকতে কখনও সে কোরআন পাঠে অবহেলা করা সমীচীন নয়। তাই সকলেরই উচিত হাতে সময় থাকতে এখনও কোরআন মজিদ সহীহ্-শুদ্ধভাবে পাঠের অভ্যাস করে নিজের জীবনকে সুন্দর-সুশৃংখলভাবে সাজানোর চেষ্টা করা।

www.pathagar.com

'ইলম শিক্ষা করার বিবরণ

'ইলম দু'প্রকার। যথা ঃ দুনিয়াবী 'ইলম ও দ্বীনী 'ইলম। দুনিয়াবী 'ইলম শিক্ষা না করলে ইহকালীন উন্নতি হাছিল হয় না, আর দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা না করলে পরকালীন উন্নতি হাছিল হবে না। ইহকাল অস্থায়ী আর পরকাল চিরস্থায়ী। মানুষ ইহকাল লাভের জন্য দুনিয়াবী 'ইলম লাভ করার নিমিত্ত হাজার হাজার টাকা খরচ করতে রাজী কিন্তু চিরস্থায়ী পরকালের মুক্তিলাভের জন্য দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা করতে টাকা খরচ করতে রাজী হয় না। সমাজের এ অবস্থার কারণ দ্বীনী 'ইলমের অজ্ঞতা এবং পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকা। অথচ দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা করার ব্যাপারে হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন—"প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর 'দ্বীনী এলেম শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয)।" এ ফরয ত্যাগ করলে দোযখে শাস্তি ভোগ করতে হবে। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফতোয়ার কিতাব শামীর ১ম খণ্ডের ৪০ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "দ্বীনী 'ইলম দরকার পরিমাণ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে 'আইন, অপরের উপকারের জন্য প্রয়োজনের বেশি শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া, বিদ্যার সাগর হওয়া মুস্তাহাব।" উল্লিখিত বর্ণনায় বুঝা গেল একশত জনের মধ্যে একশত জন মুসলমান নর-নারীর উপরই দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা করা ফরয। এ 'ইলম শিক্ষা করা প্রথম প্রকারের 'ইবাদাত। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন—"সমস্ত রাত জেগে থেকে নফল 'ইবাদাত করার চেয়ে এক ঘণ্টাকাল 'ইলম শিক্ষা করা উত্তম।"

বর্তমান জমানার মুসলমান সমাজ দ্বীনী 'ইলম শিক্ষার ফরয তরক করে নিজের জীবনটা নষ্ট করে ফেলছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে দ্বীনী 'ইলম শিখাতে অনিচ্ছুক। মোটকথা নিজেরাও ফরয 'ইলম শিক্ষা করা থেকে বিরত থেকে জীবনটা নষ্ট করছে, সন্তান-সন্ততিদের জীবনটাও নষ্ট করে ফেলছে। এক্ষণে পরকালের শাস্তি হতে মুক্তি পেতে হলে নিজেদেরকে দ্বীনী 'ইলম শিক্ষার ফরয আদায় করতে হবে এবং নিজ সন্তানদেরকেও দ্বীনী 'ইলম শিক্ষার ফরয আদায় করাতে হবে। সন্তানদেরকে দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা দিলে মৃত্যুর পর কবরে থেকে দোয়া পেতে থাকবে এবং হাশরের মাঠে পুরস্কার স্বরূপ নূরের টুপি এবং রুমাল পাওয়ার আশা আছে। দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা

www.pathagar.com

করতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায়, তাহলে তাদের মর্যাদা খুবই উচ্চস্তরে হবে, এ ব্যাপারে পবিত্র হাদীস শরীফে ঘোষণা হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেন—"যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম তাজা করার জন্য 'ইলম শিক্ষা করে আর এমতাবস্থায় সে মারা যায়, তাহলে বেহেশ্‌তের মধ্যে তার এবং নবীদের মধ্যে কেবল একটি মাত্র স্তরের ব্যবধান হবে।" অর্থাৎ নবুওয়াতের স্তর ব্যতীত সে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে, রাসূল কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন—"মহান আল্লাহ্ পাক যার মঙ্গল বা কল্যাণ কামনা করেন তিনি তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আমি উক্ত 'ইলম বণ্টনকারী মহান আল্লাহ্ উক্ত 'আলেমকে তা বুঝার শক্তি দান করেন।"

'ইলমে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সাঃ) আরও ঘোষণা করেন—"দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা করতে সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও সেখানে গিয়ে দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা কর।"

প্রকাশ থাকে যে, শামী কিতাবের ১ম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, শরী'আতের 'ইলম দু'ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ ফিক্বাহ যা শারীরিক 'ইবাদাত আর তাসাওউফ যা অন্তর পরিশুদ্ধির বিদ্যা। সুতরাং উভয় প্রকার 'ইলমই প্রয়োজন পরিমাণ শিক্ষা করা ফরয।

ঈমানের বিবরণ

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন অদৃশ্য বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে দৃশ্যমান এ বিশ্বের মাঝে সকল সৃষ্টি যেমন—জ্বিন-মানুষ, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, জীব-জানোয়ার, সাগর- মহাসাগর, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি এ সবের পালনকর্তা এবং তার সৃষ্টি সম্পর্কে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে ঈমানের প্রতিফলন ঘটে থাকে। যথা ঃ ১। মুখে স্বীকার করা, ২। অন্তরে সে কথা বিশ্বাস করা, ৩। কাজের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা এবং এসব কিছু বাস্তবায়নের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রিসালাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন লোক যখন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) "আল্লাহ্

www.pathagar.com

ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল।" এ পবিত্র বাক্যটি মুখে উচ্চারণ করল এবং অন্তরেও বিশ্বাস স্থাপন করল, এরপর যথাযথভাবে হুকুমসমূহ সে পালন করল তখনই সে ব্যক্তি মু'মিন হল। আল্লাহ্, রাসূল, ফিরিশ্তা, তাক্দীর, কিয়ামাত, বেহেশ্ত, দোযখ ইত্যাদি বিষয়াবলী সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং সে অনুযায়ী 'আমল করারও অঙ্গীকার করল, যার মাধ্যমে তার বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি প্রমাণিত হয়। কারণ মুখে স্বীকারের সাথে কাজের মিল না থাকলে সেটি নিছক মুখের বুলি মাত্র। কোরআনের পরিভাষায় এটি কালিমা ত্বাইয়্যেবাহ্। কালিমা এমন একটি খোদায়ী আহ্বান যা প্রতিটি মু'মিনের জীবনে নিয়ে আসে নিরাপত্তা, স্বস্তি ও প্রশান্তি। ঈমান হল একটি বিরাট গাছের মত। যার শিকড় মাটির নিচে আর শাখা-প্রশাখা সমূহ আকাশে ছড়িয়ে আছে। প্রভুর আদেশে সে সর্বদা তার ফল দিয়েই যাচ্ছে। মূলকথা হল কালিমার সকল 'আমলই হল ঈমানের দাবি। ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চটি হল "কালিমা ত্বাইয়্যেবাহ" মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্বনিম্নটি হল "কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ রাস্তা হতে দূরে সরিয়ে ফেলা।" আর লজ্জাশীলতা হল ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম শাখা। আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি নিজেকে সোপর্দ করার নামই হল অদৃশ্যে বিশ্বাস বা "ঈমান বিলগায়েব।" ঈমান বিলগায়েবের মোটামুটি দু'টি দিক রয়েছে। যথা ঃ

১। নিরাকার, আকৃতি-প্রকৃতিহীন আল্লাহ্র স্বত্বা এবং অস্তিত্বের স্বীকৃতি, তাঁর পবিত্র নামসমূহ এবং গুণাবলীসমূহের স্বীকৃতি। এরপর তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলার অঙ্গীকার, যাকে বলা হয় "ঈমানে মুজমাল"।

২। (ক) আল্লাহ্র স্বত্বা এবং তাঁর অস্তিত্বে স্বীকৃতি। (খ) সকল ফিরিশ্তাদের প্রতি স্বীকৃতি। (গ) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি স্বীকৃতি। (ঘ) রাসূলগণের প্রতি স্বীকৃতি। (ঙ) কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস। (চ) ভাগ্যের ভালো-মন্দ আল্লাহ্র পক্ষ হতে হয়ে থাকে এ কথার প্রতি বিশ্বাস। (ছ) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস করা, একে বলা হয় "ঈমানে মুফাচ্ছাল"।

মানুষ তার ইহজীবনের কর্মকাণ্ডসমূহ সম্পর্কে পরকালীন জীবনে জবাবদিহীতার কথাকে স্মরণ করে যাবতীয় কাজ সমাধা করবে। দুনিয়ার

www.pathagar.com

জীবনে তাওহীদ, রিসালাত ও ভালো-মন্দের দিকটা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে আখিরাতের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করাই উচিত। মানুষের অন্তরে পরকালীন জবাবদিহীতার গুরুত্ব যদি সম্যকভাবে স্থান না পায় তবে তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

ঈমানের কঠিন অগ্নি পরীক্ষা হচ্ছে, আমরা কোন বস্তুকে স্বচক্ষে দেখব না অথচ তার প্রতি আমাদের দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে এটি অত্যন্ত দৃঢ় মানসিকতার পরিচায়ক। মহান আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলী আমাদের সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। যা আমাদেরকে হতাশাগ্রস্ত অবস্থা হতে উদ্ধার করতে পারে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার ঈমানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি কোরআন এবং হাদীসের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া হল। জান্নাত প্রাপ্তির জন্য একান্ত শর্ত হল ঈমান। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন—"যার হাতে আমার জীবন সে পাকজাতের কসম, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

অন্য এক হাদীসে রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন—"কাফির ব্যক্তিরা বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না, আর কোন মু'মিন বান্দা দোযখে প্রবেশ করবে না।"

উল্লিখিত হাদীস সমূহের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলের উপর যারা আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তারা কখনও বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারবে না। আর যারা মহান আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়েছে, তারা কখনও দোযখের শাস্তি পাবে না। সুতরাং মানব জাতির উচিত তারা যেন মহান আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলের নির্দেশিত পথে নিজেদের জীবন পরিচালনা করে জীবনকে ধন্য করে।

কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ ঘোষণা দিবেন—"হে আমার বান্দাগণ! আজকের এ কঠিন দিনে তোমাদের ভীতসন্ত্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। তোমরা যদি আমার নির্দেশাবলীর ওপর আনুগত্য প্রকাশ করে থাক, তাহলে তোমাদের স্ত্রীগণকে নিয়ে আজকের দিনে তোমরা আনন্দের সাথে চির শান্তিময় রমণীয় স্থান বেহেশ্তের উদ্যানে প্রবেশ কর।"

www.pathagar.com

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন—"আর যারা ঈমান গ্রহণের পর নেক কাজসমূহ সম্পাদন করেছে তারাই জান্নাতবাসী। উক্ত জান্নাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে ঘোষণা করেন—"যারা ঈমান এনেছে এবং তার সাথে শির্‌ক করেনি তারাই সুখ-শান্তি এবং নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।"

ঈমান প্রধাণত দু'প্রকার। যথা ঃ ১। ঈমানে মুজমাল (সংক্ষিপ্ত ঈমান) ২। ঈমানে মুফাচ্ছাল (বিস্তারিত ঈমান) নিম্নে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

আল্লাহ্‌র উপর ঈমান

দৃশ্যমান এ বিশ্বভুবনে অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে যা মানুষের পক্ষে গণনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। এসব জীব-জন্তু, গাছ-পালা কে সৃষ্টি করেছেন? কেন সৃষ্টি করছেন? কে তাদের লালন-পালন করেন? এতসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষক ও সাধু ব্যক্তিগণ মহান আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের অনেক প্রমাণ ও পরিচয় পেয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌র পরিচয়ের জন্য সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের একান্ত পরিচিত কতিপয় প্রাণীসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। এ জন্য সহজ হল, যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে যে, এক সময়ে (জন্মের পর) যে নিতান্ত অসহায় ছিল। যার কোনরূপ চলার শক্তি ছিল না, নড়াচড়ার শক্তি ছিল না, সে কথা বলতে পারত না। ধীরে ধীরে সে ছোট্ট শিশুটি বড় হয়ে চলাফেরা করে একদেশ হতে অন্যদেশে ঘুরে বেড়াতে পারে এবং অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকে। তার এসব কাজের জন্য নিশ্চয়ই একজন পালনকর্তা, ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা অবশ্যই রয়েছেন। আর তিনিই হচ্ছেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলা।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিজগতের মধ্যে এক বিচিত্র সৃষ্টি হচ্ছে উট। যে মরুভূমিতে কোন প্রাণী টিকতে পারে না অথচ সে মরুভূমিতে বিনা কষ্টে উট চরে বেড়ায় এবং অনেক বড় বড় বালুকাময় মরুভূমিতে মালামালের বোঝা নিয়ে পাড়ি জমায়। এরা নিজের ইচ্ছামত নাকের ছিদ্র বন্ধ করতে এবং খুলতে পারে। মাঝে মধ্যে যখন মরুভূমিতে ধুলির ঝড় আরম্ভ হয় তখন উট নিজেদের নাকের ছিদ্র বন্ধ করে রাখে যাতে করে ধুলা-বালি নাকের ভেতর

www.pathagar.com

প্রবেশ করতে না পারে। উটের পিঠে আরোহণ করে মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে। মহান আল্লাহ্ তাদের পায়ের পাতা খুব নরম তুলতুলে করে দিয়েছেন। যাতে বালির উপর চলাচল করার সময় তাদের পা আটকিয়ে না যায়। অনেক সময় এরা মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ১০/১৫ ঘন্টা পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে থাকে। এ দীর্ঘ সময়ে পানি না পেলে তারা পিপাসায় কাতর হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ এ প্রাণীটির পাকস্থলির পার্শ্বে আলাদা একটি থলে দান করেছেন, উটেরা সে থলের মধ্যে পানি জমা করে রাখে। মরুভূমিতে চলার সময় কাতর হয়ে গেলে তারা ঐ থলেতে সঞ্চিত পানি হতে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। উট যেমন অনেক বড় ধরণের প্রাণী তেমনি তাদের খাদ্য-খাদকও অনেক বেশি। উটের চোয়াল খুবই শক্ত। এজন্য এরা মরুভূমিতে শক্ত বাবলা গাছের ডালসমূহ বিনাকষ্টে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পাক উট সম্পর্কে ঘোষণা করে বলেন—"তারা কি দেখে না যে, কত কায়দা কৌশল করে উটকে সৃষ্টি করা হয়েছে?" (সূরা গাশিয়া)

পবিত্র কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ্ তা'আলা জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, যার সংক্ষিপ্তসার হল—"মহান আল্লাহ্ তা'আলা চতুষ্পদ জীবসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। যা হতে তোমরা শীতের বস্ত্র তৈরি করে থাক এবং আরও অনেক উপকার পেয়ে থাক। এসব প্রাণীসমূহ হতে কতকের গোশ্‌ত তোমরা খেয়ে থাক। সন্ধ্যা বেলায় চারণভূমি হতে এসব জন্তুসমূহকে নিরাপদ আশ্রয়ে এনে রাখ। আর সকাল বেলায় যখন আবার সেগুলোকে মাঠে চরানোর জন্য নিয়ে যাও তখনকার সে দৃশ্যটি কতই না সুন্দর দেখায়। কোন কোন পশু তোমাদের ভারী বোঝাসমূহ এক শহর হতে অন্য শহর-বন্দরে পৌঁছায়ে দেয় অথচ সেখানে পৌঁছতে তোমাদের অনেক কষ্ট হত। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি তোমাদের জন্য উট, হাতি, ঘোড়া, ইত্যাদি প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা সেগুলোতে আরোহণ করতে পার। আর সেগুলো তোমাদের জন্য সৌন্দর্যের উপকরণও বটে। আর তিনি এমন বহু প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, যাদের সম্পর্কে তোমরা কিছুই অবগত নও।"

অসংখ্য, অগণিত পশু-পাখি দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। জ্ঞানী লোকদের জন্য এতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। পাখিরা আকাশে

www.pathagar.com

উড়ে বেড়ায়, পাখিদের উড়ার মধ্যেও মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নিদর্শন ও কুদরতের প্রমাণ পাওয়া যায়, এ ব্যাপারে উল্লেখ হয়েছে—"তারা কি তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পাখিসমূহকে দেখে না? যে পাখিরা উড়ার সময় ডানা বিস্তার করে থাকে। আবার কখনও ডানা গুটিয়ে থাকে, মহান আল্লাহ্ তা'আলাই ঐ সমস্ত পাখিসমূহকে এভাবে শূন্যে চলার শক্তি দান করেছেন।" (সূরা মূল্‌ক)

আর এক ধরনের ক্ষুদ্র জীব মৌমাছি। এদের অস্তিত্ব এবং সাংগঠনিক কার্যাবলী দেখে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। এসব ছোট্ট মৌমাছিরা দলবদ্ধভাবে বাসা বেঁধে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বিভিন্ন গাছের পাতা, ফল-ফুলসমূহ হতে রস আহরণ করে বাসায় এনে জমা করে যা মধু আকার ধারণ করে। এরপর এক বিশেষ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ে ঐ মৌমাছির বাসা কেটে সে মধুর চাকা আহরণ করে পরিশুদ্ধ করে রোগমুক্তির জন্য পান করে থাকে। এছাড়া এ মধু দ্বারা রুটি, মুড়ি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশিয়ে খায়। এর ভেতরেও মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাতের খিদমতের জন্য ১৮ হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। মানুষ স্বীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারা এসব হতে বিভিন্নভাবে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। যেমন—গাছ-গাছালি, তরু-লতা, শাক-সব্জি ইত্যাদি গাছ-গাছালীতে সুন্দর সুন্দর সুশোভিত বাগান সাজিয়ে রেখেছেন। এসব তরু-লতা ও শাক-সবজিসমূহের কোনটিকে মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আবার কোনগুলো ঔষধ হিসেবে, আবার কোনগুলো দিয়ে কাঠ তৈরি করে বিভিন্ন প্রকারের আসবাবপত্র তৈয়ার করে থাকে। এসবের ভেতরেও মহাপরাক্রমশালী কুদরত ওয়ালা আল্লাহ্‌র কুদরতের অসীম নিদর্শন পাওয়া যায়। উল্লিখিত আলোচনা হতে বুঝা গেল যে, আসমান, জমিন, নদী-নালা এবং এসবের মধ্যে যা কিছু বিচরণ করছে এ সবের নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্ পাক। আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। সুতরাং এতসব শক্তিমান, কুদরতওয়ালা মহান আল্লাহ্ই একমাত্র উপাসনা পাওয়ার যোগ্য, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য হতে পারে না।

এছাড়া বিশ্বভুবনের যেদিকেই তাকাবে সেদিকেই মহান আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের নিদর্শন আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। পাহাড়-পর্বতে আমাদের

www.pathagar.com

চক্ষুর অন্তরালে, জনারণ্যে, সমুদ্রের তলদেশে অসংখ্য জীব-জন্তুর অস্তিত্ব রয়েছে। সেসব প্রাণীরাও নিজ নিজ আহার পাচ্ছে, বংশ বৃদ্ধি করছে, শত্রুর আক্রমণ হতে নিজেদেরকে রক্ষা করছে। একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও না খেয়ে থাকে না, সদা-সর্বদাই তাদের প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা তাদের খাদ্য দান করছেন। সারকথা, জীব-জন্তু ছোট হউক কিংবা বড় হউক কেউই আল্লাহ্‌র রহমত হতে বঞ্চিত নয়।

ফিরিশ্‌তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন

মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন মাটি, পানি, আগুন ও বাতাসের সমন্বয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা দিয়ে। আর ফিরিশ্‌তাগণকে সৃষ্টি করেছেন নূর দিয়ে। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্টি একটু ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ ফিরিশ্‌তারা কোন পুরুষও নন আর মহিলাও নন। এনাদের পানাহার, তন্দ্রা, নিদ্রা কিছুই নেই। সর্বদা এনারা মহান আল্লাহর 'ইবাদতে মগ্ন থাকেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। এনাদের আকৃতি-প্রকৃতি কোন মানুষেরই জানা নেই, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন—"মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা ফিরিশ্‌তাগণকে দু'তিন, চার ডানাবিশিষ্টভাবে সৃষ্টি করে স্বীয় সংবাদ বাহকরূপে নিয়োজিত করেছেন। আবার যখন ইচ্ছা করেন তখন তাদের আকৃতি-প্রকৃতি নিজ ইচ্ছায় পরিবর্তন করে থাকেন।" —সূরা ফাত্বের

ফিরিশ্‌তাগণের মোট সংখ্যা কত তা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ জানে না। দায়িত্ব এবং মর্যাদার দিক দিয়ে সকল ফিরিশ্‌তা এক সমান নয়। ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে চারজন ফিরিশ্‌তাই সর্বপ্রধান। যেমন— ১। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ২। হযরত মীকাঈল (আঃ) ৩। হযরত 'আযরাঈল (আঃ) ও ৪। হযরত ইস্রাফীল (আঃ)। নিম্নে এনাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

১। **হযরত জিব্রাঈল (আঃ)** ঃ ইনি এত দ্রুতগতি সম্পন্ন যে, চোখের পলকে শত-সহস্র মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে পারেন। মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নবী ও রাসূলগণের নিকট ওহীসমূহ পৌছায়ে দেয়াই ছিল তাঁর কাজ। আমাদের প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট তিনি অসংখ্যবার আল্লাহ্‌র নির্দেশে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে পবিত্র হাদীস

www.pathagar.com

শরীফ হতে জানা যায়, হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর একান্ত পরিচিত হযরত দাহিয়াতুল কালবী নামক সাহাবীর আকৃতিতেই বেশির ভাগ আগমন করেছেন। বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাসেই তিনি বেশির ভাগ রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর দরবারে আসা-যাওয়া করতেন। হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়, পবিত্র রমজান মাসে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে এক খতম কোরআন মজিদ পাঠ করে শুনাতেন। আর এক খতম রাসূলে কারীম (সাঃ) জিব্রাঈল ('আঃ)-কে পাঠ করে শুনাতেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট হযরত জিব্রাঈল ('আঃ) যে ওহী নিয়ে আসতেন তৎকালীন কাফির মুশ্‌রিক্‌রা এ কথা বিশ্বাস করত না; বরং তারাও এ ব্যাপারে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কাফিরদের এরূপ উক্তির জবাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এর সত্যতা সম্পর্কে ঘোষণা করেন—"হে কাফির অবিশ্বাসীগণ! পবিত্র কোরআন মাজীদকে তোমরা রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর মনগড়া কথা বলে মনে করে থাক। প্রকৃতপক্ষে এটি রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর মনগড়া কথা নয়; বরং তা একজন মহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দূতের কথা। উক্ত দূত হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অত্যন্ত শক্তিশালী। যিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে 'আরশে 'আযীম হতে বাণীসমূহ নিয়ে এসে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট পৌছায়ে দিয়ে থাকেন।"

২। হযরত মীকাঈল (আঃ) ঃ ইনি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। যেমন—(ক) তিনি আকাশ হতে মহান আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে মেঘসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যখন যেখানে মেঘ-বৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি হওয়া দরকার মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে সে কাজ সমাধা করেন। (খ) মহান আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত রিযিকসমূহ সৃষ্ট জীবের মধ্যে বণ্টন করে থাকেন।

৩। হযরত 'আযরাঈল (আঃ) ঃ হযরত 'আযরাঈল (আঃ) মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়ে যাবতীয় সৃষ্টিকুলের রূহ কবজ করার দ্বায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের 'আরশের নিচে সিদরাতুল মুনতাহা নামক একটি বরই (কুল) গাছের নিচে বসে আছেন, ঐ গাছের পাতায় সমস্ত প্রাণীদের নাম-ঠিকানা সবকিছুই সুন্দরভাবে লেখা রয়েছে। কোন প্রাণীর হায়াত যখন শেষ হয়ে যায়, তখন ঐ বরই গাছের

www.pathagar.com

একটি পাতা হযরত আযরাঈল (আঃ)-এর সম্মুখে ঝরে পড়ে। তখন সে নাম-ঠিকানা অনুযায়ী যে প্রাণীর রূহ যেভাবে কবজ করার কথা লেখা থাকবে, ঠিক সেভাবেই কবজ করে থাকেন।

৪। **হযরত ইস্রাফীল (আঃ) ঃ** ইনি মহান আল্লাহ্র নির্দেশে সিঙ্গা মুখে নিয়ে অপেক্ষা করছেন এবং নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে উক্ত সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিলেই কিয়ামাতের ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়ে যাবে।

এছাড়া আরও কয়েকজন ফিরিশ্তার দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

(ক) কিরামান-কাতিবীন বা সম্মানিত লিখকগণ ঃ মানব জাতি এবং জ্বিন জাতিসমূহের দৈনন্দিন জীবনের সকল প্রকার কর্মকাণ্ড লেখার জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে একদল ফিরিশ্তা নিযুক্ত আছেন। এসব ফিরিশ্তাদ্বয় মানব ও জ্বিন জাতির প্রত্যেকের দু'কাঁধে নিয়োজিত হয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের পাপ-পুণ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখেন, যা পরবর্তীতে হাশরের মাঠে মানুষ তাদের কৃতকর্মের ফলাফলরূপে দেখতে পাবে।

(খ) মুনকার এবং নাকীর ঃ এ দু'জন সম্মানিত ফিরিশ্তা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে কবরবাসীকে প্রশ্নোত্তর করবেন। যে সকল কবরবাসী মুর্দাগণ তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন তাদের আত্মাকে "ইল্লীয়্যীন" বা সুখময় স্থানে রাখা হবে। আর যারা তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না তাদের আত্মাকে সাত তবক জমিনের নিচে "সিজ্জীন" বা দুঃখময় স্থানে রাখা হবে এবং এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

(গ) রুমাত ফিরিশতা ঃ উল্লেখ্য যে, মুনকার ও নাকীর ফিরিশ্তাদ্বয় কবরে প্রশ্নোত্তর করার জন্য আসার পূর্বে কবরবাসির নিকট "রুমাত" নামক একজন ফিরিশ্তা আসবেন এ ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ আছে—"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা রাসূলে কারীম (সাঃ) আমাকে ডেকে বললেন, হে ইবনে সালাম! জেনে রেখ কবরে মুনকার-নাকীর নামক ফিরিশ্তাদ্বয়ের পূর্বে "রুমাত" নামক একজন ফিরিশ্তা আসবেন যার চেহারা হবে খুবই আলোকোজ্জ্বল। তিনি কবরে এসে মুর্দাকে উঠায়ে বসায়ে বলবেন, "হে কবরবাসী! তুমি তোমার জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসাব লিপিবদ্ধ কর।" তখন কবরবাসী অজুহাত পেশ করে

www.pathagar.com

বলবে যে, কলম কোথায়? কাগজ কোথায় যে আমি এসব লিখে দেব? তখন সে "রুমাত" নামক ফিরিশ্‌তা বলবেন, তোমার কাফনের কাপড়কে কাগজ, হাতের আঙ্গুলকে কলম এবং মুখের থুথুকে কালিরূপে ব্যবহার কর। আদিষ্ট হয়ে কবরবাসী তার জীবনের সকল পুণ্য কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করবে কিন্তু পাপের কথা সে লিখতে চাইবে না। এরপর এক পর্যায়ে ফিরিশ্‌তার ধমকে এবং গুরুজের আঘাতে সে কবরবাসী নিজের জীবনের গুনাহরাশি সমূহও লিখবে।

এরপর তাকে বলা হবে, হে কবরবাসী! তোমার হাতের সীল দ্বারা এতে মোহরাংকিত করে দাও। নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে কবরবাসী তাই করবে। এরপর উক্ত কাপড়খানি মুর্দার গলায় পেঁচিয়ে দিয়ে উক্ত "রুমাত" নামক ফিরিশ্‌তা চলে যাবেন। এরপর প্রশ্ন-উত্তরকল্পে মুনকার এবং নাকীর নামক ফিরিশ্‌তাদ্বয় কবরে আসবেন।

রিদ্বওয়ান ফিরিশ্‌তা ঃ বেহেশ্‌তবাসীদের যাবতীয় সেবার কাজে ইনি নিয়োজিত রয়েছেন। ইনি বেহেশ্‌তের অন্যান্য ফিরিশ্‌তাগণের প্রধান হিসেবে যাবতীয় কাজের সমাধান দেবেন।

মালেক ফিরিশ্‌তা ঃ ইনি দোযখের যাবতীয় শাস্তি দেয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। দোযখের অন্যান্য ফিরিশ্‌তাগণের প্রধান হিসেবে তিনি যাবতীয় শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেবেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌র অগণিত, অসংখ্য ফিরিশ্‌তা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন যাদের নাম কিংবা সংখ্যা কারও জানা নেই। সুতরাং উল্লিখিত গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত ফিরিশ্‌তাগণের প্রতিও আমাদেরকে অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে। কারণ ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করাও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ঈমানের অঙ্গ হিসেবে ফরয।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাক দুনিয়ার আদি মানব হযরত আদম (আঃ) হতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত অসংখ্য নবী ও রাসূলগণকে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে যেসব বিধানসমূহ দান করেছেন সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলে। পবিত্র হাদীস শরীফের বর্ণনায়

www.pathagar.com

সেসব আসমানী কিতাবসমূহের সংখ্যা ১০৪ খানা বলে প্রতীয়মান হয়। এসবের মধ্যে ৪ খানা কিতাব ও বাকি ১০০ খানা সহীফা বলে প্রসিদ্ধ।

এসব আসমানী কিতাবসমূহের মূল বক্তব্য ছিল মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং উল্লিখিত বিধি-বিধানসমূহ মানুষ তাদের স্বীয় বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটায়ে ইহকালীন জীবনে শান্তি ও পরকালীন জীবনে মুক্তি লাভের পথ সুগম করা। সুতরাং যারা এসব বিধি-বিধানসমূহ সঠিকভাবে বিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে চির শান্তিময় রমনীয় স্থান বেহেশ্‌ত উদ্যান, আর যারা এগুলোকে অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তির স্থান দোযখের আগুন।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি তৎকালীন অমুসলিম কাফির সম্প্রদায়ের লোকেরা সন্দেহ প্রকাশ করে এগুলোকে যাদুকরের যাদুক্রিয়া বলে অভিহিত করত। তখন মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল অমুসলিম কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা দিলেন—"কোরআনের সূরাসমূহের মত তোমরা নিজেরাও দশটি সূরা রচনা করে হাজির কর এবং এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সহযোগীকে ডেকে নাও।" কিন্তু তৎকালীন আরবের কোন লোক এ চ্যালেঞ্জ মেনে নেয়ার সাহস পেল না।

তখন মহান আল্লাহ্ পুনরায় ঘোষণা করলেন—"হে অবিশ্বাসী কাফির সম্প্রদায়গণ! আমার বান্দা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আমি যে বাণীসমূহ নাযিল করেছি এতে যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে তোমরা কোরআনের মত একটি সূরা রচনা কর। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) উম্মি হয়ে যদি এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে পারেন বলে তোমাদের ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরাও অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও দেখি! তোমরাত সকলেই নামকরা বড় বড় কবি-সাহিত্যিক। দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম—দশটির প্রয়োজন নেই, একটি মাত্র সূরা রচনা করে দেখাও!" এবারও আরবের কোন লোক অগ্রসর হবার সাহস পেল না।

তখন মহান আল্লাহ্ পুনরায় ঘোষণা দিলেন—"যদি তাদের দাবীসমূহ সত্য হয় তাহলে তারা কোরআনের কোন বাক্যের সমতুল্য একটি বাক্য মাত্র রচনা করুক।"

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ্‌র এতসব ঘোষণায় সাড়া দিয়ে তৎকালীন মক্কা-মদীনার অবিশ্বাসী কাফির সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা একটি সূরা তো দূরের

www.pathagar.com

কথা, একটি বাক্য পর্যন্ত রচনা করতে পারেনি। অথচ তারা সকলেই তৎকালীন সময়ের খ্যাতিমান পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল। শেষ পর্যন্ত কাফিররা এ কোরআনের উপর বিশ্বাস না করলেও একথা স্বীকার করেছে যে, এ কোরআন কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয় বরং এটি ঐশী বাণী।

মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত ১০৪ খানা কিতাবের মধ্যে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ১০০ খানা সহীফা বা ছোট কিতাব। বাকী ৪ খানা বড় কিতাব। নিম্নে এগুলো কোন নবীর উপর নাযিল হয়েছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১০০ খানা সহিফা যথাক্রমে—

হযরত আদম (আঃ)-এর উপর দশখানা।

হযরত শীস (আঃ)-এর উপর পঞ্চাশ খানা।

হযরত ইদ্রীস (আঃ) এর উপর ত্রিশখানা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর দশখানা।

৪ খানা কিতাব যথাক্রমে—

১। **তাওরাত ঃ** এ আসমানী কিতাবখানা হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর পরিপূর্ণভাবে লিখিত আকারে, সিনাই নামক পর্বতে নাযিল হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীগণকে বণী ইসরাঈল সম্প্রদায় বলা হয়।

২। **যাবূর ঃ** এ আসমানী কিতাবখানা নাযিল হয়েছিল তৎকালীন সময়ের বাদশাহ এবং নবী হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর। পবিত্র হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে—হযরত দাউদ (আঃ) এত সুন্দর কন্ঠের অধিকারী ছিলেন যে, যাবূর কিতাব যখন তিনি তিলাওয়াত করতেন তখন পশু-পাখি, জ্বিন-ইনসান এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তাঁর তিলাওয়াত শুনার জন্য অধির আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করত।

৩। **ইঞ্জীল ঃ** এ আসমানী কিতাবখানা হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ)-এর উপর নযিল হয়েছিল। তাঁর অনুসারী সম্প্রদায়কে 'ঈসায়ী বা খ্রিস্টান বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৪। **কোরআন ঃ** এ আসমানী কিতাবখানা সর্বশেষ নবী ও রাসূলগণের সর্দার বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। এটি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব বলে খ্যাত। এ পবিত্র কোরআন

www.pathagar.com

মাজীদের মধ্যে উল্লেখিত ১০০ খানা সহীফা এবং অন্য তিনখানা কিতাবের মূল বিষয়বস্তুসমূহ বিদ্যমান। এ কিতাবখানা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য তাদের সকল প্রকার বিধি-বিধান এবং সকল সমস্যার সঠিক সমাধান দানকারী একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব। যেসব লোক এ কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এর সর্বময় বিধি-বিধান অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি জীবন, সামাজিক ও পারিবারিক সর্বক্ষেত্রে পরিচালিত করবে সে সব লোক ইহকালীন জীবনে পরম সুখ-শান্তি এবং পরকালীন জীবনে অনাবিল শান্তির নীড় সুখময় স্থান বেহেশ্ত উদ্যান লাভ করে ধন্য হতে পারবে। মানব জাতির ইসলামী জীবন-বিধান এ কিতাবের উপরই নির্ভরশীল।

সকল প্রকার আসমানী কিতাবসমূহকে মহান আল্লাহ্র বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু মহা পবিত্র কোরআন মজীদ অবতীর্ণ হবার পর পূর্ববর্তী সকল কিতাবসমূহের হুকুমসমূহ পালনবিধি রহিত হয়ে গেছে। এ ছাড়া তাওরাত ও ইনজীল কিতাবের অনুসারীগণ পরবর্তীতে তাদের স্বপক্ষীয় করে তোলার জন্য কিছু কিছু আয়াত পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহে পবিত্র কোরআনকে কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি আর কিয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করেও তা পারবে না। কেননা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন— "নিশ্চয়ই এ কিতাবের বাণীসমূহ আমি নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব।" সুতরাং যার হিফাযতের দায়িত্ব মহান আল্লাহ্র হাতে ন্যাস্ত তাতে কোনরূপ পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

উল্লিখিত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হল, আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানী পরিচায়ক হিসেবে প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত ফরয।

রাসূলগণের উপর বিশ্বাস

মানুষ সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু এ মানব গোষ্ঠীর প্রকাশ্য শত্রু হল বিতাড়িত শয়তান। মানুষ মহান আল্লাহ্র 'ইবাদত-বন্দেগী করবে এটাই সর্বকাল ও সর্বযুগের নিয়ম। কিন্তু চিরশত্রু শয়তান তা কোনমতেই হতে দেবে না। সুতরাং সে বিভিন্নরূপ ধারণ করে এবং প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। মানুষ যাতে বিতাড়িত শয়তানের প্রলোভনে পড়তে না পারে, সেজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য

www.pathagar.com

যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কিতাবপ্রাপ্ত হয়ে সে অনুযায়ী লোকদেরকে চলার জন্য নির্দেশ দিতেন। ঐ কিতাবসমূহের মধ্যে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সকল প্রকার বিধি-বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। নবী-রাসূলগণের চরিত্র ছিল অত্যন্ত নিখুঁত যা সাধারণ মানুষের জন্য অনুকরণীয় ছিল। তাঁদের মন-মানসিকতা ছিল সাধারণ মানুষের জন্য খুবই উদার এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। যার কারণে নবী-রাসূলগণ অনেক নির্যাতিত হয়েও মানুষের কল্যাণ এবং তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করে গেছেন।

পয়গাম্বরগণের সকলেই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান নন। কারো কারো মর্যাদা কারো কারো চেয়ে বেশি ছিল। তবে সবচেয়ে মর্যাদাশালী হলেন আমাদের প্রিয় নবী সাইয়্যেদুল মুরছালীন, যাঁর উপাধি খাতামুন্‌নাবিয়্যীন। তিনিই দুনিয়ার শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী এ দুনিয়াতে আগমন করবেন না। কারণ কিয়ামত পর্যন্ত যত লোকজন আসবেন তাদের সকলেরও তিনি নবী। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত বাণীসমূহ নিজ জীবনে প্রতিপালন করে এবং সে অনুযায়ী মানুষ আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করার সুবিধার জন্য স্বীয় হাদীসের মাধ্যমে কিয়ামত, হাশর-নশর, বেহেশ্‌ত-দোযখ ইত্যাদি সকল বিষয়েরই বর্ণনা করে গেছেন। সুতরাং তাঁর অবর্তমানে নায়েবে রাসূলগণ এসব বিষয়াবলি সম্পর্কে লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন।

হযরত আদম (আঃ) হতে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে একলাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দু'লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নবী-রাসূলগণের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন নবী-রাসূলগণ যথাক্রমে ঃ হযরত আদম (আঃ), হযরত শীষ (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাইল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত দাঊদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত লূত (আঃ), হযরত শু'আইব (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত উযায়ের (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত ইউনুস (আঃ),

www.pathagar.com

হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত জুলকিফ্ল (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)।

উল্লেখ্য যে, সকল নবীগণই মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে এসেছেন তাই সকল নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামী পরিচায়ক হিসেবে সকল মুসলমানের জন্য একান্ত ফরয।

কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস

কিয়ামত শব্দের অর্থ মহাপ্রলয়ের দিন। সেদিন একমাত্র মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। সেদিনের উপর যার বিশ্বাস নেই, সে অমুসলিম, বেঈমান, কাফির। মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পর তাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য একটা সুন্দর বিধি-বিধান দান করেছেন। সে অনুযায়ী মানুষ নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করছে কি না, সে ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। এরপর শেষ বিচারের দিন মানুষ স্বীয় কাজকর্মের হিসাব নিকাশ দান করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাবে। যারা মহান আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জগতে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে সেদিন তারা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে পুরস্কৃত হবে। অর্থাৎ চিরস্থায়ী সুখময় স্থান অমরপুরী বেহেশ্ত উদ্যানের অধিবাসী হবে। আর যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করেনি, তারা লাঞ্ছনা, অপমান এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে তিরস্কৃত হয়ে দুঃখময় স্থান জাহান্নামে নিপতিত হবে। আদি মানব হযরত আদম (আঃ) হতে আরম্ভ করে দুনিয়ার সর্বশেষ যে শিশুটি এসেছে, এদের প্রত্যেক প্রাণীকেই সেদিন অর্থাৎ হাশরের মাঠে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজেদের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পেশ করতে হবে। সেদিন নেক্কার বান্দাদের ডানহাতে 'আমলনামা থাকবে আর গুনাহ্গার লোকদের বাম হাতে তাদের 'আমলনামা থাকবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন মজিদে ঘোষণা করেন—"যে ব্যক্তিকে হাশরের দিন তার ডান হাতে 'আমলনামা দেয়া হবে 'আমলনামা হাতে পেয়ে সে ব্যক্তি লোকদেরকে বলতে থাকবে, এ দেখ আমার 'আমলনামা। তোমরা এটা পাঠ করে দেখ! দুনিয়ার জীবনে আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হব। আর সে কথা স্মরণ করেই আমি আমার জীবনকে পরিচালিত করেছি। সে ব্যক্তি ঐ দিন পরম আনন্দে থাকবে। পরিশেষে সে অমরপুরী বেহেশ্ত উদ্যানের অধিবাসী হবে।" অপরদিকে যাদের 'আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআন মজিদের অন্য আয়াতে ঘোষণা করেন—"যে ব্যক্তিকে তার 'আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, আমাকে 'আমলনামা না দিলে খুবই ভালো হত। জানি না হিসাব-নিকাশে আমার পরিণাম কি দাঁড়াবে! সেদিন প্রত্যেকেই নতজানু হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সকলকেই তাদের স্বীয় 'আমলনামা দেখার জন্য ডাকা হবে। মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদেরকে তখন বলা হবে, দুনিয়ার জীবনে তোমরা যা করেছিলে আজ তার বিনিময় পাবে। এ দেখ আমার হাতে তোমাদের দুনিয়াবী জীবনের কর্মফলসমূহের খতিয়ানের কপি। এ খতিয়ানেই লিপিবদ্ধ করা আছে তোমাদের দুনিয়াবী জীবনের সকল কর্মকাণ্ড। তোমরা যখনই যে কাজ করেছিলে সাথে সাথে তা আমি সম্মানিত ফিরিশ্তাগণের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখেছি।"

পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ সে দিনটিতে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কোন অন্ত থাকবে না। সকলেই নিজেদের মুক্তির চিন্তায় পেরেশান থাকবে। আদরের স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, ভাই-বোন, মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সেদিন কেউ কারও কোন পরিচয় দেবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন মজিদে ঘোষণা দিয়ে বলেন—"হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। আর ঐদিনকে ভয় কর যেদিন পিতা-পুত্রের কোন উপকারে আসবে না।"

সেদিন মানুষের 'আমলনামার তারতম্য অনুসারে তাদের মধ্যে ব্যবধান হবে। কেউ সুখ-শান্তিতে থাকবে আবার কেউ অশান্তির চরম শিখরে থাকবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদে উল্লেখ হয়েছে—"কতকের চেহারা সেদিন হাসি-খুশি থাকবে, আবার কতকের চেহারা থাকবে মলিন।"

বদকার দোযখী লোকদের থেকে সেদিন বেহেশ্তের অধিবাসীগণকে আলাদা করে রাখা হবে। সেদিন মানুষের হাত, পা অর্থাৎ পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা যেসব কাজ-কর্ম সে দুনিয়ায় জীবিত থাকাকালে করেছিল তারাই তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদে উল্লেখ আছে— "ঐদিন মুখের জবান বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হাতসমূহ কথা বলবে এবং পাসমূহ সাক্ষ্য দেবে, সে ব্যক্তি ইহকালীন জীবনে যেসব কাজকর্ম করেছে।"

হঠাৎ করেই কিয়ামত আরম্ভ হবে না। এর পূর্বে কিছু কিছু ছোট-বড় ঘটনা ঘটবে যাতে মানুষ বুঝতে পারবে যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। হাদীসের আলোকে নিম্নে কিয়ামতের ছোট-বড় কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করা হল।

কিয়ামতের ছোট ছোট 'আলামতসমূহ

কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে মানুষ যে সকল ছোট ছোট আলামতসমূহ দেখবে তা নিম্নরূপ। যথা ঃ মিথ্যা কথা বলার প্রচলন বৃদ্ধি পাবে। মিথ্যা, বানোয়াটি কথাকে লোকেরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করবে। আমানতের খিয়ানত করবে। অর্থাৎ কারও নিকট কোন কিছু আমানত রাখলে সে ব্যক্তি ঐ আমানতের জিনিস ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাবে। পুরুষ লোকেরা মেয়েলোকের বশ্যতা ও আনুগত্যতা করবে। নিজেদের সন্তানরা মাতা-পিতার সাথে নাফরমানি করবে অর্থাৎ সন্তান মাতা-পিতার অবাধ্য হয়ে চলবে। অনুপযুক্ত লোকদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে।

গরিব, অসহায়, অনাথ লোকেরা হঠাৎ ধনী হয়ে যাবে এবং বিরাট বিরাট ঘরবাড়ি নির্মাণ করবে। দুনিয়া লাভ করার জন্যে মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করবে। মানুষের লজ্জা-শরম থাকবে না। মিথ্যা- জুয়াচুরি, অন্যায়ভাবে বিচারকার্জ পরিচালনা হবে।

সমাজে বিধর্মীদের প্রভাব প্রবলভাবে দেখা দেবে। মানুষ নিজ পিতা-মাতাকে শত্রু ধারণা করে বন্ধু-বান্ধবকে আপন বলে মনে করবে। পূর্ববর্তী পুণ্যবান লোকদেরকে মানুষ গালিগালায করবে এবং ধর্মীয় শিক্ষা লোপ পাবে। মদ পান, ব্যভিচার এবং মূর্খতা ও পশুত্ব আচরণ বৃদ্ধি পাবে। নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা এত কম হবে যে, প্রতি পঞ্চাশ জন মহিলার পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ। এসব ছোট ছোট নিদর্শনসমূহ দেখা যাবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব কাজকর্ম হতে তাওবা করে হিদায়াতের তৌফিক দান করুন।

www.pathagar.com

কিয়ামতের বড় বড় 'আলামতসমূহ

কিয়ামতের পূর্বেকার ছোট ছোট 'আলামতসমূহ পূর্ণতা লাভের পর বড় 'আলামতসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে। নিম্নে এর কয়েকটি বিবরণ উল্লেখ করা হল।

ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন ঃ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমেই কিয়ামতের বড় বড় লক্ষণসমূহ আরম্ভ হবে। ইমাম মাহ্দী (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সের সময় পবিত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফরত অবস্থায় আবির্ভূত হবেন। সমগ্র পৃথিবী যখন ইসলামী অনুশাসনের চরম অধঃপতনে পতিত হবে, তখনই মহান আল্লাহ্ পাক নির্যাতিত মুসলিম জাতিকে মুক্তির জন্য ইমাম মাহ্দী (আঃ)কে ইসলামী পথ নির্দেশনা দিয়ে পাঠাবেন। ইমাম মাহ্দী (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে আবির্ভূত হয়ে নবুওয়াতীর ধারায় ইসলামী খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর বুকে ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর রাজত্বকালের মেয়াদ হবে মাত্র ৯ বছর। দাজ্জাল নামক বেঈমান কাফির এবং তার অনুচরদের সাথে তাঁর বিরাটাকারের যুদ্ধ হবে। যুদ্ধে দাজ্জালকে দলবলসহ ধ্বংস করার পর মুসলমানদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ইমাম মাহ্দী (আঃ) আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমাবেন।

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঃ দাজ্জাল ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের বংশোদ্ভূত হবে। সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এক স্থান হবে তার জন্মস্থান। দাজ্জাল প্রথমে নিজেকে খোদা বলে দাবি করবে। সে হবে অত্যন্ত বিকট চেহারা বিশিষ্ট। তার কাছে থাকবে যাদুমন্ত্রের ভূয়া বেহেশ্ত এবং দোযখ। সে বললে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। কোন লোককে একবার হত্যা করার পর পুনরায় জীবিত করতে পারবে। দাজ্জালের অনুসারী লোকজনরা অসংখ্য ধন-সম্পদের অধিকারী হবে। একমাত্র পবিত্র মক্কা এবং মদীনা শরীফ ছাড়া দাজ্জাল দুনিয়ার সর্বত্রই যাতায়াত করতে সক্ষম হবে। তার বাহন হবে বিশালাকারের একটি গাধা। সে গাধাটি নদী-নালাসমূহ অনায়াসেই স্বীয় যাদুমন্ত্রের বলে পাড়ি দিতে সক্ষম হবে। তার পায়ে পানি পর্যন্ত স্পর্শ করবে না। এ গাধায় চড়ে সে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত

www.pathagar.com

পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবে। অনেক দুর্বল ঈমানের লোকজন দাজ্জালের এহেন অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ঈমানহারা হয়ে দাজ্জালের দলভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু একমাত্র প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিগণই তার এ সকল কাজের বিরোধিতা করবে। সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ শেষে দাজ্জাল তার অনুচরদেরকে নিয়ে পবিত্র মক্কা এবং মদীনা শরীফে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ মেহেরবানীতে এসব পবিত্র স্থানসমূহে সে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। এর পর সে সিরিয়া এবং দামেস্কের দিকে রওয়ানা হবে। কিন্তু ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) পূর্ব হতেই সেখানে অবস্থান করে মুসলমানদেরকে সাথে করে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ ঃ পবিত্র হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, একদিন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) মুসলমানদেরকে নিয়ে দামেস্কের মসজিদে 'আছরের নামাযের প্রস্তুতি নিবেন তখন হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র হুকুমে ঐ মসজিদের মিনারায় এসে অবতরণ করবেন এবং সিঁড়ি লাগানোর জন্য আহ্বান করবেন, সিঁড়ি লাগানো হলে তিনি সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসবেন। (পরিচয়প্রাপ্ত হয়ে) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামাযের ইমামতি এবং যুদ্ধের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিতে চাইবেন কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) উত্তরে বলবেন, নেতৃত্বের জন্য নয় বরং ইসলামের পরম দুশমন মরদুদ দাজ্জালকে হত্যা করার জন্যই আমি এসেছি। আমাকে কেবলমাত্র পাপিষ্ঠ নরাধম দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিন। পরদিন মরদুদ দাজ্জালের দলের সাথে মুসলমানগণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হবে। ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে একটা বল্লম বা নেযা অর্থাৎ সাধারণ অস্ত্র দ্বারা "বাবে লোদ" নামক স্থানে হত্যা করে ফেলবেন এবং দাজ্জালের অন্যান্য সঙ্গী-সাথীগণ মুসলমানদের হাতে দলবলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) দাজ্জালকে ধ্বংস করে অল্পকিছুদিন পরই ইন্তেকাল করবেন। এরপর হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন। ঈসা (আঃ) এ দুনিয়াতে চল্লিশ বছর খিলাফতের কাজ পরিচালনা করবেন। ঈসা (আঃ)-এর সময়ে ইয়াজুয-মা'জুয নামক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে। ঈসা (আঃ)

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকে নিয়ে মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশে "তূরে সাইনায়" (সিনাই পাহাড়ে) অবস্থান নিবেন। ইয়াজুয- মা'জুযের ফিতনা ও জুলুম শেষ হবার পর সদলবলে মুসলমানদেরকে নিয়ে ঈসা (আঃ) পুনরায় লোকালয়ে ফিরে আসবেন এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে সুখ-শান্তিতে স্বর্গরাজ্যের ন্যায় বসবাস করতে থাকবেন। এভাবে দুনিয়াবী জীবনে চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হলে মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে তিনিও মৃত্যুবরণ করবেন। ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে পবিত্র মদীনা শরীফে নবী (সাঃ)-এর রওজার পার্শ্বে দাফন করা হবে। (পবিত্র মদীনায় রওজা শরীফের পার্শ্বে এখনও একটি কবরের জায়াগা খালি রয়েছে। হাজী সাহেবানরা হয়ত সে স্থানটি দেখে থাকবেন)।

ইয়াজুয মাজুযের ফিত্‌না ঃ ইয়াজুয-মাজুয ইয়াফেছ ইবনে নূহ্ (আঃ)-এর বংশধর। এরা দানবের মত তৎকালীন মানব সমাজে এসে মানুষের উপর অনেক অত্যাচার করত। হযরত জুলকারনাইন বাদশাহ্ দু'টি পাহাড়ের মধ্যস্থলে তাদেরকে ভেতরে রেখে চতুর্দিকে শক্ত প্রাচীর দিয়ে আটকে রেখেছেন।

মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন তারা দুনিয়াতে আসবে তখন তারা সমগ্র দুনিয়াকে ধ্বংসপুরীতে পরিণত করবে। তারা সংখ্যায় এত বেশি হবে যে, তাদের সাথে মোকাবিলা করার মত কারও শক্তি থাকবে না। এ জন্যই হযরত ঈসা (আঃ)-কে তার অনুচর মুসলমানদেরকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিবেন। ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী নিরাপদ আশ্রয়ে স্বীয় দলবলসহ গিয়ে আশ্রয় নিবেন। কিছুদিন পর মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইয়াজুয ও মা'জুযের দল ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর ঈসা (আঃ) সদলবলে লোকালয়ে এসে চল্লিশ বছর কাল রাজত্বের মেয়াদ পূর্ণ হলে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে মৃত্যুবরণ করবেন। (দাফন সম্পর্কে পূর্বের আলোচনাটি দেখে নিবেন)।

পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় এবং তাওবাহ্‌র দরজা বন্ধ ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর পুনরায় মানুষ দ্বীন-ধর্ম ছেড়ে দিয়ে গোমরাহীর পথে পা বাড়াবে। ধীরে ধীরে নেক্‌কার বান্দার সংখ্যা কমে যাবে আর মানুষ অন্যায় এবং পাপাচারের পথকেই ভালোবাসবে। কিছুকাল যাবত এ অবস্থা চলার পর মানুষ দেখতে পাবে সমস্ত আকাশ ধূঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এ

www.pathagar.com

ধূঁয়ার প্রকোপে মু'মিন লোকদের একপ্রকার সর্দিজ্বর হয়ে তারা মারা যাবে। আর কাফির সম্প্রদায়েরা বেহুঁশ হয়ে থাকবে। স্বাভাবিক নিয়মেই কিছুদিন পর আবার দিন-রাত হতে থাকবে। অতঃপর ঐ বছর কুরবানীর ঈদের পর এমন এক মস্তবড় রাত হবে যা স্বাভাবিক তিন রাতের সমান হবে। সে রাতে মানুষ, জ্বিন, গরু-ছাগল, হাস-মুরগী ইত্যাদি পশুপাখি সকলেই অস্থির হয়ে পড়বে বাইরে যাবার জন্য। কিন্তু এত রাতে বের হবার কোন উপায় থাকবে না। এরপর হঠাৎ করে মানুষ দেখতে পাবে যে, সামান্য আলো নিয়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত হয়েছে। বেশ কিছুদূর উঠে আবার সূর্য অস্ত যাবে। অস্তমিত হবার পর সূর্য আবার স্বাভাবিক নিয়মেই পূর্বদিক হতে উদিত হতে থাকবে। এরপর হতে আর কারও তাওবা কবুল করা হবে না এবং নতুন করেও কোন লোক মুসলমান হতে পারবে না। এতসব আলোচনার উপরও ঈমানের ভিত্তি হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।

দাব্বাতুল আরদ্বের আত্মপ্রকাশ ঃ তাওবার দরজা বন্ধ হবার পর হঠাৎ একদিন একটি প্রাণীর আবির্ভাব হবে, এ প্রাণীটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। যেমন এটি লম্বায় হবে ষাট হাত, মাথা ও শিং হবে গরুর মাথা এবং শিং এর মত। ঘাড় হবে উটের মত লম্বা। কান হবে হাতির কানের মত খুব বড়। বুক দেখতে মনে হবে বাঘের বুক, গায়ের রং হবে বিভিন্ন রকমের। লেজ হবে দুম্বার লেজের মত ছোট। আর মুখ হবে মানুষের মুখের মত। সে মানুষের ভাষায় কথা বলবে। বর্তমান সাফা এবং মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয় ভূমিকম্পের কারণে ফেটে গেলে এ অদ্ভুত প্রাণীটি সেখান হতে বের হয়ে আসবে। উক্ত প্রাণীটি হবে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন। সমগ্র পৃথিবী এ প্রাণীটি ভ্রমণ করবে। ভ্রমণের সময় উক্ত অদ্ভূত প্রাণীটির হাতে হযরত মূসা (আঃ)-এর মো'জিযা সম্বলিত সে লাঠিটি থাকবে এবং হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর হাতের আংটি। উক্ত লাঠি দ্বারা সে মু'মিনদের কপালে একটি দাগ টেনে দিবে আর কাফির বেঈমানদের কপালে একটি দাগ টেনে দিবে, এতে কাফিরদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। খুব দ্রুততার সাথে এ কাজ সমাধা করার পর উক্ত অদ্ভূত প্রাণীটি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ঃ দাব্বাতুল আরদ্ব নামক অদ্ভূত প্রাণীটি অদৃশ্য হয়ে যাবার কিছুদিন পর হঠাৎ করে দক্ষিণ দিক হতে সমগ্র পৃথিবীতে একটি

www.pathagar.com

আরামদায়ক মৃদু বাতাস বইতে থাকবে। এতে বাকি সকল মু'মিনের বগলে একটি অসুখ দেখা দিবে, যার ফলে সকল মু'মিনরাই মারা যাবে। তখন সমগ্র পৃথিবীতে হাবশী কাফিরদের রাজত্ব চলবে। সে কাফির সম্প্রদায়ের লোকেরা এত জালেম এবং মূর্খ হবে যে, তারা পবিত্র কা'বা ঘরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে।

এরপর সমগ্র পৃথিবীতে অভাব অনটন দেখা দিবে। কিন্তু সে সময় বর্তমান সিরিয়া নামক স্থানে সকল প্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী খুবই সস্তায় পাওয়া যাবে। ফলে পৃথিবীর সকল মানুষ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করবে। এরপর যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদেরকে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে একটি অগ্নিশিখা এসে ধাওয়া করে সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাবে। সেখানে সকলে তিন/চার বছর পর্যন্ত অবস্থান করবে। সকল লোক সিরিয়াতে কাজ করতে থাকবে। এভাবে একদিন তথা ১০ই মুহার্‌রম শুক্রবার সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইস্রাফিল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। আওয়াজ শুনে সকল লোক আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। শিঙ্গার আওয়াজ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ অবস্থা দেখে মানুষ বেহুঁশ হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে কিন্তু সিঙ্গার আওয়াজ এতই বিকটতর হতে থাকবে যে, মানুষ বেহুঁশ হয়ে এক পর্যায়ে মারা যাবে এবং সকল সৃষ্ট জগৎসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন বা সে সময়ে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া একটি প্রাণী পর্যন্ত কোথাও থাকবে না। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদে ঘোষণা দেয়া হয়েছে—"ঐদিন (তথা কিয়ামতের দিন) মানুষ পতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে আর পাহাড়সমূহ ধূনা তুলার মত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।"

এমতাবস্থায় চল্লিশ বছর কেটে যাবে। পুনরায় মহান আল্লাহ্‌র হুকুমে ইস্রাফীল (আঃ) দ্বিতীয় বার সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিলে হাশরের মাঠ প্রস্তুত হয়ে যাবে। এভাবে চল্লিশ বছর কেটে যাওয়ার পর পুনরায় ইস্রাফীল (আঃ) তৃতীয় বার সিংগায় ফুঁৎকার দিবেন। এবার মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে হাশরের মাঠে স্বীয় দুনিয়াবী জীবনের সকল কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ দান করার জন্য সমবেত হবে।

www.pathagar.com

হাশরের মাঠে মানুষ ১২টি কাতারে বিভক্ত হবে

হাশরের ময়দানে বান্দা তার দুনিয়াবী জীবনের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ দেয়ার জন্য নিজেদের কর্মফল অনুযায়ী হাশরের মাঠে উঠতে থাকবে।

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদে মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা হল—"শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হলে মানুষ হাশরের মাঠে দলে দলে বিভক্ত হয়ে উঠবে।"

১। দুনিয়ার জমিনে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোকেরা বানরের আকৃতিতে উঠবে। ২। দুনিয়ার জমিনে থেকে হারাম বস্তু ভক্ষণকারী লোকেরা শূকরের আকৃতিতে উঠবে। ৩। দুনিয়ার জমিনে অন্যায়ভাবে বিচারকারীগণ অন্ধের আকৃতিতে উঠবে। ৪। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী লোকেরা আগুনে পুড়ে ক্ষত-বিক্ষত দেহাকৃতি নিয়ে উঠবে। ৫। যে সব আলেম লোকদের কথায় এবং কাজে মিল ছিল না তাদের মুখ হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। কারণ তার জিহ্বা লম্বা হয়ে বুক পর্যন্ত ঝুলতে থাকবে, জিহ্বাকে ছোট করার জন্য জিহ্বা কাটার কারণে রক্ত প্রবাহিত হওয়া অবস্থায় উঠবে। ৬। ইবাদাত-বন্দেগীতে অহংকারী লোকেরা অন্ধ এবং বোবা হয়ে উঠবে। ৭। জিনাকার লোকদের দু'পা মাথার চুলের সাথে কপালের উপর বেঁধে দেয়া হবে, এ অবস্থায় তারা হাশরের মাঠে উঠবে। ৮। মসজিদে বসে যেসব লোক গল্পগুজব করেছে সে সকল লোকেরা মাতাল অবস্থায় উঠবে। ৯। চোগলখোরদের জিহ্বা অনেক দূর লম্বা করে উঠান হবে। ১০। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারীরা ও নির্দেশ আদায়ের ব্যাপারে অবহেলাকারী লোকেরা মাতালের মত এদিক-সেদিক হেলা-দোলা অবস্থায় উঠবে। ১১। নিন্দুক, দুর্নাম রটনাকারী, চোগলখোর লোকেরা গন্ধকের জামা পরিহিত অবস্থায় উঠবে। ১২। সুদখোর লোকেরা শূকরের আকৃতিতে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট সাহাবাগণ (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে বাসনা করলেন। নবী কারীম (সাঃ) উত্তরে বললেন-এটি একটি জটিল প্রশ্ন বটে। তবে আমার উম্মত হাশরের মাঠে ১২টি দলে বিভক্ত হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে হযরত মা'আয (রাঃ) হতে এক হাদীসে বর্ণিত আছে—

www.pathagar.com

১। নিজ পাড়া প্রতিবেশী লোকদেরকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি যদি তাওবা না করে মারা যায়, তাহলে সে লোক হাত-পা বিহীন অবস্থায় উঠবে। ২। নামাযে অলসতাকারী লোক বিনা তওবায় মারা গেলে জানোয়ার এবং শূকরের আকৃতিতে উঠবে। ৩। যারা মালের যাকাত আদায় না করবে তারা সাপ-বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ বিশাল পেট বিশিষ্ট হয়ে উঠবে। ৪। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যারা মিথ্যা বানোয়াটি করবে সে সকল লোকদের মুখ হতে রক্ত এবং আগুন বের হতে থাকবে আর তাদের পেটের নাড়ি-ভূঁড়িসমূহ হাশরের মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকবে। ৫। মহান আল্লাহ্‌কে ভয় না করে যে সব লোক চোখের আড়ালে পাপ কাজ করবে তাদের শরীর হতে পঁচা মৃতদেহ হতেও বেশি দুর্গন্ধ বের হবে। ৬। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী লোকেরা গলা কাটা অবস্থায় উঠবে। ৭। সত্য কথা গোপনকারী লোকদের মুখ হতে পুঁজ পড়তে থাকবে। ৮। জিনাকার লোকদের কপালের চুলের সাথে দু'পা বাঁধা অবস্থায় উঠবে আর তাদের লজ্জাস্থান হতে পুঁজ এবং রক্ত ঝরতে থাকবে। ৯। ইয়াতীমের মাল নষ্টকারী লোকদের মুখ, কান, চোখ বিকৃত রং এবং পেট আগুনে ভর্তি অবস্থায় উঠবে। ১০। পিতা-মাতাকে কষ্ট দানকারী নাফরমান লোকেরা শ্বেত-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত অবস্থায় উঠবে। ১১। মদ-শরাব ইত্যাদি নেশাকারী লোকদের দাঁত হবে ষাঁড়ের শিং এর মত লম্বা আর তাদের ওষ্ঠদ্বয় বুকের উপর ঝুলে থাকবে এবং তাদের জিহ্বা পেট ও উরুর উপর লম্বালম্বীভাবে থাকবে। পেট হতে গলিত ধাতু বের হবে। ১২। পূণ্যবান লোকেরা এমনভাবে কবর হতে উঠে হাশরের মাঠের দিকে যাবে যে, তাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল নূরের মত উজ্জ্বল হবে। সেদিন নেককার লোকেরা বিদ্যুৎ গতিতে পুলছিরাত পার হয়ে বেহেশ্‌ত উদ্যানে প্রবেশ করবে। এ সকল নেক্‌কার লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কোরআন মজিদে ইরশাদ করেন যে—"মহান আল্লাহ্‌ ঐ সকল নেককার বান্দাদের উপর সন্তুষ্ট আর ঐ সকল নেককার বান্দাগণও আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট। তারা ঐ সকল লোক যারা তাদের স্বীয় প্রভুকে ভয় করেছে।

অতঃপর সকলের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। এর পর ন্যূনতম ঈমানের অধিকারী লোকও স্বীয় কর্মফল অনুযায়ী শাস্তি ভোগের পর শেষ পর্যন্ত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। আর যাদের কোনরূপ ঈমান থাকবে না তারা

www.pathagar.com

চীরজীবনের জন্যই দোযখবাসী হবে। হিসাবকার্য শেষ করে সকলকে স্বীয় কৃতকর্ম অনুযায়ী ফলাফল দান করার পর মৃত্যুকে বেহেশ্‌ত-দোযখের মধ্যখানে রেখে পশুর আকৃতি ধারণ করিয়ে জবাই করা হবে। এরপর সকলকে বলা হবে, তোমরা যে যেখানে স্থান পেয়েছ সেখানেই বসবাস করতে থাক। কারণ তোমাদের আর কোনরূপ মৃত্যু হবে না। উল্লিখিত আলোচনাসমূহ দিবালোকের ন্যায় সত্য, এ কথা স্বীকার করা ঈমানের পরিচায়ক। সুতরাং এ ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা সকলের জন্যই ফরয।

তাকদীরের উপর বিশ্বাস

তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ হচ্ছে, মানুষের সকল কর্মের ফলাফল ভালো হউক, খারাপ হউক অর্থাৎ যখন সে যে অবস্থায় থাকে মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী থাকে এবং এ বিধানসমূহ মহান আল্লাহ্‌ পাক কর্তৃক নির্ধারিত এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন—"মহান আল্লাহ্‌ পাক এ বিশ্ব ভুবন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্ট জীবের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহই সর্বময় শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী। তাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সকল ভালো-মন্দ হয়ে থাকে। তিনি যাকে ইচ্ছা কোনকিছুর অধিপতি করেন, আবার যাকে খুশি পথের ভিখারী করে দেন। মহান আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে হিদায়াতের রাস্তা দান করেন আর যাকে ইচ্ছা করেন না কেউই তাকে হিদায়াত করতে পারে না। এসব বিষয়ের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই তাদেরকে মৃদু ধমক দিয়ে রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন—"মহান আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধানের উপর যারা বিশ্বাসী নয়, তাদের উচিত তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য খোঁজ করা।"

উল্লিখিত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সকলের উপর অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা পবিত্র কালামে ঘোষণা করেন—"যত প্রকার বালা-মুসীবাত তোমাদের উপর এসে থাকে, তা দুনিয়ার কোন অংশে কিংবা তোমাদের

www.pathagar.com

নিজেদের উপর হউক তা প্রকাশ পাবার পূর্বেই আমার নিকট লিপিবদ্ধ আছে।" অর্থাৎ কখন, কোথায়, কার উপর কি ধরনের বিপদ বা বালা-মুসীবাত কিভাবে আসবে এ সবকিছু আগে হতেই মহান আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

মানুষ যেহেতু আশরাফুল মাখলুকাত, সুতরাং তারা ভালো-মন্দ বিচার-বিভেদ করার ক্ষমতা রাখে। সে যখন ভালো কাজ করে ভালো ফলাফল পাবে তখন তাকে বুঝতে হবে যে, এটি আমার প্রভুর পক্ষ হতে হয়েছে। আর যখন খারাপ কাজ করে খারাপ ফলাফল পাবে তখনও তাকে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, খারাপ কাজের ফলাফল খারাপ হয়েছে, তাও মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতেই হয়েছে। আর যদি চেষ্টাতে বিফল হয়ে যায় তাও ধারণা করতে হবে যে, এ কাজের ফলাফল আমার তাকদীরে নেই। তাই চুপচাপ অলস হয়ে বসে না থেকে বিবেক-বিবেচনা করে ভাল কাজ করার জন্য সবসময় মন-মানসিকতাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও বাধ্য করতে হবে। আর খারাপ, অন্যায়, গর্হিত কাজসমূহ হতে বিরত থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। আর তাকদীরের এ সবের উপর ঈমানের পরিচায়ক হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয।

পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস

মানব জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যু। এ মৃত্যুর হাত থেকে কোন লোকই রক্ষা পাবে না। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদে ঘোষণা হয়েছে—"প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।"

দেখা যায় জগতের শুরুতে যারা ছিল তাদের কেউই বেঁচে নেই। আজ যারা জীবিত ভবিষ্যতে তারাও থাকবে না। এমনিভাবে মহান আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইস্রাফিল (আঃ) প্রথমবারে সিঙ্গায় ফুঁক দিলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে, দ্বিতীয়বারে ফুঁক দিলে হাশরের মাঠ তৈরি হবে, এরপর তৃতীয়বারে ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে সকল প্রাণীসমূহ কবর হতে উঠে (বিভিন্নভাবে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) স্বীয় জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দেয়ার জন্য মহান প্রভু আল্লাহ্র সম্মুখে হাশরের মাঠে জীবিতাবস্থায় উঠতে থাকবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদে ঘোষণা হয়েছে-

www.pathagar.com

"অতঃপর যখন (তৃতীবার) সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলকেই স্বীয় কবরসমূহ হতে (হাশরের মাঠে) তাদের প্রভুর সম্মুখে দলে দলে উপস্থিত হতে হবে।" সেদিনের অবস্থা হবে খুবই ভয়ঙ্কর। সূর্য হবে মাথার উপর অতি নিকটবর্তী, জমিন হবে তামার। সূর্যের তাপে তামার জমিন উত্তপ্ত হয়ে মানুষ স্বীয় কর্মানুপাতে ঘর্মাক্ত হয়ে কারও পায়ের গিরা পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও উরু পর্যন্ত এভাবে বুক, গলা এমনকি কোন কোন লোক ঘামের পানিতে সাঁতরাতে থাকবে।

হাশরের মাঠে উপস্থিতির সময় হতেই মূলত মানুষের সত্যিকারের জীবন আরম্ভ হবে। দুনিয়ার এ জিন্দেগী মুসাফির লোকদের মত সামান্য সময়ের জন্য বিশ্রামের জায়গা মাত্র। এ মুসাফিরখানাতে এসে পরকালীন জীবনের জন্য কিছু পাথেয় তৈরি করার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। এভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় কেটে যাওয়ার পর মৃত্যুর মাধ্যমে মুসাফেরী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এরপর সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) হতে ইস্রাফীল (আঃ)-এর সিঙ্গা ফুঁক দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে শিশুটির জন্ম হবে সে শিশুটিও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের তথা হাশরের মাঠে উপস্থিত হয়ে দুনিয়ার জিন্দেগীর সকল কর্মের হিসাব দেয়ার জন্য মহান প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদের অন্য আয়াতে ঘোষণা হয়েছে—"এ মাটি হতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুনরায় এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং আবার এ মাটির ভেতর হতেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।"

সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রতিটি প্রাণীকেই জীবন-মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে একত্রিত হতে হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন মজিদের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—"যেদিন তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা একত্রিত করবেন, অবশ্যই সে দিনটির আগমন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।"

কারও অন্তরে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মৃত্যুর পর এ জড়দেহ কোন পশু-পাখি খেয়ে ফেলেছে, সাগরের পানিতে মাছের পেটে চলে গেছে। আগুনে পুড়ে গেছে বা পোড়ানো হয়ে ছাই-ভস্ম করা হয়েছে। কবরের মাটির সাথে মিশে গেছে, এসব ক্ষতবিক্ষত বা নিশ্চিহ্ন দেহ আবার কিরূপে একত্রীভূত করা হবে? এ প্রশ্নের একটি উত্তরই যথেষ্ট যে, যখন কিছুই ছিল না মহান আল্লাহ্ অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্ব দান করলেন সে অস্তিত্ব যতই বিনষ্ট হউক

www.pathagar.com

না কেন তাকে পুনরুত্থান করা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র পক্ষে অবশ্যই সম্ভব।

ময়দানে হাশর ঃ মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইস্রাফীল (আঃ)-এর সিঙ্গার ফুঁকে মানুষ কবর হতে দলে দলে উঠে হাশরের মাঠে জমা হবে। এ হাশরের মাঠের অবস্থান দুনিয়ার হিসেব অনুযায়ী ৫০ হাজার বছরের সমান হবে এবং এ সময়ের মধ্যে হাশর মাঠের বিভীষিকাময় অবস্থার ইঙ্গিত পূর্বে কিছুটা দেয়া হয়েছিল। এ মাঠের জমিন হবে তামার, সূর্য মানুষের মাথার আধা হাত উপরে থেকে স্বীয় বুক দিয়ে তাপ দেবে। মানুষ ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়বে। সেদিন মানুষের মাথার মগজ রোদের তাপে গরম হয়ে টগবগ করতে থাকবে। এসব ছাড়াও অসংখ্য কষ্ট হবে যা কোন ভাষা, লেখনী বা কল্পনায়ও আনা সম্ভব নয়। এহেন কঠিন হাশরের মাঠে মাত্র সাত শ্রেণীর লোক মহান আল্লাহ্‌র আরশের নিচে স্থান পাবে এবং নেককার লোকেরা হাউজে কাউসারের অমীয় সুধা পানে সক্ষম হবে। আর খাদ্য হিসেবে এক টুকরা রুটি পাবে, যেটি খাওয়ার ফলে তাদের আর ক্ষুধা-পিপাসা লাগবে না।

মুক্তিপ্রাপ্ত সাত শ্রেণীর লোকদের বিবরণ

হাশরের মাঠে যে সকল লোক মুক্তিলাভ করবে তাদের মধ্যে সাত শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে এদের পরিচয় দেয়া হল।

১। ন্যায়পরায়ণ রাজা বাদশাহ্ ঃ বিচারের সময় যারা কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করে সঠিকভাবে বিচার করেছেন এবং জনসাধারণকে এক সমান নজরে দেখেছেন।

২। 'ইবাদাতকারী যুবক ঃ অর্থাৎ যে যুবক নিজের কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত না হয়ে বরং আল্লাহ্‌র প্রেমে পড়ে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করে 'ইবাদাত-বন্দেগী করেছে এবং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে যার চক্ষু হতে পানি বের হয়েছে।

৩। সৃষ্ট জীবের সাথে ভালোবাসাকারী ঃ দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য লাভের লোভ না করে যদি আল্লাহ্‌র কোন নেক বান্দাকে ভালোবেসে থাকে ঐ সব লোক।

৪। সৎ-চরিত্রবান লোক ঃ সুন্দর রূপসী ষোড়শী তন্বী তরুণীর অসৎ এবং খারাপ উদ্দেশ্যে আহ্বান শুনেও আল্লাহ্‌র ভয়ে যে ব্যক্তি আত্মসংযম করেছে সেসব লোক।

www.pathagar.com

৫। একাগ্রচিত্তে আল্লার ইবাদাতকারীগণ ঃ নির্জনে আল্লাহ্‌কে ডেকেছে এবং আযাবের ভয়ে কান্নাকাটি করেছে ঐ সব লোক।

৬। গোপনে দানকারী ঃ যে ব্যক্তি গোপনে দান-খয়রাত করেছে এতে কোনরূপ লোক দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না। এমনকি ডান হাতে দান করার সময় বাম হাতও জানে না যে, কি দান করেছে।

৭। মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী ঃ ঐ সকল লোক যারা সদাসর্বদা মসজিদে গিয়ে জামা'আতে নামায আদায়ে তৎপর থাকত এবং মসজিদের সাথে সবসময় সম্পর্ক রাখত।

এছাড়াও সে কঠিন হাশরের মাঠে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর হাতে থাকবে সত্যবাদীতার ঝাণ্ডা। দুনিয়ার সকল সত্যবাদীগণ তাঁর ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন আর মুজাহিদ এবং সাধুগণও সে পতাকার নিচে সমবেত হবেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে থাকবে ন্যায়পরায়ণতার ঝাণ্ডা। পৃথিবীর সকল ন্যায়পরায়ণ লোকগণ তাঁর সে ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হাতে থাকবে দানের ঝাণ্ডা। পৃথিবীর সকল দানশীল ব্যক্তিগণ তাঁর সে ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন।

হযরত আবু দারদাহ (রাঃ)-এর হাতে থাকবে দারিদ্র্যতার ঝাণ্ডা। পৃথিবীর সকল দরিদ্র লোকজন তাঁর সে ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন।

হযরত উবাই ইবন কা'আব (রাঃ)-এর হাতে থাকবে কিরাআতের ঝাণ্ডা। পৃথিবীর সকল ক্বারীগণ তাঁর সে ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন।

হযরত মা'আয (রাঃ)-এর হাতে থাকবে বিজ্ঞতা বা জ্ঞানের ঝাণ্ডা। পৃথিবীর সকল ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁর সে ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন।

হযরত বেলাল (রাঃ)-এর হাতে থাকবে আযানের ঝাণ্ডা। পৃথিবীর সকল মুয়ায্‌যিনগণ তাঁর সে ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর হাতে থাকবে শাহাদাতের ঝাণ্ডা। পৃথিবীর সকল শহীদ এবং নির্দোষভাবে হত্যা হওয়া ব্যক্তিগণ তাঁর সে ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হবেন।

সেদিন মহান আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দিয়ে বলবেন—"কোথায় যালেম সম্প্রদায়েরা! আস দেখি আজ তোমাদের দম্ভ কোথায় এবং কিরূপ ছিল এর

www.pathagar.com

হিসাব দাও। সেদিন কারও উপর কোনরূপ যুলুম করা হবে না, যার যার কৃতকর্মের ফলাফল যথাযথভাবে তাদেরকে দেয়া হবে।"

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, আমরা আরশের নিচে স্থান পাব কি না? আর আমরা কোন ঝাণ্ডার নিচে স্থান পাবার উপযুক্ততা অর্জন করেছি! সে ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আমাদেরকে বাকি জীবনের সম্মুখ পথে অগ্রসর হওয়া উচিত, নতুবা এসব কারণে কর্মফল ভোগ করতে হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক সোজা পথে পরিচালিত করে তার করুণা এবং কৃপা দান করুন।

মীযান বা পাল্লা ঃ হাশরের মাঠে মানুষের 'আমলের অর্থাৎ কর্মফলের পরিমাপের জন্য মীযান বা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। এ দাঁড়িপাল্লাতে মানুষের 'আমলের নেকী-বদীসমূহ ওজন করা হবে। এতে কারও প্রতি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। এ মীযান বা পাল্লা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন কারীমে ঘোষণা করেন—"অতঃপর যার নেকীর ওজন ভারী হবে সে ব্যক্তি পরম রমনীয় স্থানে অবস্থান করবে এবং যার নেকীর ওজন হাল্কা হবে সে ব্যক্তির অবস্থান হবে হাবিয়াহ নামক দোযখে।"

মহাপবিত্র কোরআন মজীদের এ আলোচনা হতে এ কথাই বুঝা যায় যে, যার নেকী বেশি তার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, আর যার বদীর পাল্লা ভারী হবে তার জন্য রয়েছে ভীষণ কষ্টকর স্থান দোযখ। আর যাদের নেকী ও বদীর পাল্লা উভয়ই সমান হবে, তাদেরকে বেহেশ্ত এবং দোযখের মধ্যবর্তী "আরাফ" নামক স্থানে রাখা হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে দোষী ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী করে তাকেও ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে পবিত্র হাদীস শরীফে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

জনৈক ব্যক্তি ছিল খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। সে ব্যক্তি ৯৯ জন নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছিল। সে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তখনকার দিনে একজন মাওলানা সাহেবের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে ফতোয়া চাইল। উত্তরে মাওলানা সাহেব বললেন যে, "তুমি জাহান্নামী।" এ কথা শুনা মাত্র ঐ দুষ্ট লোকটি বলল, তোমাকে হত্যা করেই তাহলে সংখ্যা ১০০ পূর্ণ করে নেই। একথা বলে সে মাওলানা সাহেবকেও হত্যা করল। এরপর দুষ্ট লোকটি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করল এবং পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা শরীফ রওয়ানা হল। পথিমধ্যে

www.pathagar.com

লোকটির মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর দু'দল ফিরিশ্‌তার মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। তর্কের কোন মীমাংসা করতে না পেরে তারা দু'দলই মহান আল্লাহ্‌র নিকট মীমাংসার জন্য প্রার্থী হল। মহান আল্লাহ্‌ তাদেরকে বললেন, মৃত লোকটির পথকে দু'ভাগ করে মেপে দেখা যাক, অবস্থা কি হয়? এরপর তার দু'দিকের পথ মাপ দেয়ার পর দেখা গেল যে, মক্কা শরীফের দিকের রাস্তায় সে আধা হাত পরিমাণ বেশি অগ্রসর হয়েছে। তখন মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা দিলেন যে, লোকটি বেহেশ্‌তী। তখন তাকে বেহেশ্‌তের ফিরিশ্‌তারা নিয়ে গেল। দয়াময় আল্লাহ্‌ তা'আলা এভাবেই নেকীর পাল্লাকে ভারী করে থাকেন।

পুলসিরাত ঃ কঠিন হাশরের মাঠে হিসাব-নিকাশের পর মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল লোকদেরকে স্বীয় নবীগণের সাথে পুলসিরাত পাড়ি দিতে নির্দেশ দেবেন। পুলসিরাত অর্থাৎ পুল, তবে এটি দুনিয়ার কোন পুলের মত সাধারণ পুল নয়। এটি হবে চুলের চেয়েও চিকন আর তলোয়ারের চেয়েও ধারাল। এ পুলটির নমুনা হল দশ হাজার বছর নিচের দিকে যেতে হবে দশ হাজার বছর সোজা যেতে হবে, আবার দশ হাজার বছর উপরের দিকে উঠতে হবে। এর দৈর্ঘ্য মোট ত্রিশ হাজার বছরের রাস্তা হবে। এ পুল হাশরের মাঠ হতে আরম্ভ হয়ে বেহেশ্‌তের মাঠ পর্যন্ত হবে। এ পুলের নিম্নভাগে দোযখসমূহ অবস্থিত। পুলসিরাত পার হবার সময় নেক্‌কার লোকদের জন্য আগে-পিছে আলো থাকবে আর ঐ পুলটি তাদের নিকট অত্যন্ত প্রশস্ত বলে মনে হবে। নির্বিঘ্নে নেক্‌কার লোকগণ এ পুল পার হবেন। তাদের কেউ বিজলীর ন্যায়, কেউ বাতাসের ন্যায়, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণকারীর ন্যায়, কেউ দৌড়ে, কেউ পায়ে হেঁটে, আবার কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। অপরদিকে গুনাহ্‌গার লোকেরা এ পুল পার হবার সময় ঘোর অমাবশ্যার ন্যায় মনে করবে এবং কোন মতেই তারা এ পুল পার হতে পারবে না। এ পুল পার হতে গিয়ে তারা হাত-পা কেটে দোযখে পতিত হবে।

হাশরের মাঠে হিসাব-নিকাশের পর সকল মানব-দানবকেই এ পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে। সুতরাং সকলকেই এ দুনিয়ার জীবনেই পরকালের জীবনের এসব অলোচনা শুনে সতর্ক হয়ে নেক্‌কাজ করে নিজের জীবনকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী গঠন করে উল্লিখিত ঘাঁটিসমূহে নির্বিঘ্নে পাড়ি দেয়ার সম্বল তৈরি করা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে নেক 'আমল করার তৌফিক দান করুন।

www.pathagar.com

কোরআনে দোয়া ও আমল করার নির্দেশ

মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত যারা তারা সব সময়ই একমাত্র আল্লাহ্র তাআলার দরবারেই মাথা নত করবে। বিপদাপদ ও বালা মছিবত হতে নিজের মুক্তি লাভের জন্য তাঁরই দরবারে প্রার্থনা করবে। মান-সম্মান ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি সম্পর্কীয় সব ধরনের সৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য তাঁরই দরবারে আবেদন-নিবেদন করিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলাও তাহাই চেয়ে থাকেন। বান্দা তাঁরই দরবারে পরে থাকা, সুখ-সমৃদ্ধির দিনে তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অপরদিকে দুঃখ-দৈন্যের দিনে তাঁরই দয়া ও করুণা ভিক্ষা চাওয়াই হচ্ছে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের প্রধান সোপান। দোয়া, ইস্তেগফার, ফরিয়াদ, মুনাজাত, আবেদন-নিবেদন তথা নিজের দীনতা-হীনতা প্রকাশ করে বান্দাগণ আল্লাহ্র রহমত লাভ করে, আর পাপীরা পাপ মুক্ত হয় এবং নেককারদের মরতবা ও মর্যাদা আরও উন্নত হয়।

মূলকথা, দোয়ার বরকতে মানুষ উভয় জাহানের কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করে। রাহমানুর রাহীমও বান্দার দ্বীন-দুনিয়ার ভালই চেয়ে থাকেন। এই জন্য তিনি পবিত্র কোরআনে কালামের মাধ্যমে বান্দাগণকে তাঁহারই দরবারে দোয়া করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে, যারা তাঁহার দয়া ও করুণা হতে নিরাশ হয় এবং তাঁহার দরবারে কিছু না চায়, তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

সুতরাং আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য, আরও অধিক নেয়ামত অর্জন করার জন্য, রোগ-ব্যধি ও বালা-মুছিবত হতে নিরাপদে থাকার জন্য আমাদের উচিত উঠা-বসায়, কথা-বার্তায়, পোশাকে, খাওয়া-দাওয়ায়, শয়নে-জাগরণে ইত্যাদি কাজে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ রাখা। আর ভাল ভাল দোয়া পাঠ করে কার্যতঃ তাঁর বন্দেগী ও গোলামীর পরিচয় দেয়া।

পবিত্র কোরআনে মজীদে এরশাদ হয়েছে, ফায্‌কুরুনী আয্‌কুরকুম ওয়াশকুরূরী ওয়ালা তাক্‌ফুরূন। অর্থাৎ, "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা

www.pathagar.com

আমাকে স্মরণ করিও, তাহলে আমি তোমাদিগকে স্মরণ করব। আর আমার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করিও এবং (আমার দান ও অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে) আমার নাফরমানী করো না।"

অন্য এক আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ হয়েছে যে,উদ্‌উনী আস্‌তাজিব লাকুম। অর্থাৎ, "তোমরা আমাকে ডাকিও; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"

আমল ও দোয়া সম্পর্কে হাদীস

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আদ্‌ দুয়াউ মুখ্‌খুল ইবাদাতি। অর্থাৎ,"দোয়া হচ্ছে ইবাদতের সারবস্তু বা মগজ।"

অন্য এক হাদীসে আছে, "মুমিন বান্দাদের জন্য দোয়া হাতিয়ার স্বরূপ। অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে মানুষ যেমন শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করে শত্রুর উপর জয়ী হয়, ঠিক তেমনিভাবে দোয়ার মাধ্যমে সে প্রাকৃতিক বালা-মুছিবত হতে নিরাপদ হয়ে শয়তান ও নফ্‌সের উপর জয়ী হয়ে জীবনে সত্যিকার কামিয়াবী হাসিল করতে পারে।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "যখন কোন মুসলমান কোন বিষয়ে দোয়া করে, তখন হয়তো সে যা চায় তাই পেয়ে থাকে, নতুবা তার উপর হতে কোন মুছিবত উঠায়ে দেয়া হয় অথবা তার দোয়া পরকালের জন্য জমা করে রাখা হয়। (আহ্‌মদ ও বায্‌যার)

আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে, মুমিন বান্দাদের কোন কোন দোয়া দুনিয়ায় কবুল না হয়ে থাকলে এর পরিবর্তে পরকালে তারা এত বিপুল পরিমাণে নেক অর্জন করবে যে, নেকের আধিক্য দেখে তারা এ বলে আক্ষেপ করবে আহা! আমাদের কোন দোয়াই যদি দুনিয়ার জীবনে কবুল না হত, তবে না জানি কিরূপ নেকের অধিকারী হতে পারতাম আজ।

আমল ও দোয়া করার সঠিক সময়

উঠতে বসতে, খেতে-পরতে, দিতে-নিতে ইত্যাদি কাজেই আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র নাম স্মরণ করবে। এছাড়াও এমন কতগুলো বিশেষ বিশেষ সময় ও মুহূর্ত রয়েছে, যখন কোন দোয়া করা হলে সাধারণতঃ

www.pathagar.com

তা বিফল হয় না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বান্দার আবেদন নিবেদন শুনার জন্য সব সময়ই তৈরি আছেন।

বান্দার সব সময়ের দোয়াই তিনি কবুল করতে পারেন এবং তা করেও থাকেন। এরপরেও তিনি কতগুলো সময়ের মাঝে খাস বরকত নিহিত রেখেছেন। সেই সঠিক সময়ে অল্প এবাদত ও সামান্য পরিশ্রম করেই আমরা বিপুল ছাওয়াবের অধিকারী হতে পারি।

তাই দোয়া কবুল হওয়ার কয়েকটি সঠিক সময়ের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। আযানের সময় [আবু দাউদ, দারমী]

২। আযানের পর থেকে নামাযের একামত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়।

৩। জুমার নামাযের দিন আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত [তিরমিযী]

৪। জেহাদের ময়দানে ভীষণ লড়াই চলাকালে। [আবু দাউদ]

৫। তাহাজ্জুদের সময় থেকে সোবহে সাদেক পর্যন্ত। [মিশকাত]

৬। ফরয নামায সমূহের পরক্ষণে। [তিরমিযী]

৭। সেজদার অবস্থায়। [মেশকাত]

৮। শবে কদর, শবে বরাত ও দুই ঈদের আগের রাত্রি। [আবু দাউদ]

৯। হজ্জের আগের রাত্রিতে। [আবু দাউদ]

আমল ও দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত

দোয়া কবুল হওয়ার কতগুলো শর্ত রয়েছে, আর সে সমস্ত শর্ত পুরোপুরি পালন হয় না বলেই আমাদের বেশির ভাগ দোয়া আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ব্যর্থ হয়ে যায়। নিচে কয়েকটি শর্তের বর্ণনা দেয়া হলো।

১। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমতের উপর প্রচুর বিশ্বাস রাখা। দোয়া করার সময়ে বান্দার অন্তরে আল্লাহ্র রহমতের উপর যত গভীর আস্থা ও বিশ্বাস থাকবে, তার দোয়া তত তাড়াতাড়ি কবুল হবে।

২। তাওয়াজ্জুহ এবং হুজুরে ক্বাল্ব অর্থাৎ পূর্ণ এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে দোয়া করা। দোয়া করার সময়ে মনোযোগ না থাকলে সেই দোয়া কবুল হওয়ার কোনই নিশ্চয়তা নেই। অতএব যত বেশি আন্তরিকতা

www.pathagar.com

দোয়ার সাথে যোগ হবে, দোয়া কবুল হওয়ার আশাও তত বেশি দৃঢ় হবে। এটা বহু পরীক্ষিত যে, হুজুরে ক্বাল্‌বের সাথে কোন নেক দোয়া করা হলে তা কবুল হয়।

৩। দোয়া করার সময়ে কায়মনোবাক্যে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। এটা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই পছন্দনীয়। নিজের আজেযী ও দীনতা-হীনতা প্রকাশ করে অন্তরের সবটুকু আবেগ জড়ায়ে, পেছনের গোনাহগুলোর জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে কেঁদে কেঁদে দোয়া করবে। আর নির্জনে দোয়া করবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন–উদ্‌উ রাব্বাকুম তাদাররুয়াঁও ওয়া খুফইয়াতান।

অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের আল্লাহ্ তাআলাকে কান্না জড়িত কণ্ঠে এবং নির্জনে ডাকিও।" হাদীস শরীফে আছে– "আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ও তাঁর রহমত লাভের আশায় যে চক্ষু কান্না-কাটি করে, এটার জন্য দোযখের আগুন হারাম।"

৪। হালাল রাস্তায় উপার্জিত হালাল রিযিক খাবে। কেননা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন–"মানুষের খাদ্য যে পর্যন্ত হালাল না হবে, সে পর্যন্ত তার দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না।"

৫। "আমার বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার" অর্থাৎ মানুষকে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়া আর অন্যায় হতে বারণ করা। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন–"ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। দুই অবস্থার এক অবস্থা নিশ্চয়ই হবে; হয় তোমরা ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে, আর না হয় অবিলম্বে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হবে, আর তখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। [তিরমিযী]

আমল ও দোয়া করার আদব এবং নিয়মাবলি

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আমল ও দোয়া করার কতিপয় আদব নিম্নে বর্ণিত হইল–

১। অত্যন্ত "আজিযী ইনকেসারী" অর্থাৎ চরম অনুনয় বিনয়ের সহিত দোয়া করবে।

www.pathagar.com

২। অযু অবস্থায় দোয়া করবে, অযু ছাড়া দোয়া করা অনুচিত বা বেয়াদবী।

৩। দোয়ার মাঝে নিজের অতীত পাপের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করবে এবং ভবিষ্যতে কোন প্রকার পাপ না করার জন্য তওবা করবে।

৪। নিজের অন্যায়ের জন্য নেক কাজের উসীলা দিয়ে দোয়া করবে।

৫। দুই রাকাত নফল নামায পড়ে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবে।

৬। দোয়ার আরম্ভে এবং শেষে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

৭। দোয়া করার সময় উভয় হাত দুই কাধ বরাবর উঠাবে। দুই হাতের তালু চেহারার বরাবর রাখবে।

৮। দোয়ার শেষে "আমীন" বলতে বলতে দুই হাতের মাধ্যমে চেহারা মুছবে।

৯। কোন গুনাহের কাজে সফলতা লাভের জন্য দোয়া করবে না।

১০। দোয়ার সাথে কোন রকম শর্ত লাগাবে না।

১১। দোয়ার সাথে কোন রকম শর্ত লাগাবে না।

১২। অন্যায়ভাবে অন্যের অনিষ্ঠ কামনা করে দোয়া করবে না।

১৩। ছোট বড় সব মাকসুদের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারেই দোয়া করবে।

১৪। ঈমান ও একীনের সহিত অন্তরকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে আকৃষ্ট রেখে দোয়া করবে।

১৫। আমল ও দোয়ার মধ্যে বখিলী করবে না। অর্থাৎ নিজের ও সকলের জন্য সমভাবে দোয়া করবে।

www.pathagar.com

তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত ও আমল

জ্বিন-পরী আক্রান্ত ও বান-টোনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উক্ত তেত্রিশ আয়াতের তাবিজ লিখে পানিতে ভিজিয়ে সে পানি তের দিন পর্যন্ত পান করালে এবং গোসলের পর কোমর পানিতে নেমে তের দিন পর্যন্ত উক্ত তাবিজ ভেজান পানি মাথা হতে সমস্ত শরীরে ঢেলে দিলে ইনশাআল্লাহ্ উক্ত রোগাক্রান্ত রোগীর রোগ মুক্ত হবে। এক তাবিজে ভাল না হলে উল্লিখিত নিয়মে ২, ৩, ৪, ৫ বা ৭টি তাবিজ ব্যবহার করতে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। আর রাহ্মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন। ইহ্দিনাছ্ছিরাত্বালমুস্তাক্বীম। ছিরাত্বাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদ্বূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্বোয়াল্লীন।

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ

www.pathagar.com

وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ عَلٰى
هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলিফ-লাম-মীম-যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি, হুদাঁল্লিল মুত্তাক্বীনাল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল গাইবি ওয়া ইউক্বীমূনাচ্ছালাতা ওয়ামিম্মা রাযাক্বনাহুম ইউনফিক্বূন। ওয়াল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওয়ামা উনযিলা মিন ক্বাবলিকা ওয়াবিল আখিরাতি হুম ইউক্বিনূন। উলাইকা 'আলা হুদাম্ মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا
نَوْمٌ ـ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ مَنْ ذَا الَّذِىْ
يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ـ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ـ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ

www.pathagar.com

يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ - اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু। লা তা-খুযুহু সিনাতুঁওওয়ালা নাওম্। লাহূ মা ফিচ্ছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি, মান যাল্লাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্‌দাহূ ইল্লা বিইয্‌নিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়্যিম মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শায়া, ওয়াছি'আ কুরছিয়্যু হুচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফ্যুহুমা, ওয়াহুয়াল 'আলীয়্যুল 'আযীম। লাইকরাহা ফিদ্দীনি ক্বাদ তাবাইয়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়্যি ফামাইঁ ইয়াকফুর বিত্‌ত্বাগুতি ওয়া ইউ'মিন বিল্লাহি ফাক্বাদিছ্ তামছাকা বিল'উরুওয়াতিল- উছক্বা লানফিছামালাহা ওয়াল্লাহু সামী'উন 'আলীম। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্লাযীনা আমানূ ইউখরিজুহুম মিনায্‌যুলুমাতি ইলান্নুরি। ওয়াল্লাযীনা কাফারু আওলিয়াউহুমুত্‌ত্বাগুতি ইয়াখরুজূনাহুমমিনান্নুরি ইলায্‌যুলুমাতি উলাইকা আছহাবুন্নারি হুম ফীহা খালিদূন।

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ - فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ - وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ - لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ - وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا - غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا

www.pathagar.com

كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ

نَّسِيْنَا اَوْاَخْطَاْنَا ۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا

كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا

مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ

مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মাফিচ্ছামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি ওয়া ইন তুবদূ মাফী আনফুসিকুম আওতুখফুহু ইউহাসিবকুম বিহিল্লাহু। ফাইয়াগফিরু লিমাইঁ ইয়াশাউ ওয়াইউ 'আযযিবু মাইঁইয়াশাউ ওয়াল্লাহু 'আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীরু। আমানার রাসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি মির রাব্বিহি ওয়াল মু'মিনূনা কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়ামালাইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়ারুসুলিহী। লা নু ফার্‌রিক্বু বাইনা আহাদিম্‌ মির রুসুলিহী, ওয়াক্বালূ ছামি'না ওয়া আত্বা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাছীরু। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস'আহা লাহা মা কাসাবাত ওয়া'আলাইহা মাক্‌তাসাবাত রাব্বানা লাতুআখিয্‌না ইন্‌নাসীনা আও আখত্বানা। রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইছরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিনক্বাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বাক্বাতালানা বিহী ওয়া'অফু 'আন্না ওয়াগফিরলানা ওয়ারহাম্‌না আনতা মাওলানা ফানছুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ

اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۔ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ

يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ

بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

www.pathagar.com

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ
وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا
وَّطَمَعًا ـ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ قُلِ
ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنِ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰى وَلاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وِلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغُوْا
بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً ـ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ
مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বাকুমুল্লাহুল্লাযী খালাক্বাচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা ফী সিত্তাতি আইয়্যামিন ছুম্মাহতাওয়া 'আলাল'আরশি ইউগশিল্লাইলা ওয়ান্নাহারা ইয়ুত্বলিবুহু হাছিছাওঁ ওয়াশ্শামছা ওয়াল ক্বামারা ওয়ান্নুজূমা মুছাখ্খারাতিম্ বিআমরিহী আলা লাহুল খালক্বু ওয়াল আমরু তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল 'আলামীনা। উদ'উ রাব্বাকুম তাদ্বাররু'আঁও ওয়া খুফইয়্যাতান ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মু'অতাদীন। ওয়ালা তুফছিদূ ফিল আরদ্বি বা'অদা ইছলাহিহা ওয়াদ'উহু খাওফাওঁ ওয়া ত্বামা'আন। ইন্না রাহমাতাল্লাহি ক্বারীবুম মিনাল মুহছিনীনা। ক্বুলিদ'উল্লাহা আওয়িদ'উর রাহমানি আইয়্যামান তাদ'উ ফালাহুল আছমাউল হুছনা, ওয়ালা তুজহারু বিছালাতিকা ওয়ালা তাখাফাত বিহা ওয়াবতাগু বাইনা যালিকা সাবীলা। ওয়া ক্বুলিল হামদু লিল্লাহিল্লাযী লাম ইয়াত্তাখিযু ওয়ালাদান ওয়ালাম ইয়াকুঁল্লাহু শারীকুন ফিল মুলকি ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিইয়্যুম মিনায্ যুল্লি ওয়াকাব্বিরহু তাকবীরা।

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ـ اِنَّ
اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

www.pathagar.com

الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۔ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ

الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

وَّاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۔ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ

مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۔

উচ্চারণ ঃ ওয়াচ্ছাফ্ফাতি ছাফ্ফান। ফায্যাজিরাতি যাজরান, ফাত্তালিয়াতি যিকরান। ইন্না ইলাহুকুম লা ওয়াহিদুন রাব্বুচ্ছামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়ারাব্বুল মাশারিক্বি ইন্না যাইয়্যান্নাচ্ছামাআদ্দুনিয়া বিযীনাতেনিল কাওয়াকিবু ওয়া হিফ্যাম্মিন কুল্লে শাইত্বানিম্ মারেদিনা লা ইয়াস্মা'উনা ইলাল মালায়িল আ'অলা ওয়াইউক্কযাফুনা মিনকুল্লি জানিবিন দুহূরাওঁ ওয়ালাহুম 'আজাবুওঁ ওয়াছিবুন ইল্লা মান খাত্বিফাল খাতাফাতা ফাআতবা'আহু শিহাবুন ছাক্বিবুন। ফাছতাফতিহিম আহুম আশাদ্দু খালক্বান আমমান খালাক্বনা ইন্না খালাক্বনাহুম মিন ত্বীনিনলাযিবিন।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ

أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا

بِسُلْطٰنٍ ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۔ يُرْسَلُ

عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۔

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ ইয়া মা'আশারাল জ্বিন্নি ওয়াল ইনসি ইনিস্তাত্বা'অতুম আন তানফুযূ-মিন আক্বত্বারিচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ফানফুযূ লা তানফুযূনা ইল্লা বিসুলত্বানিন, ফাবিআইয়্যে আলা ইরাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ইউরসালু 'আলাইকুমা শুয়াযুম্ মিন্ নারিঁও ওয়ানুহাসুন ফালা তানতাছিরানি।

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۔ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔ قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۔ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۔

উচ্চারণ ঃ লাওআনযালনা হাযাল কুরআনা 'আলা জাবালিল লারাআইতাহু খাশি'আম্ মুতাছাদ্দি'আম মিনখাশিয়াতিল্লাহি। ওয়াতিলকাল আমছালু নাদ্বরিবুহা লিন্নাসি লা'আল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারুন। হুয়াল্লাহুল্লাযী লাইলাহা

www.pathagar.com

ইল্লাহু। 'আলিমুল গাইবি ওয়াশ্শাহাদাতি হুয়ার্‌রাহমানুর্ রাহীমু। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহু। আলমালিকুল কুদ্দুসুচ্ছালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল 'আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বিরু। সুবহানাল্লাহি 'আম্মা ইউশরিকূন। হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুছাওয়্যিরু লাহুল আসমাউল হুসনা ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিচ্ছামাওয়াতি ওয়ালআরদ্বে ওয়াহুয়াল 'আযীযুল হাকীম। কুল উহিয়া ইলাইয়্যা আন্নাহুসতামা'আ নাফারা মিনাল জিন্নি ফাক্বালূ ইন্না সামি'অনা কুরআনান 'আজাবাই ইয়াহ্‌দী ইলার রুশদি ফাআমান্নাবিহী। ওয়ালান নুশরিকা বিরাব্বিনা আহাদান ওয়াইন্নাহু তা'আলা জাদ্দু রাব্বিনা মাত্তাখিযু ছাহিবাতাওঁ ওয়ালা ওয়ালাদান, ওয়াইন্নাহু কানা ইয়াকুলু সাফীহুনা 'আলাল্লাহি শাত্বাত্বা।

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ـ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ـ وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّا لَةَ الْحَطَبِ ـ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ـ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুনা, লা আ'অবুদু মা তা'অবুদূন। ওয়ালা আন্তুম 'আবিদূনা মা আ'অবুদ। ওয়ালা আনা 'আবিদুম্‌মা 'আবাদতুম

www.pathagar.com

ওয়ালা আন্তুম 'আবিদূনা মা আ'অবুদ। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিইয়াদ্বীন। কুলহুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুচ্ছামাদ। লামইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুঁল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্বি মিনশাররি মা খালাক্কা ওয়ামিন শাররি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্কাবা ওয়ামিন শাররিন নাফ্ফাসাতি ফিল'উক্কাদি ওয়ামিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ। কুল আ'উযু বিরাব্বিন্নাসি মালিকিন্নাসি ইলাহিন্নাসি মিনশাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসওয়িছু ফী ছুদূরিন্নাসি মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাসি।

উক্ত তেত্রিশ আয়াতের শুরুতে আলহামদু সূরা এবং শেষে চার কুল যোগ করে লেখা হল, উল্লেখিত সূরাসমূহ তেত্রিশ আয়াতের বাইরে। (ক্বাওঃ জামীল)

ফযীলতসমূহ ঃ (১) যে ব্যক্তি উক্ত তেত্রিশ আয়াত পাঠ করবে সে সকল প্রকার অত্যাচারী, গীবত রটনাকারী, হিংসুক ও জালেমের জুলুম হতে ইনশাআল্লাহ্ হিফাজতে থাকবে। রাতের বেলায় পাঠ করে ঘুমালে চোর-ডাকাতের উপদ্রব হতে রক্ষা পাবে এবং মাল-সম্পদ নিরাপদে থাকবে।

(২) তেত্রিশ আয়াত নিয়মিত পাঠকারীর সকল নেক মাকছুদ পূর্ণ হবে। নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারবে ও সর্বদা মহান আল্লাহর রহমতের মাঝে থাকবে।

(৩) এর তাবিজ বানিয়ে ছোট ছেলে-মেয়েদের গলায় বেঁধে দিলে তারা সর্বপ্রকার বালা-মুছীবাত হতে হিফাজতে থাকবে।

(৪) বন্দী অবস্থায় থেকে তিলাওয়াত করলে আল্লাহর রহমতে বন্দী হতে মুক্তি লাভ করবে।

(৫) সকাল-বিকাল পাঠ করলে আর্থিক উন্নতি লাভ হবে।

(৬) গরীব লোকেরা একাগ্রচিত্তে এ আয়াতসমূহ পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ্ মালদার হবে।

সবচেয়ে বেশি ফযীলতের দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

www.pathagar.com

ফযীলত ঃ পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত চারটি কালাম মহান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় এবং সর্বাপেক্ষা ফযীলতপূর্ণ। এছাড়া পবিত্র হাদীস শরীফে এ কথাও উল্লেখ আছে, নবী (সাঃ) সর্বদা এ কালামসমূহ পাঠ করতেন এবং আসমানের নিচে জমিনের উপর যা কিছু আছে এসব কিছু হতেও অনেক বেশি ভালোবাসতেন।

একটি অতি মূল্যবান কালাম

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ কুল ইয়া 'ইবাদিয়াল্লাযীনা আছরাফূ 'আলা আনফুসিহিম, লা তাক্বনাতূ মির্ রাহ্‌মাতিল্লাহি। ইন্নাল্লাহা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা জামী'আন। ইন্নাহু হুয়াল গাফূরুর্ রাহীমু।

ফযীলত ঃ নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন যে—"এ আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র দুনিয়াও গ্রহণ করতে রাজী নই।" একজন সাহাবী আরজ করলেন। যদি সে ব্যক্তি শির্‌ক করে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন—"সাবধান! যদিও সে শিরক করে" এ কথাটি নবী (সাঃ) তিনবার করে বললেন।

নিয়ম ঃ অত্যন্ত পাক-পবিত্র হয়ে তাওবাহ্-ইস্তেগফার করে এবং কখনও পাপ কাজ না করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে খাঁটি অন্তরে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের মুনাজাতে পাঠ করবে।

৯৯ রোগের মহৌষধ

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা ক্বুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।

ফযীলত ঃ পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, উল্লিখিত দোয়াটি ৯৯টি রোগের মহৌষধ। তবে সর্বনিম্ন রোগ হল দুশ্চিন্তা।

www.pathagar.com

অসীম পাপ মার্জনার দোয়া

اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

উচ্চারণ ঃ আসতাগ ফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

ফযীলত ঃ প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর তিনবার এবং আছরের নামাযের পর তিনবার করে পাঠ করলে সমুদ্রের পানিসমূহের মত অসীম পাপ মার্জনা করা হবে।

কঠিন কাজ উদ্ধারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا مَوْتًا وَّلَاحَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا وَّلَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ اِلاَّ مَا اَعْطَيْتَنِىْ وَلَا اَنْ اَتَّقِىْ اِلاَّ مَا وَقَيْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِىْ عَافِيَتِىْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি লা আমলিকু লিনাফসী দ্বাররাওঁ ওয়ালা নাফ'আঁও ওয়ালা মাউতাওঁ ওয়ালা হায়াতাওঁ ওয়ালা নূশরাওঁ ওয়ালা আসত্তাত্বী'উ আন আখুযা ইল্লা মা আ'অত্বাইতানী ওয়ালা আন আত্তাক্বী ইল্লা মা ওয়াতাইতানী। আল্লাহুম্মা ওয়াফ্ফিক্বনী লেমা তুহিব্বু ওয়াতারদ্বা মিনাল ক্বাওলি ওয়াল 'আমালি ফী 'আফিয়াতী।

রুযী-রোযগার বৃদ্ধির আমল

يَا رَازِقُ - (ইয়া রাযিক্বু) হে রিযিক্ব দানকারী।

ফযীলত ঃ হযরত বড়পীর সাহেব (রহঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাযের পর এ দোয়া পাঠ করবে অতি অল্পদিনের মধ্যে তার রুযীতে অনেক বরকত হবে।

www.pathagar.com

নিয়ম ঃ তাহাজ্জুদ নামাযের পর কিবলামুখী হয়ে নামাযের অবস্থায় বসে শ্বাসকে নাভীর নিচ হতে উক্ত কালিমাটি জোরে আঘাত করবে। প্রথম আঘাত ডান জানুতে আর দ্বিতীয় আঘাত কলবের মধ্যে এভাবে ১০০ বার করবে।

রুযী-রোযগার বৃদ্ধির দ্বিতীয় আমল

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লাত্বীফুম্ বি'ইবাদিহী ইয়ারযুক্বু মাইঁইয়া শাউ ওয়াহুয়াল ক্বাওয়িয়্যুল 'আযীযু।

ফযীলত ঃ উল্লেখিত আয়াতটি যথানিয়মে দৈনিক একশতবার করে পাঠ করলে ইন্শাআল্লাহ্ রুযীতে অনেক বরকত হবে। (এটি অনেক পরীক্ষিত)

মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার আমল

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ -

উচ্চারণ ঃ হাসবুনাল্লাহু ওয়ানি'অমাল ওয়াকীলু।

ফযীলত ঃ সকল প্রকার মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য উল্লিখিত দোয়াটি তিনশত তেরবার করে পাঠ করবে। মামলা-মোকদ্দমার জন্য এ 'আমলটি অত্যন্ত ফলদায়ক।

নিয়ম ঃ অত্যন্ত পাক-পবিত্র হয়ে একাগ্রতার সাথে উক্ত দোয়াটি তিনশত তেরবার পাঠ করে কয়েক মরতবা দরূদ শরীফ পাঠ করে মুনাজাতের পর কাজে বের হবে, ইনশাআল্লাহ শুভ ফল লাভ হবে।

www.pathagar.com

তাবিজাত ও দ্রব্যজাত

প্রস্তুতি-প্রতিটি দোয়া তারিজ পড়া ও লেখার পূর্বে 'আমলকারী ব্যক্তি অত্যন্ত পাক-পবিত্র হয়ে পবিত্র অন্তরে কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এছাড়া উক্ত 'আমলকারী ব্যক্তি ৫ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী এবং সকল প্রকার পাপকাজসমূহ হতে মুক্ত থাকতে হবে, আর নিজে এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে সর্বদা পাক-পবিত্র ও নামাযী বানাবার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। এসব গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যদি নিম্নরূপ 'আমলসমূহ দ্বারা তদবীর করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ শুভ ফল লাভ করবেন।

চেহেল কাফ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةٌ كَفْكَافُهَا ـ كَكَمِيْنَ
كَانَ مِنْ كُلُكٍ تَكَرَّ كُرًّا كَكَرِّ الْكُرِّ فِىْ كَبَدِىْ تَحْكِىْ
مُشَكْشَكَةٍ كَلُكْلُكٍ لَكَكَا كَفَاكَ الْكَافُ مَابِىْ كَفَا
كُرْبَتَهٗ يَاكُوْكَبًا كَانَ يَحْكِىْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ ـ

উচ্চারণ ঃ কাফাকা রাব্বুকা কাম ইয়াক্ফীকা ওয়াকিফাতান কাফকাফুহা। কাকামীনিন কানা মিন কুলুকিন তাকাররা কুররা কাকাররিল কুররি ফী কাবাদী তাহ্কী মুশাক্শাকাতিন কালুকলুকিন লাকাকা কাফাকাল কাফু মাবী কাফা কুরবাতাহু ইয়া কাওকাবা কানা ইয়াহ্কী কাওকাবাল ফালাকি।

ফযীলত ঃ বাঁঝা বন্ধা স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার জন্য কয়েক গাছী নীল সুতা স্ত্রী লোকটির পা হতে মাথা পর্যন্ত লম্বা করে মেপে নিয়ে চার কুল অর্থাৎ কুলইয়া, কুলহুয়াল্লাহ, কুল আ'উযু বেরাব্বিল ফালাকে এবং কুল আ'উযু বেরাব্বিন্নাছে, সূরা তাকাছুর এবং উল্লেখিত "চেহেল কাফ" এ সাতটি সূরা, আয়াত পাঠ করে ৭টি গিরায় ফুঁ দিয়ে উক্ত সুতাটি বাঁঝা স্ত্রী লোকটির গলায় বেঁধে দেবে, ইনশাআল্লাহ সন্তান লাভ হবে।

www.pathagar.com

সাপ, বিচ্ছু দংশনের তদবীর

سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ شُجَّةٌ قَرْنِيَةٌ مِّلْحَةٌ بَحْرٌ قَفْطًا ـ

উচ্চারণ ঃ সালামুন 'আলা ইলাইয়াসীন, সালামুন 'আলা নূহিন ফিল 'আলামীনা, বিসমিল্লাহি সুজ্জাতুন ক্বারনিয়্যাতুম মিলহাতুন বাহ্‌রুন ক্বাফত্বান।

নিয়ম ঃ সাপ, বিচ্ছু দংশন করলে উক্ত দংশিত স্থানে উল্লেখিত দোয়াসমূহ পাঠ করে ফুঁ দেবে এবং যে কোন রশি বা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে দংশিত স্থানের উপরে বাঁধ দিবে যেন বিষ উপরে উঠতে না পারে।

আগুনে পোড়া ভাল হবার তদবীর

اِذْهَبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشَافِىْ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আযহাবিল বা'সা রাব্বুন্নাসি ইশফি আন্তাশ্‌শাফী লা শাফী ইল্লা আন্তা।

নিয়ম ঃ আগুনে পোড়া গেলে উল্লেখিত দোয়াটি একটি ডিমের কুসুমে ফুঁ দিয়ে সামান্য কর্পুর গুড়া মিশ্রিত করে জ্বলন্ত স্থানে লাগায়ে দিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ ঠাণ্ডা হয়ে ভাল হবে।

আগুন নেভানোর তদবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ (আল্লাহু আকবার) আল্লাহ্ অনেক মহান।

নিয়ম ঃ কোন ঘরে বা স্থানে আগুন লাগলে খাস অন্তরে পবিত্র মুখে উচ্চ আওয়াজে উল্লেখিত শব্দ দু'টি উচ্চারণ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় আগুন নিভে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর মহব্বত বৃদ্ধির তদবীর

وَلَوْاَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ

قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ ওয়ালাও আনফাক্কতা মা ফিল আরদ্বি জামী'আম মা আল্লাফা বাইনা কুলূবিহিম ওয়ালা কিন্নাল্লাহা আল্লাফা বাইনাহুম ইন্নাহু 'আযীযুন হাকীমুন।

নিয়ম ঃ উল্লেখিত আয়াতটি ৭ বার পাঠ করে চিনি/মিশ্রী বা মিষ্টি দ্রব্যের উপর ফুঁ দিয়ে ঐ মিষ্টি দ্রব্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ে খেলে পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

চাকর-চাকরানী ও সন্তানদের পলায়ন বন্ধের তদবীর

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ۔ مَامِنْ دَآبَّةٍ اِلَّاهُوَاٰخِذٌ بِنَا صِيَاتِهَا ۔ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

উচ্চারণ ঃ ইনি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি রাব্বী ওয়া রাব্বিকুম। মা মিন দাব্বাতিন ইল্লাহুয়া আখিযুম বিনাছিয়াতিহা। ইন্নারাব্বি 'আলা ছিরাতিম মুসতাক্কীম।

ফযীলত ও নিয়ম ঃ কারও চাকর-চাকরানী কিংবা সন্তানের পলায়নের অভ্যাস থাকলে তাদের মাথায় কপালের উপরিভাগের কয়েকগছি চুল ধরে নিম্নোক্ত দোয়াটি তিনবার পাঠ করে ফুঁ দিলে ইনশাআল্লাহ্ তাদের পলায়নের অভ্যাস দূর হবে।

চক্ষু রোগের তদবীর

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّىْ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মাত্তি'অনী বিবাছারী ওয়াজ'আলহুল ওয়ারিছা মিন্নী ফাকাশাফ্না 'আনকা গিত্বাআকা ফাবাছারুকাল ইয়াওমা হাদীদুন।

নিয়ম ঃ চোখের বিভিন্ন প্রকার পীড়ার জন্য ও চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির জন্য উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করে চোখে ফুঁ দেবে এভাবে ২, ৩, ৫ দিন করলে ইনশাআল্লাহ্ চক্ষুরোগ আরোগ্য হবে।

www.pathagar.com

ব্যথা-বেদনার তদবীর

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُوْا وَ اُحَاذِرُ .

উচ্চারণ ঃ আ'উযু বিইয্‌যাতিল্লাহি ওয়া ক্বুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু।

নিয়ম ঃ পেটে কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে ব্যথা-বেদনা হলে বেদনার স্থানে হাত রেখে উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করে ফুঁ দিয়ে ঘঁষে দিবে। ইনশাআল্লাহ্ বেদনা ভাল হয়ে যাবে।

সন্তান লাভের তদবীর

اَوْكَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ . اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ .

উচ্চারণ ঃ আও কাযুলুমাতিন ফী বাহ্‌রিলল্লুজ্জিয়্যিইঁ ইয়াগশাহু মাওজুম্ মিন্ ফাওক্বিহী মাওজুম মিন ফাওক্বিহী সাহাবুন যুলুমাতুন বা'অদুহা ফাওক্বা বা'অদ্বিন, ইযা আখরাজা ইয়াদাহু লাম ইয়াকাদ ইয়ারাহা ওয়ামান লাম ইয়াজ'আলিল্লাহু লাহু নূরান ফামা লাহু মিন নূরীন।

নিয়ম ঃ ৪০টি লবঙ্গের মধ্যে প্রতি একটির ওপর সাতবার করে উক্ত দোয়া পাঠ করে ফুঁ দেবে, এভাবে ৪০টির ওপর ফুঁ দেবে। এরপর হায়েয হতে পবিত্র হবার সাথে সাথে প্রতি রাতে শোয়ার সময় উক্ত লবঙ্গ একটি একটি করে পানি ছাড়া খেয়ে স্বামীর সাথে রাত যাপনের পর যথাসাধ্য স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য কাজ সমাধা করবে। এভাবে ৪০ রাতে খাওয়া শেষ হলে ইনশাআল্লাহ্ সন্তান লাভ হবে।

www.pathagar.com

সন্তান নষ্ট না হওয়ার তদবীর

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ عَيْنٌ لَامَةٌ تَحَصَّنْتُ بِحُصْنِ اَلِفٍ اَلِفٍ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمُ ـ

উচ্চারণ ঃ আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্বানিন ওয়া হামাতিন 'আইনুন লামাত তাহ্ছানতা বিহুছনি আলিফ আলিফ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলীয়্যিল 'আযীম।

নিয়ম ঃ গর্ভবতী মহিলার গলায় উল্লিখিত তাবিজটি ভালভাবে পাক-পবিত্র হয়ে এক টুকরা কাগজে গোলাপ মিশ্রিত মেশ্‌ক জাফরান কালি দ্বারা লিখে বেঁধে দিলে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হবে না।

পুত্র সন্তান লাভের তদবীর

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَتَزْدَادُ ـ وَكُلِّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ـ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ يَا ذَكَرِيَّا اَنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ يَجْعَلْ اِلٰهُ مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا ـ بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيْسٰى اِبْنًا صَالِحًا طَوِيْلَ الْعُمْرِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু ইয়া'অলামু মা তাহ্‌মিলু কুল্লা উনছা ওয়ামা তাগীদুল আরহামা ওয়াতাযদাদু ওয়াকুল্লু শাইয়্যিন 'ইন্‌দাহু বিমিক্বদারিন। 'আলিমিল

www.pathagar.com

গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতিল কাবীরাল মুতা'আলি ইয়া যাকারিয়্যা আন্না নুবাশ্শিরুকা বেগুলামিন ইসমুহু ইয়াহ্ইয়া লাম ইয়াজ'আল ইলাহু মিন ক্বাবলি সামিয়্যা, বিহাক্কি মারইয়ামা ওয়াঈসা ইবনান ছালিহান ত্বাওয়ীলাল 'উমরি ওয়াবিহাক্কি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামা।

নিয়ম ঃ যাদের কেবল মেয়ে সন্তান হয় তারা গর্ভস্থিত হবার পর গোলাপের পানি ও জাফরান দ্বারা একটুকরা কাগজে উক্ত তাবিজটি লিখে গর্ভিনীর গলায় বেঁধে দেবে, ইন্শাআল্লাহ্ ছেলে হবে। এছাড়া يَا مَتِيْنُ (ইয়া মাতীনু) পাঠ করে গর্ভিনীর পেটের উপর দিয়ে গোল রেখা টেনে দেবে, ইনশাআল্লাহ্ শুভ ফল পাবে।

প্রসব ব্যথা দূর করার তদবীর

وَأَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ أَهْيًا وَأَشْرَاهِيًّا ـ مِنْ جَاىٍ يَافْتَمْ وَخَرْمَنْ جَاىٍّ يَافْتُ تُخْوَاهِى بَزَاىٍ وَتُخْوَاهِى مَزَاىٍ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া আলক্বাত মা ফীহা ওয়া তাখাল্লাত, ওয়া আযেনাত লিরাব্বিহা ওয়াহুক্ক্বাত, 'আলাইহিমুশ্শাক্কাতু আহইয়ান ওয়া আশরাহিয়্যান। মিন জায়ি ইয়াফতাম ওয়া খারমান জায়ি ইয়াফ্ত্ তুখাওয়াহী বাযায়ী ওয়াতুখাওয়াহী মাযায়ী।

নিয়ম ঃ প্রসব ব্যথা দূর করে দ্রুত সন্তান খালাসের জন্য উক্ত আয়াতখানি একটুকরা কাগজে লিখে পাক-পবিত্র কাপড়ে জড়ায়ে বাম রানের গোড়ায় সূতা দ্বারা পেঁচায়ে বেঁধে রাখবে, ইনশাআল্লাহ্ অতি তাড়াতাড়ি সন্তান প্রসব করবে। সন্তান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রসব হবার সাথে সাথেই উক্ত তাবিজ খুলে ফেলবে, নতুবা নাড়ী-ভুড়িসহ বের হয়ে আসতে পারে।

www.pathagar.com

বদনজরের তদবীর

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُمْ مِّنْ نَذْرٍفَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ۔

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা আনফাক্কতুম মিন নাফাক্কাতিন আও নাযারতুম মিন নাযিরিন ফাইন্নাল্লাহা ইয়া'অলামুহু ওয়ামা লিয্‌যালিমীনা মিন আনছারিন।

নিয়ম ঃ খাসভাবে বদনজরের পানি পড়া দিতে হলে উল্লেখিত দোয়াটি ৩, ৫, ৭ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে উক্ত পানি পান করানোর ফলে ইনশাআল্লাহ্ বদনজর ভাল হবে।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধির তদবীর

কারও স্মরণশক্তি কমে গেলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত নিম্নলিখিত আমল যথা নিয়মে পালন করবে।

১। শনিবার খালি পেটে—

فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ ফাতা'আলাল্লাহুল মালেকুল হাক্কু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া রাব্বুল 'আরশিল কারীম।

২। রবিবার খালি পেটে- قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا۔

(কুল রাব্বি যিদনী 'ইলমান।)

৩। সোমবারে খালি পেটে- سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ۔

(সানুক্করিউকা ফালা তানছা।)

৪। মঙ্গলবার খালি পেটে - لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهٖ ۔

(লাতুহাররিকু বিহি লিসানিকা লিনাজ'আলা বিহী।)

www.pathagar.com

৫। বুধবার খালি পেটে ـ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ

(ইন্না 'আলাইনা জাম'আহু ওয়াক্কুরআনুহু।)

৬। বৃহস্পতিবার খালি পেটে ـ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ

(ফাইযা ক্কারা'নাহু ফাত্তাবি'উ কুরআনাহু।)

৭। শুক্রবার খালি পেটে ـ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى

(ইন্নাহু ইয়া'অলামুল জাহ্‌রা ওয়ামা ইয়াখফা।)

নিয়ম ঃ স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য ৭ দিনে ৭ টুকরা রুটির ওপর উল্লিখিত দোয়াসমূহ পর্যায়ক্রমে লিখে খালি পেটে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ্ স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

পরীক্ষা পাসের তদবীর

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَّبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ ـ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ـ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্কারীবুন ওয়া বাশ্‌শিরিল মু'মিনীনা, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'অমাল ওয়াকীলু নি'অমাল মাওলা ওয়া নি'অমান্নাছীরু। ওমাই ইয়াতাওয়াক্‌কাল 'আলাল্লাহি ফাহুয়া হাসবুহু, ওয়াল্লাহুল মুসতা'আনু 'আলা মা তাছিফুনা।

ফযীলত ও নিয়ম ঃ পরীক্ষা পাস করার জন্য নিম্নের আয়াতটি লিখে টুপির ভেতর রেখে পরীক্ষা দিতে যাবে, ইনশাআল্লাহ পরীক্ষায় পাস করবে। এছাড়া উল্লেখিত দোয়াটি চাকরি লাভের জন্যও বিশেষ ফলপ্রদ।

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর

ফযীলত ও নিয়ম ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতে কারীমাটি কোন মিষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ৭০৭ বার করে ৭ দিন পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁক দিয়ে যাকে বাধ্য করার ইচ্ছা করবে তাকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ শুভ ফল লাভ হবে। (পরীক্ষিত)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া মিন আয়াতিহি ইন্না খালাক্বা লাকুম মিন আনফুসিকুম আযওয়াজান লিতাসকুনূ ইলাইহা ওয়া জা'আলা বাইনাকুম মুআদ্দাতাওঁ ওয়া রাহ্মাতান।

চাক্‌রি লাভের তদবীর

ফযীলত ও নিয়ম ঃ যদি কোন লোক চাক্‌রি না পেয়ে বেকার থাকে তাহলে সে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত ও নকশাটি এক টুকরা সাদা কাগজে লিখে নিজের ডান হাতে বেঁধে চাকরির খোঁজ করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ চাক্‌রি মিলে যাবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু লাত্বীফুম বি'ইবাদিহী ইয়ারযুকু মাইইঁয়াশাউ ওয়াহুওয়াল ক্বাওয়ীয়্যুল 'আযীম।

ঋণ পরিশোধের তদবীর

يَا بَاسِطُ (ইয়া বাসেতু)

ফযীলত ঃ প্রতিদিন সকালবেলায় মহান আল্লাহ্‌র এ পবিত্র গুণবাচক নামটি দশবার পাঠ করে নিজের হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে সে হাতের তালু মুখমণ্ডলে বুলায়ে দিলে সে ব্যক্তি কখনও গরীব থাকবে না। এ ছাড়া খানা শেষ করে হাত না ধুয়ে এ দোয়াটি ৭২ বার পাঠ করলে সে ব্যক্তি কখনও অর্থশূন্য হবে না।

www.pathagar.com

মসজিদে প্রবেশের দোয়া

নিয়ম ঃ মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে এ দোয়া পাঠ করতে হয়।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاغْفِرْلِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা ওয়াগফিরলী।

মসজিদ হতে বের হবার দোয়া

নিয়ম ঃ মসজিদ হতে বের হবার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে এ দোয়া পাঠ করতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা মিনফাদ্বলিকা।

ঘরে প্রবেশ করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرًا لْمَخْرَجَ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাল মাওলাযি ওয়া খাইরাল মাখরাজা বিসমিল্লাহি ওয়ালাযনা ওয়াবিসমিল্লাহি খারাজনা ওয়াআল্লাহি রাব্বানা তাওয়াকালনা।

ঘর হতে বের হবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اَلاَّ بِاللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

www.pathagar.com

ঋণগ্রস্ত ও চিন্তিত অবস্থার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ ـ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِالرِّجَالِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল 'ইজযি ওয়াল কাসলি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন গালাবাতিদ্দায়নি ওয়া ক্বাহরির রিজালি।

ফযীলত ঃ যথানিয়মে উক্ত দোয়াটি পাঠ করলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অতি সহজে ঋণমুক্ত হয় এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দুশ্চিন্তা দূর হয় এর জ্বলন্ত প্রমাণ হিসেবে একটি হাদীস পেশ করা হল।

তিরমীযি, আবু দাউদ ও ইবনে কাছীর নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একদা নবী করীম (সাঃ) কোন একজন সাহাবীকে ঋণের চিন্তায় চেহারা মলিন দেখে তাঁকে উক্ত দোয়াটি শিক্ষা দিলেন। উক্ত দোয়া পাঠের 'আমল দ্বারা দ্রুতভাবে তার ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল এবং তার সকল সমস্যা দূর হয়ে গেল।

রোগী দেখতে গেলে পড়ার দোয়া

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءً اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَّايُغَادِرُ سَقَمًا ـ

উচ্চারণ ঃ আযহিবি বাছা রাব্বান্নাছা ওয়াশফি আনতা আশশাফি লা শিফাআন ইল্লা শিফাউকা শিফাউল্লা ইউগ্বাদিরু ছাকামান।

কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় পড়ার দোয়া

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আসতাউল্লাহা দি- নাকা ওয়াআমানাতাকা ওয়া খাওয়াতিমা আমালিকা।

দুধ পান করার সময় পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফীহি ওয়াযিদনা মিনহু।

নতুন কাপড় পরার সময়ের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ

وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি হিল্লাযি কাছানী মা উয়ারী বিহী আওরাতী ওয়া আতাযাম্মালু বিহী ফী হায়াতি।

সূর্যোদয় কালে পড়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আক্বালানা ইয়াওমানা হাযা ওয়ালাম ইউহ্লিকনা বিযুনূবিনা।

ফযীলত ঃ সূর্যোদয়ের সময়ে এ দোয়া পাঠকারী ব্যক্তি ইন্শাআল্লাহ্ সারাদিন নিরাপদে থাকবে।

কঠিন বিপদ-আপদ দেখা দিলে পড়ার দোয়া

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ

مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا ـ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উনা, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়াখলিফলী খাইরাম্ মিনহা।

www.pathagar.com

ফযীলত ঃ কারও কোন মৃত্যুর সংবাদ শুনে কিংবা কোন প্রকার বিপদ বা অসুবিধা দেখা দিলে উল্লিখিত দোয়াটি পাঠ করা সুন্নত।

এ ছাড়া যে কোন কঠিন ও জটিল কাজ উদ্ধারের জন্য এ দোয়াটি পাঠ করলে সে বিপদসমূহ এবং কঠিন ও জটিল কাজের ক্ষতির তুলনায় অতি উত্তম প্রতিদান মহান আল্লাহ্ তাকে ইহকালে ও পরকালে দান করবেন।

এ হাদীস হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) শুনে স্বীয় স্বামীর মৃত্যুর সময়ে তিনি উক্ত দোয়াটি পাঠ করেছিলেন। এর ফযীলতে দেখা গেল যে, তিনি ইহকালে ও পরকালে তাঁর মৃত স্বামীর চেয়েও উত্তম বিনিময় লাভ করলেন। অর্থাৎ তিনি পরবর্তীতে রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে স্বামীরূপে পেয়ে ইহকালে ও পরকালে চির ধন্য হয়েছিলেন।

আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাস্সানতা খালক্বি- ফাহাস্সিন খুলুকি-।

রাতে ঘুমানোর সময় নিম্নের দোয়াসমূহ পাঠ করা সুন্নত

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া।

اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْتَجْمَعُ عِبَادَكَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ওয়াক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আছু আও তাজমা'উ 'ইবাদিকা।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ـ

উচ্চারণ ঃ আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি কুল্লিহা মিন শাররি-মা খালাক্বা।

ফযীলত ঃ পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, শোয়ার বিছানায় গিয়ে উক্ত দোয়াটি পাঠ করে ঘুমালে কোন কিছুর অনিষ্ট তাকে স্পর্শ করতে পারবে

www.pathagar.com

প্রতিদিন শোয়ার পূর্বে বা বিছানায় গিয়ে তাসবীহে ফাতেমী পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা হযরত ফাতিমা (রাঃ) একবার নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট একজন সেবক চাইলে নবী করীম (সাঃ) মা ফাতিমাকে এ দোয়াসমূহ শিক্ষা দিলেন।

নিয়ম ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহি) ৩৩ বার। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামুদ লিল্লাহ্) ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩৪ বার মোট একশত বার।

খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয়

পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন লোক ঘুমের ঘোরে কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে ব্যক্তি ঘুম হতে জেগে উঠার সাথে সাথে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম) তিনবার পাঠ করে বাম কাঁধের উপর আস্তে আস্তে ফুঁ দেবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে অযূ করে দু'রাক'আত নামায আদায় করে স্বপ্নের খারাপ ফলাফল হতে মহান আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

এসব কোনকিছুই সম্ভব না হলে কমপক্ষে শোয়ার অবস্থা পরিবর্তন করে ঘুমাবে। আর এ খারাপ স্বপ্নের কথা কারও নিকট বলবে না। অবশ্য একান্ত আবশ্যক বলে মনে করলে কোন অভিজ্ঞ আলেমের নিকট বলা যেতে পারে।

সাবধান! কোনরূপ স্বপ্ন না দেখে মিথ্যা বানোয়াটভাবে বর্ণনা করা কবীরা গুণাহ্! এদের সম্পর্কে পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন না দেখে বলে থাকে যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি এমন ব্যক্তিকে কিয়ামতের মাঠে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমীযি)

ঘুম কম হলে করণীয়

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা ওয়ামালা ইকাতাহু ইউছাল্লুনা 'আলান্নাবিয়্যি ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ ছাল্লু 'আলাইহি ওয়াসাল্লিমূ তাসলীমান।

এ ছাড়া আরও উল্লেখ আছে যে, যদি ঘুম না আসে তাহলে শোয়া অবস্থায় মনে মনে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ (ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু) পড়তে থাকবে। (গানজিনায়ে আসরার)

নিয়ম ঃ যদি কোন লোকের ঘুম কম হয় তাহলে সে ব্যক্তি ঘুমানোর আগে বেশি বেশি করে মাথায় তেল ব্যবহার করবে। আর তা না হলে উল্লেখিত আয়াতে কারীমাটি এগারবার করে পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ্ সহজেই ঘুম আসবে।

নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার দোয়া

নিয়ম ঃ নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম হতে জাগ্রত হবার ইচ্ছা করলে ঘুমানোর আগে তিনবার করে উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করবে এবং মনে মনে আল্লাহ্র নিকট দোয়া মুনাজাত করে সময়ের কথা স্মরণ করে ঘুমিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্ যথাসময়ে ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে যাবে।

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤْمِنَّا مَكْرَكَ وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَكَ وَلَا تَهْتِكْ عَنَّا سِتْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা তু'মিন্না মাকরাকা ওয়ালা তুনসিনা যিকরাকা ওয়ালা তাহতিকা 'আন্না সিত্‌রাকা ওয়ালা তাজ'আলনা মিনাল গাফিলীনা।

মোরগের ডাক শুনে পড়ার দোয়া

اَسْئَلُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ۔

উচ্চারণ ঃ আসআলুল্লাহা মিন ফাদ্বলিহী।

ফযীলত ঃ মোরগের ডাক শুনলে উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করা উচিত।

কুকুরের কান্না শুনে পড়ার দোয়া

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

উচ্চারণ ঃ আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

ফযীলত ঃ গাধা বা কুকুরের কান্না শুনলে উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করবে।

www.pathagar.com

কোরআনের শরীফের সূরাসমূহের আমল ও ফযিলত

বিস্‌মিল্লাহর ফযিলত

বর্ণনা করা আছে যে, যখন বিস্‌মিল্লাহ নাযিল হল তখন এর ভয়ে পাহাড় কেঁপে উঠেছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যেই ব্যক্তি দোযখের দায়িত্বশীল উনিশজন ফেরেশতাগণের আযাব হতে নাজাত চায়, সে যেন বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করে। কারণ বিসমিল্লাহ্ এর মাঝে উনিশটি হরফ আছে, এই উনিশটি হরফের বিনিময়ে একজন করে ফেরেশতার আযাব হতে মুক্তি পাবে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিসমিল্লাহ যখন হযরত আদম (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল, তখন আকাশের সম্পূর্ণ মেঘ পূর্ব দিকে চলে যায় এবং ঝড় হওয়া থেমে যায়। আর নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যায়, পশু বাধ্যগত হয়, শয়তানকে আসমান হতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, "আমার সম্মান ও মর্যাদার কস্‌ম, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ মনে যে কোন রকমের অসুখে আমার নাম নিবে আমি তাকে বরকত দান করিব"।

উলামাগণ বলেছেন যে, যে-কোন সমস্যায় পড়লে দৈনিক ৭৮৬ বার বিসমিল্লাহ পাঠ করলে সমস্যা কেটে যাবে এবং মনের আশা-আকাঙক্ষাপূর্ণ হবে। ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি যে-কোন সৎ উদ্দেশ্যে ১,৫০০ বার বিসমিল্লাহ্ পাঠ করলে তার সেই সৎ উদ্দেশ্য সফল হবে। রুযি বৃদ্ধির জন্য ফজরের নামাযের পরে নদীর কিনারাতে বসে ১২,০০০ বার ও মাগরিব নামাযের পরে ১২,০০০ বার বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করবে। এই আমলের আগে গোশত খাওয়া পরিত্যাগ করা জরুরী। বৃহস্পতিবার রোযা রেখে খোরমা দ্বারা ইফতার করবে। এরপর মাগরিব নামাযের পরে ১২১ বার বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। অতঃপর ইশার নামাযের পর রোযার নিয়্যতে নিদ্রা যাবে, এর ফলে শাসকের সন্তোষ লাভ, সম্পদ বৃদ্ধি, পদ মর্যাদা লাভ হবে। সকাল হয়ে গেলে অর্থাৎ শুক্রবারের ফজরের নামাযের পরে ১২১ বার বিস্‌মিল্লাহ পড়িবে। জাফরান গোলাপ পানি আম্বর দিয়ে নিচের নিয়মে বিসমিল্লাহ লিখবে।

www.pathagar.com

ب س م ال ه ا ل ر ح م ا ن ا ل ر ح ی م

এই আমল যেই পুরুষ বা মহিলা করবে, সেই ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে এবং সকলের অন্তরে তার প্রতি সম্মান জাগিবে। আলেমগণ বলেছেন ১০১ বার বিসমিল্লাহ্ লিখে ফসলের ক্ষেত বা বাগানে পুতে রাখলে সেই ক্ষেত বা বাগান সবুজ শ্যামল থাকিবে এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হবে।

কাগজে যদি الرحمن নামটি ৫০০ বার লিখে ১৫০ বার বিসমিল্লাহ্ পড়ে তাতে ফুক দেয়, এরপর তা নিজের নিকটে রাখে, তাহলে মানুষের নিকট সম্মানিত হবে আর এই কারণে শাসক তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিবেন। যে-কোন ধরনের বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকিবে। যেই ব্যক্তি এই الرحيم নামটি কাগজে ১৯০ বার লিখে তাহার সাথে রাখবে, যদি সে কিছুটা সতর্ক থাকে তাহলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুলি ও তলোয়ারে আঘাত হতে নিরাপদ থাকবে। কোন জালিম শাসকের সামনে ৫০ বার বিস্মিল্লাহ্ পড়ে শাসকের উপর ফুঁক দিলে জালিম নরম দিল হবে, তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাকে সম্মান করবে। কোন জালিম শাসকের নিকটে যাওয়ার আগে কলমের কালি দিয়ে নিজের কপালে বিসমিল্লাহ্ লিখিলে শাসক তার সঙ্গে খুব সম্মানের ব্যবহার করবে।

সূরা ফাতিহার আমল ও ফযিলত

সূরা ফাতিহার খুবই ফযিলত ও মর্যাদা রহিয়াছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, "যে সূরা ফাতিহাসহ, সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস নিদ্রা যাইবার আগে পাঠ করবে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত সাধারণ বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকিবে"। তিনি অন্যত্র আরও বলেছে যে, "উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) সব ধরনের ব্যথা ও রোগের শেফা স্বরূপ"। আর আলেমগণ বলেছেন যে যদি কেউ অসুস্থ্য তাহলে সেই অসুস্থ্য ব্যক্তির গায়ে হাত রাখিয়া সূরা ফাতিহা ১ বার এবং নীম্নের দোয়াটি ৭ বার পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্র মেহেরবানীতে খুব তাড়াতাড়ি সেই ব্যক্তি সুস্থ্য হবে। দোয়াটি হল এই ঃ

www.pathagar.com

اللـهـم اذهـب مـنـي سـوء هـا اجـد وفـحـشـه بـدعـوة الـمـلـيـك الـمـبـارك كـلـمـيـن عـنـدك ۔

যখনই কোন সমস্যা দেখা দিবে তখন গোসল করবে। এরপর পাক-পবিত্র কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি মাখিবে। জায়নামাযে বসিয়া আয়াতুল কুরসি, আমানার রসুলু এবং তিনবার করে চার কুল সূরা পড়ে নিজের শরীরে ফুক দিবে। এরপর নীচে উল্লেখিত নিয়মে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

রবিবার بسـم اللـه الرحـمـن الرحـيـم الحـمـد لـلـه رب الـعـالـمـيـن ৫৮২ বার,

সোমবার الـرحـمـن الـرحـيـم ৬১৮ বার,

মঙ্গলবার مـالـك يـوم الدين ২৪২ বার,

বুধবার ايـاك نـعـبـد وايـاك نـسـتـعـيـن ২৩৬ বার,

বৃহস্পতিবার اهـدنـا الـصـراط الـمـسـتـقـيـن ১০৭৩ বার,

শুক্রবার صـراط الـذيـن انـعـمـت عـلـيـهـم ৮০৭ বার,

শনিবার غـيـر الـمـغـضـوب عـلـيـهـم ولا الـضـالـيـن ১৩০৪ বার। এই ৭ দিনের মধ্যেই মনের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করবে।

সূরা ফাতিহার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বশীভূত করার পদ্ধতি হল ঃ নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামের অক্ষর সমূহের সঙ্গে অগ্নিজ অক্ষরগুলিকে মিশ্রিত করবে। অগ্নিজ অক্ষরগুলি হল ا ط ف ش د। মিশ্রিত করার পদ্ধতি হল একটি অগ্নিজ অক্ষর নিবে, আর নামের একটি অক্ষর নিবে। এইভাবে প্রত্যেকটি হতে একটি করে অক্ষর নিতে থাকিবে। কিন্তু শর্ত থাকে যে, প্রথম

www.pathagar.com

ও শেষে অগ্নিজ অক্ষর হতে হবে। এক রকমের অক্ষরগুলি ২১টি কাগজের টুকরায় লিখে প্রতিটি টুকরায় সঙ্গে ১টি করে পাথরের টুকরা বেঁধে অল্প কিছু আসপন্দে ভিজিয়ে রেখে টুকরাগুলিকে আগুনে ফেলে দিবে। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতে থাকবে। ধোঁয়া যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ না হবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত সূরা ফাতিহা পাঠ করিতে থাকবে। এরপর নীচে উল্লেখিত শব্দগুলো পড়বে।

توكلوا ياخذام الاحرف النارية بقضائ حاجتى من فلان والقاء محبتى ومودا تى ومحبة فلان فى قلبه بحق ماتلوته عليكم -

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছে, যেই ব্যক্তি নিদ্রা যাবার সময় সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ان ربكم الله المحسنين পর্যন্ত পড়বে, সূরা ইখলাস, মুয়াবেযাতাইনী (ফালাক, নাস) পাঠ করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার জন্য দু'জন ফেরেশতাকে এই কথা বলে নিযুক্ত করান যে, আমার এই বান্দাকে সারারাত হেফাযত করবে। যদি সে রাতে সেই লোক মারা যায় তাহলে তাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

সূরা বাকারাহ্র ফযিলত

সূরা বাকারাহ প্রতিদিন ৭ বার পাঠ করলে পাগলামী, মৃগী, কুষ্ঠরোগ ও জ্বীন-ভুতের প্রভাব প্রভৃতি হতে নিরাপদে থাকবে। যেই ব্যক্তি ১৩ বার আয়াতুল কুরসি পড়িবে তার সবধরনের আশা পূরণ হবে এবং স্বৈরাচারী হাকিম দয়ালু হবেন। পাগল ব্যক্তির উপর ১১ বার আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুঁক দিলে তার অসুস্থতা দূর হয়ে থাকে।

সূরা ইমরানের ফযিলত

যেই ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে সে দৈনিক ১৩ বার সূরা আল-ইমরান পাঠ করলে ঋণ হতে মুক্তি পাবে।

যে ব্যক্তি সূরা ইমরানের الم الله لا اله الا هو الحى القيو হতে انزل الفرقان পর্যন্ত কাগজের উপর মেশক জাফরান ও গোলাপ

www.pathagar.com

পানি মাধ্যমে লিখে একটি নারকেলের মধ্যে রাখবে। কিন্তু নারকেলটি সূর্যোদয়ের আগে কাটিয়া মোম দিয়ে বন্ধ করিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে উম্মুস সিবরান নামের পেত্নী হতে নিরাপদ থাকিবে, আর যে ব্যক্তি হরিণের চামড়ার উপর আয়াতটি লিখে আংটির পাথরের নীচে রাখিয়া ব্যবহার করবে সে দরিদ্র হলে ধণী হয়ে যাবে এবং প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হবে। যেই ব্যক্তি قل اللهم مالك الملك পাঠ করবে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে হালাল রুযী দিবেন। যদি শাসক এই আয়াত পাঠ করেন তবে তাঁর রাজ্য প্রসারিত হবে। এই সূরার নকশটা লিখে সঙ্গে রাখলে সে কখনও পরমুখাপেক্ষী হবে না।

সূরা নিসার ফযিলত ও আমল

কারও যদি স্ত্রী খারাপ চরিত্রের হয় অথবা স্বামী-স্ত্রী মাঝে মিল না হয় তবে সূরা নিসা সূরা ৭ বার পড়ে পানির উপর ফুঁক দিবে এরপর স্ত্রীকে পান করাবে। এর ফলে স্ত্রী পবিত্র হয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রীকে পান করলে দু'জনের মাঝে মিল মহব্বাত হবে। জাফরান ও গোলাপ পানি দিয়ে লিখে ধুয়ে পান করালে মনের ভয়-ভীতি দূর হবে।

সূরা মায়িদাহর ফযিলত

সূরা মায়িদাহ যে ব্যক্তি ৪১ বার পড়বে সে দরিদ্রতা হতে দূরে থাকবে। পানির উপর পড়ে ফুঁক দিয়ে রোগীকে পান করালে সে সুস্থ্য হবে।

সূরা আনয়ামের ফযিলত ও আমল

এই সূরা ৪১ বার পাঠ করলে মনোবাসনা পূর্ণ ও সমস্যা দূরীভূত হবে। এই সূরা লিখে বাহন হিসেবে ব্যবহৃত পশুর গলায় ঝুলায়ে দিলে সব ধরণের অসুস্থতা ও বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকবে।

সূরা আ'রাফের ফযিলত ও আমল

তিনবার এই সূরা পাঠ করে কোন ব্যক্তি জালিম শাসকের নিকট গেলে সে তাঁর প্রতি দয়াশীল হবে এবং সকল রকমের বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকতে পারবে। এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখলে খুব শান্তির সহিত জীবন-যাপন করতে পারবে।

www.pathagar.com

সূরা আনফালের ফযিলত ও আমল

সাতবার সূরা আনফাল পাঠ করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়। যেই ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে সে উক্ত আমল করলে কয়েদ হতে মুক্তি লাভ করবে।

সূরা তওবার ফযিলত ও আমল

এই সূরা পাঠ করে যে ব্যক্তি শাসকের নিকট যাবে, শাসক তার প্রতি নমনীয় ও অনুগতও হবে।

সূরা ইউনুসের ফযিলত

দুশমনের উপর জয়ী হতে হলে সূরা ইউনুস ২১ বার পাঠ করবে। আর যদি জাফরান, মেশক ও গোলাপ পানিতে লিখে জ্বিনের আছর গ্রস্থ ব্যক্তিকে পান করায়, তাহলে সে সুস্থ্য হবে। যদি কোন বিপদাপদ দেখা দেয় তাহলে এই সূরা ১৩ বার পাঠ করবে।

সূরা হুদের ফযিলত ও আমল

সূরা হূদ ১৩ বার পাঠ করলে সমস্যার সমাধান হবে। হরিণের চামড়াতে এই সূরা লিখে সাথে রাখলে শত্রুর উপর সফলতা লাভ করবে।

সূরা ইউসুফের ফযিলত ও আমল

যদি কোন শাসক কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে ১৬ বার সূরা ইউসুফ পাঠ করলে তার সে বিপদ কেটে যাবে। চাকরি থেকে সে বরখাস্ত হলে এই সূরা পাঠ করলে সে আবার সেই চাকরিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। অভাবী ব্যক্তি এই সূরা লিখে পানিতে ধুয়ে পান করলে এবং পান করার সময় দোয়া করলে কিছু দিনের মাঝে সে ধনী হয়ে যাবে।

সূরা রাদের ফযিলত ও আমল

কোন শিশু যদি খুব বেশি কান্নাকাটি করে, তাহলে ১৯ বার সূরা রাদ্ পড়ে শিশুটিকে ফুঁক দিলে সব সময় হাসিখুশি থাকিবে। আর কোন দেশের শাসক যদি স্বৈরাচারী হয় এবং অন্যায়ভাবে জুলুম করে তাহলে এই সূরাটি কাগজে লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে শাসকের ঘরে ফেলিবে। এর ফলে সেই শাসক পদচ্যূত হবে। তবে যদি মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের সময় লিখা হয়, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

সূরা ইবরাহীমের ফযিলত ও আমল

যাদুর প্রভাবে যদি কোন ব্যক্তি পুরুষত্বহীন হয়ে যায়, তাহলে দৈনিক তিনবার সূরা ইবরাহীম পাঠ করলে সুস্থ্য হবে। মেশক, জাফরান দিয়ে লিখে পানিতে মিশিয়ে পান করলে প্রকৃত মানবিক শক্তিগলি বৃদ্ধি পায়।

সূরা হিজরের ফযিলত ও আমল

ক্রয়-বিক্রয় করার সময় সূরা হিজর পড়ে ফুঁক দিলে তাতে বরকত হয়। জাফরান দিয়ে এই সূরা লিখে স্ত্রী লোককে পান করালে তার বুকের দুধ বৃদ্ধি পায়।

সূরা নহলের ফযিলত ও আমল

এক বা একাধিক ব্যক্তি বসিয়া সূরা নহল ১০৮ বার পাঠ করলে দুশমন বাধ্যগত হবে অথবা দুশমন উদাসীন ও অস্থির হয়ে উঠবে।

সূরা বনী-ইসরাঈলের ফযিলত ও আমল

কোন সমস্যা যখন সামনে আসে তখন এই সূরা ৭ বার পাঠ করলে তার সমাধান হবে। কোন বালক মেধাহীন বা তোতলা হলে এই সূরা মেশক, জাফরান দিয়ে লিখে পানিতে ধুয়ে বালকটিকে পান করলে সে মেধাবী হবে।

সূরা কাহাফের ফযিলত ও আমল

কোন ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং ঋণ পরিশোধের কোন উপায় যদি না পাওয়া যায় তাহলে সেই ব্যক্তি জুম্মার নামাযের পর এই সূরা ৩ বার পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করবেন।

সূরা মারইয়ামের ফযিলত ও আমল

এই সূরা একাধারে তিনবার পাঠ করলে সকল দুঃখ-কষ্ট দূরভূত হয়ে যাবে। বাগানে ফল না হলে এই সূরা লিখে পানিতে ভিজিয়ে বাগানে ছিটিয়ে দিলে বাগানে প্রচুর ফল-মূল উৎপাদন হবে। এই সূরা লিখে পানিতে ধুয়ে পান করলে সকল রকমের বিপদাপদ দূর হবে।

www.pathagar.com

সূরা ত্বাহার ফযিলত ও আমল

যদি কোন মেয়ের বিয়ে না হয় তাহলে সেই মেয়ে ২১ বার এই সূরাটি পাঠ করবে অথবা সবুজ রেশমে লিখে গলায় বাঁধিবে। ইনশাল্লাহ সৎ ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হবে এবং সৎ সন্তান জন্ম লাভ করবে।

সূরা আম্বিয়ার ফযিলত ও আমল

যদি কোন ব্যক্তির দুঃশ্চিন্তা থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি প্রতিদিন ৩বার করে এই সূরা পাঠ করবে তাহলে তার সকল দুঃশ্চিন্তা দূর হবে এবং তার অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত হবে।

সূরা হজ্বের ফযিলত ও আমল

এই সূরা তিনবার পাঠ করে নৌকা উঠলে নিরাপদভাবে গন্তব্যে পৌছাবে ও মালামাল সুরক্ষিত থাকবে।

সূরা মু'মিনূনের ফযিলত ও আমল

নামাযের অলসতা এবং ফঅসিকতার অভ্যাস দূর করিতে হলে এই সূরা লিখে সাথে রাখলে এই অভ্যাস দূরীভূত হবে। এই সূরা সাদা কাপড়ে লিখে গলায় বাঁধলে মদ্য পানের নেশা দূর হবে।

সূরা নূরের ফযিলত ও আমল

এই সূরা তিনবার পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিলে স্বপ্ন দেখার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। এই সূরা পাঁচ বার পাঠ করলে শত্রুর মুখ বন্ধ হবে।

সূরা ফুরকানের ফযিলত ও আমল

কোন ব্যক্তি যদি জালিমের কাছে অন্যায়ভাবে যুলুমগ্রস্থ হয় এবং অসহায় হয়ে পড়ে তাহলে ১৬০ বার এই সূরা পাঠ করলে অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সূরা শু'আরার আমল ও ফযিলত

এই সূরা ৭ বার পড়লে বা এই সূরা লিখে অবাধ্য দাস-দাসী ও ছেলে মেয়ের গলায় বাঁধলে তারা বাধ্যগত হবে।

www.pathagar.com

সূরা নমলের ফযিলত ও আমল

কোন ব্যক্তি যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে এক সপ্তাহ ধরে দৈনিক একবার এই সূরা পাঠ করলে তার সমাধান হবে।

সূরা কাসাসের ফযিলত ও আমল

এই সূরা তিনদিন পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করলে রোগী ব্যক্তি সুস্থ্য হবে।

সূরা আনকাবুতের ফযিলত ও আমল

এই সূরা সাতবার পড়লে মনের দুঃশ্চিন্তা দূর হবে। আর যদি কারও মনে ভয় থাকে তাহলে মেশক ও জাফরান দিয়ে এই সূরা লিখে পান করাবে।

সূরা রূমের ফযিলত ও আমল

এই সূরা ২১ বার পাঠ করলে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাবে এবং দুশমনের নিকট জয়ী হতে হলে এই সূরা পাঠ করবে। আর সূরা রূম একটি শিশিতে ভরিয়া ভালভাবে বন্ধ করে সাথে রাখলে দুশমন সকল সময় নত থাকিবে। আর যদি এই সূরা সব সময় পাঠ করলে স্বামী-স্ত্রীর মিল মহব্বাত বজায় থাকবে।

সূরা লোকমানের ফযিলত ও আমল

এই সূরা পাঠ করলে সব ধরনের রোগ আরোগ্য হয়। কাযী আয়ায তার মাদারেক কিতাবে লিখেছেন-যে ব্যক্তি সূরা লোকমান পাঠ করবে সেই ব্যক্তি কখনও নদীতে ডুববে না।

সূরা সিজদার ফযিলত ও আমল

এই সূরা সিজদা সাতবার পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিলে অথবা মেশক জাফরানের কালি দিয়ে লিখে ধুয়ে তাকে পান করালে সে আরোগ্য লাভ করবে।

সূরা আহযাবের ফযিলত ও আমল

এই সূরা পাঠ করলে নির্যাতিত হতে বেঁচে থাকা যায় এবং দুশমন এই সূরা পাঠকারীর ব্যক্তির অনুগত হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

সূরা সাবার ফযিলত ও আমল

এই সূরা ৭ বার পাঠ করলে জালিমের অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। আর যদি কাগজে লিখে সাদা কাপড়ে বেঁধে সাথে রাখলে কষ্টদায়ক জীব-জন্তুর ক্ষতি হতে মুক্ত থাকবে।

সূরা ফাতিরের ফযিলত ও আমল

এই সূরা ৭৫ বার পাঠ করে হাকিমের নিকটে যাবে, তাহলে হাকিম পাঠকারীর প্রতি সদয় হবে। যে আবেদন নিজের উদ্দেশ্যে লিখবে তার উপর কালি ছাড়া কলম দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের কথা লিখবে তাহলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

সূরা ইয়াসীনের ফযিলত ও আমল

সাহাবী আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন 'প্রতিটি বস্তুর একটি কলব থাকে, আর সুরা ইয়াসীন হল পবিত্র কোরআনের কলব। এই সূরার অনেক ফযিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যে কোন উদ্দেশ্যে এ সূরা পাঠ করলে তা পূর্ণ হয়। বন্ধ্যা স্ত্রী লোক এই সূরা পাঠ করলে সে সন্তান লাভ করবে আর অভাবী ব্যক্তি স্বচ্ছলতা অর্জন করবে। এই সূরার দ্বারা যাদু গ্রস্থ ও জিনগ্রস্থ ব্যক্তি সুস্থ্য হবে।

সূরা সফফাতের ফযিলত ও আমল

যে কোন উদ্দেশ্যে এই সূরা ৭ বার পাঠ করলে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। দুররুন নাজীম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে কোন ঘরে জিন থাকিলে এই সূরা লিখে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখলে জিনের ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।

সূরা সাদের ফযিলত ও আমল

এই সূরা ৭ বার পড়ে ফুঁক দিলে বদনজর দূর হবে।

সূরা জুমারের ফযিলত ও আমল

এই সূরা দৈনিক পাঠ করলে মান-সম্মান বৃদ্ধি করা যায় এবং লিখে বাহুতে বাঁধলে মালের মধ্যে বরকত হবে।

সূরা মুমিনের ফযিলত ও আমল

কোন লোকের যদি ফোঁড়া বাহির হতে থাকে অথবা অন্য কোন রোগ হয় তাহলে সে এই সূরা দৈনিক ১ বার করে পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিবে তাহলে

www.pathagar.com

রোগ ভাল হবে। এই সূরা লিখে দোকানে টাঙ্গিলে রাখলে প্রচুর ক্রেতা আসিবে ও প্রচুর বিক্রি হবে।

সূরা হামিম আস সিজদার ফযিলত ও আমল

এই সূরা সকাল-বিকাল ১০ বার পাঠ করিয়া হাকিমের সামনে গেলে হাকিম তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। আর যদি কারও চোখে রোগ হয় তাহলে এই সূরা লিখে ধুয়ে সেই পানি চোখে লাগাবে অথবা সুরমা মিশ্রিত করে চোখে দিবে।

সূরা শুরার ফযিলত ও আমল

দুশমনের উপর জয়ী হতে হলে দৈনিক একবার করে حم عسق পড়িবে। এই সূরা গলায় ধারণ করলে নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবে।

সূরা যুখরুফের ফযিলত ও আমল

সব রকমের দুঃশ্চিন্তা দূর করার জন্য এই সূরা ৭ বার পাঠ করবে, তাহলেই দুঃশ্চিন্তা দূর হবে।

সূরা দুখানের ফযিলত ও আমল

কোন ব্যক্তির যদি কোন সমস্যা সামনে আসে তাহলে এই সূরা ৭ বার পাঠ করবে। পাঠ করার আগে এবং শেষে ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। আর যদি কোন ব্যক্তির আমাশয় হয় তাহলে এ সূরা লিখে ধুয়ে পান করাবে।

সূরা জাসিয়ার আমল ও ফযিলত

মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সূরা জাসিয়া পড়ে ফুঁক দিলে মৃত্যু যন্ত্র হতে রেহাই পাবে এবং খুব সহজে মৃত্যু হবে। এই সূরা শিশুর গলায় বেঁধে দিলে বালা-মুসিবত হতে মুক্ত থাকিবে।

সূরা আহকাফের আমল ও ফযিলত

ভুত-পেত্নীর আছর হতে রক্ষা পেতে হলে এই সূরা পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তাকে পান করাবে অথবা তার গলায় লিখে বাঁধলে ভূত-পেত্নীর আছর দূর হবে।

www.pathagar.com

সূরা মুহাম্মাদের আমল ও ফযিলত

উন্নতি ও মর্যাদাবান হতে হলে এই সূরা মেশক জাফরান ও যমযমের পানি দিয়ে লিখে ধূয়ে পান করাবে, তাহলে উন্নতি ও মর্যাদাবান হবে। আর অসুস্থ্য ব্যক্তি পান করালে সুস্থ্য হবে। এই সূরা লিখে সাথে রাখলে দুশমনদের সাথে জয়ী হবে।

সূরা ফাত্‌হের আমল ও ফযিলত

যুদ্ধের ময়দানে বিজয় অর্জন করতে হলে এই সূরা ৪১ বার পাঠ করে যুদ্ধের ময়দানে গেলে, ইনশাল্লাহ বিজয়ী হতে পারবে। সারা বছর বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকতে হলে এই সূরা রমযান মাসের চাঁদ দেখে, চাঁদের সামনা সামনি হয়ে তিনবার পাঠ করবে।

সূরা হুজুরাতের আমল ও ফযিলত

এই সূরা ১০ বার পাঠ করলে সব ধরণের রোগ থেকে মুক্তি পাবে।। এই সূরা লিখে গর্ভবতীর গলায় পরালে নিরাপদে সন্তান ভুমিষ্ট হবে এবং দুধ দাতা মায়ের দুধ বৃদ্ধি পাবে।

সূরা কাফের আমল ও ফযিলত

চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির জন্য, পেটের ব্যথার জন্য, শিশুর দাঁত উঠতে কষ্ট হলে এই সূরা পাঠ করে তিন বার চোখে ফুঁক দিবে, এই সূরা লিখে বৃষ্টির পানি ধুয়ে পান করাবে আর এই সূরা লিখে ধুয়ে শিশুকে পান করালে সহজে দাঁত উঠবে।

সূরা যারিয়াতের আমল ও ফযিলত

ধন-সম্পদ অর্জন করতে হলে ৭৫ বার এই সূরা পাঠ করিতে হবে। আর যদি কোন শহরে দূর্ভিক্ষ হয় তাহলে ৭০ বার এই সূরা পাঠ করলে তা দূর হয়ে যাবে। স্ত্রী লোক যদি সন্তান প্রসবকালে এই সূরা পাঠ করে তাহলে সন্তান প্রসব খুব সহজ হবে।

সূরা তূরের আমল ও ফযিলত

সূরা তূর পাঠ করলে কুষ্ঠ রোগের ব্যক্তি সুস্থ্য হবে। সমস্যা পীড়িত ব্যক্তি পাঠ করলে সব কিছুর সমাধান হবে। স্বচ্ছলতার জন্য এই সূরাট লিখে সাথে রাখবে।

www.pathagar.com

সূরা নজমের আমল ও ফযিলত

এই সূরাটি ২১ বার পড়লে মনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এই সূরা পাঠ করার ফলে দুশমনের উপর জয়ী হওয়া যায়। আর এই সূরা লিখে সাথে রাখলে যে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা তাড়াতাড়ি দূরভীত হয়।

সূরা কামারের আমল ও ফযিলত

এ সূরা জুমার রাতে পাঠ করলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং দুশমনের উপর সফলতা লাভ করা যায়। এই সূরা লিখে টুপিতে বা কাপড়ের মধ্যে রাখলে সকল প্রকার বিপদাপদ দূর হবে।

সূরা রহমানের ফযিলত ও আমল

সূরা রহমান ১১ বার পাঠ করলে মনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এই সূরা লিখে পানিতে ধুয়ে পান করলে প্লীহা রোগ ভাল হয় আর সেই পানি ঘরের দেওয়ালে ছিটিয়ে দিলে কষ্টদায়ক জীব-জন্তু ঘর হতে বাহির হয়ে যায়।

সূরা ওয়াকিয়ার আমল ও ফযিলত

সূরা ওয়াকিয়া ৪১ বার পাঠ করলে সকল প্রকার অভাব মুক্ত হবে। কেউ যদি ধনবান হতে চায় তাহলে এ সূরার আমল করার নিয়ম হল [illegible] হতে আরম্ভ করে দৈনিক ফজর নামাযের পরে ২৫ বার সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে। শুক্রবারের রাতে মাগরিব নামাযের পরে ২৫ বার এবং এশার নামাযের পরে ২৫ বার এই সূরা পাঠ করবে। এরপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। এরপর হতে দৈনিক সকালে-বিকালে ১ বার করে পাঠ করবে। যে কোন উদ্দেশ্যে এই সূরা আমল করলে উদ্দেশ্য সফল হবে।

সূরা হাদীদের আমল ও ফযিলত

যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ্য হয় তাহলে ৭ বার এই সূরা পাঠ করবে। আর এই সূরা লিখে সাথে রাখলে তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাত হতে রক্ষা পাবে।

সূরা মুজাদালাহর আমল ও ফযিলত

দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সমাধার জন্য এই সূরা ৩ বার পাঠ করবে। আর এই সূরা লিখে বাহুতে বাঁধিয়া যুদ্ধের ময়দানে গেলে নিরাপদ থাকিবে।

www.pathagar.com

সূরা হাশরের আমল ও ফযিলত

উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চার রাকাত নামায পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা হাশর পাঠ করবে। যদি কারও স্মরণ শক্তি কম হয় তাহলে চীনা মাটির পাত্রে এই সূরা লিখে বৃষ্টির পানিতে ধূয়ে তাকে পান করাইবে তাহলে তার স্মৃতিশক্তি বাড়বে।

সূরা মুমতাহিনার আমল ও ফযিলত

যদি কোন মেয়ের বিবাহে সংকট দেখা দেয় তাহলে এই সূরা ৫ বার পাঠ করলে একজন নেককার পুরুষের সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হবে। আর যদি কোন ব্যক্তির প্লীহা হয় তাহলে চীনা মাটির পাত্রে লিখে ধূয়ে পান করলে সেই ব্যক্তি সুস্থ্য হবে।

সূরা সফের আমল ও ফযিলত

যদি কোন লোকের সন্তান অবাধ্য হয় তাহলে এই সূরাটি ৩ বার পাঠ করিয়া সন্তানের গায়ে ফুঁক দিবে। মুসাফির ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করলে নিরাপদে বাড়ি ফিরিবে।

সূরা জুমআর ফযিলত ও আমল

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাল সম্পর্ক না থাকে তাহলে শুক্রবারে এই সূরা ৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে পান করাবে। এই সূরা ঝিনুকে লিখে সাথে রাখলে বরকত হবে।

সূরা মুনাফিকুনের আমল ও ফযিলত

কোন ব্যক্তি যদি চোগলখুরীর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে ১৬০ বার এই সূরা পাঠ করবে। আর কারও চোখে ব্যথা থাকিলে এই সূরা পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চোখের ব্যথা ভাল হয়ে যাবে।

সূরা তাগাবুনের ফযিলত ও আমল

এই সূরা যেই ব্যক্তি ৩ বার পাঠ করবে তার ধন-সম্পদ বাড়তে থাকবে এবং সে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হতে রেহাই পাবে আর এই সূরা লিখে সাথে রাখলে বিপাদাপদ হতে রক্ষা পাবে।

www.pathagar.com

সূরা তালাকের আমল ও ফযিলত

যদি কোন ব্যক্তি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে তাহলে সেই ব্যক্তি সূরা তালাক পাঠ করবে।

সূরা তাহরীমের ফযিলত ও আমল

দুশমনকে বিপদে ফেলতে হলে বা ঋণ হতে নিজেকে মুক্ত করিতে হয় তবে ২১ বার এই সূরা তাহরীম পাঠ করবে তাহলে দুশমন বন্ধু হবে যাবে।

সূরা মূলকের আমল ও ফযিলত

যে কোন ব্যক্তি সূরা মুল্‌ক ৪১ বার পাঠ করলে ঐ ব্যক্তির সকল সমস্যার সমাধান হবে।

সূরা নূনের আমল ও ফযিলত

যদি কোন ব্যক্তি এই সূরা ৭০ বার পাঠ করে তাহলে ঐ ব্যক্তি দুষ্কৃতকারী ও প্রতারণাকারীদের ক্ষতি হতে মুক্ত থাকিবে। কারও মাথায় ব্যথা হলে এই সূরা লিখে তার মাথায় বেঁধে দিবে।

সূরা হাক্‌কার ফযিলত ও আমল

এই সূরা লিখে ধূয়ে পান করলে মনের দুঃশ্চিন্তা দূর হবে আর শিশুর কান্নাকাটি ও জ্বিনের আছরের সময়েও এই প্রক্রিয়া খুবই কার্যকরী। এই সূরা ৭৫ বার পাঠ করলে মনের যে কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আর গর্ভবতী মহিলার পেটে বাঁধিয়া দিলে তার গর্ভ নষ্ট হবে না।

সূরা মা'আরিজের ফযিলত ও আমল

যদি কোন ব্যক্তির খুব বেশি স্বপ্ন দোষ হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি এই সূরাটি ৮ বার পড়িবে।

সূরা নূহের ফযিলত ও আমল

কোন শত্রুকে দমন করিতে হলে ১০০ বার এই সূরাটি পাঠ করলে শত্রু ধ্বংস হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

সূরা জিনের আমল ও ফযিলত

সূরা জ্বিন ৭০০ বার পাঠ করলে জ্বিন-পরী নিজের আয়ত্বে আনা যা।

সূরা মুয্যাম্মিলের আমল ও ফযিলত

দৈনিক যে লোক এই সূরা পাঠ করবে সেই ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাঃ)-এর দর্শন লাভ করবে। আবার যে-কোন বিপদাপদের সময়ে এই দোয়া পাঠ করলে সমস্যা সমাধান হবে।

সূরা মুদ্দাসসিরের ফযিলত ও আমল

কোন ব্যক্তি অভাবে পড়লে নিয়মিত কোন ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করলে সেই ব্যক্তি তার অভাব মোচন করে ধনী হতে পারিবে।

সূরা কিয়ামাহর আমল ও ফযিলত

সব ধরণের মানুষকে অনুগত করতে হলে এই সূরা ৭ বার পাঠ করলে কল রকমের মানুষকে অনুগত করা যায় আবার এই সূরা লিখে সাথে াখলে শাসকের মনের মাঝে ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয়।

সূরা দাহরের আমল ও ফযিলত

সূরা দাহর ৭৫ বার পড়লে অথবা এ সূরা লিখে সাথে রাখলে রুযি বৃদ্ধি বে।

সূরা মুরসালাতের আমল ও ফযিলত

যেই লোক দৈনিক সূরা মুরসালাতের আমল করে সেই ব্যক্তি অসুস্থ্য হলে সুস্থ হবে আর মুসাফির হলে নিরাপদে তার গন্তব্য স্থানে এসে পৌছিবে।

সূরা নাবার আমল ও ফযিলত

যদি কারও চোখের জ্যোতি দুর্বল হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি দৈনিক এই সূরা াঠ করলে তাহার দৃষ্টি শক্তি বাড়বে।

সূরা নাযিয়াতের আমল ও ফযিলত

সূরা নাযিয়াতের আমল করিরে দুশমনের বৈরীতা দূর হয়। ঈমান ঠিক াখার জন্য এই সূরা লিখে সাথে রাখবে।

www.pathagar.com

সূরা আবাসার আমল ও ফযিলত

সূরা আবাসা ৭৫ বার পড়লে চোখ ব্যথা এবং রাত কানা রোগী আল্লাহ্র রহমতে ভাল হয়। এ সূরার নকশা সাথে রাখলে সকল প্রকার রোগ হতে মুক্ত থাকা যায়।

সূরা তাকভীরের আমল ও ফযিলত

সূরা তাকভীর ২১ বার পাঠ করলে দুশমনের ক্ষতি হতে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

সূরা ইনফিতারের ফযিলত ও আমল

কোন উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য এই সূরা ইনফিতার ৭৫ বার পাঠ করলে মনের যে-কোন উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

সূরা মুতাফ্ফিফিনের আমল ও ফযিলত

কোন শিশু যদি বেশি কান্নাকাটি করে তবে এই সূলা ৭ বার পাঠ করে ফুঁক দিলে সেই শিশুর কান্না থেমে যাবে।

সূরা ইনশিক্বাকের আমল ও ফযিলত

যদি কোন শিশু খুব বেশি কান্নাকাটি করে তবে এই সূরাটি পড়ে শিশুকে ফুঁক দিবে। মহিলাদের সন্তান প্রসবের সময় এই সূরাটি লিখে কোমরে বাঁধলে প্রসব বেদনা কম হবে। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে আবার তা খুলে ফেলতে হবে।

সূরা বুরূজের আমল ও ফযিলত

এই সূর‍্যাটি ৭০ বার পাঠ করলে দুশমনের ক্ষতি হতে মুক্ত থাকা যাবে আবার কারও ফোঁড়া বাহির হলে আসরের নামাযের পরে এই সূরা পাঠ করবে।

সূরা তারিকের আমল ও ফযিলত

জ্বিন ভুতের প্রভাব দূর করার জন্য সূরা তারিক ৩ বার পাঠ করলে জ্বিন-ভূতের প্রভাব দূর হয়ে যায়।

www.pathagar.com

সূরা আ'লার আমল ও ফযিলত

যখন কেউ সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন এই সূরা তিনবার পাঠ করিয়া সফরে রওয়ানা দিলে আল্লাহ্‌র রহমতে পথের মাঝে কোন রকমের বিপদাপদ হবে না।

সূরা গাশিয়ার ফযিলত ও আমল

অসুস্থ্য রোগীকে সূরা গাশিয়ার ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দেয় তাহলে সে সুস্থ্য হবে। মহামারী দেখা দিলে এই সূরা লিখে সাথে রাখবে।

সূরা ফাজরের আমল ও ফযিলত

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করার জন্য সূরা ফাজর ৭০ বার পাঠ করলে মনের দুশ্চিন্তা এবং টেনশন দূর হবে।

সূরা বালাদের ফযিলত ও আমল

যদি কোন ব্যক্তি কোন শহরে প্রবেশের ইচ্ছা করে তখন এই সূরা পাঠ করলে নিরাপদে অবস্থান করবে এবং সেখানকার লোকজন খুব ভাল ব্যবহার করবে।

সূরা শামসের ফযিলত ও আমল

সূরা শাম্‌স সূর্যোদয়ের সময় ৭ বার পাঠ করলে মনের যে-কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

সূরা লাইলের আমল ও ফযিলত

সূরা লাইল ১৮০ বার পাঠ করলে যে-কোন সমস্যা সমাধান হবে।

সূরা দোহার আমল ও ফযিলত

নিখোঁজ ব্যক্তিকে উপস্থিত করাতে হলে এ সূরা দোহা ২০০০ বার পাঠ করলে নিখোঁজ ব্যক্তিকে হাজির করানো যায়।

সূরা আলাম নাশরাহের আমল ও ফযিলত

সূরা আলাম নাশরাহ যে-কোন মাল ক্রয়ের সময় ৩ বার পাঠ করলে সেই মালে বরকত হবে। কারও বুকে ব্যথা হলে এই সূরা লিখে পানিতে ধুয়ে বুকে মালিশ করবে।

www.pathagar.com

সূরা ত্বীনের আমল ও ফযিলত

নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে হাজির করতে হলে এ সূরা ত্বীন ২০০০ বার পা করলেই নিরুদ্দেশ ব্যক্তি হাজির হবে।

সূরা আলাকের আমল ও ফযিলত

সূরা আলাক ৩ বার পাঠ করে নিজের শরীর ফুঁক দিয়ে কোন হাকিম ব উর্ধ্বতন কর্মকতার নিকটে হাজির হলে সেই সদয় হবে।

সূরা কদরের ফযিলত ও আমল

সম্মানিত হতে হলে সূরা কদর সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার করে পাঠ করবে তাহলে মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এই সূরা দৈনিক পাঠ করলে সবার নিক সময় সময় সম্মানী হিসাবে গণ্য থাকিবে।

সূরা বাইয়্যিনাহ্‌র আমল ফযিলত

সূরা বাইয়্যিনাহ্‌র নিয়মিত পাঠ করলে কুষ্ট ও পাণ্ডু রোগী আল্লাহ্‌ রহমতে সুস্থ্য হবে।

সূরা যিলযালের আমল ও ফযিলত

সূরা যিলযাল ৭০ বার পাঠ করলে যে-কোন সমস্যার সমাধান হবে।

সূরা আদিয়াতের ফযিলত ও আমল

সূরা আদিয়াত পাঠ করলে বদনজর দূর হবে। এই সূরা লিখে ধুয়ে পা করলে হৃদপিন্ডের ব্যথা দূর হবে।

সূরা কারিয়ার আমল ও ফযিলত

সূরা কারিয়া ১০১ বার পাঠ করলে বদনজর হতে রক্ষা পাবে।

সূরা তাকাসুরের আমল ও ফযিলত

ঋণ পরিশোধের জন্য এই সূরা তাকাসুর ৩০০ বার পাঠ করলে ঋ পরিশোধ হবে।

www.pathagar.com

সূরা আসরের আমল ও ফযিলত

মুহাব্বাতের জন্য এ সূরা আসর পাঠ করলে মহব্বাত বাড়ে।

সূরা হুমাযার ফযিলত ও আমল

কারো চোখে বেদনা হলে সূরা হুমাযা ৭ বার পাঠ করে ফুঁক দিলে চোখের বেদনা দূরভীত হবে।

সূরা ফীলের ফযিলত ও আমল

শক্রর বিনাস সাধনের জন্য এ সূরা ফীল ১০০ বার পাঠ করলে শক্র ধ্বংশ হবে।

সূরা কুরাইশের ফযিলত ও আমল

সূরা কুরাইশ ৭০ বার পাঠ করলে অভাব দূর হয়ে ধনী হবে। যদি কোন ব্যক্তির বদনজর লাগার সন্দেহ হয় তাহলে এই সূরা পড়ে খাবারের উপর ফুক দিবে। দুশমনের ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার জন্য ফজরের নামাযের পরে এই সূরা ১০০ বা পাঠ করবে এবং পাঠ করার আগে এবং শেষে ৭ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

সূরা মাউনের আমল ও ফযিলত

সূরা মাউন ১০০০ বার পাঠ করলে যে-কোন সমস্যা সমাধান হবে।

সূরা কাউসারের আমল ও ফযিলত

শক্রর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এ সূরা কাওসার ১০০ বার পাঠ করলে শক্রর ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।

সূরা কাফিরূনের আমল ও ফযিলত

সূরা কাফিরূন ১০০ বার পাঠ করলে যে-কোন বিপদ হতে নিরাপদে থাকবে।

সূরা নসরের আমল ও ফযিলত

সূরা নসর ১০০১ বার পাঠ করলে পেছনের শত্রু দূরে চলে যাবে এবং দুশমন পরাজীত হবে।

www.pathagar.com

সূরা লাহাবের আমল ও ফযিলত

সূরা লাহাব ৩০০০ বার পাঠ করলে জালিমের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি পাবে।

সূরা ইখলাসের আমল ও ফযিলত

সূরা ইখলাস ১০০০ বার পাঠ করলে মনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। ইখলাস আমল করার নিয়ম হল, মক্কেলের নামসহ প্রথমে গোশত খাওয়া পরিত্যাগ করবে এবং রোযা রাখবে। এরপর প্রত্যহ ৬০০০ বার করে ১২ দিন পর্যন্ত এই দোয়া পাঠ করবে।

بسم الله الرحمن الرحيم اقسمت عليكم وعزمت عليكم
اجب ياجبرائيل ياعزرائيل بحق قل هوالله احد ياميكائيل
ياسرائيل بحق الله الصمد يا اسمائيل يا اسمائيل
ياططائيل بحق لم يلد ولم يولد اجب ياعزرائيل
يارقتائيل ولم يكن له كفوا احد ط

সূরা ফালাকের আমল ও ফযিলত

সূরা ফালাক ১০০ বার পাঠ করলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

সূরা নাসের আমল ও ফযিলত

সূরা নাস ১০০ বার পাঠ করলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হবে।

www.pathagar.com

আল কোরআনে দোয়া

যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, প্রতিপালন করছেন, আমাদের সার্বিক প্রয়োজন কেবলমাত্র তিনিই পূরণ করছেন, আমাদের সকল কাজের হিসাব পরিশেষে তাঁরই কাছে দিতে হবে এবং একমাত্র তিনিই আমাদেরকে আমাদের কর্মের বিনিময় দিবেন, সেই আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে কিভাবে ফরিয়াদ জানাতে হবে, সে ভাষা ও পদ্ধতিও তিনিই শিখিয়ে দিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে কিভাবে কোন্ ভাষায় আবেদন করতে হবে। তাঁর কাছে যেভাবে এবং যে মান বজায় রেখে চাওয়ার প্রয়োজন, বান্দা যেনো সে মান বজায় রেখে চাইতে পারে, এ জন্য সেই করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালা শিক্ষা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর দরবারে যে কোনো ভাষাভাষীর অতি সাধারণ মূর্খ লোকও নিজের ভাষায় আকুতি পেশ করে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা তা শোনেন ও মঞ্জুর করেন। চাকরী প্রার্থনার জন্য মানুষ বিভিন্ন স্থানে নিজ হাতে লিখিত আবেদন পত্র প্রেরণ করে থাকে। কিন্তু সরকারী বা বেসরকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন পত্র ছাপানো হয়, আবেদনকারী তা পূরণ করে নিচে নিজের নাম দস্তখত করে দেয়। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালাও আবেদন পত্র ধরনের দোয়া পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বান্দাকে দান করেছেন। বান্দা যদি পবিত্র কোরআনের সেই আবেদনমূলক দোয়াগুলো আল্লাহর কাছে নিবেদন করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা খুবই খুশী হন এবং মঞ্জুর করেন। আমরা পবিত্র কোরআন থেকে দোয়াসমূহের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করলাম।

www.pathagar.com

সৎকাজ কবুল হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا-اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

উচ্চারণ : রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস্ সামিউ'ল আলিম।

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের এই কাজ তুমি কবুল করো, তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছুই জানো। (সূরা বাকারা-১২৭)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ-وَاَرِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا-اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ : রাব্বানা ওয়াজ্ আ'লনা মুসলিমাইনি লাকা ওয়া মিন্ যুররিই-ইয়াতিনা উম্মাতাম্ মুসলিমাতাল লাকা, ওয়া আরিনা মানা সিকানা, ওয়া তুব্ আ'লাইনা, ইন্নাকা আনতাত্ তাও ওয়াবুর রাহীম।

অর্থ : হে আমাদের মালিক! আমাদের উভয়কেই তুমি তোমার অনুগত মুসলিম বান্দাহ্ বানাও এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকেও তুমি তোমার একদল অনুগত বান্দা বানিয়ে দাও। হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের তোমার গোলামী করার পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি দয়া করো, কারণ তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও পরম দয়ালু।

(সূরা বাকারা-১২৮)

দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে দোয়া

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আ'যাবান্ নার।

হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং পরকালেও কল্যাণ দাও আর জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে রক্ষা করো। (সূরা বাকারা-২০১)

দ্বীনের পথে অবিচল থাকার দোয়া

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আফ্‌রিগ্ আ'লাইনা সাব্‌রাঁও ওয়া ছাব্বিত আক্বদামানা ওয়ান্‌সুরনা আ'লাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং কাফির দলের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো। (সূরা বাকারা-২৫০)

ভুল হলে ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তুআখিয্‌না ইন্নাসিনা আও আখ্‌তা'না।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি তার জন্য তুমি আমাদেরকে গ্রেফতার করো না। (সূরা বাকারা-২৮৬)

আল্লাহর গযব থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়ালা তাহ্‌মিল আ'লাইনা ইস্‌রান কামা হামালতাহু আ'লাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিনা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদের ওপর সেই ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিও না, যেরূপ বোঝা আমাদের পূর্ববর্তী অপরাধী জাতির প্রতি চাপিয়ে দিয়েছিলে। (সূরা বাকারা-২৮৬)

কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য চওয়ার দোয়া

رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا، وَغْفِرْلَنَا، وَارْحَمْنَا، اَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়া লা তুহাম্মিলনা মালা ত্বাক্বাতা লানা বিহী, ওয়া'ফু আ'ন্না, ওয়াগ্ফির লানা, ওয়ার হাম্না, আনতা মাওলানা ফান্সুরনা আ'লাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! যে বোঝা বহন করার শক্তি-ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না। আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি রহমত নাযিল করো, তুমিই আমাদের বন্ধু-আশ্রয়দাতা, কাফিরদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। (সূরা বাকারা-২৮৬)

ইসলামের পথে মনকে পরিচালিত করার দোয়া

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তুযিগ্ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব্লানা মিল্ লাদুন্কা রাহ্মাহ্, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! একবার যখন তুমি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছো, তখন আর তুমি আমাদের মনকে বাঁকা করে দিওনা,

www.pathagar.com

একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের প্রতি দয়া করো, কেননা যাবতীয় দয়ার মালিক তো তুমিই। (সূরা আলে ইমরাণ-৮)

কিয়ামতের দিনে হিসাব সহজভাবে নেয়ার দোয়া

رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيْهِ، اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ইন্নাকা জামিউ'ন নাসি লিইয়াও মিল লারাইবা ফিহী, ইন্নাল্লাহা লা ইউখ্ লিফুল মিয়া'দ।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! তুমি অবশ্যই সমগ্র মানব জাতিকে তোমার সামনে হিসাব-নিকাশের জন্য একদিন একত্রিত করবে, এতে কোনো রকম সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা কখনোই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (সূরা আলে ইমরাণ-৯)

শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে দোয়া

رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগ্‌ফির লানা যুনুবানা ওয়া কিনা আ'যাবান্নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, এরপর আমাদের থেকে যেসব গোনাহ্‌খাতা হয়ে যায় তা তুমি ক্ষমা করে দাও এবং শেষ বিচারের দিনে তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো। (সূরা আলে ইমরাণ-১৬)

নিয়ামত প্রাপ্তদের সঙ্গ লাভের দোয়া

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্ তাবা'নার রাসূলা ফাক্‌তুব্‌না মাআ'শ্ শাহিদীন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! তুমি যা কিছু নাযিল করেছো আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রাসূলের কথাও মেনে নিয়েছি, সুতরাং তুমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের নাম লিখে দাও। (সূরা আলে ইমরাণ-৫৩)

মিথ্যার ওপর বিজয়ী হবার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগ্‌ ফির লানা যুনুবানা ওয়া ইস্‌রাফানা ফি আম্‌রিনা ওয়া ছাব্‌বিত আক্বদামানা ওয়ান্‌ সুরনা আ'লাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের যাবতীয় গোনাহ্‌খাতা মাফ করে দাও, আমাদের কাজকর্মের সব বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা করে দাও এবং বাতিলের মোকাবেলায় তুমি আমাদের কদম মযবুত রাখো, সত্য ও মিথ্যার সাথে যুদ্ধে কাফিরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দাও। (সূরা আলে ইমরাণ-১৪৭)

সৃষ্টিসমূহ থেকে কল্যাণ লাভের দোয়া

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً، سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা মা খালাক্‌তা হাযা বাত্বিলা, সুব্‌হানাকা ফাক্বিনা আ'যাবান্নার।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই তুমি অযথা বানিয়ে রাখোনি, তোমার সত্তা সবথেকে পবিত্র, অতএব তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯১)

কিয়ামতের ময়দানে অপমানিত না হবার দোয়া

رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَه، وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ،

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ইন্নাকা মান তাদখিলিন্ নারা ফাক্বাদ আখ্যাইতাহু ওয়া মা লিয্ যালিমীনা মিন আন্সার।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! তুমি যাকেই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত করবে, আর সেই অপমানের দিনে যালিমদের জন্যে কোনো রকম সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯২)

ঈমানের পথে অবিচল থাকার দোয়া

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিইয়াই ইউনাদি লিল ঈমানি আন আমিনূ বিরাব্বিকুম ফা আমান্না। রাব্বানা ফাগ্ফির লানা যুনুবানা ওয়া কাফ্ফির আ'ন্না সাইয়িআতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মাআ'ল আব্রার।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমরা শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী মানুষদেরকে ঈমানের দিকে ডাকছে, সে বলছিলো হে মানুষরা! তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো, হে মালিক! সেই আহ্বানকারীর কথায় আমরা ঈমান এনেছি, হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও, হিসাবের খাতা থেকে আমাদের দোষক্রটি ও গোনাহ্সমূহ মুছে দাও, সর্বশেষে তোমার নেক বান্দাদের সাথে তুমি আমাদের মৃত্যু দাও। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯৩)

কিয়ামতের দিনে নিরাপদ থাকার দোয়া

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া আ'ত্তানা আ'লা রুসুলিকা ওয়া লা তুখ্যিনা ইয়াওম মাল কিইয়ামাহ্, ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মিয়া'দ।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! তুমি তোমার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আমাদের পূর্ণ করে দাও এবং কিয়ামতের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না, নিশ্চয়ই তুমি কখনো ওয়াদার বরখেলাপ করো না। (সূরা আলে ইমরাণ-১৯৪)

হিদায়াত প্রাপ্তদের দলে শামিল হবার দোয়া

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ –

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আমান্না ফাক্তুবনা মাআ'শ্ শাহিদীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদের নাম সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের দলে লিখে নাও। (সূরা আল মায়িদা-৮৩)

রিয্ক বৃদ্ধির জন্য দোয়া

رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا

لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ–وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আন্যিল আ'লাইনা মা-য়িদাতাম মিনাস্ সামা-য়ি তাকুনু লানা ই'দাল লিআও-ওয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আ ইয়াতাম মিনকা, ওয়ার রুয্না ওয়া আনতা খাইরুর রাযিকীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাবার সজ্জিত একটি পাত্র পাঠাও, এ হবে আমাদের জন্যে, আমাদের পূর্ববর্তী ও আমাদের পরবর্তীদের জন্য তোমার কাছ থেকে পাঠানো একটি আনন্দোৎসব, সর্বোপরি এটা হবে তোমার কুদরতের নিদর্শন, তুমি আমাদের রিয্ক দাও, কেননা তুমিই হচ্ছো উত্তম রিয্কদাতা। (সূরা আল মায়িদা-১১৪)

www.pathagar.com

গোনাহ্ মাফ চওয়ার দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগ্‌ফির লানা ওয়া তারহাম্‌না লানা কুনান্না মিনাল খাসিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছি, তুমি যদি আমাদের মাফ না করো তাহলে অবশ্যই আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হয়ে যাবো। (সূরা আল আ'রাফ-২৩)

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তাজ্‌আ'লনা মাআ'ল ক্বাওমিয্ যালিমীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এই যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করো না। (সূরা আল আ'রাফ-৪৭)

জাতীয় জীবনে শান্তি চেয়ে দোয়া

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাফ্ তাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা ক্বাওমিনা বিল হাক্কি ওয়া আনতা খাইরুল ফাতিহীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দাও, কেননা তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা আল আ'রাফ-৮৯)

কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণের দোয়া

رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আফরিগ্ আ'লাইনা সাব্‌রাঁও ওয়া তাওয়াফ্ ফানা মুসলিমীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! কঠিন পরীক্ষায় তুমি আমাদের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং সর্বশেষে তোমার অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমাদের মৃত্যু দিয়ো। (সূরা আল আ'রাফ-১২৬)

অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তাজ্‌আ'লনা ফিত্‌নাতাল লিল ক্বাওমিয্ যালিমীন। ওয়া নাজ্জিনা বিরাহ্‌মাতিকা মিনাল ক্বাওমিল কাফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের অত্যাচারের শিকারে পরিণত করো না। এবং তোমার একান্ত রহমত দ্বারা তুমি আমাদের কাফির সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তি দাও। (সূরা ইউনুস-৮৫-৮৬)

আল্লাহর অপসন্দনীয় দোয়া করা থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهِ عِلْمٌ- وَاِلاَّ تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বি ইন্নি আউ'যুবিকা আন আস্ আলাকা মা লাইসা লী বিহী ই'লমুন, ওয়া ইল্লা তাগ্‌ফির লী ওয়া তারহাম্‌নী আকুম মিনাল খাসিরীন।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! যে বিষয় সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, সে ব্যাপারে কিছু চাওয়া থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই, তুমি যদি আমাকে মাফ না করো এবং আমার ওপর দয়া না করো, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। (সূরা হূদ-৪৭)

www.pathagar.com

কাজকর্মে প্রশান্তি চেয়ে দোয়া

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাঁও ওয়া হাই'লানা মিন আমরিনা রাসাদা।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের ওপর অনুগ্রহ দান করো, আমাদের এই কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার জন্য তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখাও। (সূরা আল কাহাফ-১০)

শত্রুর ভয় থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ইন্নাকা নাখাফু আই ইয়াফরুত্বা আ'লাইনা আও আই ইয়াত্বগা।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমরা ভয় করছি সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে, অথবা সে আরো বেশী সীমা লংঘন করে বসবে। (সূরা ত্বাহা-৪৫)

জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا-

উচ্চারণ ঃ রাব্বি যিদনী ই'লমা।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান ভান্ডার তুমি বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বাহা-১১৪)

মুখের জড়তা দূর করার দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ-وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِى-وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ-يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ-

www.pathagar.com

হে আমার মালিক! তুমি আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে করে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বা-হা-২৫-২৮)

ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আমান্না ফাগ্ফির লানা ওয়ার হাম্না ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! আমরা তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাদের দোষত্রুটিসমূহ মাফ করে দাও, তুমি আমাদের ওপর দয়া করো, তুমি হচ্ছো দয়ালুদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দয়ালু। (সূরা আল মুমিনুন-১০৯)

জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ–اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا–

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাস্ রিফ্ আ'ন্না আ'যাবা জাহান্নামা ইন্না আ'যাবাহা কানা গারামা।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব দূরে রেখো, কেননা তার আযাব হচ্ছে নিশ্চিত বিনাশ। (সূরা আল ফুরকান-৬৫)

আনন্দিত হবার পরে পড়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ–اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ–

আল হাম্দু লিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আ'ন্নাল হাযানা, ইন্না রাব্বানা লাগাফুরুন শাকুর। আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদের কাছ থেকে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিয়েছেন, অবশ্যই আমাদের মালিক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (সূরা ফাতির-৩৪)

www.pathagar.com

সৎপথে আগমনকারীর জন্য দোয়া

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়া সি'তা কুল্লা শাই-ইর রাহ্মাতাঁও ওয়া ই'লমান ফাগ্ফির লিল্লাযিনা তাবু ওয়াত্ তাবাউ' সাবিলাকা ওয়া কিহিম আ'যাবাল জাহিম।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞানসহ সবকিছুর ওপর ছেয়ে আছো, সুতরাং সেসব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তওবা করে এবং যারা তোমার দ্বীনের পথে চলে, তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। (সূরা আল মুমিন-৭)

জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক চেয়ে দোয়া

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ -اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়া আদখিলহুম জান্নাতি আ'দনি নিল্লাতি ওয়া আ'ত্ তাহুম ওয়া মান সালাহা মিন আবা-য়িহিম ওয়া আযওয়া জিহিম ওয়া যুররিই ইয়াতিহিম, ইন্নাকা আনতাল আ'যিযুল হাকিম।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! তুমি সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো, তাদের পিতামাতা, তাদের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তাদেরও, নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল মুমিন-৮)

পরিবার-পরিজনের কল্যাণের জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা হাবলানা মিন আয্ওয়া জিনা ওয়া যুররিই ইয়াতিনা কুর্রাতা আ'ই ইউনিঁও ওয়াজ্ আ'লনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা।

অর্থ ঃ হে আমাদের রবং! তুমি আমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো এবং তুমি আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের নেতা বানিয়ে দাও। (সূরা আল ফুরকান-৭৪)

সন্তান চাওয়ার দোয়া

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বি লা তাযারনী ফারদাঁও ওয়া আনতা খাইরুল ওয়ারিসীন।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমাকে একা নিঃসন্তান রেখে দিয়ো না, তুমিই হচ্ছো উৎকৃষ্ট মালিকানার অধিকারী। (সূরা আল আম্বিয়া-৮৯)

নেক সন্তান চাওয়ার দোয়া

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বি হাবলী মিনাস্ সালিহীন।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমাকে তুমি একজন নেক সন্তান দান করো। (সূরা আস্ সাফ্ফাত-১০০)

সন্তানের কল্যাণের জন্য দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বিজ্ আ'লনী মুক্বিমাস্ সালাতি ওয়া মিন যুররিই ইয়াতি রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ'য়ি।

অর্থ ঃ হে আমার রব! তুমি আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আমার সন্তানদের মাঝ থেকেও নামাযী বান্দা বানাও, হে আমাদের মালিক! আমার দোয়া তুমি কবুল করো। (সূরা ইবরাহীম-৪০)

www.pathagar.com

পিতামাতার জন্য দোয়া

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

উচ্চারণ ঃ রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমার পিতামাতা উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাদেরকে শৈশবে অতি মায়া-মমতার সাথে প্রতিপালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৪)

পিতামাতার গোনাহ্ মাফের দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ-

রাব্বানাগ্ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালি দাই ইয়া ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াও মা ইয়া কুমুল হিসাব।

হে আমাদের রব! যেদিন চূড়ান্ত হিসাব নিকাশ হবে, সেদিন তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সকল ঈমানদার মানুষদের তোমার অনুগ্রহ দ্বারা ক্ষমা করে দিয়ো। (সূরা ইবরাহীম-৪১)

পথভ্রষ্ট পিতার জন্য দোয়া

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ -

উচ্চারণ ঃ ওয়াগ্‌ফির লিআবি ইন্নাহু কানা মিনাদ্ব দ্বাল্লিন।

অর্থ ঃ আমার পিতাকে হিদায়াতের তাওফীক দিয়ে তুমি মাফ করে দাও, কেননা সে পথভ্রষ্টদের একজন। (সূরা আশ শোয়ারা-৮৬)

নিজের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ-وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِينَ -وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বি লী হুক্মাঁও ওয়াল হিক্নী বিস্ সালিহীন। ওয়াজ্ আ'লনী লিসানী সিদ্ক্বিন ফিল আখিরীন। ওয়াজ্ আ'লনী মিঁও ওয়ারাসাতি জান্নাতিন নাঈম।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমাকে জ্ঞান দান করো এবং আমাকে সৎলোকদের সাথে মিলিয়ে রেখো। এবং আগামী প্রজন্মের মধ্যে তুমি আমার স্মরণ অব্যাহত রেখো। আমাকে তুমি তোমার নেয়ামতে ভরা জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে শামিল করে নিয়ো। (সূরা আশ শোয়ারা-৮৩-৮৫)

কিয়ামতের ময়দানে অপমানিত না হবার দোয়া

وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ-يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ-اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ-

উচ্চারণ ঃ ওয়া লা তুখ্যি নী ইয়াও ইউব আ'ছুন। ইয়াও লা ইয়ান্ ফাউ' মা লুঁও ওয়া বানুন। ইল্লা মান আতাল্লাহা বিক্বাল বিন সালিম।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমাকে তুমি সেদিন অপমানিত করো না, যেদিন সব মানুষদের পুনরায় জীবন দেয়া হবে। সেদিন তো কারো ধন-সম্পদ কাজে লাগবে না এবং সন্তান-সন্ততিও কাজে আসবে না। অবশ্য যে আল্লাহর কাছে একটি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে, তবে তার কথা আলাদা। (সূরা আশ শোয়ারা-৮৭-৮৯)

সৎকাজ করার তাওফীক চেয়ে দোয়া

رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল লাতি আনআ'মতা আ'লাই ইয়া ওয়া আ'লা ওয়ালি দাই ইয়া ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারদ্বাহু ওয়া আদখিলনী বিরাহ্মাতিকা ফী ই'বাদিকাস্ সালিহীন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমাকে তাওফীক দাও যাতে করে আমাকে ও আমার পিতামাতাকে তুমি যেসব নি'মাত দান করেছো, আমি যেন বিনয়ের সাথে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, আমি যেন এমন সব নেক কাজ করতে পারি যা তুমি পসন্দ করো, অতপর তুমি তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে তোমার নেককার মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

(সূরা আন নামল-১৯)

এ ধরনের দোয়া পবিত্র কোরআনে অনেক রয়েছে। উল্লেখিত দোয়াসমূহ মুখস্থ করুন এবং হজ্জ আদায়কালে এবং নামাযে বেশী বেশী এসব দোয়া পাঠ করতে থাকুন। বিশেষ করে যখন নফল নামাযে সিজ্‌দায় যাবেন, সিজ্‌দার তাস্‌বীহ্ পাঠ করার পরে এসব দোয়া মহান আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে নিবেদন করুন।

মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوْفٌ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগ্‌ ফিরলানা ওয়ালি ইখ্‌ওয়া নিনাল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমানি ওয়া লা তাজ্‌আ'ল ফী কুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের আগে আমাদের যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছে তুমি তাদেরও মাফ করে দাও এবং আমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ রেখো না, হে আমাদের মালিক! তুমি অনেক মেহেরবান ও পরম দয়ালু। (সূরা আল হাশর-১০)

মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার দোয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ -

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আ'লাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাব্‌না ওয়া ইলাইকাল মাসির।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! আমরা তো কেবল তোমার ওপর ভরসা করেছি এবং আমরা তোমার দিকেই ফিরে এসেছি এবং আমাদের তো তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা আল মুমতাহিনা-৪)

আদর্শ বিরোধিদের অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লা তাজ্‌আ'লনা ফিত্‌নাতাল লিল্লাযিনা কাফারু ওয়াগ্‌ ফির লানা রাব্বানা ইন্নাকা আনতাল আ'যিযুল হাকিম।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! তুমি আমাদের জীবনকে কাফিরদের নিপীড়নের নিশানা বানিয়ো না, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের গোনাহ্‌খাতা ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি পরাক্রমশালী ও পরম জ্ঞানী। (সূরা আল মুমতাহিনা-৫)

ঈমানের জ্যোতি বৃদ্ধি করার দোয়া

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা আত্‌মিম লানা নুরানা ওয়াগ্‌ফির লানা, ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাই-ইন ক্বাদির।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের ঈমানের জ্যোতিকে জান্নাতের জ্যোতি দিয়ে তুমি পূর্ণ করে দাও, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান। (সূরা আত্‌ তাহ্‌রীম-৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পদক্ষেপে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করতেন এবং সাহায্য চাইতেন। তিনি যেভাবে

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইতেন, তা হাদীস গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে। তিনি যে ভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাইতেন, মুসলিম হিসেবে আমাদেরও উচিত, তাঁর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর প্রশংসা করা এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া। এখানে আমরা হাদীস থেকে কিছু দোয়া এখানে উল্লেখ করছি।

অযুর শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে পাঠ করুন

أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

উচ্চারণ ঃ আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাদু লা শারীকালাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ 'আলনী মিনাত্ তাউওয়াবীনা ওয়াজ্'আলনী মিনাল মুতাত্বাহ্ হিরীন।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত করো। (তিরমিযী)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ-أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ-أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা, আশ্হাদু আল্ লা-'ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া 'আতুবু 'ইলাইকা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসাসহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই কাছে তওবা করি। (নাসায়ী)

আযান শোনার সময় এই দোয়া পাঠ করুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনতে পাও তখন সে যা বলে তোমরা ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করো। তবে মুয়ায্যিন যখন হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্ এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলে, তখন –لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ– লা-হাওলা ওয়ালা কুওতা ইল্লা বিল্লাহ্– বলো। (বোখারী, মুসলিম)

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا -وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً-وَبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا-

উচ্চারণ ঃ ওয়া আনা আশ্হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদ্বীতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া ইসলামি দ্বীনা।

অর্থ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, মুয়ায্যিনের সাক্ষ্য প্রদানের পর বলবে– আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে লাভ করে পরিতুষ্ট। (মুসলিম)

আযান শেষে এই দোয়া পাঠ করুন

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلوةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ

www.pathagar.com

مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ-اِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল ক্বাইমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাহ্। ওয়াব 'আসহু মাক্বামাম্ মাহ্মূদানিল্লাযী ওয়া 'আদ্তাহ্। ইন্নাকা লাতুখলিফুল মী'আদ।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এই সার্বিক আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসীলা এবং ফযীলত তথা সর্বোত্তম মর্যাদা দান করো। আর তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করোনা। (বোখারী, বাইহাকী)

মসজিদে যাবার সময় এই দোয়া পাঠ করুন

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا ، وَمِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا ، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا ، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا ، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا ، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا ، وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا ، وَعَظِّمْ لِيْ نُوْرًا ، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا ، وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا ، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا ، وَاجْعَلْ فِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ دَمِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ- وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ-وَزِدْنِيْ نُوْرًا ، وَزِدْنِيْ نُوْرًا ، وَزِدْنِيْ نُوْرًا-وَهَبْ لِيْ نُوْرًا عَلٰى نُوْرٍ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ 'আল ফী ক্বালবী নূরাওঁ ওয়া ফী লিসানী নূরাওঁ ওয়া ফী সামঈ' নূরাওঁ ওয়া ফী বাছারী নূরাওঁ ওয়ামিন ফাউক্বী নূরাওঁ ওয়া মিন তাহ্তী নূরাওঁ ওয়া ইয়ামীনী নূরাওঁ ওয়া 'আন শিমালী নূরাওঁ ওয়ান মিন 'আমামী নূরাওঁ ওয়া মিন খালফী নূরাওঁ ওয়াজ 'আল ফী নাফ্সী নূরাওঁ ওয়া 'আয্যিমলী নূরাওঁ ওয়াজ 'আল্‌লী নূরা' ওয়াজ 'আলনী নূরা। আল্লাহুম্মা আ'ত্বিনী নূরাওঁ, ওয়াজ 'আলফী 'আছাবী নূরাওঁ, ওয়া ফী লাহ্মী নূরাওঁ ওয়া ফী দামী নূরাওঁ ওয়া ফী শা'রী নূরাওঁ ওয়া ফী বাশারী নূরা। আল্লাহুম্মাজ 'আল লী নূরান ফী ক্বাব্‌রী ওয়া নূরান ফী 'ইযাম ওয়াযিদ্‌নী নূরান, ওয়াযিদনী নূরান, ওয়াযিদনী নূরা। ওয়াহাবলী নূরান 'আলা নূর।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমার অন্তরে এবং জবানে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে ও আমার দর্শন শক্তিতে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার ওপরে, আমার নীচে, আমার ডানে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পেছনে নূর সৃষ্টি করে দাও। আমার নূরকে আমার জন্য অনেক বড়ো করে দাও, আমার জন্য নূর নির্ধারণ করো, আমাকে আলোকিত করে দাও। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাকে নূর দান করো, আমার বাহুতে নূর দান করো, আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার চুলে, আমার চর্মে নূর দান করো। হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমার কবরকে আমার জন্য আলোকিত করে দাও, আমার হাড্ডি সমূহেও! আমার নূর বৃদ্ধি করে দাও, আমার নূর বৃদ্ধি করে দাও, আমার নূর বৃদ্ধি করে দাও। আর আমাকে নূরের ওপর নূর দান করো।

(বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম, তিরমিযী)

মসজিদে প্রবেশে করার সময় এই দোয়া পড়ুন

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ-وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ-وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ-مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-بِسْمِ اللهِ-وَالصَّلَاةُ-وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ-اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আউযু বিল্লাহিল্ 'আযীম। ওয়াবি ওয়াজ্হিহিল কারীম। ওয়া সুলত্বানিহিল ক্বাদীম। মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম। বিস্মিল্লাহি ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ্। আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা।

অর্থ ঃ আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্ত্বা এবং শাশ্বত সার্বভৌম শক্তির নামে। আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে প্রতি। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও। (আবু দাউদ, মুসলিম)

মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়ুন

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ-اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লাহি ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ্। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ আলুকা মিন ফাদ্বলিকা। আল্লাহুম্মা আ'সিমনী মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'য়ালার নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। হে আমার মালিক! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি। হে আল্লাহ! অভিশপ্ত শয়তান থেকে তুমি আমাকে হেফাজত করো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহ্রিমার পর এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ-كَمَا يُنَقَّى

www.pathagar.com

الثَّـــوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ-اَللَّهُمَّ اغْـــسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ-بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বাইয়া, ইয়া কামা বা'আত্তা বাইনাল মাশ্‌রিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা নাক্বক্বিনী মিন খাত্বাইয়া, ইয়া কামা ইয়ুনাক্বক্বাছ্‌ ছাউবুল আব্‌ইয়াদু মিনাদ্‌ দানাস। আল্লাহুম্মাগসিল্‌নী মিন খাত্বাইয়া ইয়া, বিছ্‌ছালজি ওয়াল মা-ই ওয়াল বারদি।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমার এবং আমার গোনাহসমূহের মধ্যে এমন ব্যবধান সৃষ্টি করো যেরূপ ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আমার মালিক! তুমি আমাকে গোনাহ্‌ মুক্ত করে এমন পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করলে পরিষ্কার হয়। হে আমার মালিক! তুমি আমার গোনাহ্‌সমূহ্‌ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ-وَتَبَارَكَ اسْمُكَ-وَتَعَالَى جَدُّكَ- وَلاَإِلَهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ ঃ সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা, ওয়া তাবাররাকাস্‌মুকা, ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি পাক পবিত্র সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত এবং তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্‌ নেই। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌)

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّموٰتِ وَالأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-اِنَّ صَلاَتِىْ-وَنُسُكِىْ-وَمَحْيَاىَ-وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল্ মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকি ওয়ামাহ্ ইয়াহইয়া ওয়ামামাতী লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। লাশারীকালাহু ওয়াবি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন।

অর্থ ঃ আমি সেই মহান সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরাচ্ছি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ ও পৃথিবী এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই, আর এই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-أَنْتَ رَبِّىْ وَأَنَا عَبْدُكَ-ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِى جَمِيْعًا إِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-وَاهْدِنِىْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَايَهْدِىْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ-وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا، لَايَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ- وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ-أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ-تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাল মালিকু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, আন্তা রাব্বী ওয়া আনা 'আবদুকা, যালামতু নাফসী ওয়া'তারাফ্তু বিযাম্বী ফাগ্ফিরলী যুনূবী জামী'আন ইন্নাহু লা ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্দিনী লিআহ্সানিল্ আখলাক্বি লা ইয়াহ্দী লিআহ্সানিহা ইল্লা আন্তা, ওয়াস্রিফ্ 'আন্নী সায়্যিআহা, লা ইয়াসরিফু 'আন্নী সায়্যিআহা ইল্লা আন্তা, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খাইরু কুল্লুহু বিইয়া দাইকা, ওয়াশ্ শাররু লাইসা ইলাইকা, আনা বিকা ওয়া ইলাইকা তাবারাক্তা ওয়া তা'আলাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি সেই বাদশাহ যিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার বান্দা, আমি আমার নিজের ওপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার গোনাহের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমার সকল গোনাহ মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেউ গোনাহ্সমূহ মাফ করতে পারেনা। তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করো, তুমি ছাড়া আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারেনা, আমার দোষসমূহ তুমি আমার ভেতর থেকে দূরীভূত করো, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ চারিত্রিক-দোষ অপসারিত করতে পারে না।

প্রভু হে! আমি তোমার আদেশ মানার জন্য উপস্থিত সদা প্রস্তুত, সামগ্রিক কল্যাণ তোমার হস্তে নিহিত। অকল্যাণ তোমার দিকে সম্পৃক্ত নয়। আমি তোমারই এবং তোমারই দিকে আমার সকল প্রবণতা, তুমি কল্যাণময় এবং তুমি মহিমান্বিত আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ-وَمِيْكَائِيْلَ-وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ-عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা জিব্রা'ঈলা ওয়া মীকাঈল, ওয়া ইস্রাফীলা ফাত্বিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্। আন্তা তাহকুমু বাইনা 'ইবাদিকা ফীমা কানু ফীহি ইয়াখ্তালিফূন। ইহ্দিনী লিমাখ্ তুলিফা ফীহি মিনাল হাক্বি, বিইয্নিকা ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশাউ ইলা সিরাত্বিম মুস্তাক্বীম।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি অবগত। তোমার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদে লিপ্ত, তুমিই তার উত্তম ফয়সালা করে দাও। যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে তন্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেদিকে পথ প্রদর্শন করো। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথপ্রদর্শন করে থাকো। (মুসলিম)

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا-اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا-اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا-وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا-وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا-وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا-وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً-

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ -مِنْ نَفْخِهِ-وَنَفْثِهِ، وَهَمْزِهِ- তিনবার

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবারু কাবীরা, আল্লাহু আকবারু কাবীরা, আল্লাহু আকবারু কাবীরা, ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাছীরা, ওয়া সুব্‌হানাল্লাহি বুকরাতাওঁ ওয়াআসীলা।

আউ'যু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বা নি মিন নাফখিহী ওয়া নাফসিহী ওয়া হাম্‌যিহী।

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, অসংখ্য প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ সকালে ও সন্ধ্যায়, দিনে ও রাতে তথা সর্বক্ষণ পাক-পবিত্র (তিনবার)। অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আশ্রয় কামনা করছি তার দম্ভ হতে, তার কুহকজাল ও তার কুমন্ত্রণা হতে। (আবু দাউদ)

নফল নামাযে রুকু-সিজদায় এই দোয়াসমূহ পাঠ করুন

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ-

উচ্চারণ ঃ সুবহানা রাব্বি ইয়াল আ'যিম।

অর্থ ঃ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।(তিনবার) (আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে রুকু সিজ্‌দায় নিম্নের দোয়াসমূহও পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ-

উচ্চারণ ঃ সুবাহানাকাল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলি।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমাদের প্রভু। তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ-

উচ্চারণ ঃ সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রুহ্‌।

অর্থ ঃ ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদস্‌ (জিবরাঈল)-এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত এবং গুণাবলীতেও পবিত্র। (আবু দাউদ, মুসলিম)

اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ-وَبِكَ آمَنْتُ-وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ- وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ-وَعَظْمِيْ-وَعَصَبِيْ-وَمَا اسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِيْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়া বিকা আমান্‌তু ওয়া লাকা আস্‌লামতু খাশি'আ লাকা সাম'ঈ, ওয়া বাসারী, ওয়া মুখ্‌খী, ওয়া আযমী, ওয়া আসাবী ওয়ামাস্‌তাক্বাল্লা বিহীকাদামী।

অর্থ ঃ হে আমাদের মালিক! আমি তোমারই জন্য মাথা অবনত করেছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, একমাত্র তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়, আমার স্নায়ু, আমার সমগ্র সত্তা তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত। (আবু দাউদ, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

www.pathagar.com

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ–وَالْمَلَكُوْتِ–وَالْكِبْرِيَاءِ–وَالْعَظْمَةِ–

উচ্চারণ ঃ সুব্হানা যিল্ জাবারূতি, ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল 'আযামাতি।

অর্থ ঃ পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ, যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব, গরিমা এবং অতুল্য মহত্ত্বের অধিকারী।

(আবু দাউদ)

রুকু থেকে উঠে নিচের দোয়াগুলো পাঠ করুন

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ–

উচ্চারণ ঃ সামিআ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির কথা শুনেন যে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে। (বোখারী)

আল্লাহর রাসূল রুকু থেকে সোজা হয়ে নিম্নের দোয়াসমূহও পাঠ করতেন।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ–حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ–

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ, হাম্দান কাছিরান ত্বাইয়িবান মুবারাকান ফিহী।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! তোমার সমস্ত ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা।

(বোখারী ফতহুলবারী)

مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا–وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ–أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْحَمْدِ–أَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبْدُ–وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ–اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ–وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ–وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ মিলআস্ সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদ্বি, ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মাশি'তা মিন শাই'ইন, বা'দু আহ্লাছ ছানাই ওয়াল মাজ্দি, আহাক্কু মা ক্বালাল্ আবদু ওয়াকুল্লুনা লাকা 'আব্দু। আল্লাহুম্মা লামানি'আ লিমান আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বি ইয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল্ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ পূর্ণ করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দুই এর মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয় এবং এসব ব্যতীত তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়। হে প্রশংসা ও প্রশস্তি এবং মহাত্ম ও বুযুর্গীর অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালা! তোমার প্রশংসার শানে যে কোনো বান্দা যা কিছু বলে তুমি তার থেকেও অধিক প্রশংসার অধিকারী। আমরা সকলেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি যা দাও তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর তুমি যা বন্ধ করে দাও তা দেয়ার মতো কেউ নেই। তোমার গযব থেকে কোনো বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারেনা। (মুসলিম)

সিজদা গিয়ে নিচের দোয়াগুলো পাঠ করুন

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى-

উচ্চারণ ঃ সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ ঃ আমার মহান সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (তিনবার।) (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, আহ্মদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযে সিজ্দায় নিম্নের দোয়াসমূহও পাঠ করতেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ-

উচ্চারণ ঃ সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্ মাগ্ফিরলী।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমাদের প্রভু! তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি তোমার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ-

উচ্চারণ ঃ সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা ইকাতি ওয়াররূহ্।

অর্থ ঃ ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল কুদ্স (জিবরাঈল)-এর প্রভু প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় এবং গুণাবলীতে পবিত্র। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ-وَلَكَ أَسْلَمْتُ-سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَه-وَصَوَّرَهُ-وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ-تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্তু ওয়াবিকা আমান্তু ওয়া লাকা আস্লাম্তু সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াসাউওয়ারাহু, ওয়া শাক্বক্বা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু, তাবারাকাল্লাহু আহ্সানুল খালিক্বীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমি তোমারই জন্য সিজদা করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন নিজেকে সপে দিয়েছি, আমার মুখমণ্ডল, আমার সমগ্র দেহ সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং সুসমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন এবং এর কর্ণ ও তার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'য়ালা সর্বোত্তম স্রষ্টা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসলিম, নাসায়ী)

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ-وَالْمَلَكُوْتِ-وَالْكِبْرِيَاءِ-وَالْعَظَمَةِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্ মাগ্ফিরলী যাম্বী কুল্লুহু, দিক্বক্বাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া 'আলা নিয়্যাতুহু ওয়া সিররাহ্।

অর্থ ঃ পাক পবিত্র সেই মহান আল্লাহ্ বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গরিমা এবং অতুল্য মহত্ত্বের অধিকারী।

(আবু দাউদ, নাসায়ী, আহ্মদ)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّه، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ-

www.pathagar.com

হে আমার মালিক! আমার সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দাও, ছোটো গোনাহ্, পরের গোনাহ্, প্রকাশ্য এবং গোপন গোনাহ্। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ-وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ-لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদ্বাকা মিন সাখাত্বিকা, ওয়া বি মু'আফাতিকা মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আউ'যুবিকা মিন্‌কা, লা উহ্‌সি ছানাআ 'আলাইকা আন্‌তা কামা আছনাইতা 'আলা নাফ্‌সিকা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি আশ্রয় চাই তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার গযব হতে। তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা যেরূপ তুমি নিজে করেছো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ-وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ- فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ সাজাদা ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু ওয়াশাক্কা সাম্‌আহু ওয়া বাসারাহু, ওয়া বিহাওলিহী ওয়া কুউওয়াতিহী ফাতাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিক্বীনা।

অর্থ ঃ আমার মুখ-মণ্ডলসহ আমার সমগ্র দেহ সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এর কর্ণ ও তার চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'য়ালা সর্বোত্তম স্রষ্টা। তিরমিযী, আহ্‌মদ, হাকেম)

www.pathagar.com

اللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا-وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا-وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا-وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্ মাক্‌তুবলী বিহা 'ইন্‌দাকা আজরান, ওয়াদ্বা 'আন্নী বিহা ওয়িয্‌রান, ওয়াজ 'আল্‌হা লী 'ইন্‌দাকা যুখ্‌রান, ওয়াতাক্বাব্ বাল্‌হা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন 'আবদিকা দাউদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! এর দ্বারা তোমার কাছে আমার জন্য নেকী লিখো রাখো, আর এর দ্বারা আমার গোনাহ দূর করে দাও, এটাকে আমার জন্য গচ্ছিত মাল হিসাবে জমা করে রাখো আর একে আমার কাছ থেকে কবুল করো যেমন কবুল করেছো তোমার বান্দা দাউদ আলাইহিস্ সালাম থেকে হতে। (তিরমিযী, হাকেম)

দুই সিজদার মাঝে এই দোয়া পাঠ করুন

رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْلِيْ-

উচ্চারণ ঃ রাব্বিগ্ ফিরলি রাব্বিগ্ ফিরলি।

অর্থ ঃ হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ-وَارْحَمْنِيْ-وَاهْدِنِيْ-وَاجْبُرْنِيْ-وَعَافِنِيْ-وَارْزُقْنِيْ-وَارْفَعْنِيْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্ মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়াজ্‌বুরনী ওয়া'আফিনী ওয়ারযুক্বনী ওয়ারফা'নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার প্রতি রহম করো, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষতির পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান করো এবং

www.pathagar.com

তুমি আমাকে রিযিক দান করো ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

সালাম ফিরানোর পূর্বে এই দোয়া পাঠ করুন

নামাযে শেষের বৈঠকে দোয়া মাসুরা পাঠ করার পরে সালাম ফিরানোর পূর্বে নিচের দোয়াসমূহও পাঠ করুন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ -وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন 'আযা-বিল কাব্‌রি, ওয়া মিন আযাবি জাহান্নামা, ওয়া মিন ফিত্‌নাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে এবং দোযখের আযাব হতে, জীবন মৃত্যের ফিৎনা থেকে এবং মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা হতে। (বোখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিন আযাবিল ক্বাব্‌রি, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল, ওয়া আউ'যুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাই মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, আশ্রয় চাই জীবন মৃত্যুর ফিৎনা

www.pathagar.com

থেকে, হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণভার হতে। (বোখারী, মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا-وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ- فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসী, জুলমানকাছিরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরু জুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগ ফিরাতাম্ মিন ইনদিকা ওয়ার হামনি ইন্নকাআন্তাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক বেশী যুলুম করেছি, আর তুমি ব্যতীত গোনাহসমূহ কেউ-ই ক্ষমা করতে পারেনা, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম করো, তুমিই ক্ষমাকারী দয়ালু। (বোখারী, মুসলিম)

সালাম ফিরানোর পরে এই দোয়াগুলো পাঠ করুন

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ-اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ-اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ-اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ- وَمِنْكَ السَّلاَمُ -تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ-

উচ্চারণ ঃ আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহা (তিনবার) আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু, ওয়া মিন্‌কাস সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যাল্‌জালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থ ঃ আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি (তিনবার) হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার কাছে থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময় তুমি। (মুসলিম)

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ- وَلاَيَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যাল্ জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ তা'য়ালা! তুমি যা প্রদান করো তা বাধা দেয়ার কেউ-ই নেই, আর তুমি যা দিবে না তা দেয়ার মতো কেউ-ই নেই। তোমার গযব থেকে কোনো বিত্তশীল বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না। (বোখারী, মুসলিম)

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ -وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ -لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ- وَلَانَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ -لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ -لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়া হুওয়া 'আলাকুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। লাহাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্বলু ওয়া লাহুছ্ ছানাউল হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্ দীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরিন।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়েই শক্তিশালী। কোনো পাপকাজ ও রোগ, শোক বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই আর সৎ কাজ করারও

www.pathagar.com

ক্ষমতা নেই আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ তা'য়ালা তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আমরা একমাত্র তারই দাসত্ব করি, নেয়ামত সমূহ তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তার জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেরদের কাছে তা অপ্রীতিকর। (মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পড়ুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াতেন তখন এই দোয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ–وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ–وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ –وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ–وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ–وَلَكَ الْحَمْدُ–أَنْتَ الْحَقُّ–وَوَعْدُكَ الْحَقُّ–وَقَوْلُكَ الْحَقُّ– وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ–وَالْجَنَّةُ حَقٌّ–وَالنَّارُ حَقٌّ–وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ– وَمُحَمَّدٌ–حَقٌّ–وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ–وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ– وَبِكَ اٰمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ–وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ– فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ–وَمَا أَخَّرْتُ–وَمَا أَسْرَرْتُ–وَمَا أَعْلَنْتُ–أَنْتَ الْمُقَدِّمُ–وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ–أَنْتَ إِلٰهِى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ–

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্‌তা নূরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়া লাকাল হাম্‌দু আন্‌তা ক্বায়্যিমুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামান ফী হিন্না। ওয়ালাকাল হামদু আন্‌তা রাব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ামান ফী হিন্না। ওয়ালাকাল হাম্‌দু লাকা মুলকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া মান ফী হিন্না। ওয়ালাকাল হাম্‌দু আন্‌তা মালিকুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, ওয়া লাকাল হামদু আন্‌তাল হাক্কুক্কু, ওয়া ওয়া'দুকাল হাক্কুকু, ওয়া ক্বাওলুকাল হাক্কুক্কু, ওয়া লিক্বা উকাল হাক্কুক্কু, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুকুন, ওয়ান্ না-রু হাক্কুকুন, ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্কুকুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুকুন, ওয়াস্ সা'আতু হাক্কুকুন। আল্লাহুম্মা লাকা আস্‌লামতু, ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়াবিকা আমান্‌তু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খাসাম্‌তু ওয়া ইলাইকা হাকামতু, ফাগফিরলী মা কাদ্দাম্‌তু, ওয়া মা আখ্‌খারতু, ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু। আনতাল মুকাদ্দামু, ওয়া আন্‌তাল্ মুআখ্‌খিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আন্‌তা ইলাহী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আন্‌তা ইলাহী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তুমি এসবের নূর এবং প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এসবের মাঝে আছে তুমিই এসবের অধিকর্তা। প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মাঝে আছে তুমিই এসবের প্রভু। আর প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তোমারই। আর সকল গুণকীর্তন তোমারই জন্য। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার বাণী সত্য, তোমার দর্শন লাভ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আমার মালিক! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই ওপর নির্ভরশীল হলাম, তোমারই ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হলাম এবং তোমারই সাহায্যের প্রত্যাশায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলাম আর তোমাকেই বিচারক নির্ধারণ করলাম। আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় এবং প্রকাশ্য দুষ্কর্মসমূহ মাফ করে দাও। তুমিই যা চাও আগে করো এবং তুমিই যা চাও পরে করো, একমাত্র তুমি ব্যতীত দাসত্বের লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ

www.pathagar.com

নেই। তুমিই একমাত্র মাবুদ তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ্ নেই। (বোখারী, ফতহুলবারী)

মাগরিব ও ফজরের নামাযের পরে এই দোয়া পাঠ করুন

لاَإِلـَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَشَـرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ -وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٍ-

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ি ওয়া ইউমিত। ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদির।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (মাগরিব ও ফযরের পর ১০ বার করে পড়ুন।) (তিরমিযী, আহ্মদ)

বিতর নামাযের পরে এই দোয়াগুলো পড়ুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাযে সূরা আ'লা এবং সূরা কাফেরুন ও সূরা ইখলাস পড়তেন। এরপর যখন সালাম ফিরাতেন তিনবার বলতেন–سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ছুব্হানাল মালিকিল কুদ্দুস। এবং তৃতীয়বারে স্বশব্দে আওয়াজ দীর্ঘ করে বলতেন–رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ রাব্বিল মাল্লা-ইকাতি ওয়ার রুহ্ (নাসায়ী)

দোয়া ও নামায কবুল হওয়ার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে এই কালেমা ও আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে–

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَشَـرِيْكَ لَهُ-لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ-وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-سُبْحَانَ اللهِ-وَالْحَمْدُ

www.pathagar.com

لله-ولاَ إله إلاَّ الله-والله أكبر-ولاَ حول ولاَ قوة إلاَّ بالله العليّ العظيم-ربّ اغفرلي-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম, রাব্বিগ ফিরলী।

অর্থ ঃ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব ও সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ ব্যতীত কারো কোনো শক্তি সামর্থ নেই।

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ-وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ-وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ-

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী ফী জাসাদী ওয়ারাদ্দা আলাইয়্যা রূহী ওয়া আয়িনা লী বিযিক্রিহ্।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার শরীরকে ক্ষতি ও রোগ থেকে সুস্থ রেখেছেন, আমার আত্মা আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর যিকির করার সুযোগ দিয়েছেন। (তিরমিযী)

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لأٰيتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ-اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ-رَبَّنَا إِنَّكَ

www.pathagar.com

مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِلإِيْمَانِ أَنْ ءامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا-رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وكَفِّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ-رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَاوَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ- فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لاَأُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍأَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ-فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِاللّه واللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ- لاَيَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِيْ الْبِلاَدِ- مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمَ-وَبِئْسَ الْمِهَادُ-لكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِنْ عِنْدَ اللّه وَمَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ-وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّه وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ومَآأُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّه لاَيَشْتَرُوْنَ بِايتِ اللّه ثَمَنًا قَلِيْلاً-أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ- إِنَّ اللّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-يأَيُّهَا الَّذِيْنَ أمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ ইন্না ফী খাল্‌ক্বিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়াখ্‌তিলাফিল্ লাইলি ওয়ান্ নাহারি লাআয়া তিল্ উলিল্ আল্‌বাব। আল্লাযীনা ইয়ায্‌ কুরূনাল্লাহা ক্বিয়ামাওঁ ওয়াকুউ'দাওঁ ওয়া'আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতফাক্‌ কারূনা ফী খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, রাব্বানা মাখালাক্বতা হাযা বাত্বিলা, সুব্‌হানাকা ফাক্বিনা 'আযাবান্ নার। রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্ নারা ফাক্বাদ আখ্‌যাইতাহু, ওয়ামা লিয্‌যালিমীনা মিন আনসার। রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদি ইয়া ইউনা দীলিল ঈমানি আন্ আমিনু বিরাব্‌বিকুম ফাআমান্না। রাব্বানা ফাগ্‌ফির লানা যুনুবানা ওয়াকাফ্‌ফির 'আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা'আল আব্‌রার। রাব্বানা ওয়াআতিনা মা ওয়া'আত্‌তানা 'আলা রুসুলিকা ওয়ালা তুখ্‌যিনা ইয়াউমাল ক্বিয়ামাহ্, ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল মী'আদ। ফাস্‌তাজাবা লাহুম রাব্বুহুম আন্নী লা-উদ্বি'উ' আ'মালা 'আমিলিম্ মিন্‌কুম মিন যাকারিন আও উন্‌ছা, বা'দ্বুকুম মিম বা'দ্বে, ফাল্লাযীনা হাজারূ ওয়া 'উখ্‌রিজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া 'উযূ ফী সাবীলী ওয়া ক্বাতালূ ওয়া ক্বাতিলু লাউকাফ্‌ফিরান্না 'আন্‌হুম সায়্যিআতিহিম ওয়ালা উদখীলান্নাহুম জান্নাতিন্ তাজ্‌রী মিন তাহ্‌তিহাল আন্‌হারু, সাওয়াবাম্ মিন্ 'ইনদিল্লাহি, ওয়াল্লাহু ই'ন্‌দাহু হুসনুছ্ ছাওয়াব। লা ইয়াগুর রান্নাকা তাক্বাল্লুবুল্ লাযীনা কাফারূ ফিল্ বিলাদ। মাতা 'উন ক্বালীলুন ছুম্মা মাওয়া'হুম জাহান্নামু, ওয়া বি'সাল মিহাদ। লাকিনিল্লাযী নাত্তাক্বাও রাব্বাহুম লাহুম জান্নাতুন তাজরী মিন তাহতিহাল আন্‌হারু খালিদীনা ফীহা নুযুলাম্ মিন ই'নদিল্লাহি, ওয়ামা ই'ন্‌দাল্লাহি খাইরুল লিল্ আব্‌রার। ওয়া ইন্না মিন আহ্‌লিল কিতাববি লামাঁই ইউ'মিনু বিল্লাহি ওয়ামা উন্‌যিলা ইলাইকুম ওয়ামা উনযিলা ইলাইহিম খাশিঈ'না লিল্লাহি, লা-ইয়াশতারূনা বিআয়াতিল্লাহি ছামানান্ ক্বালীলা, উলা-ইকা লাহুম আজ্‌রুহুম 'ইন্‌দা রাব্বিহিম, ইন্নাল্লাহা সারি'উল হিছাব। ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুসবিরূ ওয়া সাবিরূ ওয়া রাবিতূ ওয়াত্তাকুল্লাহা লা'আল্লাকুম তুফলিহূন।

অর্থ ঃ অবশ্যই অকাশসমূহ ও পৃথিবরি এই নিখুঁত সৃষ্টি এবং দিন-রাতের আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এই জ্ঞানবান লোক হচ্ছে তারা যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এই সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা

www.pathagar.com

করে এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তারা বলে ওঠে হে আমাদের মালিক! সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই তুমি অযথা বানিয়ে রাখোনি, তোমার সত্বা অনেক পবিত্র, অতএব তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও। হে আমাদের মালিক! যাকেই তুমি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত করবে, আর সেই অপমানের দিনে যালিমদের জন্যে কোনোরকম সাহায্যকারীই থাকবে না। হে আমাদের মালিক! আমরা শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী ব্যক্তি ঈমানের পথে ডাকছে, সে বলছিলো, হে মানুষরা! তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো, হে মালিক! সেই আহ্বানকারীর কথায় তোমার ওপর আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের মালিক! তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। হিসেবের খাতা থেকে আমাদের দোষক্রটি ও গুণাহসমূহ মুছে দাও। সর্বশেষে তোমার নেক লোকদের সাথে তুমি আমাদের মৃত্যু দাও।

হে আমাদের মালিক! তুমি তোমার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে সব পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আমাদের জন্যে পূর্ণ করে দাও এবং শেষ বিচারের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো না, নিশ্চয়ই তুমি কখনো ওয়াদার বরখেলাপ করো না। তাদের মালিক এই বলে তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো কাজকে কখনো বিনষ্ট করবো না, নর-নারী নির্বিশেষে আমি সবার কাজের বিনিময় দেবো এবং তোমরা তো একে অপরেরই অংশ, অতএব তোমাদের মাধ্যে যারা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে হিজরত করেছে এবং যারা নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আমারই পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, সর্বোপরি যারা আমার জন্যে লড়াই করছে এবং আমারই জন্যে জীবন দিয়েছে, আমি এদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো। অবশ্যই আমি এদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, এ হচ্ছে তাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া পুরস্কার, আর আল্লাহর কাছেই তো রয়েছে উত্তম পুরস্কার!

(হে নবী) জনপদসমূহে যারা দম্ভ ভরে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, তারা যেন কোনোভাবেই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। কেননা এই বিচরণ হচ্ছে সামান্য কয়দিনের সামগ্রী মাত্র! অতপর তাদের সবারই অনন্ত নিবাস

www.pathagar.com

হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল! তবে যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে চলে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে সুরম্য উদ্যানমালা, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা অনাদিকাল থাকবে। এ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্যে আতিথেয়তার স্বাগত সম্ভাষণ, আর আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্যে অতি উত্তম জিনিস! ইতোপূর্বে আমি যাদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছি, সে সব কিতাবধারী লোকদের মাঝে এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তোমাদের এই কিতাবের ওপর তারা যেমনি বিশ্বাস করে তেমনি তারা বিশ্বাস করে তাদের ওপর প্রেরিত কিতাবের ওপরও। এরা আল্লাহর একনিষ্ঠ ও বিনয়ী, এরা আল্লাহর আয়াতকে স্বার্থের বিনিময়ে সামান্য মূল্যে বিক্রী করে না, এরাই হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদের জন্যে তাদের মালিকের পক্ষ থেকে অগাধ পুরস্কার রয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ হচ্ছেন দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী। হে মুমিনরা! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, এ কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, ঈমানের দাবীতে সদা সুদৃঢ় থেকো, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে! (সূরা আলে-ইমরান-১৯০-২০০)

তারপর এই বলে দোয়া করে– হে আমার মালিক! আমাকে ক্ষমা করো। তাকে তখন ক্ষমা করা হয়। বর্ণনাকারী বলেছেন, দোয়া করলে দোয়া কবুল করা হবে। আর যদি সে যথাযথ ওযু করে নামায আদায় করে, তবে তার নামায কবুল হবে। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ্)

সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য এভাবে ইসতেখারাহ্ করুন

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইস্তেখারাহর নামায ও দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা করে, তখন সে যেনো দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে তারপর এই দোয়া পড়ে–

www.pathagar.com

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ -وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلاَأَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، أَوْ قَالَ : عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، أَوْ قَالَ : عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্‌তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা, ওয়া আস্ আলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদির। ওয়া তা'লামু, ওয়া লা 'আলামু ওয়া আন্‌তা 'আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা, ওয়া ইয়ুসাম্মী হাজাতাহু, খাইরু লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী, আউ ক্বালা, আজিলিহী ওয়া আজিলিহী, ফাক্বদুরহুলী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী ছুম্মা বারিকলী ফীহি, ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুন্‌লি ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আক্বিবাতি আমরী, আও ক্বালা 'আজিলিহি ওয়া আজিলিহী ফাসরিফহু 'আন্‌নী ওয়াসরিফনী 'আন্‌হু ওয়াক্বদুরলিয়াল খাইরি হাইছু কানা ছুম্মা আরদ্বিনী বিহ্‌।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার কাছে শক্তির কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি, কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য

www.pathagar.com

বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আমার মালিক! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করতে হবে) তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করো, এবং একে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, তারপর এতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি তা আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখো এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। এরপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখো। (যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার কাছে ইসেতেখারাহ করে এবং সৃষ্ট জীবের মাঝে মুমিনদের সাথে পরামর্শ করে আর তার কাজে দৃঢ়পদ থাকে সে কখনও অনুতপ্ত হয় না।) (বোখারী)

কাপড় পরার সময় এই দোয়া পড়ুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةَ-

উচ্চারণ ঃ আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযাছ্ ছাওবা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন্ গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুউয়াহ্।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এটা পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ ব্যতীতই তিনি আমাকে এটা দান করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

নতুন কাপড় পরার সময় এই দোয়া পড়ুন

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ-أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَاصُنِعَ لَهُ-وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَاصُنِعَ لَهُ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু আন্‌তা কাসাওতানীহি আস্‌আলুকা মিন খাইরিহী ওয়া খাইরিমা সুনি'আ লাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররিমা সুনি'আ লাহু।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরির অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

পায়খানায় প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পড়ুন

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ–

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা ইসি।

অর্থ ঃ বিসমিল্লাহ–হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (বোখারী)

পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলুন

غُفْرَانَكَ– গুফ্‌রানাকা– অর্থাৎ হে আল্লাহ তা'য়ালা! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পড়ুন

بِسْمِ اللّٰهِ–تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ–وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ–

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্‌কাল্‌তু 'আলাল্লাহি, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'য়ালার নাম নিয়ে তাঁরই প্রতি ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোনো শক্তি সামর্থ নেই।

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ-أَوْأُضَلَّ-أَوْأَزِلَّ-أَوْ أُزَلَّ- أَوْ أَظْلِمَ- أَوْأُظْلَمَ-أَوْ أَجْهَلَ-أَوْيُجْهَلَ عَلَىَّ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আঊযুবিকা আন আদ্বিল্লা আউ উদ্বাল্লা, আউ আযিল্লা, আউ উযাল্লা, আউ আয্‌লিমা, আউ উয্‌লামা, আউ আজ্‌হালা, আউ ইয়ূজহালা 'আলাইয়্যা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হতে, আমি অন্যকে পথস্খলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌)

বাড়িতে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পড়ুন

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا، بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا، وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَ كَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى أَهْلِهٖ-

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজ্‌না, ওয়াবিস্‌মিল্লাহি খারাজ্‌না, ওয়া 'আলা রাব্বিনা তাওয়াক্‌ কাল্‌না।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করি, তাঁর ওপরই আমরা ভরসা করি। এরপর পরিবারের সদস্যদেরকে সালাম দিতে হবে। (আবু দাউদ)

যাবতীয় গোনাহ্‌ মাফ চাওয়ার জন্য এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ-وَمَا أَخَّرْتُ-وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ- وَمَا أَسْرَفْتُ-وَمَا أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু, ওয়ামা-আখ্খারতু, ওয়ামা আসরারতু, ওয়ামা আ'লান্তু ওয়ামা আসরাফ্তু, ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুকাদ্দিমু, ওয়া আন্তাল মু'আখ্খিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি যেসব গোনাহ্ অতীতে করেছি এবং যা পরে করেছি এর সমস্তই তুমি ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করো সেই গোনাহ্সমূহ যা আমি গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি, ক্ষমা করো আমার সীমালংঘন জনিত গোনাহসমূহ এবং সেই সব গোনাহ যে গোনাহ্ সম্বন্ধে তুমি আমার থেকেও অধিক বেশী জানো। তুমি যা চাও আগে করো এবং তুমি যা চাও পরে করো। আর তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।

(মুসলিম)

সঠিকভাবে আল্লাহর গোলামী করার জন্য এভাবে বলুন

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ-وشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'ইন্নি আ'লা যিক্রিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুস্নি ই'বাদাতিকা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তোমার যিকর, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দর ভাবে সমাধা করার কাজে আমাকে সহায়তা করো। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

কৃপণতা, কাপুরুষতা ও বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ -وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ -وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ- وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল বুখ্লি, ওয়া আঊ'যুবিকা মিনাল জুব্নি ওয়া আঊ'যুবিকা মিন আন্ উরাদ্দা ইলা আরয্যালিল্ 'উমুর, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিদ্ দুন্ইয়া ও আযাবিল ক্বাব্রি।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি আশ্রয় চাই কার্পণ্যতা থেকে এবং আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আর আশ্রয় চাই বার্ধক্যের চরম দুঃখ-কষ্ট থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। (বোখারী ফতহুলবারী)

জাহান্নাম থেকে এভাবে পানাহ্ চান

اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল জান্নাতা ওয়া আয়ূযুবিকা মিনান্ নার।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় কামনা করছি।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

আল্লাহর নিকট এভাবে জান্নাত চান

اللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ –الْمَنَّانُ–يَابَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ يَاذَاالْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ– يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিআন্না লাকাল হাম্দ। লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্দাকা লাশারীকা লাকাল মান্নান। ইয়া বাদী'আস্ সামা' ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামি, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু ইন্নী আস্আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া আ'উযু বিকা মিনান্ নার।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! সকল প্রশংসা তোমার, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্ নেই। তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই।

www.pathagar.com

হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সীমাহীন অনুগ্রহকারী, হে মর্যাদাবান ও কল্যাণময়, হে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করছি। (নাসায়ী, আহ্মদ)

হালাল জীবিকার জন্য এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا -وَرِزْقًا طَيِّبًا -وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা 'ইল্মান নাফি'আন্ ওয়া রিয্কান ত্বায়্যিবান ওয়া 'আমালাম্ মুতাক্বাব্বালা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে উপকারী বিদ্যা, পবিত্র জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করি। (ইবনে মাজাহ্) (ফযর নামাযের সালাম ফিরানোর পরে উল্লেখিত দোয়া পাঠ করতে হবে।)

দেহে কোথাও ব্যথা হলে এই দোয়া পড়ুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার দেহের যে স্থানে তুমি ব্যথা অনুভব করছো সেখানে তোমার হাত রেখে তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ্ বলো। এরপর সাতবার বলো–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ-

উচ্চারণ ঃ আউ'যুবিল্লাহি ওয়া কুদ্রাতিহি মিন শাররি মা আজিদু ওয়া আহাযিরু।

অর্থ ঃ যে ক্ষতি আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশংকা করছি তা হতে আমি আল্লাহর মর্যাদা ও তাঁর কুদরতের মাধ্যমে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসিলম)

সারা দিন প্রশান্তির সাথে কাটানোর দোয়া

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ-لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ

وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ-لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

www.pathagar.com

قَدِيْرٌ-رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَابَعْدَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَافِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ-رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ-وَسُوْءِ الْكِبَرِ-رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ-

উচ্চারণ ঃ আস্‌বাহ্‌না ওয়া আসবাহাল মুল্‌কু লিল্লাহী ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন্‌ ক্বাদীর, রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্‌ শাররি মা ফী হাযাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা বা'দাহু। রাব্বি আউ'যুবিকা মিনাল কাসালি ওয়া সূইল কিবারি, রাব্বি আউ'যু বিকা মিন 'আযাবিন্‌ ফিন্‌ নারি ওয়া 'আযাবিন্‌ ফিল ক্বাব্‌রি।

অর্থ ঃ আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের জন্য সকালে উপনীত হয়েছি, আর সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ্ ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আমার রব! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু মঙ্গল নিহিত আছে আমি তোমার কাছে তার প্রার্থনা করছি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অমঙ্গল নিহিত আছে, তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আমার মালিক! আলস্য এবং বার্ধক্যের কষ্ট হতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا-وَبِكَ أَمْسَيْنَا-وَبِكَ نَحْيَا-وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্না ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমরা তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে আমরা জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় আমরা মৃত্যুবরণ করবো, আর তোমারই দিকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হয়ে সমবেত হবো।

যাবতীয় কল্যাণ চেয়ে এভাবে দোয়া করুন

اللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ-اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ-وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ-وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِيْ الْغِنَى وَالْفَقْرِ-وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ-وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَتَنْقَطِعُ-وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ-وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ-وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ-اللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিই'ল্মিকাল গাইবা ওয়া কুদরাতিকা 'আলাল খাল্কি আহ্য়িনী মা 'আলিম্তাল হা ইয়াতা খাইরাল্লী ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযা 'আলিম্তাল ওয়াফাতা খাইরাল্লী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্'আলুকা খাশ্ইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্। ওয়া আস্'আলুকা কালিমাতাল

www.pathagar.com

হাক্বক্বি ফির রিদ্বা ওয়াল গাদ্বাব, ওয়া আস্ আলুকাল ক্বাসদা ফিল গিনা-ই ওয়াল ফাক্রি। ওয়া আস্আলুকা না'ঈমান লা ইয়ান্ফাদু, ওয়া আস্আলুকা কুররাতা 'আইনিন লা তানকাতি'উ, ওয়া আস্আলুকার রাদ্বা বা'দাল কাদ্বায়ি ওয়া আসআলুকা বারদাল আই'শি বাদাল মাউতি ওয়া আস্আলুকা লাযযাতান নাযরি ইলা ওয়াজহিকা ওয়াশ্ শাওক্বা ইলা লিক্বা ইকা ফীগাইরি দ্বাররা'আ মুদ্বিররাতিন ওয়ালা ফিত্নাতিম্ মুদ্বিল্লাহ্। আল্লাহুম্মা যাইয়্যান্না বিযীনাতিল ঈমানি ওয়াজ 'আলনা হুদাতাম মুহ্তাদীন।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমার জ্ঞান এবং সকল সৃষ্টির ওপর তোমার সার্বভৌম ক্ষমতার মাধ্যমে, আমাকে তুমি জীবিত রাখো ততোদিন পর্যন্ত যতোদিন তুমি জানো যে, আমার জীবিত থাকা আমার জন্য শ্রেয় এবং আমাকে তুমি মৃত্যু দাও সেই সময় যখন তুমি জানো যে, মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয়। হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে চাই আমার হৃদয়ে তোমার ভয়-ভীতি গোপনে লোক চক্ষুর অগোচরে এবং প্রকাশ্যে। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফীক, খুশীর সময়ে এবং ক্রোধের অবস্থাতে, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি মধ্যপথ গ্রহণের দরিদ্রে এবং ঐশ্বর্যে, আমি তোমার কাছে এমন বস্তু চাই যা নয়নাভিরাম যা কখনও আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেনা। আমি তোমার কাছে চাই তকদীরের প্রতি সন্তোষ। আমি তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পর সুখ-সমৃদ্ধ জীবন। আমি তোমার কাছে কামনা করি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাতের মাধুর্য, আমি কামনা করি তোমার সাথে সাক্ষাত লাভের আগ্রহ ব্যাকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোনো অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবেনা এমন কোনো ফিৎনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। হে আমার মালিক! তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা সজ্জিত করো এবং আমাদেরকে তুমি করো পথপ্রদর্শক এবং হিদায়েতের পথিক। (নাসায়ী, আহ্মদ)

দুষ্ট জ্বীনের প্রভাব দূর করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করুন

কোনো ব্যক্তির ওপর জ্বিন প্রভাব বিস্তার করলে তাকে সামনে বসিয়ে পবিত্র কোরআনের নিম্ন লিখিত আয়াত ও সূরাসমূহ তিলাওয়াত করে ফুঁ দিলে ইন্শাআল্লাহ জ্বিনের প্রভাব দূর হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-آمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামনি, আর রাহমানির রাহীম, মালিকিইয়াও মিদ্দীন, ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস তাঈন, ইহ্‌দিনাছ ছিরাতাল মুস্তাকিম। ছিরাত্বাল্লাজীনা আন্‌আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম, অয়্যালাদ্ দোয়াল্লীন। আমীন!

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সৃষ্টিজগতের প্রতি পালক আল্লাহর জন্যই। যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদেরকে আপনি অসীম নেয়ামত দিয়ে সৌভাগ্য মণ্ডিত করেছেন। আর তাদের পথে নহে যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

الٓمّٓ-ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ-هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ-اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ-وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا

www.pathagar.com

أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -وَبِالاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ -أُوْلٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

আলিফ লা-ম-মী-ম। এই সেই মহান গ্রন্থ আল কোরআন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যারা আল্লাহকে ভয় করে, এই কিতাব কেবল তাদের জন্যেই পথ প্রদর্শক, যারা না দেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে আমারই নির্দেশিত পথে ব্যয় করে, যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান আনে, ঈমান আনে তোমার আগে নবীদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার ওপর, সর্বোপরি তারা পরকালের ওপরও ঈমান আনে– সত্যিকার অর্থে এই লোকগুলোই তাদের মালিকের দেখানো সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই হচ্ছে সফলকাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ -لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ *

উচ্চারণঃ ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুঁও ওয়াহিদ, লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়ার রাহ্‌মানুর রাহীম।

অর্থ ঃ এবং তোমাদের পালনকর্তা একক, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো পালনকর্তা নেই। তিনি দয়ালু ও দাতা। (সূরা বাকারা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ -لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -مَنْ ذَا الَّذِىْ

www.pathagar.com

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ -وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلاَّ بِمَا شَاءَ -وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ -وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا -وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ আয়ুযুবিল্লা হিমিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম। আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা'খুযুহু সিনাতাওঁ ওয়ালা নাউম। লাহু মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ্বি, মান যাল্লাযি ইয়াশ্ ফাউ' ই'নদাহু ইল্লা বিইয্নিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম। ওয়া লা ইউহিত্বুনা বিশাইয়িম মিন ই'লমিহি ইল্লা বিমা শাআ। ওয়া সিআ' কুরসিই ইউহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফ্ যুহুমা ওয়া হুওয়াল আ'লিই উল আ'যিম।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নাই। তিনি চির াব পরাক্রমশালী সত্ত্বা। ঘুম তো দূরের কথা সামান্য তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না, আকাশসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই তাঁর সৃষ্টির কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্ত্বাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করে থাকেন তবে তা ভিন্ন কথা, তার বিশাল ক্ষমতা আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাকে পরিশ্রান্ত করে না তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।

(সূরা বাকারা-২৫৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লাহির রাহমানর রাহীম

لِلّٰهِ مَا فِى السَّموَاتِ وَمَافِى الارْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا

www.pathagar.com

مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ -فَيَغْفِرُلِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ-وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ -كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ-لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ-وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا-لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ-رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا-رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا-رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهٖ-وَاعْفُ عَنَّا- وَاغْفِرْلَنَا-وَارْحَمْنَا-اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ্। ওয়া ইন্‌তুব্‌দু মাফি আন্‌ফুসিকুম আও তুখ্‌ফুহু ইউহাসিব কুম বিহিল্লাহ্। ফাইয়াগ্‌ফিরু লিমাই ইয়াশাউ, ওয়া ইউআ'য্‌যিবু মাই ইয়াশাউ। ওয়াল্লাহু আ'লা কুল্লি শাইইন কাদির। আমানার রাসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনুন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়ামালা ইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ্। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ। ওয়া ক্বালূ সামি'না ওয়াআত্বা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌সান ইল্লা উস্'আহা লাহামা কাসাবাত ওয়া'আলাইহা মাক্‌তাসাবাত, রাব্বানা লাতু আখিয্‌না ইন্নাসীনা আউ আক্‌ত্বা'না, রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মালাত্বাক্বাতা লানাবিহী, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ার হামনা আন্‌তা মাওলানা ফান্‌সুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আকাশ ও পৃথিবীর যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর জন্যে, তামরা তোমাদের ভেতরকার সব কথা বলো আর না বলো– আল্লাহ একদিন তামাদের কাছ থেকে এর পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করবেন। এরপর তিনি যাকে চ্ছা তাকে মাফ করে দেবেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি শাস্তি দেবেন। াল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর রাসূল সেই বিষয়ের ওপর ঈমান নেছে, যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর ারা সে রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে– তারাও সেই একই বিষয়ের পর ঈমান এনেছে। এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার ফরেস্তাদের ওপর, তার কিতাবের ওপর, তার রাসূলদের ওপর। আমরা তার াঠানো নবী রাসূলদের মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না, আমরা তো াল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং জীবনে তা মেনেও নিয়েছি। হে আমাদের ালিক, আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আমরা জানি আমাদের একদিন তোমার াছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ কখনো কোনো প্রাণীর ওপর তার শক্তি ামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না– সে ব্যক্তির জন্যে তোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে এ দুনিয়ায় সম্পন্ন করবে, আবার পাপ াজের শাস্তিও তার ওপর ততোটুকু পড়বে, যতোটুকু পরিমাণ সে এই নিয়ায় করে আসবে। অতএব, হে মুমিন ব্যক্তিরা! তোমরা এই বলে দোয়া রে, হে আমাদের মালিক! যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, কোথাও যদি আমরা কানো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে ামাদের মালিক, আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর যে ধরনের বোঝা মি চাপিয়েছিলে, তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না, হে আমাদের মালিক! যে াঝা বইবার সামর্থ আমাদের নেই, তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো , তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো, তুমি আমাদের মাফ করে দাও, ামাদের ওপর তুমি দয়া করো, তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা বন্ধু, তএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ–وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوالْعِلْمِ قَائِمً

بِالْقِسْطِ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ শাহিদাল্লাহু আন্নাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু। ওয়াল মালায়িকাতু ওয় উলুল ইলমি ক্বায়িমা বিলক্বিস্‌ত্বি লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল আযীযুল হাক্বীম।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য প্রদান করছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনে উপাস্য নেই। ফেরেশ্‌তাগণ এবং ন্যায়-নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো পালনকর্তা নেই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ - ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ - تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বা কুমুল্লাহুল্লাযি খালাক্বাস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌ ফি সিত্তাতি আইয়াম। সুম্মাস্‌ তাওয়া আ'লাল আ'রশি ইউগ্‌শিল লাইলা নাহারা ইয়াত্বু লুবুহু হাছিছাঁও ওয়াশ্‌ শাম্‌সা ওয়াল ক্বামারা ওয়ান্‌ নুজুমা মুসা খারাতি বিআমরিহ্‌। আলা লাহুল খাল্‌কু ওয়াল আমরু। তাবারাকাল্লাহু রাব্বু আ'লামিন।

অর্থ ঃ বস্তুত তোমাদের পালনকর্তা সেই আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীনকে ছয়টি স্তরে সৃষ্টি করেছেন, এরপর স্বীয় সিংহাসনের ওপর আসীন হ যিনি রাতকে দিনের ওপর বিস্তার করে দেন, এরপর দিন রাতের পেছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি চন্দ্র-সূর্য ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁ বিধানের অধীনে বন্দী, সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁর অপরিসীম বরকতপূর্ণ, আল্লাহ সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী (সূরা আল আ'রাফ-৫৪-৫৫)

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ-لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لاَبُرْهَانَ
لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لاَيُفْلِحُ
الْكَافِرُوْنَ-وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْوَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ
الرَّحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ ফাতায়ালাল্লাহুল মালিকুল হাক্কু, লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল া'রশিল কারীম। ওয়া মাই ইয়াদ্‌উ মায়াল্লাহি ইলাহান আখারা-লা বুরহানা াহু বিহী ফাইন্নামা হিসাবুহু ইনদা রাব্বিহী ইন্নাহু লা-ইউফলিহুল কাফিরুন। য়া কুর রাব্বিগ্‌ ফির ওয়ারহাম্‌ ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমীন।

অর্থ ঃ অতএব মহিমাময় মহান আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি তীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। যে কেউ াল্লাহর সাথে অন্য কেনো উপাস্যকে ডাকে, তার নিকট যার সনদ নেই, তার সেব তদার পালনকর্তার নিকট আছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে । হে নবী, আপনি বলুন! হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করুন ও হমত করুন এবং রহমতকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমতকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا-فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا-فَالتّٰلِيٰ
ذِكْرًا-اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا

www.pathagar.com

بينَهُمَ وَرَبُّ الْمَشْرِق-اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ

الْكَوَاكِبِ-وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

مَّارِدٍ-لاَيَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلاِ الاَعْلى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ

كُلِّ جَانِبٍ-دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ-اِلاَّ مَنْ خَطِفَ

الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَه شِهَابٌ ثَاقِبٌ-فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ

اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَنْ خَلَقْنَا-اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ

لَّازِبٍ-

উচ্চারণ ঃ ওয়াস্ সাফ্ফাতি সাফ্ফা। ফায্যাজিরাতি যাজ্রা। ফাত্তালিইয়াতি যিক্রা। ইন্নাল মাশ্রিক। ইন্না যাই-ইয়ান্নাস্ সামাআ দুন্ইয়া বিযনিাতিল কাওয়াকিব। ওয়া হিফ্যাম্ মিন কুল্লি শাইত্বানিম মারিদ আল ইয়াস্ সাম্মাউ'না ইলাল মালাল আ'লা ওয়া ইউফ্ যাফুনা মিন কু জানিব। দুহুরাওঁ ওয়া লাহুম আ'যাবুওঁ ওয়াসিব। ইল্লা মিন খাত্বিফা খাত্বফাতা ফাআত্ বাআ'হু শিহাবুন ছাকিব। ফাস্ তাফ্তিহিম আহু আশাদ্দুন খালকান আম মান খালাক্না। ইন্না খালাক্না হুম মিন ত্বিনি লাযিব।

অর্থ ঃ শপথ সারিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশ্তাদে সজোরে ধমক দেয় যেসব ফেরেশতাদের, শপথ সদা আল্লাহ্র যিকিরে তিলাওয়াতকারী ফেরেশতাদের, অবশ্যই তোমাদের ইলাহ্ হচ্ছেন একজন তিনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুরও মালিক তিনি আরো মালিক সূর্যোদয়ের স্থান পূর্বাচলের, আমি তোমাদের নিকটবর্তী আসমানকে নয়নাভিরাম নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি, তাকে আ হেফাযত করেছি প্রত্যেক না-ফরমান শয়তান থেকে, ফলে তারা উর্ধ্বজগতে কথাবার্তার কিছুই শুনতে পায় না, কিছু শুনতে চাইলেই প্রত্যেক দিক থেকে তাদের ওপর উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়, এই তাড়িয়ে দেয়াই শেষ নয়– তাদের জে

www.pathagar.com

অবিরাম শাস্তিও রয়েছে, তা সত্ত্বেও যদি কোনো শয়তান গোপনে হঠাৎ করে কিছু শুনে ফেলতে চায়, তখন জ্বলন্ত উল্কা-পিন্ড সাথে সাথেই তার পশ্চাদ্ধাবন করে। হে নবী! তুমি এদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন– না আসমান যমীনসহ অন্যসব কিছু– যা আমি পয়দা করেছি তার সৃষ্টি বেশী কঠিন! এই মানুষদের তো আমি সামান্য কতোটুকু আঠাল মাঠি দিয়ে পয়দা করেছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানর রাহীম

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ -عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ -اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ-سُبْحٰنَ اللّٰه عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-يُسَبِّحُ لَه مَافِى السَّمٰوتِ وَالاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

উচ্চারণ ঃ হুওয়াল্লা হুল্লাযি লা ইলাহা ইল্লাহু, আ'লিমুল গাইবি ওয়াশ্‌শাহাদাতি হুওয়ার রাহ্‌মানুর রাহিম। হুওয়াল্লা হুল্লাযি লা ইলাহা ইল্লাহু, আল মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আ'যিযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। সুব্‌হানাল্লাহি আ'ম্মা ইউশ্‌রিকুন। হুওয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আস্‌মাউল হুস্‌না। ইউসাব্বিহু লাহু মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্। ওয়া হুওয়াল আ'যিযুল হাকিম।

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তার জানা, তিনি দয়াময় তিনি করুনাময়। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া

www.pathagar.com

কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত পবিত্র, তিনি শান্তিদাতা, তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্মের একক অধিকারী। তারা যে সব ব্যাপারে আল্লাহর সাথে শিরক করছে আল্লাহ সে সব কিছু থেকে অনেক পবিত্র। তিনি আল্লাহ তায়ালা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর রূপকার তিনি, তার জন্যেই নিবেদিত সকল উত্তম নাম। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু আছে, তার সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَاَنَّهُ تَعَلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَاوَلَدًا-وَاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا-

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন্নাহু তাআ'লা জাদ্দু রাব্বিনা মাত্তাখাযা সাহিবাতাঁও ওয়া লা ওয়ালাদা। ওয়া আন্নাহু কানা ইয়াকুলু সাফিহুনা আ'লাল্লাহি শাত্বাত্বা।

অর্থ ঃ আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সাবার উর্ধ্বে। তিনি কোনো পত্নী গ্রহণ করেন না এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই। আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা মহান আল্লাহ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলতো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ-اَللّٰهُ الصَّمَدُ-لَمْ يَلِدْ-وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

উচ্চারণ ঃ কুলহুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লাহুচ্ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূ লাদ ওয়ালাম ইয়াকুল-লাহু- কুফুওয়ান আহাদ।

www.pathagar.com

অর্থঃ (হে নবী) আপনি বলুন তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি এবং কেহই তার সমকক্ষ নহে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ-مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ-وَ مِنْ شَرِّغَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ-وَمِنْ شَرِّالنَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ-وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ-

উচ্চারণ ঃ কুল আউ'যু বিরাব্‌বিল ফালাক্ব। মিনশাররিমা খালাক। ওয়ামিন শাররি গাসিক্বিন ইজা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল উক্বাদ্ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইজা হাসাদ্।

অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি বলুন আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সকল সৃষ্টি জীবের অপকারিতা হতে। আর অন্ধকার রজনীর অপকারিতা হতে যখন তা সমাগত হয়। আর গ্রন্থিতে ফুৎকারিনী নারীদের অপকারিতা হতে এবং হিংসুকের অপকারিতা হতে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানর রাহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ-مَلِكِ النَّاسِ-اِلٰهِ النَّاسِ-مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ-اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ-مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ কুল আউ'যু বিরাব্বিন্নাস, মালিকনীন্নাস, ইলাহিন্নাস। মিনশাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস, আল্লাজী ইউ ওয়াস উয়ীসু ফীছুদুনিরন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি বলুন যে, আমি মানুষের প্রতিপালক প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মানুষের বাদশাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি, মানুষের ইবাদতের উপযুক্ত মাবুদের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কু-মন্ত্রণা দানকারি শয়তানের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে মানুষের হৃদয়ে কু-মন্ত্রনা দেয় জ্বীন জাতি ও মানব জাতি হতে। অর্থাৎ সেই কুমন্ত্রণা দানকারী মানুষ হোক বা জ্বীন হোক আমি তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

সন্ধ্যা হলেই এই দোয়া পড়ুন

সন্ধ্যা হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ -وَبِكَ أَصْبَحْنَا-وَبِكَ نَحْيَا-وَبِكَ نَمُوْتُ
وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নাহ্ইয়া, ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তোমারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই অনুগ্রহে প্রত্যুষে উপনীত হই। তোমারই মর্জিতে জীবিত রয়েছি, তোমারই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করি, আর তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তিরমিযী)

যে কোনো শেষ করে এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ- خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا
عَبْدُكَ- وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ- أَعُوْذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ- أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ- وَأَبُوْءُ
بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী ই-লাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বতানী ওয়া আনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা আহ্‌দিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্বা'তু, আউ'যুবিকা, মিন শাররি মাসানা'তু আবূ উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ উ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমার প্রভু তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দাহ্ এবং আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গিকারাবদ্ধ রয়েছি, আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি, আমার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গোনাহ্‌সমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয় তুমি ভিন্ন আর কেউই গোনাহসমূহের ক্ষমাকারী নেই। (বোখারী)

দিন ও রাতে এভাবে আল্লাহর শোকর আদায় করুন

যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করলো সে যেনো সেদিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করলো সে যেনো রাতের শুকরিয়া আদায় করলো। (আবু দাউদ)

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ - فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মা আসবাহাবী মিননি'মাতিন আওবি আহাদিন মিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহদাকা লা-শারীকা লাকা ফালাক্বাল হাম্‌দু ওয়া লাকাশ্ শুক্‌রু।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমার সাথে যে নেয়ামত প্রাপ্তাবস্থায় কেউ সকালে উপনীত হয়েছে, অথবা তোমার সৃষ্টির মাঝেও কারো সাথে এসব নেয়ামত তোমার কাছ থেকে। তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই, প্রশংসা মাত্র তোমার। আর সকল প্রকার কৃতজ্ঞতার প্রাপ্য তুমি।

www.pathagar.com

দেহের প্রত্যেক অঙ্গ সুস্থ রাখার জন্য এভাবে দোয়া

اللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ- اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ

-اللّٰهُمَّ عَافِنِىْ بَصَرِىْ- لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফীসাম্‌ঈ, আল্লাহুম্মা 'আফিনী ফী বাসারী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, আমার কানের নিরাপত্তা দান করো, আমার চোখের নিরাপত্তা দান করো। হে আমার মালিক! তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্ নেই।

(আবু দাউদ)

দারিদ্রতা দূর করার জন্য এভাবে দোয়া করুন-

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ- وَالْفَقْرِ- وَاَعُوْذُ

بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ- لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যুবিকা মিনাল কুফ্‌রি, ওয়াল ফাক্বরি ওয়া আউ'যুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বাব্‌রি, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি, কুফুরী এবং দারিদ্রতা হতে, আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। (সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করবে।) (আবু দাউদ, আহ্‌মদ)

আল্লাহর প্রতি নির্ভর করার জন্য এভাবে দোয়া করুন

যে ব্যক্তি এই দোয়াটি সকালে সাতবার এবং সন্ধ্যায় সাতবার পাঠ করবে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

حَسْبِىَ اللّٰهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ হাস্‌বি ইয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আ'রশির আ'যিম।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ্‌ নেই, আমি তাঁর উপর নির্ভর করি, তিনি মহান আরশের মালিক। (আবু দাউদ)

সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ-

উচ্চারণ ঃ আউ'যু বিকালিমা তিল্লাহিত্‌ তাম্মাতি মিন শার্‌রি মা খালাক্ব।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা তাঁর কাছে আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (তিনবার বলতে হবে) (মুসলিম, তিরমিযী, আহ্‌মদ)

দুনিয়া ও আখিরাতে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ - فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ- وَمَالِيْ- اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ- وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ- اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ- وَمِنْ خَلْفِيْ- وَعَنْ يَمِيْنِيْ- وَعَنْ شِمَالِيَ- وَمِنْ فَوْقِيْ- وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ্‌দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্'আলুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল

www.pathagar.com

'আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়াদুন্ইয়া ওয়া আহ্লী, ওয়ামালী আল্লাহুম্মাস্তুর 'আউবাতী ওয়ামিন রাও'আতী। আল্লাহুম্মাহ্ফায্নী মিম্ বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খালফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন্ শিমালী ওয়া মিন ফাউক্বী, ওয়া আ'উযু বি' আযামাতিকা আন উগ্তালা মিন তাহ্তী।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ক্ষমার আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তার। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষ ত্রুটি সমূহ ঢেকে রাখো, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখো আমার সম্মুখের বিপদ হতে এবং পশ্চাতের বিপদ হতে, আমার ডানের বিপদ হতে এবং বামের বিপদ হতে, আর উর্ধ্ব জগতের গযব হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এভাবে দোয়া করুন

يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اُصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ وَلَاتَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ-

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম বিরাহ্মাতিকা আস্তাগীসু আসলিহ্লী শা'নী কুল্লাহু ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফ্সী ত্বারাফাতা 'আইনি।

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব, হে চির সংরক্ষক, তোমার রহমতের জন্য আমি তোমার দরবারে জানাই আমার সকাতর নিবেদন। তুমি আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও, তুমি চোখের পলক পরিমাণ সময় তথা একমুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না।

(হাকেম, তারগিব-তারহীব)

www.pathagar.com

সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এই দোয়া পড়ুন

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ -وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ -لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলাকুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই জন্য, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের ওপর সর্বশক্তিমান।

ঘুমানোর সময় এই কাজগুলো করুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিরাতে যখন তাঁর শয্যায় গমন করতেন তখন তিনি তাঁর দু'হাতের তালু মিলাতেন, তারপর সূরা ইখলাস পড়তেন, তারপর সূরা ফালাক পড়তেন, তারপর সূরা নাস পড়তেন। এই তিনটি সূরা পাঠ করে দু'হাতে ফু'দিতেন, তারপর উক্ত দু'হাতের তালু দ্বারা দেহের যতোটা অংশ সম্ভব মাসেহ্ করতেন এবং মাসেহ আরম্ভ করতেন তাঁর মস্তক ও মুখমণ্ডল এবং দেহের সামনের দিক হতে। তিনি এরূপ তিনবার করতেন। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন তুমি রাতে তোমার শয্যায় গমন করো তখন আয়াতুল কুরসী পড়ো, সর্বদা তুমি আল্লাহর হেফাযতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছেও আসতে পারবে না।' তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে, (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম) আয়াত দুটো হলো–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ -كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ-لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ

www.pathagar.com

رُسُلِه-وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا-لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ-رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا-رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا-رَبَّنَا وَلَاتُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَابِه-وَاعْفُ عَنَّا-وَاغْفِرْلَنَا-وَارْحَمْنَا-اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আমানার রাসূলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির রাব্বিহী ওয়াল মু'মিনুন, কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়ামালা ইকাতিহী ওয়াকুতুবিহী ওয়া রুসুলিহ্। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রুসুলিহ। ওয়া ক্বালূ সামি'না ওয়াআত্বা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইয়ুকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌সান ইল্লা উস্‌'আহা লাহামা কাসাবাত ওয়া'আলাইহা মাক্‌তাসাবাত, রাব্বানা লাতু আখিয্‌না ইন্নাসীনা আউ আক্‌ত্বা'না, রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মালাত্বাক্বাতা লানাবিহী, ওয়া'ফু 'আন্না, ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ার হামনা আন্‌তা মাওলানা ফান্‌সুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কা'ফিরীন।

অর্থ ঃ আল্লাহর রাসূল সেই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে, যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা সে রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে– তারাও সেই একই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে। এরাঁ সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তার ফেরেস্তাদের ওপর, তার কিতাবের ওপর, তার রাসূলদের ওপর। আমরা তার পাঠানো নবী রাসূলদের মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না, আমরা তো আল্লাহর নির্দেশ শুনেছি এবং জীবনে তা মেনেও নিয়েছি। হে আমাদের মালিক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আমরা জানি আমাদের একদিন তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ

www.pathagar.com

কখনো কোনো প্রাণীর ওপর তার শক্তি সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না– সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে এ দুনিয়ায় সম্পন্ন করবে, আবার পাপ কাজের শাস্তিও তার ওপর ততোটুকু পড়বে, যতোটুকু পরিমাণ সে এই দুনিয়ায় করে আসবে। হে মুমিন ব্যক্তিরা! তোমরা এই বলে দোয়া করে হে আমাদের মালিক! যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, কোথাও যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না, হে আমাদের মালিক! আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে, তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না, হে আমাদের মালিক! যে বোঝা বইবার সামর্থ আমাদের নেই, তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো, তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা বন্ধু, অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।

বিছানায় শোয়ার সময় নিচের দোয়াগুলো পড়ুন

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا–

উচ্চারণ ঃ বিইস্‌মিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহ্‌ইয়া।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তোমার নাম নিয়েই আমি শয়ন করছি এবং তোমার নাম নিয়েই উঠবো। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

* নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) কে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিবো না যা তোমাদের জন্য হবে খাদেম অপেক্ষাও উত্তম? (তারপর তিনি বলেন) যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) গমন করো, তখন তোমরা দু'জনে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলবে, ৩৩বার আল হামদুলিল্লাহ বলবে এবং ৩৪বার আল্লাহু আকবার বলবে। এটা খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম হবে। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

ঘুম থেকে জেগে এই দোয়া পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

উচ্চারণঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার (ঘুমের ন্যায়) মৃত্যুর পর আমাকে (পুনরায় জাগ্রত করে) জীবিত করলেন, আর তাঁরই কাছে (আমাদের) সকলের পূণরুত্থান হবে। (বোখারী, মুসলিম)

ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভের জন্য এভাবে দোয়া করুন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তুমি (নিদ্রার উদ্দেশ্যে) তোমার শয্যায় গমন করবে তখন নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে। এরপর এই দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ -وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ -وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ -رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ -لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ -آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আস্‌লামতু নাফ্‌সী ইলাইকা, ওয়া ফাউওয়াদ্বতু আমরী ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়াআল জা'তু যাহরী ইলাইকা রাগ্‌বাতাওঁ ওয়া রাহ্‌বাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মান্‌জা মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আমান্‌তু বিকিতা বিকাল্লাযী আন্‌যালতা ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্ লাযী আরসালতা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি নিজেকে তোমার প্রতি সঁপে দিলাম, আর আমার সমগ্র কার্যক্রম তোমার উদ্দেশ্যেই নিবেদন করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে স্থাপন করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুঁকিয়ে দিলাম, আর এ সমস্তই করলাম তোমার রহমতের আশায় এবং তোমার শাস্তির ভয়ে। কোনো আশ্রয় নেই এবং মুক্তির কোনো উপায় নেই একমাত্র তোমার আশ্রয় এবং উপায় ছাড়া, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি তোমার সেই কিতাবের প্রতি যা তুমি নাযিল করেছো এবং তোমার সেই নবীর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর বলেন, যদি তুমি (এই দোয়া পাঠের পর ঐ রাত্রিতেই) মৃত্যু বরণ করো তবে ফিৎরাতের উপরে অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। (বোখারী ফতহুলবারী, মুসলিম)

ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে এই দোয়া পড়ুন

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ–
وَشَرِّ عِبَادِهٖ– وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ–

উচ্চারণ ঃ আউযু বিকালিমাতিল্লা হিত্ তাম্মাতি মিন্ গাদ্বাবিহি ওয়া ইক্বাবিহী ওয়া শাররি 'ইবাদিহী ওয়া মিন হামাযাতিশ্ শাইয়াত্বীনি ওয়া আই ইয়াহ্দ্বারূন।

অর্থ ঃ আমি পরিত্রাণ চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর গযব হতে এবং তাঁর আযাব হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে।(আবু দাউদ, তিরমিযী)

স্বপ্ন দেখলে আপনি কি করবেন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর বিভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে, অতএব যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা তার কাছে ভালো লাগে সে যেনো তা তার প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর সে যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে, তখন সে যেনো তা কারো

www.pathagar.com

কাছে না বলে। বরং তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে, আর আশ্রয় প্রার্থনা করে ঐ অনিষ্ট হতে যা সে দেখেছে। (আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে তিনবার) সে যেনো তা কারো কাছে না বলে। এরপর যে পার্শ্বে সে শুয়েছিলো তা পরিবর্তন করে।

(বোখারী, মুসলিম)

ঋণ ও দরিদ্রতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ-فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى-وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ- وَالْفُرْقَانِ-أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ-اللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ-وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ- وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ-وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٍ-اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ-

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম, রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইইন্ ফালিক্বাল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া, ওয়া মুনযিলাত্ তাওরাতি ওয়াল ইন্জীল, ওয়াল ফুরক্বান, আউযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাই ইন্ আন্তা আখিয বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুম্মা আন্তাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আন্তাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন, ওয়া আন্ তায্ যাহিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাই উন। ওয়া আন্তাল বাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউন, ইক্বদ্বি 'আন্নাদ্ দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাক্বরি।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি সপ্ত আকাশ মণ্ডলীর প্রভু! মহামহিমান্বিত আরশের প্রভু এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু হে আল্লাহ! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের নাযিলকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি, তোমার হাতে রয়েছে সকল বস্তুর ভাগ্য। হে আল্লাহ! তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিলো না, তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোনো কিছুই থাকবে না, তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে কাছে কিছুই নেই। প্রভু! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও আর আমাকে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত রাখো। (মুসলিম)

প্রয়োজন পূরণ হবার পরে এভাবে দোয়া করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا-وَكَفَانَا-وَآوَانَا
-فَكَمْ مِمَّنْ لَاكَافِيَ لَهُ وَلَامُؤْوِيَ-

উচ্চারণ ঃ আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌'আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম্ মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়ালা মু'ওয়িয়া।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছেন এমন বহুলোক রয়েছে যাদের পরিতৃপ্ত করার কেউ-ই নেই, যাদের আশ্রয় দানকারী কেউ-ই নেই। (মুসলিম)

নিজের দ্বারা যেন অন্যের ক্ষতি না হয় এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ-رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ-أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا
أَنْتَ-أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ-وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ

www.pathagar.com

وَشِرْكِهِ -وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءًا -أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি ফাত্বিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি, রাব্বা কুল্লি শাইইন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আন্‌তা আউ'যুবিকা মিন্ শাররি নাফ্‌সী ওয়ামিন শাররিশ শাইত্বানি ওয়াশার কিহি ওয়া আন আক্বতারিফা 'আলা নাফ্‌সী সূ'আন আউ আজুররাহু ইলা মুসলিম।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক!! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানো। আকাশ ও পৃথিবীর তুমি সৃষ্টিকর্তা। তুমি সব বস্তুর প্রভু প্রতিপালক এবং সমস্ত কিছুর মালিক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

বিপদ ও দুশ্চিন্তার সময় দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ-ابْنُ عَبْدِكَ-ابْنُ أَمَتِكَ-نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ-مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ -عَدْلٌ قَضَاؤُكَ -أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ -سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ- أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ -أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ-أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ-أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ -وَنُوْرَ صَدْرِيْ -وَجَلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আবদুকাবনু 'আবদিকাব নু'আমাতিকা, নাসিয়াতী বিয়াদিকা, মা-যিন ফিয়্যা হুকমুকা, 'আদলুন ফিয়্যাকাদ্বউকা,

www.pathagar.com

আসআলুকা বিকুল্লিস্‌মিন্‌ হুওয়া লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফ সাকা, আউ আন্‌যালতাহু ফী কিতাবিকা আউ 'আল্লামতাহু আহদাম্‌ মিন খালক্বিকা, আবিস্‌তা'সারতা বিহি ফী 'ইলমিলগাইবি 'ইনদাকা আন্‌ তাজ'আলাল কুর'আনা রাবী'আ ক্বালবী, ওয়া নূরা সাদ্‌রী, ওয়া জালাআ হুযনী ওয়া যাহাবা হাম্মী।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হস্তে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির পরিবর্তে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছো অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছো, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছো, তোমার কাছে এই কাতর প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারী। (আহ্‌মদ)

কাপুরুষতা, অলসতা, দুশ্চিন্তা খারাপ মানুষের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ -وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ- وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ -وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল 'আজ্‌যি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়ালজুবনি ওয়াদ্বালা 'ইদ্‌দাইনি ওয়াগালাবাতির রিজাল।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে। (বোখারী ফতহুলবারী)

www.pathagar.com

বিপদাপদ অনুভব করলে
এই দোয়া পাঠ করুন

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ -لاَإِلٰهَ إِلاَّاللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ-لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّموَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আর্‌শিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদ্বি ওয়া রাব্বুল 'আরশিল কারীম।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি মহান সহনশীল, আল্লাহ ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক, আল্লাহ ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রতিপালক।

(বোখারী, মুসলিম)

যাবতীয় কাজ সুন্দর করে করার
তাওফীক এভাবে চান

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِىْ إِلَى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -وَأَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ -لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাহ্‌মাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফ্‌সী ত্বারফাতা আ'ইনিন ওয়া হে আমার মালিক! তোমারই রহমতের আকাঙ্খী, আমি, সুতরাং তুমি চোখের পলক পরিমাণ এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিওনা, তুমি আমার সমস্ত কাজ সুন্দর করে দাও, তুমি ভিন্ন দাসত্ব লাভের যোগ্য কেউ এবং তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। (আবু দাউদ, আহ্‌মদ)

www.pathagar.com

বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এই দোয়া পড়ুন

لَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানা ইন্নি কুন্‌তু মিনায্ যালিমিনীন।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত। (তিরমিযী, হাকেম)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَأُشْرِكُ بِه شَيْئًا- **উচ্চারণ ঃ** আল্লাহু আল্লাহু রাব্বি লা উশরিকু বিহী শাইয়া।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করিনা। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

শত্রু ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির মুখোমুখি হলে এই দোয়া পড়ুন

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাআযুবিকা মিন শুরুরিহিম।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি শত্রুদের শত্রুতা ও তাদের ক্ষতিসাধনের মুকাবিলায় তোমাকে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, হাকেম)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِىْ -وَأَنْتَ نَصِيْرِىْ -بِكَ أَجُوْلُ -بِكَ أَصُوْلُ- وَبِكَ أُقَاتِلُ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা 'আদুদী; ওয়া আন্‌তা নাসীরী বিকা আজূলু ওয়া বিকা আসূলু ওয়া বিকা উক্বাতিল।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমিই আমার শক্তি, তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমি শত্রুর সম্মুখীন হই, তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ- হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।

আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতোই না উত্তম কর্মবিধায়ক। (বোখারী)

জালিম ও খারাপ প্রতিবেশীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ-وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ -وَأَحْزَابِه مِنْ خَلاَئِقِكَ -أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغٰى -عَزَّجَارُكَ -وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ -وَلَاإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ, ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। কুনলী জারান মিন্ ফুলানিব্নি ফুলানি। ওয়া আহ্যাবিহী মিন খালা ইক্বিকা, আইয়্যাফ্রুত্বা 'আলাইয়্যা আহাদুম মিন্হুম আউ ইয়াত্বগা, আয্যা জারুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাআন্তা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি সপ্ত আকাশ মণ্ডলীর প্রভু! মহামহিয়ান আরশের প্রভু! অমুক ইবনে অমুকের অনিষ্ট হতে তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও; তোমার সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্য তুমি যথেষ্ট। যে কেউ আমার ওপর অন্যায় অত্যাচার করবে, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী, তোমার প্রশংসা অতি মহান। আর তুমি ব্যতীত সত্যিকারের প্রভু কেউ নেই।

(বোখারী)

www.pathagar.com

اللّٰهُ أَكْبَرُ-اَللّٰهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا- اَللّٰهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ- أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِيْ لَاإِلٰهَ إِلاَّ هُوَ- الْمُمْسِكِ السَّموَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ- مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ- وَجُنُوْدِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ- مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ -اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ- جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ- وَتَبَارَكَ اسْمُكَ-وَلَاإِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আ'আয্যু মিন খালক্বিহী জামী'আ, আল্লাহু আ'আয্যু মিম্মা আখাফু ওয়া আহ্যারু, আ'উযু বিল্লাহিল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল মুম্সিকিস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ আন ইয়া কা'না 'আলাল্ আরদ্বি, ইল্লা বি ইয্নিহী; মিন শাররি 'আবদিকা ফুলানিন; ওয়া জুনুদিহী ওয়া আত্ব্যা'ইহী ওয়া আশ্ইয়া'ইহী মিনাল জিন্নি ওয়াল ইন্সি, আল্লাহুম্মা কুন লি জারান মিন শাররিহিম জাল্লা সানাউকা ওয়া আয্যা জারুকা, ওয়াতাবারাকাসমুকা, ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে মহাপরাক্রমশালী, আমি যার ভয়-ভীতি করছি তার চেয়ে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। আমি ঐ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই যিনি ছাড়া কেউ নেই, যার অনুমতি ছাড়া সপ্ত আকাশ যমীনে পড়তে পারে না- আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার অমুক বান্দার এবং সৈন্য সামন্ত ও তার অনুসারীদের এবং সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের অনিষ্ট থেকে। হে আমার মালিক! তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তুমি আমার পড়শী হয়ে যাও, তোমার গুণগান অতি মহান, তোমার পড়শীত্ব মহাপরাক্রমশালী, তোমার নাম অতি মহান, আর তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। (বোখারী)

www.pathagar.com

শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টির জন্য এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ- سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ-
اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাব। সারী'আল হিসাবিহ্ যিম্মিল আহ্যাব। আল্লাহুম্মাহ্ যিমহুম ওয়া যাল্যিলহুম।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! কিতাব নাযিলকারী, ত্বড়িত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ও প্রতিহত করো, তাদেরকে দমন ও পরাজিত করো, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও। (মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কাফিনিহীম বিমা শি'তা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! এদের মোকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছামতো সেরূপ আচরণ করো, যেরূপ আচরণের তারা হকদার। (মুসলিম)

হারাম থেকে মুক্ত থাকা ও ঋণ পরিশোধের জন্য এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ
عَمَّنْ سِوَاكَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্বলিকা 'আম্মান সিওয়াক।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। হালাল রুযিই যেনো আমার জন্য যথেষ্ট হয় এবং হারামের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন ও প্রবণতাবোধ না করি। এবং তোমার অনুগ্রহ অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। তুমি ছাড়া যেনো আমাকে আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

কোনো কাজ কঠিন মনে হলে এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ لَاسَهْلَ اِلاَّ مَاجَعَلْتَهُ سَهْلاً وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلاً-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লা সাহ্‌লা ইল্লা মা জা'আলতাহু সাহ্‌লান ওয়া আন্‌তা তাজ্‌'আলুল হুয্‌না ইযা শি'তা সাহ্‌লান।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! কোনো কাজই সহজসাধ্য নয় তুমি যা সহজসাধ্য করোনি, যখন তুমি ইচ্ছা করো দুশ্চিন্তাকেও সহজসাধ্য করতে পারো। (ইবনে হেব্বান)

ক্ষতি থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য এভাবে দোয়া করুন

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাসান (রাঃ) এবং এবং হুসাইন (রাঃ) এর জন্য এই বলে আশ্রয় কামনা করতেন-

أُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَّ مَّةٍ-

উচ্চারণ ঃ উ-ই'যু কুমা বিকালিমা তিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইত্বানিওঁ ওয়া হাম্মাতিওঁ ওয়া মিন কুল্লি আ'নিন লাম্মাহ্।

অর্থ ঃ আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতিকর চক্ষু (বদ নযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বোখারী)

রোগী দেখতে গিয়ে এভাবে দোয়া করুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগী দেখতে গেলে তাকে বলতেন-

لَابَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ লা বা'সা ত্বাহুরুন ইনশা আল্লাহ্।

অর্থ ঃ কিছুনা, ইনশাআল্লাহ তা'য়ালা আরোগ্য লাভ করবে। (বোখারী ফতহুলবারী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তার মৃত্যু আসন্ন না হলে তার সম্মুখে সে এই দোয়া সাতবার পাঠ করবে–

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ–

উচ্চারণ ঃ আস্আলুল্লাহাল 'আযীমা রাব্বাল আরশীল 'আযীমি আইয়্যাশ্ফীকা।

অর্থ ঃ আমি তোমার রোগ মুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভু আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এর ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে (মৃত্যু আসন্ন না হলে) নিরাময় করবেন। (সাত বার বলবে) (আবু দাউদ, তিরমিযী)

মৃত্যুভীতি দেখা দিলে এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلٰى–

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী ওয়ার হামনী ওয়ালহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমাকে ক্ষমা করো আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিতে দু'হাত প্রবেশ করাতেন তারপর ভেজা হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন এবং বলতেন–

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ–

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইন্না লিল মাউতি লাসাকারাত।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, নিশ্চয় মৃত্যুর জন্য ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে। (বোখারী ফতহুলবারী)

لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ-

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারিকালাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুলমুলকু, ওয়ালাহুল হামদু। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, রাজত্ব তারই আর প্রশংসা মাত্রই তাঁর। আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, পাপ কাজ হতে বেঁচে থাকার এবং সৎ কাজ করারও কারো ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। (তিরমিযী)

বিপদ দেখা দিলে এভাবে দোয়া করুন

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اللّٰهُمَّ أَجْرُنِىْ فِى مُصِيْبَتِىْ وَأَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا-

উচ্চারণ ঃ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন, আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিন্হা।

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দাও এবং তা অপেক্ষা উত্তম স্থলাভিষিক্ত কিছু প্রদান করো। (মুসলিম)

www.pathagar.com

ঝড় বা প্রবল বাতাস দেখা দিলে

এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা, ওয়া আ'যুযুবিকা মিন শার্‌রাহা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমি তোমার কাছে ঝড় ও বাতাসের কল্যাণটুকু চাই, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট হতে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্‌)

মেঘের গর্জন শুনলে এভাবে দোয়া করুন

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথা বলা বন্ধ করে দিতেন এবং কুরআন মজীদের এই আয়াত পাঠ করতেন-

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ-

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাযী ইউসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহি ওয়ালমালাইকাতু মিন খাফাতিহি।

অর্থ ঃ পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যার পবিত্রতার মহিমা বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসার সাথে মেঘের গর্জন এবং ফেরেস্তাগণও তাঁর মহিমা বর্ণনা করে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে। (মুয়াত্তা)

বৃষ্টির প্রয়োজন হলে এভাবে দোয়া করুন

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাসকিনা গায়ছান মুগীছান মারীয়ান মারি'য়া। নাফিরান গায়রা দ্বাররিন আজিলান গায়রা আজিল।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করো যা সুপেয়ো, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, ক্ষতিকর নয়, দ্রুত যা আসবে, বিলম্ব করবে না। (আবু দাঊদ)

বৃষ্টি হতে থাকলে এভাবে দোয়া করুন

اللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাইয়িবান নাফিআ'।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও। (বোখারী ফতহুলবারী)

বৃষ্টি বর্ষণের পর এই দোয়া পড়ুন

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِه.

উচ্চারণ ঃ মুত্বিরনা বিফাদ্বলিল্লাহি ওয়া রাহ্মাতিহ্।

অর্থ ঃ আল্লাহর ফযল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। (বোখারী, মুসলিম)

অতি বৃষ্টি দেখা দিলে এভাবে দোয়া করুন

اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللّٰهُمَّ عَلَى الاٰكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُوْنِ الاَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা হাওয়ালায়না ওয়া লা'আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়ায্যারাবি ওয়াবুতুনিল আওদিয়াতি ওয়ামানাবিতিশ শাজার।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করো, আমাদের ওপর নয়। হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করো। (বোখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

নতুন চাঁদ দেখলে এই দোয়া পড়ুন

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহ আকবার, আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলায়না বিল আমনি ওয়াল ঈমানী ওয়াস্সালামাতি ওয়াল ইসলামি ওয়াত্তাওফিকি লিমা তুহিব্বু রাব্বানা ওয়া তারদ্বা রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো, হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে এবং যা তুমি ভালোবাসো, আর যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, সেটাই আমাদের তাওফীক দাও। আল্লাহ আমাদের এবং তোমার (চাঁদের) প্রভু। (তিরমিযী, দারেমী)

খাওয়ার পর এই দোয়া পড়ুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ.

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতয়ামানা হাযা ওয়ারাযাকানিহি মিন গায়রি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুওয়াহ্।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং এর সামর্থ প্রদান করলেন, যাতে ছিলো না আমার পক্ষ থেকে কোনো উপায়-উদ্যোগ, ছিলোনা কোনো শক্তি সামর্থ। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, আহ্মদ)

হাঁচি আসলে এবং শুনলে এভাবে দোয়া করুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে–আল-হামদু লিল্লাহ– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য- বলবে, তখন

www.pathagar.com

প্রতিটি মুসলমান যে তা শুনবে তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা– অর্থাৎ আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। যখন সে তার জন্য বলবে ইয়ারহামুকা-ল্লাহ তখন সে (হাঁচি দাতা) তদুত্তরে যেনো বলে–

يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

উচ্চারণ ঃ ইয়াহ্দি কুমুল্লাহু ওয়া ইউস্লিহু বালাকুম।

আল্লাহ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভালো করুন। (বোখারী)

রাগ দূর করার জন্য এভাবে দোয়া করুন

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান হতে। (বোখারী, মুসলিম)

বিপন্ন মানুষকে দেখে এই দোয়া পড়ুন

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً.

উচ্চারণ ঃ আলহাম্দু লিল্লাহিল্ লাযি আ'ফানি মিম্মাব্ তালাকা বিহী ওয়া ফাদ্বালানি আ'লা কাসিরিন মিম্মান খালাকা তাফদ্বিলা।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগ্রহীত করেছেন। (তিরমিযী)

খারাপ কিছু দেখলে এই দোয়া পড়ুন

اللّٰهُمَّ لاَطَيْرَ إِطَيْرُكَ، وَلاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَإِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাত্বাইরা ইত্বাইরুকা, ওয়া লা খাইরা ইল্লা খাইরুকা, ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি কিছু ক্ষতি না করলে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু নেই আর তোমার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই তুমি ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই। (আহ্‌মদ)

যান-বাহনে আরোহণ করে এই দোয়া পাঠ করুন

بِسْمِ اللهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ. سُبْحٰنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَاهٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّأَنْتَ.

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহিল্ হামদু লিল্লাহি, সুব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন ক্বালিবুন।

অর্থ ঃ 'আমি আল্লাহর নামে আরোহণ করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্ত্তন করবো আমাদের প্রতিপালকের দিকে।' তারপর 'আলহামদু লিল্লাহ' এরপর 'আল্লাহু আকবার' তিনবার করে বলুন। (আবু দাঊদ, তিরমিযী)

ভ্রমণে যাবার সময় এই দোয়া পড়ুন

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحٰنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَاهٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى، اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِيْ الأَهْلِ، اللّٰهُمَّ

www.pathagar.com

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, 'সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীনা 'ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন-ক্বালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি সাফারিনা হাযাল বাররি ওয়াত্ তাক্বওয়া ওয়া মিনাল আ'মালি মা তারদ্বি, আল্লাহুম্মা হাওওয়্যান আ'লাইনা সাফারানা হাযা ওয়াত্বি আ'ন্না বু'দাহু। আল্লাহুম্মা আনতাস্ সাহিবু ফিস্ সাফার। ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আয়ু'যুবিকা মিন ওয়া'ছায়িস্ সাফার। ওয়া কাআবাত্তিল মানযির, ওয়া সুয়িল মুনক্বালাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্‌ল।

অর্থ ঃ পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো আমাদের প্রতিপালকের কাছে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই পূণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ তোমার কাছে চাই, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর (আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার পরিজনের তুমি রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে।

ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে এই দোয়া পড়ুন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন এই দোয়া পাঠ করতেন–

آيِبُونَ، تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

উচ্চারণ ঃ আয়িবুনা তায়িবুনা আ'বিদুনা লি রাব্বিনা হামিদুন।

www.pathagar.com

অর্থ ঃ আমরা এখন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে ইবাদাতরত অবস্থায় এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা করতে করতে। (মুসলিম)

কোনো শহর বা জনপদে প্রবেশ করে এই দোয়া পড়ুন

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّموَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَاذَرَيْنَ. أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَافِيْهَا، وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّمَافِيْهَا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাব্'ঈ ওয়ামা আয্লালনা, ওয়ারাব্বাল আরদ্বীনাস্ সাব্'ঈ ওয়ামা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বাশ শাইয়াত্বীনি ওয়ামা আদ্বলালনা, ওয়া রাব্বার রিয়াহি ওয়ামা যারাইনা, আস্'আলুকা খাইরা হাযিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খাইরা আহ্লিহা, ওয়া খাইরা মাফীহা, ওয়া আউ'যু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মাফীহা।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! সপ্ত আকাশের এবং এর ছায়ার প্রভু! সপ্ত যমীন এবং এর বেষ্টিত স্থানের প্রভু! শয়তান সমূহ এবং তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রভু! প্রবল ঝড় হাওয়া এবং যা কিছু ধুলি উড়ায় তার প্রভু! আমি তোমার কাছে এই মহল্লার কল্যাণ এবং গ্রামবাসীর কাছ থেকে কল্যাণ আর এর মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে সবটাই প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এর অনিষ্ট হতে, এর বসবাসকারীদের অনিষ্ট হতে এবং এর মাঝে যা কিছু অনিষ্ট আছে তা থেকে। (হাকেম, আয যাহাবী)

বাজারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পড়ুন

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু, ইউহ্য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়াহুওয়া হায়্যিউন লা ইয়ামতু বিয়াদিহিল খাইর, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর।

আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তারই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মারেন। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (তিরমিযী, হাকেম)

মহান আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় যিক্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম চারটি, তার যে কোনোটি দিয়েই তুমি শুরু করোনা, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। কালাম চারটি হলো-

سُبْحَانَ اللّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّـه ، وَلاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ،

উচ্চারণ ঃ সুববাহাল্লাহি, ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম)

হযরত সা'য়াদ ইবনে আবী আক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামের একজন লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন করলো, আমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিন যা আমি বলবো, তিনি বললেন বলো-

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً ، وَالْحَمْدُ لِلّـه كَثِيْراً ، سُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ-

www.pathagar.com

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকালাহু আল্লাহু আক্বারু কাবিরা। ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি কাছিরা। সুব্হানাল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'যিযিল হাকিম।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই, আল্লাহ মহান অতীব মহীয়ান, আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, অসংখ্য, প্রশংসা, সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু, আল্লাহ সমস্ত দোষত্রুটি ও অপূর্ণতা হতে পাক পবিত্র তিনি। দুঃখ কষ্ট ফিরানোর শক্তি কারো নেই, আর সুখ প্রদানের ক্ষমতাও কারো নেই একমাত্র প্রতাপশালী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।

গ্রাম্য লোকটি বললো, এই কথা গুলোতো আমার রবের জন্য, তবে আমার জন্য (প্রার্থনা জানানোর কথা) কি? তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি বলো–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলি, ওয়ার হাম্নি, ওয়াহ্দিনী, ওয়া আ'ফিনি, ওয়ার যুক্নি।

অর্থ ঃ হে আমার মালিক! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি তুমি দয়া করো, আমাকে তুমি সরল সুদৃঢ় পথ দান করো এবং আমাকে রিযিক দান করো। (আবু দাউদ, মুসলিম)

হযরত তারেক আল আশযায়ী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতেন, এরপর এসব কথাগুলো দিয়ে দোয়া করার আদেশ দিতেন। (মুসলিম)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– সর্বশ্রেষ্ট দোয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলহামদু লিল্লাহ আর সর্বোত্তম যিক্র – لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা সিজদা এবং সূরা মূলক না পড়ে ঘুমাতেন না। (তিরমিযী, নাসায়ী)

www.pathagar.com

সূরা ইয়াসিনের ফযিলত

মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় রহমত হলো এই পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও অক্ষরই সীমাহীন বরকতপূর্ণ। আমরা এখানে কোরআনের কয়েকটি সূরা সম্পর্কে আলোচনা করছি। বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, সমস্ত নফল ইবাদাতের ভেতরে আল্লাহর কোরআন তেলওয়াত করা সবচেয়ে উত্তম।

(১) বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, সূরা ইয়াসিন একবার কোন ব্যক্তি তেলওয়াত করলে সে দশবার কোরআন খতম দেয়ার সওয়াব লাভ করবে।

(২) বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর সময় সূরা ইয়াসিন তেলওয়াত করে ঘুমাবে সে নিষ্পাপ অবস্থায় ঘুম থেকে জাগরিত হবে। আল্লাহ্ তার গোনাহ মাফ করে দিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি নিয়মিত সূরা ইয়াসিন তেলওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এ সূরা তার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে।

(৪) ঈমানদার কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসিন নিয়মিত তেলওয়াত করলে তার জন্য আল্লাহর জান্নাতের আটটি দরোজা খোলা হবে।

(৫) মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসিন তেলওয়াত করলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হবে। কবরে সওয়াল জওয়াব সহজ হবে।

(৬) বিপদের মুহূর্তে সূরা ইয়াছিন পাঠ করলে সে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৭) নিয়মিত সূরা ইয়াছিন পাঠ করলে মহান আল্লাহ্ তার মনের জায়েজ আশা পূরণ করে দিবেন।

(৮) এই সূরা লিখে সাথে রাখলে আল্লাহ্ তাকে বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করবেন।

(৯) প্রতিদিন সকালে এই সূরা তেলওয়াত করলে সে ব্যক্তির সমস্ত কাজ সহজ হবে, আর্থিক সচ্ছলতা আসবে, গোটা দিন সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের ভেতরে থাকবে। যে কোন মহামারী থেকে নিরাপদ থাকবে। শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ্ তাকে হেফাজত করবেন।

(১০) সূরা ইয়াছিন তেলওয়াতকারীকে আল্লাহ জালিমের জুলুম থেকে হেফাজত করবেন। বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, প্রতিটি জিনিসেরই কালব থাকে, সূরা ইয়াছিন হলো গোটা কোরআনের কালব।

www.pathagar.com

সূরা ইয়াসিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يس (١) وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيْمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٣)
عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٤) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (٥) لِتُنْذِرَ
قَوْمًا مَّآ أُنْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ غٰفِلُوْنَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنٰقِهِمْ أَغْلٰلاً فَهِيَ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ
خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ (٩) وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ (١٠) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ
الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيْمٍ (١١)
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَءَاثٰرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنٰهُ فِيْ إِمَامٍ مُّبِيْنٍ (١٢) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ
إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ (١٤) قَالُوْا مَآ أَنْتُمْ
إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُوْنَ

www.pathagar.com

(১৫) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا
إِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (١٧) قَالُوْا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ صلے لَئِنْ لَّمْ
تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٨) قَالُوْا
طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (١٩)
وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ
(٢٠) اتَّبِعُوْا مَنْ لاَّ يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (٢١) وَمَالِىَ
لاَ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٢) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِه
اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلاَ
يُنْقِذُوْنَ (٢٣) اِنِّىْ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢٤) اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ
فَاسْمَعُوْنَ (٢٥) قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ
(٢٦) بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمُوْنَ (٢٧) وَمَآ
اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِه مِنْ م بَعْدِه مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا
مُنْزِلِيْنَ (٢٨) اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ خٰمِدُوْنَ
(٢٩) يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِه
يَسْتَهْزِءُوْنَ (٣٠) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ
اِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ (٣١) وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ-

www.pathagar.com

(٣٢) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ صلے اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا
حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ
وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ (٣٤) لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِه لا وَمَا عَمِلَتْهُ
اَيْدِيْهِمْ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ (٣٥) سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا
مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٦) وَاٰيَةٌ
لَّهُمُ الَّيْلُ صلے نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ (٣٧)
وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ
(٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ (٣٩)
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط
وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ (٤٠) وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي
الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِه مَا يَرْكَبُوْنَ (٤٢)
وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ (٤٣) اِلَّا رَحْمَةً
مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٤٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ
وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٤٥) وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ
رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ (٤٦) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ لا قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ

www.pathagar.com

اللّٰهُ اَطْعَمَه صلے اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٤٧) وَيَقُوْلُوْنَ

مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٨) مَا يَنْظُرُوْنَ الاَّ

صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ (٤٩) فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ

تَوْصِيَةً وَّلاَ اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ (٥٠) وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ

مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ (٥١) قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ م بَعَثَنَا

مِنْ مَّرْقَدِنَا م سكتة هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

(٥٢) اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ

(٥٣) فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلاَ تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُوْنَ (٥٤) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ (٥٥)

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ (٥٦) لَهُمْ فِيْهَا

فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ (٥٧) سَلٰمٌ قف قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

(٥٨) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (٨٩) اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ

يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّمُّبِيْنٌ (٦٠) وَّاَنِ

اعْبُدُوْنِىْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٦١) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ

كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ (٦٢) هٰذِه جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ

تُوْعَدُوْنَ (٦٣) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (٦٤) اَلْيَوْمَ

www.pathagar.com

نَخْتِمُ عَلى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ (٦٥) وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوْا
الصِّرَاطَ فَانّى يُبْصِرُوْنَ (٦٦) وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلى
مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلاَ يَرْجِعُوْنَ (٦٧) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ
نُنَكِّسْهُ فِيْ الْخَلْقِ ط اَفَلاَ يَعْقِلُوْنَ (٦٨) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ
وَمَا يَنْبَغِيْ لَه ط اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ (٦٩) لِّيُنْذِرَ مَنْ
كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٧٠) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا
لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ (٧١) وَذَلَّلْنٰهَا
لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبُ ط اَفَلاَ يَشْكُرُوْنَ (٧٣) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً
لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ (٧٤) لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُّحْضَرُوْنَ (٧٥) فَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ م اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا
يُعْلِنُوْنَ (٧٦) اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ
خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَه ط قَالَ مَنْ
يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ
مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ (٧٩) نِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

www.pathagar.com

الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ (٨٠) اَوَلَيْسَ الَّذِىْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ
الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ (٨١) اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ
كُنْ فَيَكُوْنُ (٨٢) فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ (٨٣)

সূরা ইয়াছিন–বাংলা উচ্চারণ

(বাংলায় আরবী উচ্চারণ সঠিক হয় না, সুতরাং যারা বাংলায় এ সূরা মুখস্থ করবেন, তারা পরবর্তীতে কোন আলেমের কাছ থেকে উচ্চারণ শুদ্ধ করে নিবেন। নতুবা গোনাহগার হবেন)

আউযুবিল্লাহিমিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম।

বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম।

ইয়াছিন। ওয়াল কুরআনুল হাকিম। ইন্নাকা লামিনাল মুরছালিন। আ'লা সিরাতিল মুস্তাকিম। তানযিলাল আ'যিযির রাহিম। লিতুনযিরা ক্বাও মাম্মা উনযিরা আ-বা-উ হুম ফাহুম গাফিলুন। লা ক্বাদ হাক্কাল ক্বাওলু আ'লা আক্ছারিহিম ফাহুম লা ইউমিনুন। ইন্না জাআল না ফি আ'না কিহিম আগ্লা লান ফাহিইয়া ইলাল আযকানি ফাহুম মুক্মাহুন। ওয়া জাআ'লনা মিম বাইনি আইদিহিম ছাদ্দাওঁ ওয়ামিন খালফিহিম ছাদ্দান ফা আগ্শাইনা হুম ফাহুম লা ইয়ুব ছিরুন। ওয়া ছাওয়া–উন আলাইহিম আ আনযার তাহুম আম লাম তুনযিরহুম লা ইউমিনুন। ইন্না মা তুনযিরু মানিত তাবাআ'য যিকরা ওয়া খাশিয়ার রাহমানা বিল গায়িব। ফাবাশ্শিরহু বিমাগ ফিরাতিওঁ ওয়া আজরিন কারিম। ইন্না নাহ্নু নুহ্য়িল মাওতা ওয়া নাকতুবু মা কাদ্দামু ওয়া আছারাহুম, ওয়া কুল্লা শাই ইন্ আহ্ছাইনাহু ফি ইমামিম মুবিন।

www.pathagar.com

ওয়াদরিব লাহুম মাছালান আছ্হাবাল কারিয়াহ্। ইয জা–আ–হাল মুরছালিন। ইয আরছালনা ইলাইহিমুছ নাইনি ফাকায যাবুহুমা ফাআ'য যায়না বিছালিছিন ফাকালু ইন্না ইলাই কুম মুরছালুন। কালু মা আনতুম ইল্লা বাশারুম মিছ্লুনা ওয়া মা আনযালার রাহমানু মিন শাই ইন ইন আনতুম ইল্লা তাকযিবুন। কালু রাব্বুনা ইয়া'লামু ইন্না ইলাইকুম লামুরছালুন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন।

কালু ইন্না তাত্বাই ইয়ার না বিকুম, লাইল্লাম তানতাহু লানারজুমান্নাকুম ওয়া লাইয়ামাছ্ছান্না কুম মিন্না আ'যাবুন আলিম। কালু ত্বা–য়িরু কুম মাআ'কুম, আ-ইন যুককিরতুম, বাল আনতুম কাওমুম মুছরিফুন। ওয়া জা–আ মিন আকছাল মাদিনাতি রাজুলুই ইয়াছআ' কালা ইয়া কাওমিত তাবিয়ূল মুরছালিনাত তাবিউ মাল লাইয়াছ আলুকুম আজরাওঁ ওয়া হুম মুহ্তাদুন। ওয়া মালি ইয়া লা আ'বুদুল্লাযি ফাত্বারানি ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। য়া–আততিখিযু মিন দুনিহি আলিহাতান ইয়–ইউরিদনির রাহমানু বিদুররিল লা তুগনি আন্নি শাফাআ'তুহুম শাই আওঁ ওয়া লা ইউনকিযুন। ইন্নি ইযাল লাফি দ্বালালিম মুবিন।

ইন্নি আমানতু বিরাব্বিকুম ফাছমাউন। কিলাদ খুলিল জান্নাহ্, কালা ইয়া লাইতা কাওমি ইয়া'লামুন। বিমা গাফারালি রাব্বি ওয়া জাআ'লানি মিনাল মুকরিমিন। ওয়া মা আনযালনা আ'লা কামিহি মিমবা'দিহি মিন জুনদিম মিনাছ ছামা–ই ওয়া মা কুন্না মুনযিলিন। ইন কানাত ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়া হিদাতান ফাইযা হুম খামিদুন। ইয়া–হাছরাতান আ'লাল ইবাদ, মা ইয়া'তিহিম মির রাছুলিন ইল্লা কানু বিহি ইয়াছ্ তাহযিউন। আলাম ইয়ারাও কাম আহলাকনা কাবলাহুম মিনাল কুরুনি আন্না হুম ইলাইহিম লা ইয়ারজিউন। ওয়া ইনকুল লুল লাম্মা জামিউল লাদাইনা মুহদারুন। ওয়া আ–ইয়া তুল লাহুমুল আরদুল মাইতাহ, আহ আই নাহা ওয়া আখরাজনা মিনহা হাব্বান ফানিহু ইয়া' কুলুন। ওয়া জাআ'লনা ফিহা জান্নাতিম মিন নাখিলিওঁ ওয়া আ'নাবিওঁ ওয়া ফাজ্জারনা ফিহা মিনাল উ–ইউন। লিমা কুলু মিন ছামারিহি ওয়া মা আমিলাতহু আইদিহিম, আফালা ইয়াশকুরুন। ছুব্হানাল্লাযি খালাকাল আযওয়াজা কুল্লাহা মিম্মাতুমবিতুল আরদু ওয়া মিন

www.pathagar.com

আনফুছিহিম ওয়া মিম্মা লা ইয়া'লামুন। ওয়া ইয়াতুল লাহুমুল লাইলু নাছলাখু মিনহুন নাহারা ফাইযা হুম মুযলিমুন। ওয়াশ্ শামছু তাজ্রি লিমুছতাকার রিললাহা, যা-লিকা তাকদিরুল আযিযিল আ'লিম। ওয়াল কামারা কাদ্দারনাহু মানাযিলা হাত্তা আ'দাকাল উরজুনিল কাদিম। লাশ্ শামসু ইয়াম বাগি লাহা আন তুদরিকাল কামারা ওয়া লাল লাইলু ছাবিকুন নাহারি, ওয়া ফালাকিই ইয়াছ বাহুন। ওয়া আ-ইয়া তুললাহুম আন্না হামালনা যুররি-ইয়্যাতাহুম ফিল ফুলকিল মাশহুন। ওয়া খালাকনা লাহুম মিম মিছলিহি মা-ইয়ারকাবুন। ওয়া ইন্নাশা' নুগরিক হুম ফালা ছরিখা লাহুম ওয়া লা হুম ইউনকাযুন। ইল্লা রাহমাতাম মিন্না ওয়া মাতাআ'ন ইলাহিন। ওয়া ইযা কিলা লাহুমুত তাকু মা বাইনা আইদিকুম ওয়া মা খালফাকুম লা আ'ল্লাকুম তুরহামুন। ওয়া মা তা' তিহিম মিন আ-ইয়াতিম মিন আ-ইয়া-তি রাব্বিহিম ইল্লা কানু আনহা মু'রিদিন। ওয়া ইযা কিলা লাহুম আনফিকু মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহু, কালাল্লাযিনা কাফারু লিলাল্লাযিনা আ-মানু আ-নুতয়িমু মাল লাওইয়াশা-উল্লাহু আত আ'মাহু, ইনআনতুম ইল্লাফি দ্বালালিম মুবিন।

ওয়া ইয়াকুলুনা মাতা হাযাল ওয়া'দু ইনকুনতুম ছদিকিন। মা ইয়ান যুরুনা ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়া হিদাতান তা' খুযুহুম ওয়া হুম ইয়া খিছ্ছিমুন। ফালা ইয়াছ তাত্বিউনা তাও ছিইয়াতাওঁ ওয়া লা ইলা আহলিহিম ইয়ার জিউন। ওয়া নুফিখাফিছ ছুরি ফা ইযা হুম মিনাল আজদাছি ইলা রাব্বিহিম ইয়ানছিলুন। কালু ইয়া ওয়াই লানা মিম বাআ'ছানা মিম মারকাদিন। হাযা মা ওয়া আ'দার রাহমানু ওয়া ছদাকাল মুরছালুন। ইন কানাত ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়া হিদাতান ফা-ইযা হুম জামিউল লাদাইনা মুহদারুন। ফাল ইয়াওমা লা তুযলামু নাফছুন শাইআওঁ ওয়া লা তুজযাওনা ইল্লা মা কুনতুম তা'মালুন। ইন্না আছহাবাল জান্নাতিল ইয়াওম ফি শুগুলিন ফাকিহুন। হুম ওয়া আয ওয়াজুহুম ফি যিলালিন আলাল আরা-য়িকি মুত্তাকিউন। লাহুম ফিহা ফাকিহাতুওঁ ওয়া লা হুম মা ইয়াদ দাউন। ছালামুন কাওলাম মির রাব্বির রাহিম। ওয়াম তাযুল ইয়াও মা আইয়ুহাল মুজরিমুন। আলাম আ'হাদ ইলাইকুম ইয়া-বানি আ-দামা আল্লা তা'বুদুশ্ শাইত্বান। ইন্নহু লাকুম আ'দুউ ভুম মুবিন।

www.pathagar.com

ওয়া আনি'বুদুনি , হাযা ছিরাতুম মুছতাকিম। ওয়া লাকাদ আদাল্লা মিনকুম জিবিল্লান কাছিরা। আফালাম তাকুনূ তা'কিলুন। হাযিহি জাহান্নামুল লাতি কুনতুম তুআ'দুন। ইছ্ লাওহাল ইয়াওমা বিমা কুনতুম তাকফুরুন। আল ইয়াওমা নাখতিমু আ'লা আফওয়াহিমি ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিম ওয়া তাশহাদু আরজুলু হুম বিমা কানু ইয়াকছিবুন। ওয়া লাও নাশাউ লামাছাখনাহুম আ'লা মাকানাতিহিম ফামাছ তাত্বাউ' মুদ্বিই ইয়াওঁ ওয়া লা ইয়ার জিউন। ওয়া মাননুআ'মমিরহু নুনাককিছহু ফিল খালকি, আফালা ইয়া'কুলুন। ওয়া মা আ'ল্লামনাহুশ্ শি'রা ওয়া মা ইয়ামবাগি লাহু, ইন হু-ওয়া ইল্লা যিকরুওঁ ওয়া কুরআনুম মুবিন।

লি-ইউন যিরা মান কানা হাই-ইয়াওঁ ওয়া ইয়াহিক কাল কাওলু আলাল কাফিরিন। আওয়ালাম ইয়ারাও আন্না খালাকনা লাহুম মিম্মাআমিলাত আইদিনা আনআ'মান ফাহুম লাহা মালিকুন। ওয়া যাল লালনাহা লাহুম ফামিনহা রাকুবুহুম ওয়া মিনহা ইয়া'কুলুন। ওয়া লাহুম ফিহা মানাফিউ ওয়া মাশারিব। আফালা ইয়ূনছারুন। লা ইয়াছতা ত্বিউ'না নাছরাহুম ওয়া হুম লা হুম জুনদুম মুহদারুন। ফালা ইয়াহযুনকা কাওলুহুম, ইন্না না'লামু মা ইউছিরুরুনা ওয়া মা ইউ'লিনুন। আওয়ালাম ইয়ারাল ইনছানু আন্না খালাকনাহু মিন নুত্বফাতিন ফ-ইযা হুওয়া খাছিমুম মুবিন।

ওয়া দ্বারাবা লানা মাছালাওঁ ওয়া নাছিইয়া খালকাহু, কালা মাই ইউহ্ য়িল ইযামা ওয়া হি ইয়া রামিম। কুল ইউহ্ য়িহাল লাযি আনশাআ হা আও ওয়ালা মাররাহ্। ওয়া হুওয়া বিকুল্লি খালকিন আলিম। আল্লাযি জাআ'লা লাকুম মিনাশ্ শাজারিল আখদারি নারান ফ-ইযা আনতুম মিনহু তুকিদুন। আওয়া লাইছা ল্লাযি খালাকাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা বিকাদিরিন আ'লা আই ইয়াখলুকা মিছলাহুম, বালা ওয়া হুওয়াল খাল্লাকুল আলিম। ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাই য়ান আই ইয়াকুলু লাহু কুন ফা-ইয়াকুন। ফাছুবহানাল্লি বিইয়াদিহি মালাকুতি কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুরজাউন।

সূরা ইয়াছিনের বাংলা অর্থ

ইয়া-ছিন। বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম, তুমি নিঃসন্দেহে রসূলদের অন্তরভুক্ত, সরল-সোজা পথ অবলম্বনকারী (এবং এ কুরআন) প্রবল

www.pathagar.com

পরাক্রমশালী ও করুণাময় সত্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, যাতে তুমি সতর্ক করে দাও এমন এক জাতিকে যার বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণে তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।

তাদের অধিকাংশই শাস্তি লাভের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে, এ জন্যই তারা ঈমান আনে না। আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যাতে তাদের চিবুক পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে, তাই তারা মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের সামনে একটি দেয়াল এবং পেছনে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না। তুমি তাদেরকে সতর্ক করো বা না করো তা তাদের জন্য সমান, তারা মানবে না। তুমি তো তাকেই সতর্ক করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে, তাকে মাগফেরাত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদানের সুসংবাদ দাও।

আমি অবশ্যই একদিন মৃতদেরকে জীবিত করবো, যা কিছু কাজ তারা করেছে তা সবই আমি লিখে চলছি এবং যা কিছু চিহ্ন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমি স্থায়ী করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি খোলা কিতাবে লিখে রাখছি।

তাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই জনপদের লোকদের কাহিনী শোনাও যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল। আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তারা দু'জনকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল; তখন আমি তৃতীয়জনকে সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলাম এবং তারা সবাই বলেছিল, 'তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে আমাদের পাঠানো হয়েছে।'

জনপদবাসীরা বললো, 'তোমরা আমাদের মতো কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কেউ নও এবং দয়াময় আল্লাহ মোটেই কোন জিনিস নাযিল করেননি, তোমরা স্রেফ মিথ্যা বলছো।'

রসূলরা বললো, আমাদের রব জানেন আমাদের অবশ্যই তোমাদের কাছে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং সুস্পষ্টভাবে পয়গাম পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর আর কোন দায়িত্ব নেই।

www.pathagar.com

জনপদবাসীরা বলতে লাগলো, 'আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করবো এবং আমাদের হাতে তোমরা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।'

রসূলরা জবাব দিল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের নিজেদের সাথেই লেগে আছে। তোমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই কি তোমরা এ কথা বলছো? আসল কথা হচ্ছে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক।'

ইতিমধ্যে নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! রসূলদের কথা মেনে নাও। যারা তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চায় না এবং সঠিক পথের অনুসারী, তাদের কথা মেনে নাও।

কেন আমি এমন সত্তার বন্দেগী করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে? তাঁকে বাদ দিয়ে কি আমি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেবো? অথচ যদি দয়াময় আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে লাগবে না এবং তারা আমাকে ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না। যদি এমনটি করি তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়বো। আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, তোমরাও আমার কথা মেনে নাও।

(শেষ পর্যন্ত তারা তাকে হত্যা করে ফেললো এবং) সে ব্যক্তিকে বলে দেয়া হলো, 'প্রবেশ করো জান্নাতে।' সে বললো, 'হায়, যদি আমার সম্প্রদায় জানতো আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমার মাগফিরাত করেছেন এবং আমাকে মর্যাদাশালী লোকদের অন্তরভুক্ত করেছেন।'

এরপর তার সম্প্রদায়ের ওপর আমি আকাশ থেকে কোন সেনাদল পাঠাইনি, সেনাদল পাঠাবার কোন দরকারও আমার ছিল না। ব্যস, একটি বিস্ফোরণের শব্দ হলো এবং সহসা তারা সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। বান্দাদের অবস্থার প্রতি আফসোস, যে রসূলই তাদের কাছে এসেছে তাকেই তারা বিদ্রুপ করতে থেকেছে। তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে কত মানব সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং তারপর তারা আর কখনো তাদের কাছে

www.pathagar.com

ফিরে আসবে না ? তাদের সবাইকে একদিন আমার সামনে হাজির করা হবে।

এদের জন্য নিষ্প্রাণ ভূমি একটি নিদর্শন। আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, যা এরা খায়। আমি তার মধ্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্য থেকে ঝরণাধারা উৎসারিত করেছি, যাতে এরা তার ফল ভক্ষণ করে। এসব কিছু এদের নিজেদের হাতের সৃষ্ট নয়। তারপরও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ? পাক-পবিত্র সে সত্তা যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা ভূমিজাত উদ্ভিদের মধ্য থেকে হোক অথবা স্বয়ং এদের নিজেদের প্রজাতির (অর্থাৎ মানব জাতি) মধ্য থেকে হোক কিংবা এমন জিনিসের মধ্য থেকে হোক যাদেরকে এরা জানেও না।

এদের জন্য রাত একটি নিদর্শন। আমি তার উপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়। আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে। এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসেব। আর চাঁদ, তার জন্য আমি মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শুকনো ডালের মতো হয়ে যায়। না সূর্যের ক্ষমতা আছে চাঁদকে ধরে ফেলে এবং না রাত দিনের ওপর অগ্রবর্তী হতে পারে, সবাই এক একটি কক্ষপথে সন্তরণ করছে।

এদের জন্য এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় চড়িয়ে দিয়েছি এবং তারপর এদের জন্য ঠিক তেমনি আরো নৌযান সৃষ্টি করেছি যেগুলোতে এরা আরোহণ করে। আমি চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দেই, এদের কোন ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকবে না এবং কোনভাবেই এদেরকে বাঁচানো যেতে পারে না। ব্যস, আমার রহমতই এদেরকে কূলে ভিড়িয়ে দেয় এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবনের দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ দিয়ে থাকে।

এদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে এবং যা তোমাদের পেছনে অতিক্রান্ত হয়েছে তার হাত থেকে বাঁচো, হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে (তখন এরা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান

www.pathagar.com

দিয়ে বের করে দেয়)। এদের সামনে এদের রবের আয়াতসমূহের মধ্য থেকে যে আয়াতই আসে এরা সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। এবং যখন এদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু আল্লাহ্র পথে খরচ করো তখন এসব কুফরীতে লিপ্ত লোক মু'মিনদেরকে জবাব দেয়, 'আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো, যাদেরকে আল্লাহ্ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন ? তোমরা তো পরিষ্কার বিভ্রান্তির শিকার হয়েছো।'

এরা বলে, 'এ কিয়ামতের হুমকি কবে পুরা হবে ? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?' আসলে এরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে তা তো একটি বিস্ফোরণের শব্দ, যা সহসা এদেরকে ঠিক এমন অবস্থায় ধরে ফেলবে যখন এরা (নিজেদের পার্থিব ব্যাপারে) বিবাদ করতে থাকবে এবং সে সময় এরা কোন অসিয়াতও করতে পারবে না এবং নিজেদের গৃহেও ফিরতে পারবে না।

–তারপর একটি শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাজির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে। ভীত হয়ে বলবে, 'আরে, কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো ?'

–'এটা সে জিনিস যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ্ দিয়েছিলেন এবং রসূলদের কথা সত্য ছিল। একটি মাত্র প্রচন্ড আওয়াজ হবে এবং সব কিছু আমার সামনে হাজির করে দেয়া হবে।

আজ কারো প্রতি তিলমাত্র জুলুম করা হবে না এবং যেমন কাজ তোমরা করে এসেছ ঠিক তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে–জান্নাতীরা আজ আনন্দে মশ্গুল রয়েছে।

তারা ও তাদের স্ত্রীরা ঘন ছায়ায় রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে বসে আছে। সবরকমের সুস্বাদু পানাহারের জিনিস তাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তারা চাইবে তা তাদের জন্য হাজির রয়েছে। দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে 'সালাম' বলা হয়েছে–এবং হে অপরাধীরা! আমি কি তোমাদের এ মর্মে হিদায়াত করিনি যে, শয়তানের বন্দেগী করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই বন্দেগী করো, এটিই সরল-সঠিক পথ ? কিন্তু এ সত্ত্বেও

www.pathagar.com

সে তোমাদের মধ্য থেকে বিপুল সংখ্যককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি বুদ্ধি-জ্ঞান নেই ? এটা সে জাহান্নাম, যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো। দুনিয়ায় যে কুফরী তোমরা করতে থেকেছো তার ফলস্বরূপ আজ এর ইন্ধন হও।

আজ আমি এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এদের পা সাক্ষ দেবে এরা দুনিয়ায় কি উপার্জন করে এসেছে।

আমি চাইলে এদের চোখ বন্ধ করে দিতাম, তখন এরা পথের দিকে চেয়ে দেখতো, কোথা থেকে এরা পথের দেখা পাবে ? আমি চাইলে এদের নিজেদের জায়গায়ই এদেরকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতাম যার ফলে এরা না সামনে এগিয়ে যেতে পারতো, না পেছনে ফিরে আসতে পারতো।

যে ব্যক্তিকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তার আকৃতিকে আমি একেবারেই বদলে দেই (এ অবস্থা দেখে কি) তাদের বোধোদয় হয় না ?

আমি এ (নবী)-কে কবিতা শিখাইনি এবং কাব্য চর্চা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এ তো একটি উপদেশ এবং পরিষ্কার পঠনযোগ্য কিতাব, যাতে সে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতে পারে এবং অস্বীকারকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এরা কি দেখে না, আমি নিজের হাতে তৈরী জিনিসের মধ্য থেকে এদের জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু এবং এখন এরা তার মালিক। আমি এভাবে তাদেরকে এদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিয়েছি যে, তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর এরা সওয়ার হয়, কারো গোশত খায় এবং তাদের মধ্যে এদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের উপকারীতা ও পানীয়। এরপর কি এরা কৃতজ্ঞ হয় না ? এ সবকিছু সত্ত্বেও এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং এদেরকে সাহায্য করা হবে এ আশা করছে। তারা এদের কোন সাহায্য করতে পারে না বরং উলটো এরা তাদের জন্য সদা প্রস্তুত সৈন্য হয়ে বিরাজ করছে। হ্যাঁ, এদের তৈরী কথা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে এদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কথাই আমি জানি।

মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে ? এখন সে আমার ওপর উপমা

www.pathagar.com

প্রয়োগ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় বলে, 'এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে ?' তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে এদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ জানেন। তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না ? কেন নয়, যখন তিনি পারদর্শী স্রষ্টা। তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়। পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

সূরায়ে আর রাহ্মানের ফযিলত

(১) এ সূরা প্রতিদিন পাঠ করলে ঈমান শক্তিশালী হয়। ইসলামী আইন-কানুন মেনে চলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। পরকালের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়। মানুষ আল্লাহর শোকর গোজার হয়।

(২) এই সূরা নিয়মিত পাঠ করলে কিয়ামতের দিন তার চেহারা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। মহান আল্লাহ তার ওপরো বিশেষ রহ্মত করবেন। এ সূরা তার জান্নাতের সুপারিশ করবে।

(৩) এ সূরা নিয়মিত পাঠ করলে মহান আল্লাহ্ তার কবর আযাব ক্ষমা করে দিবেন। আর কবর আযাব যার মাফ হয়ে যাবে, সে অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হবে।

(৪) এ সূরা পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে সে পানি পান করলে পেঠের পীড়া থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

(৫) এ সূরা পাঠ করে চোখে ফুঁ দিলে আল্লাহর রহমতে চোখের অসুখ ভালো হয়ে যাবে। চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি লাভ করবে।

(৬) এ সূরা পাঠ করে বিচারকের সামনে গেলে বিচারক তার ওপরে সদয় হতে বাধ্য।

(৭) এ সূরা নিয়মিত পাঠকারী কখনো অভাবে পতিত হবে না।

(৮) এ সূরা নিয়মিত পাঠ করলে এই পৃথিবীতেই চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি লাভ করে। বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, এ সূরা পবিত্র কোরআনের অলংকার।

www.pathagar.com

সূরায়ে রাহমান–বাংলা উচ্চারণ

أَعُـوْ ذُبِـالـلّـهِ مِنَ الـشَّـيْـطَانِ الـرَّجِـيْـمِ

بِـسْـمِ الـلّـهِ الـرَّحْـمـنِ الـرَّحِـيْـمِ

اَلرَّحْـمن (١) عَلَّمَ الْقُرْاٰنُ (٢) خَلَقَ الاِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ (٤) اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدنِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (٧) اَلاَّ تَطْغَوْ
فِيْ الْمِيْزَانَ (٨) وَاَقِيْمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ الْمِيْزَانَ
(٩) وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلاَنَامِ (١٠) وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ
وَالرَّيْحَانُ (١١) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (١٣) خَلَقَ
الاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ
مِّنْ نَّارٍ (١٥) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (١٦) رَبُّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِاَيِّ اَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ
(١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِينِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّيَبْغِيَنِ
(٢٠) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤُا

www.pathagar.com

الْمَرْجَانُ (٢٢) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ
الْمُنْشَئتُ فِيْ الْبَحْرِ كَالاَعْلاَمِ (٢٤) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ
(٢٥) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَّيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَللِ
وَالْاِكْرَامِ (٢٧) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٢٨) يَسْئَلُه مَنْ فِي
السَّموتِ وَالْاَرْضِ ط كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ (٢٩) فَبِاَيِّ الاَءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٣٠) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلنِ (٣١) فَبِاَيِّ
الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٣٢) يمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ
اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّموتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْاط لاَ تَنْفُذُوْنَ
اِلاَّ بِسُلْطنٍ (٣٣) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٣٤) يُرْسِلُ
عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ لا وَّنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرنِ (٣٥) فَبِاَيِّ
الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٣٦) فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لاَّ
يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِه اِنْسٌ وَّلاَ جَانٌّ (٣٩) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ
(٤٠) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ
(٤١) فَبِاَيِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ (٤٢) هذه جَهَنَّمُ الَّتِيْ

www.pathagar.com

يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ (٤٣) يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ
(٤٤) فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٥) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه
جَنَّتٰنِ (٤٦) فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٧) ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ
(٤٨) فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٩) فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ
(٥٠) فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥١) فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ
زَوْجٰنِ (٥٢) فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٣) مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى
فُرُشٍ م بَطَاۤئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤)
فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٥) فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لا لَمْ
يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ (٥٦) فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
(٥٧) كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ (٥٩) هَلْ جَزَاۤءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ (٦٠) فَبِاَيِّ
الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦١) وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ (٦٢) فَبِاَيِّ
الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٣) مُدْهَامَّتٰنِ (٦٤) فَبِاَيِّ الاٰءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٥) فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ (٦٦) فَبِاَيِّ الاٰءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٧) فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ (٦٨) فَبِاَيِّ

www.pathagar.com

الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٩) فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ (٧٠) فَبِاَىِّ
الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧١) حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ (٧٢)
فَبِاَىِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٣) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ
جَانٌّ (٧٤) فَبِاَىِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٥) مُتَّكِـئِيْنَ عَلٰى
رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ (٧٦) فَبِاَىِّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
(٧٧) تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ -

সূরায়ে রাহমান–বাংলা উচ্চারণ

(বাংলায় আরবী উচ্চারণ সঠিক হয় না, সুতরাং যারা বাংলায় এ সূরা মুখস্থ করবেন, তারা পরবর্তীতে কোন আলেমের কাছ থেকে উচ্চারণ শুদ্ধ করে নিবেন। নতুবা গোনাহ্‌গার হবেন।)

আউযুবিল্লাহিমিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম।

বিছ্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আর রাহমান। আ'ল্লামাল কুরআন। খালাকাল ইনছান। আ'ল্লামাহুল বা–ইয়ান। আশ্‌শামছু ওয়াল কামারু বিহুছ্‌বান। ওয়ান নাজমু ওয়াশ্ শাজারু ইয়াছ্ জুদান। ওয়াছ্ ছামা–আ রাফাআ'হা ওয়া ওয়া দ্বাআ'ল মিযান। আল্লাহ্ তাত্বগাওফিল মিযান। ওয়া আকিমুল ওয়াযনা বিলকিছতি ওয়া লা তুখছিরুল মিযান। ওয়াল আরদা ওয়া দ্বাআ'হা লিল আনাম। ফিহা ফাকিহাতুওঁ ওয়ান নাখ্‌লু যাতুল আকমাম। ওয়াল হাব্বু যুল আ'ছ্‌ফি ওয়ার রাইহান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান। খালাকাল ইনছানা মিন

www.pathagar.com

ছালছালিন কাল ফাখ্খার। ওয়া খালাকাল জা-ন্-না মিম্ মারিজিম মিন্নার। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। রাব্বুল মাশরিকাইনি ওয়া রাব্বুল মাগরিবাইন। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান।

মারাজাল বাহ্‌রাইনি ইয়াল তাকিইয়ান। বাইনাহুমা বারযা খুল্লা ইয়াবগিয়ান। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ইয়াখরুজু মিনহুমাল লু' লু' ওয়াল মারজান। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ওয়া লাহুল জাওয়ারিল মুনশাআতু ফিল বাহরি কাল আ'লাম। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। কুল্লু মান আলাইহা ফান। ওয়া ইয়াব্‌কা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ইয়াছ আলুহু মানফিছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ, কুল্লা ইয়াওমিন হু-ওয়া ফি শা'ন। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান।

ছানাফ্রুগু লাকুম আইয়ুহাছ ছাকালান। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ইয়া-মা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইন্‌ছি ইনিছ্ তাত্বা'তুম আনতান ফুযু মিন আকত্বারিছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি ফান ফুযু, লা তান ফুযুনা ইল্লা বিসুলতান। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ইউর ছালু আলাইকুম শুওয়া যুম মিন নারিঁও ওয়া নুহাছুন ফালা তানছিরান। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফা ইযান শাক্কাতিছ ছামাউ ফাকানাত ওয়ার দাতান কাদ্দিহান। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফা ইয়াওমাইযিল লা ইউছ্ আলু আ'ন যামবিহি ইনছুঁও ওয়া লা জা-ন্। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ইউ'রাফুল মুজরিমুনা বিছামাহুম ফা ইউ'খাযু বিন নাওয়াছি ওয়াল আকদাম। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান।

হাযিহি জাহান্নামুল লাতি ইউকায্যিবু বিহাল মুজরিমুন। ইয়া তুফুনা বাইনাহা ওয়া বাইনা হামিমিন আ-ন্। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। যাওয়াতা আফ্নান। ফাবি আইয়ি আ-লা-য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফিহিমা মিন কুল্লি ফাকিহাতিন

www.pathagar.com

যাওজান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। মুত্তাকিইনা আ'লা ফুরুশিম বাত্বায়িনুহা মিন ইছ্ তাব্রাক, ওয়া জানাল জান্নাতাইনি দান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফিহিন্না কাছিরাতুত্ব ত্বারফি লাম ইয়াত্ব মিছ হুন্না ইনছুন কাবলাহুম ওয়া লা জা–ন্। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। কা আন্না হুন্নাল ইয়াকুতু ওয়াল মারজান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান।

হাল জাযা–উল ইহ্ছানি ইল্লাল ইহ্ছান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ওয়া মান দুনিহিমা জান্নাতান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। মুদ্ হা–ম্–মাতান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফিহিমা আ'নানি নাদ্বাখাতান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফিহিমা ফাকিহাতুওঁ ওয়া নাখ্লুওঁ ওয়া রুম্ মান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। ফিহিন্না খাইরাতুন হিছান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। হুরুম মাকছুরাতুন ফিল খিয়াম। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। লাম ইয়াত্ব মিছ হুন্না ইনছুন কাবলাহুম ওয়া লা জা–ন্। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। মুত্তাকিইনা আ'লা রাফ্ রাফিন খুদ্‌রিওঁ ওয়া আবকারিই ইন হিছান। ফাবি আইয়ি আ–লা–য়ি রাব্বিকুমা তুকায্যিবান। তাবারাকাছ্মু রাব্বিকা যিলজালালি ওয়াল ইকরাম।

সূরা রহ্মানের বাংলা অনুবাদ

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি

পরম দয়াময় আল্লাহ এই কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। সূর্য ও চন্দ্র একটা হিসেবের অনুসরণে বাঁধা এবং তারকা রাজি ও বৃক্ষতরু-লতা সিজদায় অবনত । আকাশ মন্ডলকে তিনি সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন এবং মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর ঐকান্তিক দাবী এই যে, তোমরা মানদন্ডে বিপর্যয়

www.pathagar.com

সৃষ্টি করো না। সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন কর এবং পাল্লার দাঁড়ি বাঁকা করো না।

পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন। এখানে সবধরনের বিপুল পরিমাণের সুস্বাদু ফল রয়েছে, খেজুর গাছ রয়েছে, এর ফল নরম আবরণে আচ্ছাদিত। নানারকমের শস্য রয়েছে, এতে ভূষিও হয়, দানাও হয়। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ ! তোমরা তোমাদের আল্লাহর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার মনে করবে?

মানুষকে তিনি মাটির ঢিলের ন্যায় শুষ্ক পঁচা-কাদা হতে বানিয়েছেন। আর জ্বিনকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ ! তোমরা তোমাদের আল্লাহর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার মনে করবে? উভয় উদয়াচল এবং উভয় অস্তাচল–সব কিছুরই মালিক ও পরোয়ার দিগার তিনিই। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ ! তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে মিথ্যা মনে করবে?

দুটো সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত হয়। তৎসত্ত্বেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে। যা এরা অতিক্রম বা লংঘন করে না। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ ! তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কুদরতের কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিককে অস্বীকার করবে?

এসব সমুদ্র থেকেই মুক্তা ও প্রবাল বের হয়। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ ! তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কুদরতের কোন্ কোন্ পরপূর্ণতাকে অস্বীকার করবে?

আর এই জাহাজসমূহ তাঁরই, যা সমুদ্রের বুকে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হয়ে রয়েছে। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ ! তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ দয়া-অনুগ্রহকে অবাস্তব মনে করবে ?

এই পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই ধ্বংসশীল এবং কেবলমাত্র তোমার মহীয়ান গরীয়ান রব্ব-এর মহান সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ পরিপূর্ণতাকে মিথ্যা মনে করবে? আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রয়োজন তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে। প্রতিটি মহূর্ত তিনি নবতর কাজে নিরত

www.pathagar.com

থাকেন। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ মহৎ গুণ-গরিমাকে অসত্য মনে করবে?

হে পৃথিবীর দুই বোঝ! অতি শীঘ্রই আমরা তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুরোপুরি কর্ম মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। তখন দেখবো তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ দয়া-অনুগ্রহকে অস্বীকার কর। হে জ্বিন ও মানুষ দল! সক্ষম হও, তবে পালিয়ে গিয়ে দেখাও। কিন্তু না, পালিয়ে যেতে পারো না। কেননা সে জন্য খুব বেশী শক্তি সামর্থের প্রয়োজন। তাহলে তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে তোমরা অবিশ্বাস করবে? পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তোমাদের ওপর আগুনের শিখা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেয়া হবে, তোমরা যার মুকাবিলা করতে পারবে না। কাজেই হে জ্বিন ও মানুষ! তোমারা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ শক্তি-ক্ষমতাকে অসত্য মনে করে অস্বীকার করবে?

অতঃপর কি হবে তখন যখন নভোমন্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার ম ত রক্তবর্ণ ধারণ করবে। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তখন তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ মহাশক্তিকে অমান্য করবে?

সেদিন কোন মানুষ ও কোন জ্বিনকে তার গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না। তখন দেখা যাবে তোমরা উভয় সম্প্রদায় নিজেদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ দয়া-অনুগ্রহ অস্বীকার করবে পারো? অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হবে এবং তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে। সে সময় তোমরা নিজেদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ শক্তি-পরাক্রমকে অসত্য মনে করবে? তখন বলা হবে এটা সেই জাহান্নাম, অপরাধী ও পাপচারীরা যাকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল। সেই জাহান্নাম ও ফুটন্ত টগবগে পানিতে তারা আবর্তন করতে থাকবে। তাহলে তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ শক্তি-পরাক্রমকে অবিশ্বাস করবে?

আর যারা আপন রব্ব-এর সম্মুখে পেশ হওয়ার ভয় পোষণ করে তাদের প্রত্যেকের জন্যই দুটো বাগান রয়েছে। তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে? উভয় বাগানই সবুজ-সতেজ ডাল-পালায় ভরপুর। তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে? দুটো বাগানে দুটো ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান। তোমাদের

www.pathagar.com

রব্ব-এর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে? উভয় বাগানের প্রত্যেকটি ফলের দুটো প্রকরণ হবে।

তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অসত্য মনে করবে? জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে যার আস্তরণ মোটা রেশমের তৈরী হবে। আর বাগানের ডাল-পালা ফলের ভারে ঝুঁকে পড়া থাকবে। তোমরাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

এই নিয়ামতসমূহের মধ্যে লজ্জাবনত নয়না ললনারাও থাকবে। তাদেরকে এই জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বীন স্পর্শও করেনি। তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ দানকে অসত্য মনে করবে। তারা এমনই সুন্দরী, রূপসী, যেমন হীরা ও মুক্তা। তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অসত্য মনে করবে?

শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে? তাহলে হে জ্বিন ও মানুষ ! তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ উত্তম গুণাবলীকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে?

আর সে দুটো বাগান ছাড়াও আরও দুটো বাগান হবে। তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে? ঘন-সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল ও সতেজ বাগান। তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা অস্বীকার করবে? দুটো বাগানে দুটো ধারা ঝর্ণার মত উৎক্ষিপ্তমান। তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ অবদানকে তোমরা অস্বীকার করবে? তাহলে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা না মেনে পারবে? এসব নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে সচ্চরিত্রের অধিকারী সুদর্শনা স্ত্রীগণ।

তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? তাঁবুসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত হুরগণও থাকবে। তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে? এই বেহেশ্তী লোকদের মধ্য থেকে পূর্বে কাউকেও কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করেনি। তোমাদের রব্ব-এর কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অসত্য মনে করবে? তারা সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় এলায়িতভাবে অবস্থান করবে। অতএব তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে অসত্যারোপ করবে? খুবই বরকতময় মহাসম্মানিত ও মাহাত্মপূর্ণ তোমার রব্ব-এর নাম।

www.pathagar.com

মৃত্যু বা তিরোধান

জীব বলতেই বুঝা যায় যে, তা মরণশীল, চাই সে আশ্রাফুল মাখ্লুকাত মানুষ হোক বা গরু বাছুর বা অন্য কোন প্রাণীই হোক না কেন তাকে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাই তো আল্লাহ্ পাক বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ–

(কুল্লু নাফসিন্ জায়িকাতুল মাউত) অর্থ প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অন্যত্র আল্লাহ্ ঘোষণা করেন।

উচ্চারণ ঃ আইনামা তাকূনূ ইয়ূদরিক কুমুল মাউতু, ওয়া লাউ কুন্তুম ফী বুরুজীম মুশাইয়াদাহ্।

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ –

অর্থ ঃ তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই যদিও তোমরা সুরক্ষিত দূর্গে অবস্থান কর। হযরত আদম (আ) হতে অদ্যবধি যত লোক দুনিয়াতে আগমন করেছে তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে। যারা বর্তমান বিদ্যমান আছে তারাও একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে। যারা ভবিষ্যতে আসবে তারাও হযরত আযরাইল (আ)-এর হাত থেকে মুক্তি পাবে না। ধনী হোক গরীব হোক সকলকেই মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অনেক কিছুই আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু মৃত্যু হতে বাঁচার কোন পদ্ধতি কেউ বের করতে পারেনি আর পারবেও না। কথায় বলে "শেষ ভাল যার সব ভাল তার" তাই যে ব্যক্তি জীবন সায়াহ্নে ঈমানের সাথে ইহধাম ত্যাগ করতে পারবে, তার জীবন হবে মঙ্গলময় ও কল্যাণকর খোদাভীরু ব্যক্তিদের সাধারণত মৃত্যু কালে ঈমান নসীব হয়ে থাকে। আর বদকারদের সাধারণত ঈমান নসীব হয় না। তবে মৃত্যুর পূর্বে যদি তার ওতবা করেন তবে আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। কেউ বলতে পারবে না তার মৃত্যু কখন এসে যাবে। তাই সর্বদাই মৃত্যুকে স্মরণ রাখা

www.pathagar.com

উচিত। আর মৃত্যুর কথা সর্বদা মনে থাকলে মানুষ কখন অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে পারে না। এ কারণেই তো প্রিয় নবী (স) ইরশাদ করেছেন-

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ -

আকছিরু জিরকা হা-জিমিল লাজ্জাত আল-মাউতু।

অর্থ ঃ সকল স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর। আর যে ব্যক্তি সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করে তাকে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয় (১) মৃত্যুর পূর্বে তার তওবা নসীব হয়। (২) সে ব্যক্তি অল্প সম্পদেই তুষ্ট থাকে (৩) তাকে ইবাদত বন্দেগীতে আকৃষ্ট করে বা তার ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটাতে ভাল লাগে।

আল্লাহভীরু লোকের মৃত্যু

যখন কোন নেককার বান্দার পৃথিবীর আয়ূকাল শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে ব্যক্তির নাম মালাকুল মউত বা মৃত্যু ঘটানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের সর্দারের কাছে গিয়ে বলেন আমার অমুক বান্দা আমার পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে তাকে দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশ হতে আমার কাছে নিয়ে এস।

আদেশ শ্রবণ মাত্র মালাকুল মউত পাঁচশত ফেরেশতার এক বহর সহ জান্নাতী কফিন ও সুগন্ধি যুক্ত ফুলের তোড়া নিয়ে সে ব্যক্তি শিয়রে উপস্থিত হন। তার চোখের সম্মুখে বেহেশতের শান্তি তুলে ধরেন। বেহেশ্‌ত দেখা মাত্র ঐ ব্যক্তির জান তথায় যাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে। আর মালাকুল মউত অত্যন্ত আসানীর সাথে তার দেহ হতে জান কে আলাদা করে ফেলেন। মনে হয় যেন সে মায়ের বুকের দুগ্ধ পান করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে আকাশে নিয়ে যান। তার ওফাতে পৃথিবীর ঐসকল স্থান কাঁদতে থাকে যেখানে সে ইবাদত করেছিল।

রুহ আল্লাহর দরবারে গিয়ে সিজদাবনত হয় এবং সাথে সাথেই আল্লাহ্‌ তার ঠিকানা জান্নাত নির্ধারণ করে তাঁকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেন।

আল্লাহদ্রোহী লোকের মৃত্যু

যখন কোন খোদাদ্রোহী লোকের দুনিয়ার আয়ুকাল শেষ হয়ে আসে তখন আল্লাহ্‌ তায়ালা মালাকুল মউতকে ডেকে বলেন, আমার ঐ দুশমনকে

www.pathagar.com

জিঞ্জিরা বন্ধ করে নিয়ে আস। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই হুকুম তামীলের জন্য মালাকুল মঊত্ত ভয়ংকর রূপ ধারণ কারী পাঁচশত ফেরেশতাসহ ঐ বদকারের সম্মুখের এসে উপস্থিত হবেন। যাদের রূপ দেখলে এমনিতেই মানুষের হৃদয় শুকিয়ে যায়। আর তাদের হাতে থাকে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা নির্মিত বিরাট কন্টক যুক্ত লৌহ দণ্ড তারা তা দ্বারা ঐ বদকারকে সজোরে আঘাত করবে। আর এ আঘাতের কারণে সে বারবার জ্ঞান হারা হয়ে পড়বেন। এমনিভাবে রুহকে একবার পায়ের গোড়ালীতে আটক করে ভয়ানক শাস্তি দেয়া হবে। আর এ রুহ কবজের সময় তার এত কষ্ট হবে যেমনটি হয় জবেহ্ না করে ছাগল হতে চামড়া ছাড়ান হলে-আমরা আল্লাহর কাছে এ ভয়ানক শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে তোমার নিরাপদ আশ্রয় দান কর। আমীন!

একটি কথা

মৃত্যুর সময় নেককার বান্দাদের শান্তি আর বদকারদের ভয়ানক শাস্তি জাগ্রত মানুষেরা অনুভব করতে পারবে না। যেমনিভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্ন জাগ্রত ব্যক্তিগণ আঁচ করতে পারে না।

মৃত্যু শয্যায় যা করণীয়

যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয় তখন তার কাছের ব্যক্তিদের উচিত তার পাশে বসে সূরায়ে ইয়াসীন তেলাওয়াত করা এবং উচ্চস্বরে কালেমা পড়া যাতে করে সে তা শুনে নিজে নিজে কালেমা পড়ে নেয় তবে পড়ার জন্য তলকীন যাবে না। কেননা যদি সে না বুঝে অস্বীকার করে ফেললে তবে তো বেঈমান হয়ে ইহধাম ত্যাগ করতে হবে। কাজেই পড়ার জন্য তলকীন না দিয়ে তার পাশে বসে উচ্চস্বরে কালেমা পাঠ করতে হবে। আর সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করলে যদি তার শাস্তি হতে থাকে তবে উহাতে সূরায়ে ইয়াসিনের তোলাওয়াতের কারণে শাস্তি কিছুটা হ্রাস করা হয়।

প্রাণ বের হয়ে গেলে সর্ব প্রথম তার চোখগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। মুখ যেন হা করে না থাকে সে জন্য মাথা হতে চিবুকের সাথে একটি কাপড় পেঁচিয়ে বেঁধে দিতে হবে। হাত ও পা সোজা করে দিতে হবে। পায়ের পাতাদ্বয়ের মাঝে যেন ফাঁকা না থাকে সেজন্য উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে একসাথে কিছু দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। সমস্ত শরীর একটি চাদর দ্বারা আবৃত করে দিবে।

www.pathagar.com

মৃত ব্যক্তির গোসল

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া জীবিতদের উপর ফরজে কেফায়া এবং পুরুষের গোসল পুরুষে আর মেয়েদের গোসল মেয়েরা দিবে এবং গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কাছের আত্মীয়রাই উত্তম। যদি তাদের মধ্যে গোসল দেয়ার মত কেউ না থাকে তবে যে কোন একজন দ্বীনদার ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির গোসল দিবে।

গোসল দেয়ার পদ্ধতি

প্রথমত মৃত ব্যক্তিকে একটি কাঠের খাটি বা অন্য কোন উঁচু বস্তুর উপর রাখবে। এরপর তার চতুর্দিকে কাপড় বা অন্য কিছু দ্বারা ঘিরে ফেলবে, যাতে করে ভিতরে কি হচ্ছে তা অন্য কেউ বুঝতে না পারে। যদি গোসলখানায় গোসল দেয়া হয় তবে অতিরিক্ত পর্দা দেয়ার প্রয়োজন নেই। আর ঐ পর্দার অন্তরালে গোসলদাতা ও সাহায্যকারী এ দু'জন ব্যতীত আর কেউ থাকবে না খাটের চারিদিকে আগর বাতি জালিয়ে দেয়া ভাল।

এরপর মৃত ব্যক্তির সকল কাপড়-চোপড় তার শরীর থেকে খুলে ফেলতে হবে। নাভী হতে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত অন্য একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। অতঃপর হাতে কাপড় পেঁচিয়ে ঢিলা ও পানি দিয়ে মৃত্যের ইস্তে া করিয়ে দিতে হবে। এ সময় ভুল ক্রমেও সতরের দিকে তাকান যাবে না। বস্ত্রহীন হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শও করা যাবে না। এরপর মৃত ব্যক্তিকে অজু করিয়ে দিবে তবে নাকে ও মুখে পানি প্রবেশ করাবে না, ভিজা কাপড় দ্বারা মুখের ভিতর ও নাক মুছে পরিষ্কার করে দিবে, ওজু করানোর সময় প্রথমে মুখমণ্ডল এরপর ডান হাত ও পরে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। অতঃপর মাথা মাছেহ্ করাতে হবে। এরপর আগে ডান পা ও পরে বাম পা ধোয়াতে হবে।

এরপর বড়ই পাতা দিয়ে গরম করা পানি নিয়ে গোসল করাতে হবে। বড়ই পাতা না থাকলে অন্য কোন ঔষধ বা শুধু গরম পানি দিয়েই গোসল করাবে। গোসলের পূর্বে নাকে ও কানে কিছু তুলা দিয়ে আটকে দিতে হবে যাতে করে পানি ঢুকতে না পারে। (যদি কার ঋতুবর্তী বা নিফাস বা ফরজ গোসল থাকাকালীন মৃত্যু হয় তবে তার নাকে ও মুখে পানি পৌছাতে হবে) এরপর মাথার চুল ও দাড়ি সাবান দ্বারা ভালভাবে ধৌত করাতে হবে। এরপর

www.pathagar.com

মৃত ব্যক্তিকে বাম কাতে শুইয়ে দিয়ে ডান পার্শ্বে তিনবার বা পাঁচবার পানি ঢেলে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। এরপর ডান কাতে শুইয়ে দিয়ে পূর্বের ন্যায় বাম পার্শ্বে পানি ঢেলে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। এরপর মৃত ব্যক্তিকে নিজের সাথে বা অন্য কোন কিছুর সাথে সামান্য হেলান দিয়ে বসিয়ে আস্তে আস্তে পেটে চাপ দিবে, যাতে করে পেটের ভিতর কোন কিছু থাকলে তা যেন বের হয়ে যায়। যদি কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে ফেলবে। এতে করে নতুন অজু করানোর প্রয়োজন হবে না। এভাবেই গোসলের কাজ সমাধা হয়ে যাবে।

গোসলের পর শুকন কাপড়ের মাধ্যমে সমস্ত শরীর ভালভাবে মুছে ফেলতে হবে। এরপর মৃত ব্যক্তির মাথা, কপাল, দাড়ি, নাক উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু ও পায়ের তালুতে আতর বা কর্পুর লাগিয়ে দিতে হবে।

একটি জ্ঞাতব্য

যদি কোন অঙ্গ যথা হাত, পা, মাথা, ইত্যাদি পাওয়া যায় তবে গোসল ছাড়াই তা দাফন করে দিবে। তদ্রূপ যদি মাথা বিহীন শরীরের অর্ধেক বা তার চেয়ে কম পাওয়া যায় তবে তাও বিনা গোসলে দাফন করতে হবে। আর যদি মাথাসহ অর্ধেক বা মাথা ছাড়া অর্ধেকের কম পাওয়া যায় তবে তাকে গোসল ও কাফন দাফন করতে হবে এবং তার জানাজার নামাযও পড়া হবে। যদি কোন মৃত্যের পরিচয় পাওয়া না যায় যে, সে মুসলমান না কাফের এবং তার শরীরে যদি এর কোন চিহ্নও না পাওয়া যায় তখন তাকে যদি দারুল ইসলাম বা ইসলামী এলাকায় পাওয়া যায় তবে তাকে গোসল ও কাফন দাফন করে তার জানাজার নামাযও আদায় করতে হবে। আর যদি তাকে দারুল কুফুর বা কাফেরদের এলাকায় পাওয়া যায় এবং সে মুসলমান না কাফের তা যদি সনাক্ত করা না যায় তবে তাকে গোসল ও কাফন দাফন করতে হবে না এবং তার জানাজার নামাযও পড়া হবে না।

কাফন

মৃত্যুর পর যে কাপড় পরায়ে মানুষকে কবরস্থ করা হয় তাকেই কাফন বলা হয়। পুরুষের কাফনে সাত হতে সাড়ে সাত গজ কাপড়ের প্রয়োজন হয়। আর মহিলাদের দশ হতে সাড়ে দশ গজ কাপড়ের জরুরত হয়।

www.pathagar.com

পুরুষের কাফন

পুরুষের কাফনের ৩টি কাপড়ের প্রয়োজন হয় (১) চাদর, এর দৈর্ঘ হবে সাড়ে চার হাত। এর দ্বারা পা হতে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়া হবে। (২) ইযার, এর মাথা হতে পা পর্যন্ত হবে। এর দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত হবে। (৩) জামা বা কোর্তা ইহা সেলাই বিহীন হওয়া আবশ্যক। এতে আস্তিন বা কল্লি কিছুই থাকবে না। শুধু মাঝখানে মাথা ঢুকানোর জন্য একটু ছিড়া থাকবে। কোর্তা দ্বারা গলা হতে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢাকতে হবে। এর দৈর্ঘ্য হবে ছয় হাত।

মেয়েদের কাফন

মেয়েদের কাফনের জন্য পাঁচটি কাপড় হওয়া জরুরী। ১। চাদর। এর দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে চার হাত (২) এর, ইহার দৈর্ঘ্য হবে সাড়ে তিন হাত। (৩) কোর্তা, এর দৈর্ঘ্য হবে ছয় হাত। মাঝখান দিয়ে মাথা প্রবেশ করানোর জন্য ফাড়া থাকতে হবে। (৪) মাথা বন্দ বা উড়না। এটা দৈর্ঘ্যে তিন হাত হবে এবং প্রস্থে দেড় হাত বা তার চেয়ে সামান্য বেশি। এরদ্বারা মহিলাদের মাথা ও চুল বেঁধে চুলগুলো বুকের উপর দিয়ে দিতে হবে। (৫) সিনাবন্দ এটা বগল হতে উরু পর্যন্ত লম্বা হতে হবে এবং প্রস্থে চাদরের মতই হবে। এটা দিয়ে বুক ও স্তন বাঁধতে হবে।

বিঃ দ্রঃ যদি কোন কারণ বশতঃ পুরুষের জন্য তিনটি কাপড় ও মেয়েদের জন্য পাঁচটি কাপড় পাওয়া না যায় তবে যতটুকু পাওয়া যাবে তার দ্বারাই কাফন দিলেই যথেষ্ট হবে।

শিশুর কাফন

যদি কোন বাচ্চা জীবিত জন্ম নিয়ে পরে মারা যায়, তবে তার নাম রাখতে হবে, তাকে কাফন দাফন করতে হবে ও তার জন্য জানাযার নামায পড়তে হবে।

আর যদি শিশু মৃত জন্ম হয় তবে তাকে কাপড় পেঁচিয়ে দাফন করবে তার জানাযা পড়া হবে না, নিয়মানুযায়ী তাকে তিনটি কাপড়ও পড়ান হবে না। তদ্রুপ যদি কার অকাল গর্ভপাত এবং কোন অংগ যথা, মাথা, হাত, পা ইত্যাদি প্রকাশ না পায় তবে তাকে নামকরণ করতে হবে না। নিয়মানুযায়ী কাফন ও জানাযা পড়া হবে না।

www.pathagar.com

জানাজার নামায

মৃতের প্রতি জীবিতদের শেষ দায়িত্ব হল তার নামাজে জানাজা পড়ে তাকে কবরবস্থ করা। মৃতের জন্য নামাজে জানাযা ফরজে কেফায়াহ্। যদি কোন একজন তা আদায় করে দেয় তবে সকলের পক্ষ হতে এটা কোন একজন তা আদায় করে দেয় তবে সকলের পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে যাবে, আর যদি কেউ না পড়ে তবে সকলেই গোনাহগার হবে। জানাযার নামাযের অর্থ হল মৃতের জন্য দোয়া করা। তাই সকলেই উচিত জানাযায় শরীক হওয়া।

জানাযার নামাযের শর্ত

জানাযার নামাযের জন্য শর্ত হল-(১) জায়গা পাক হওয়া (২) কাপড় পাক হওয়া (৩) সতর ঢাকা (৪) কেবলামুখি হওয়া (৫) মৃত ব্যক্তি পুরুষ না মহিলা তা জেনে নিয়ত করা, (৬) ইমাম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (৭) মাইয়েত মুসলমান হওয়া (৮) শবদেহ পবিত্র হওয়া (৯) কাফন পবিত্র হওযা (১০) মৃতের খাট মাটির উপর থাকা, (১১) মৃতের সতর ঢাকা থাকা।

জানাযার ফরজ ওয়াজিব ও সুন্নতের বর্ণনা

এর ফরজ মাত্র দুটি-(১) দাঁড়িয়ে জামাজ আদায় করা (২) চার তাকবীর বলা।

জানাযার নামাযের ওয়াজিব হল॥মৃতের জন্য দোয়া করা।

জানাযার নামাযের সুন্নত হল-(১) ছানা পড়া (২) দরূদ পড়া (৩) দোয়া পড়া।

যে সকল লোকের জানাযা অবৈধ

(১) কোন কাফের বা মুশরিক যদি ঈমান না এনে মারা যায় (২) ডাকাত যদি ডাকাতির অবস্থায় মারা যায় (৩) ন্যায় বিচারক মুসলিম বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকালে মারা গেলে। (৪) যে সন্তান পিতা বা মাতার হত্যার অভিযোগে নিহত হয়েছে (৫) যে আত্মহত্যা করে। এদের জানাযার নামায এজন্য পড়া অবৈধ যেন অন্যান্যরা এটা দেখে এ সকল অসৎ কাজগুলো ছেড়ে দেয়। আর যদি একান্তই এদের জানাযা পড়তে হয় তবে সে এলাকার বড় আলেম তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবেন।

www.pathagar.com

তদ্রূপ যদি কোন ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি মৃত্যবরণ করে তবে তারা জানাযায়ও বড় আলেমগণ অংশ গ্রহণ হতে বিরত থাকবেন।

জানাজার নামাযের নিয়ত

প্রথমে নিয়ত করতে হবে নিয়ত নিম্নরূপ-ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুআন উআদ্দিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবাআ তাকবিরাতি ছালাতিল জানাযাতি ফারজিল কিফায়াতি আচ্ছানাউ লিল্লাহি তায়ালা ওয়াছ ছালাতু আলা ন্নাবিয়্যি ওয়াদ দোয়াউ লি হাজাল মায়্যিতি ইকতাদাইতু বিহাজাল ইমাম মুতাওয়াজজিহান ইলা জিহাতিল কাবা'তিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এরপর ১ তাকবীর বলে ছানা পড়তে হবে। ছানা এই-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ -

উচ্চারণ ঃ সুবাহা-নাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারা কাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লাছানাউকা ওয়ালাই-লাহা গাইরুকা।

এরপর তাকবীর বলে দরূদ শরীফ পড়তে হবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ

www.pathagar.com

عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা ওয়া সাল্লামতা ওয়া বারাকতা ওরাহিমতা ওয়া তারাহ্হামতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। এরপর তাকবীর বলে এই দোয়া পড়বে.(যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা মহিলা হয়)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا-وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَه مِنَّافَاَحْيِه عَلَى الاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّه عَلَى الاِيْمَانِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলি হায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনচানা আল্লাহুম্মামান আহয়াইতাহু-মিন্না ফাআহ্য়িহী আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান।

এরপর তাকবীর বলে প্রথমে ডান দিকে ওপরে বাম দিকে সালাম ফিরাবে।

আর যদি মাইয়েত অপ্রাপ্ত ছেলে হয় তবে এ দোয়া পড়তে হবে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আলহুলানা ফারাতান ওয়াজ আলহুলানা আজরান ওয়া জুখরানওয়াজ আল হুলানা শাফিআন ওয়া মুশাফফা আ।

www.pathagar.com

আর যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে হয়ে তবে এ দোয়া পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً –

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আলহালানা ফারাতান ওয়াজ আলহা লানা আজরান ওয়াজুখরানওয়াজ আলহা-লানা শাফিআতান ওয়া মুশফাফা আহ্।

জানাযা শেষে চারজনে খাটিয়া ধরে কবরস্থানে নিয়ে যাবে এবং মাইয়েত কে কবরে না দেয়া পর্যন্ত কেউ বসতে পারবে না। লাশ কবরে রাখার সময় এ দোয়া পড়তে হবে

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ –

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ্।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামের উপর ও তাঁর প্রেরিত দূতের ধর্মের উপর রাখছি এবং লাশ কবরে রেখে কবরের উপর বাঁশ ও চাটাই দিয়ে মাটি দেয়া আরম্ভ করবে। উপস্থিত সকলেরই তিন মুষ্ঠি করে মাটি কবরে দেয়া মুস্তাহাব।

প্রথম মুষ্ঠি দেয়ার সময় পড়তে হবে-- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ

(মিনহা খালাক্বানা কুম) দ্বিতীয় মুষ্ঠি দেয়ার সময় পড়তে হবে-- فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

(ওয়াফিহা নুইদুকুম)–তৃতীয় মুষ্ঠি দেয়ার সময় পড়তে হবে।

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى –

(ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা)

পূর্ণ দোয়াটির অর্থ ঃ এমাটি হতেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং এ মাটির ভিতরই আমি পুনরায় আনবো এবং এ মাটি থেকেই আমি তোমাদের পুনরায় সৃষ্টি করব।

www.pathagar.com

কবর যিয়ারত

কোন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে এ দোয়া পাঠ করতে হয়।

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْكُبُوْرِ-

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লালকুবূর।

অর্থ ঃ হে কবর বাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তিবর্ষিত হোক। এরপর কবর যিয়ারতের নিয়ত থাকরে দাঁড়িয়ে সর্ব প্রথম এ দোয়া পড়বে-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الدِّيَارِمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَنَااِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَاوَلَكُمُ الْعَافِيَةَ -

উচ্চারণ ঃ আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌তালদিয়ারি মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লাহিকুনা নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ্।

এরপর দরূদ শরীফ, সূরায়ে ফাতেহা, ইখলাছ, নাছ, ফালাক, কাফিরুন ইয়াসিন, ও সূরায়ে মূলক ইত্যাদি সূরা এবং কোরআনের অন্যান্য আয়াত যতটুকু সম্ভব হয় তিলাওয়াত করে তার ছওয়াব তাদের রুহের মাগফিরাতের জন্য দান করে দিবে। যদি কেউ ইচ্ছে করে তবে হাত উঠিয়ে স্বীয় মনোবাঞ্ছা আল্লাহর কাছে বলতে পারে, তবে কবরস্থানে হাত না উঠিয়ে দোয়া করাই ভাল।

এছাড়াও নফল নামায, রোযা ক্ষুধার্তকে অন্ন দান মসজিদ ও মাদ্রাসায় দান করার মাধ্যমেও মৃতের জন্য ছওয়াব রেসাী করা যায়। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে তার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

www.pathagar.com

কিছু নিয়ম-নীতি

ওস্তাদের কাছ থেকে আদেশ নেওয়া

ওস্তাদ ব্যতীত কোন নতুন শিক্ষার্থীর জন্য যে কোন কাজে সাফল্য লাভ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এই রকমের সম্মানিত বিদ্যা কেউ যদি নিজের আয়ত্বে আনতে অথবা শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে তখন ঐ ব্যক্তির উচিত কোন কামেল ওস্তাদের কাছে গিয়ে এই বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তা আমল করার জন্য আদেশ বা অনুমতি নিতে হবে। ওস্তাদ যেভাবে শিক্ষাদান করাবে ঠিক সেভাবেই আমল করতে হবে, কোনভাবেই একটুও পার্থক্য করা যাবে না। সকল সময় বিশ্বাস করবে যে, ওস্তাদ যা শিক্ষা প্রদান করেছে তাই হক আর এই শিক্ষার মাঝে কোন রকম সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। ওস্তাদের শিক্ষাকে যদি আসল শিক্ষা মনে করা যায় তা হলেই খুব তাড়াতাড়ি ফায়দা হাসিল হবে এবং আপনার এই শিক্ষা কোনদিনও বিফলে যাবে না। আর যদি অনুমতি ব্যতীত এবং পথ নির্দেশ ছাড়া যে-কোন আমলকারী যত চেষ্টা করেই আমল করে থাকুক না কেন; আমল করতে যত রকমের শর্ত মেনে চলা হয় তারপরেও কোন রকম সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে না।

এই ধরনের কারণে আমলকারী আমল করতে গিয়ে নানা রকম সমস্যার মাঝে পড়ে, তখন সেই ব্যক্তি পাগলের মত এদিক সেদিকে ঘুরতে থাকে। পরিশেষে কোন আমলেই তার কোন কার্য সাধন হয় না।

রোযা পালন করতে হবে বেশি করে, একেবারে কম করে খাবার খাওয়া, হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা, সত্য কথা বলা

হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে যে, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, "তোমাদের খাবারকে তোমরা পাক-পবিত্র রাখবে, তাহলেই তোমাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হবে"।

অন্য এক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "শুধুমাত্র এক লোকমা হারাম খাদ্য কারও পেটে পড়লে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না এবং তার অন্তরে ক্ষতের সৃষ্টি হবে"। আকাবারে দ্বীন বলিয়াছেন যে,

www.pathagar.com

খুশু-খুযুর সঙ্গে একাগ্রচিত্ত হতে হবে তা না হলে পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর মিথ্যা কথা বলা হতে অবশ্যই বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে তার জবানের তাছির কমে যায়। আমলকারী ব্যক্তি অবশ্যই রোযা রাখাও জরুরী।

হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "রোযাদার ব্যক্তির দোয়া কখনও বিফলে যায় না।" আমল শুরু করার পূর্বে সদকা দেয়া উত্তম। এই সদকার ফলে কাজে সফলতা অর্জন করার সম্ভাবনা থাকে বেশি। এর কারণ অভাবীদের সন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের ভান্ডার প্রসারিত হয়। সদকা দাতা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হয়।

জালালী ও জামালী পশু এবং

মাকরূহ্ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা

আমল আরম্ভ করার আগে জালালী ও জামালী উভয় প্রকার প্রাণী পরিত্যাগ করা খুবই জরুরী। জালালী শ্রেণীর প্রাণী হল–গোশ্ত, মাছ, ডিম, মধু, মেশক ও শামুকের চুন আর জামালী শ্রেণীর প্রাণী হল, তেল, দুধ, দই ইত্যাদি। আর মাকরুহগুলো হলো–পেঁয়াজ, রসুন অথবা যে সব খাবার দূর্গন্ধযুক্ত যা খাবার ফলে দূর্গন্ধের ঢেকুর উঠে।

হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খাবে সেই ব্যক্তি যেন আমাদের মসজিদে উপস্থিত না হয়, কারণ ফেরেশ্তাগণ দূর্গন্ধ পেলে খুব কষ্ট পান।' যদি কোন কিছু পাঠ করার সময় মুখ হতে দূর্গন্ধ বের হয় তাহলে নিযুক্ত ফেরেশতা পেরেশান হয়ে বদদোয়া করতে থাকে। ফলে উপকার না হয়ে তার বিপরীত হয়ে থাকে।

পাক-পবিত্র শরীর, পোশাক ও জায়গা

আমলকারী সকল সময় পাক-পবিত্র অবস্থায় থাকা উচিত। আমল করা বা তাবীজ লিখার সময় অযূ বা গোসল ছাড়া তাবিজ লিখা শুরু করা ঠিক হবে না। সব সময় কাপড়, শরীর পাক-পবিত্র রাখার চেষ্টা করবে। কাপড়ের পবিত্রতার জন্যে তাদের অন্তরও পবিত্র থাকে। আমল যেখানে বসে করবে, সেই জায়গাটিও পাক-পবিত্র হতে হবে। সেই রাস্তা বা পথে যেন সাধারণ চলাচল না করে। যে জায়গায় বসে আমল করবে সেই স্থানটি সুগন্ধযুক্ত করে নিবে। মাটিতে কোন পাটি বা চাটাই না বিছানই সবচেয়ে উত্তম। এর ফলে বিনয়ের মাত্রা বেশি প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিনয় পছন্দ করেন। আমলকারীর নির্জন স্থানটি অন্ধকার হলে আরও বেশি ভাল হয়।

দোয়া কবুল হওয়ার ভাল সময়

হাদীস শরীফে বর্ণনা করা আছে যে, 'শেষ রাতে, সুবহে সাদিক, সূর্যোদয়ের সময় ও বৃষ্টির সময় দোয়া কবুল হয়।" আর জ্যোতিষীগণ নির্ণয় করেছেন শুভ

www.pathagar.com

মুহূর্ত, অশুভ মুহূর্ত, নক্ষত্রের প্রভাব, ঊর্ধ্ব ও নিম্নগামিতা এবং সংকট বা বিপদ মুহূর্ত ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ যেমন-চন্দ্র মুহূর্তে প্রেম-ভালবাসার তাবীজ ও শনির মুহূর্তে শত্রুতার তাবীজ লিখবে।

আমলকারীর নির্জন স্থানে বসবাস

আমলকারী যখন আমল করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করবে তখন প্রথম হতেই নির্জনে বসবাস করার জন্য জায়গা নির্ধারিত করবে। সাধারণ স্ত্রীলোক ও বালিকাদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকবে। কারণ, তাদের সাথে মহব্বতের সম্ভাবনা থেকে যায়, এর ফলে তাদের অন্তরের ভেতরে কলুষতার সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ্র প্রতি অন্তরে একাগ্রতা থাকে না।

আমলের ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা এবং আমল ত্যাগ না করা

আমলকারী যাতে সামান্য কিছু তাছির দেখে তার আমল ছেড়ে না দেয়, পূর্বের মতই আমল করতে থাকবে। এমনকি তার আমলে যদি কোন ফলাফল নাও দেখে তারপরে আমল ত্যাগ করা ঠিক হবে না। এজন্য যেন সে মনের আশা ছেড়ে না দেয় এবং এমন ধারণাও যাতে না করে যে, এমনভাবে আমল করলাম তারপরেও কোন সফলতা অর্জন করতে পারলাম না। বৃথা সময় নষ্ট করে কোন মূল্য নেই। মনে রাখবে অনেক সময় নিজের অসতর্কতা ও অবহেলার জন্য আমল করতে গিয়ে ভুল থাকার কারণে ফলাফল প্রকাশ হয় না। এরপরও এই আমলে ব্যর্থ হবে না, একটু দেরিতে ফলাফল পাওয়া গেলে তা আরও বেশি শক্তিশালী এবং মজবুত হয়।

আমল করার পূর্বে এবং শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করবে

আমল ও তাবিজ লিখার পূর্বে এবং শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করা অবশ্যই কর্তব্য। বর্ণনা করা হয়েছে যে, দরূদ শরীফ পাঠ না করা পর্যন্ত বান্দার দোয়া আল্লাহ্র কাছে কবুল হয় না।

হযরত সুলায়মান দারানী মহান মাশায়েখগণ হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন প্রকার প্রার্থনা করতে হলে প্রার্থনার আগে ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই দরূদ শরীফ কবুল করবেন।

www.pathagar.com

কোরআন শরীফের সূরাসমূহের নক্‌শার দ্বারা বিভিন্ন আমল ও তদবীর

বিস্‌মিল্লাহ্‌র ফযিলত

বর্ণনা করা আছে যে, যখন বিস্‌মিল্লাহ নাযিল হল তখন এর ভয়ে পাহাড় কেঁপে উঠেছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দোযখের দায়িত্বশীল উনিশজন ফেরেশতাদের আযাব থেকে নাজাত পেতে চায়, সে যেন বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করে। কারণ বিসমিল্লাহ্ এর মধ্যে উনিশটি হরফ আছে, এই উনিশটি হরফের বিনিময়ে একজন করে ফেরেশতার আযাব থেকে মুক্তি পাবে।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিসমিল্লাহ যখন হযরত আদম (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল, তখন আকাশের সম্পূর্ণ মেঘ পূর্ব দিকে চলে যায় এবং ঝড় হওয়া থেকে যায়। আর নদীর স্রোত বন্ধ হয়ে যায়, পশু বাধ্যগত হয়, শয়তানকে আসমান থেকে বের করে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমার সম্মান ও মর্যাদার কসম, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ মনে যে কোন রকমের অসুখে আমার নাম নিবে আমি তাকে বরকত দান করব"।

উলামাগণ বলিয়াছেন যে, যে-কোন সমস্যায় পড়লে দৈনিক ৭৮৬ বার বিসমিল্লাহ্ পাঠ করিলে সমস্যা কেটে যাবে এবং মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হবে। ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি যে-কোন সৎ উদ্দেশ্যে ১,৫০০ বার বিসমিল্লাহ্ পাঠ করলে তার সেই সৎ উদ্দেশ্য সফল হবে। রুযি বৃদ্ধির জন্য ফজরের নামাযের পরে নদীর কিনারাতে বসে ১২,০০০ বার ও মাগরিব নামাযের পরে ১২,০০০ বার বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করবে। এই আমলের আগে গোশত খাওয়া পরিত্যাগ করা জরুরী। বৃহস্পতিবার রোযা রাখিয়া খোরমা দ্বারা ইফতার করবে। এরপর মাগরিব নামাযের পরে ১২১ বার বিসমিল্লাহ পাঠ করিবে। অতঃপর এশার নামাযের পর রোযার নিয়্যতে নিদ্রা যাবে, এর ফলে শাসকের সন্তোষ লাভ, সম্পদ বৃদ্ধি, পদ মর্যাদা লাভ হবে। সকাল হয়ে গেলে অর্থাৎ শুক্রবারের ফজরের নামাযের পরে ১২১ বার বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে। জাফরান গোলাপ পানি আম্বর দিয়ে নিচের নিয়মে বিসমিল্লাহ্ লিখবে।

ب س مـ ال ه ا ل ر ح مـ ا ن ا ل ر ح ی مـ

এই আমল যেই পুরুষ বা মহিলা করবে, সেই ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে এবং সকলের অন্তরে তার প্রতি সম্মান জাগবে।

আলেমগণ বলেছেন ১০১ বার বিসমিল্লাহ লিখে ফসলের ক্ষেত বা বাগানে পুতে রাখলে সেই ক্ষেত বা বাগান সবুজ শ্যামল থাকিবে এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হবে।

কাগজে যদি الرحمن নামটি ৫০০ বার লিখে ১৫০ বার বিসমিল্লাহ পড়ে তাতে ফুক দেয়, এরপর তা নিজের কাছে রাখে, তাহলে মানুষের কাছে সম্মানিত হবে আর এই কারণে শাসক তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিবেন। যে-কোন ধরনের বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকবে।

যেই ব্যক্তি এই الرحيم নামটি কাগজে ১৯০ বার লিখে তার সঙ্গে রাখবে, যদি সে কিছুটা সতর্ক থাকে তাহলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুলি ও তলোয়ারে আঘাত হতে নিরাপদ থাকবে।

কোন জালিম শাসকের সামনে ৫০ বার বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়িয়া শাসকের উপর ফুঁক দিলে জালিম নরম দিল হবে, তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাকে সম্মান করবে। কোন জালিম শাসকের নিকটে যাওয়ার আগে কলমের কালি দিয়ে নিজের কপালে বিসমিল্লাহ লিখলে শাসক তার সঙ্গে খুব সম্মানের ব্যবহার করবে।

নিচের বিসমিল্লাহ্‌র নকশাটি তার নিকটে রাখলে দুশমন তার কাছে নত থাকবে ঃ

٧٨٦

٢٦٣	٢٥٨	٢٦٥
٢٦٤	٢٦٢	٢٦٠
٢٧٥	٢٦٦	٢٦١

www.pathagar.com

সূরা ফাতিহার ফযিলত

সূরা ফাতিহার খুবই ফযিলত ও মর্যাদা রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহাসহ, সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস নিদ্রা যাবার পূর্বে পাঠ করবে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু ছাড়া সাধারণ বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকবে"।

তিনি অন্যত্র আরও বলেছে যে, "উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) সব ধরনের ব্যথা ও রোগের শেফা স্বরূপ"।

আর আলেমগণ বলেয়ছেন যে, যদি কেউ অসুস্থ্য হয় তাহলে সেই অসুস্থ্য ব্যক্তির গায়ে হাত রেখে সূরা ফাতিহা ১ বার এবং নিচের দোয়াটি ৭ বার পাঠ করে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর মেহেরবানীতে খুব শীঘ্রই সেই ব্যক্তি সুস্থ্য হবে। দোয়াটি হল এই ঃ

اللهم اذهب مني سوء ها اجد وفحشه
بدعوة المليك المبارك كلمين عندك ـ

আর যেই ব্যক্তি নীচে উল্লেখিত পবিত্র বৃত্তাকারের নকশাটি লিখিয়া 'উদ ও অন্যান্য সুগন্ধির ধোয়া দিয়ে নিজের কাছে পাক-পবিত্র অবস্থায় রাখিবে, তার সকল মুশকিল দূর হইবে এবং সকল মানুষের অন্তরে তার প্রতি সমীহ বোধ সৃষ্টি হইবে।

www.pathagar.com

যখনই কোন সমস্যা দেখা দিবে তখন গোসল করবে। এরপর পাক-পবিত্র কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি মাখবে। জায়নামাযে বসিয়া আয়াতুল কুরসি, আমানার রসুলু এবং তিনবার করে চার কুল সূরা পড়ে নিজের শরীরে ফুঁক দিবে। এরপর নীচে উল্লেখিত নিয়মে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

রবিবার بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ৫৮২ বার,

সোমবার الرحمن الرحيم ৬১৮ বার,

মঙ্গলবার مالك يوم الدين ২৪২ বার,

বুধবার اياك نعبد واياك نستعين ২৩৬ বার,

বৃহস্পতিবার اهدنا الصراط المستقين ১০৭৩ বার,

শুক্রবার صراط الذين انعمت عليهم ৮০৭ বার,

শনিবার غير المغضوب عليهم ولا الضالين ১৩০৪ বার। এই সাতদিনের মধ্যেই মনের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করবে।

সূরা ফাতিহার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বশীভূত করিবার পদ্ধতি হলঃ নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামের অক্ষর সমূহের সঙ্গে অগ্নিজ অক্ষরগুলিকে মিশ্রিত করবে। অগ্নিজ অক্ষরগুলো হল ا لا ط ف ش ذ। মিশ্রিত করার পদ্ধতি হল একটি অগ্নিজ অক্ষর নিবে, আর নামের একটি অক্ষর নিবে। এভাবে প্রত্যেকটি হতে একটি করে অক্ষর নিতে থাকবে। কিন্তু শর্ত থাকে যে, প্রথম ও শেষে অগ্নিজ অক্ষর হতে হবে। এক রকমের অক্ষরগুলো ২১টি কাগজের টুকরায় লিখে প্রতিটি টুকরায় সাথে ১টি করে পাথরের টুকরা বেঁধে অল্প কিছু আসপন্দে ভিজিয়ে রেখে টুকরাগুলোকে আগুনে ফেলে দিবে। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতে থাকবে। ধোঁয়া যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ না হবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত সূরা ফাতিহা পাঠ করতে থাকবে। এরপর নীচে উল্লেখিত শব্দগুলো পড়বে।

توكلوا ياخذام الاحرف النارية بقضائ حاجتي من فلان والقاء محبتي ومواتي ومحبة فلان في قلبه بحق ماتلوته عليكم -

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেনেছ, যে ব্যক্তি নিদ্রা যাবার সময় সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী ان ربكم الله المحسنين পর্যন্ত পড়বে, সূরা ইখলাস,

www.pathagar.com

মুয়াবেম্বাতাইনী (ফালাক, নাস) পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য দু'জন ফেরেশতাকে এই কথা বলে নিযুক্ত করান যে, আমার এই বান্দাকে সারারাত হেফাযত করবে। যদি সে রাতে সেই লোক মারা যায় তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

কোন ব্যক্তি তার কোন কিছুর দরকারে বা কোন রোগ-মুক্তির জন্য সূরা ফাতিহার নকশাটি লিখে নিজের নিকটে রাখলে তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

٧٨٦

٢٣٦٥	٢٣٦٨	١٣٧١	٢٣٣٥
٢٣٧٠	٢٣٥٨	٢٣٦٣	٢٣٦٦
٢٣٥٥	٢٣٧٣	٢٣٦٦	٢٣٦٣
٢٣٩٥	٢٣٦١	٢٣٦٠	٢٣٧١

সূরা বাকারাহ্র ফযিলত ঃ সূরা বাকারাহ প্রতিদিন ৭ বার পাঠ করিলে পাগলামী, মৃগী, কুষ্ঠরোগ ও জ্বীন-ভূতের প্রভাব প্রভৃতি হতে নিরাপদে থাকিবে। যেই ব্যক্তি ১৩ বার আয়াতুল কুরসি পড়িবে তার সবধরনের আশা পূরণ হইবে এবং স্বৈরাচারী হাকিম দয়ালু হইবেন। পাগল ব্যক্তির উপর ১১ বার আয়াতুল কুরসি পড়িয়া ফুঁক দিলে তার অসুস্থতা দূর হয়ে থাকে। যদি সূরা বাকারাহ্র নকশা লিখিয়া সাথে রাখা হয়, তাহলে সকল বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

٧٨٦

٢٣٦٩٠٢	٢٣٠٩٠٥	٢٣٦٩٠٠	٢٣٦٨٩٣
٢٣٦٩٧	٢٣٦٨٩٥	٢٣٦٩٥	٢٣٦٩٠
٢٣٦٨٩٦	٢٣٦٩١٠	٢٣٦٩٠٣	٢٣٦٩٢
٢٣٦٩٤	٢٣٦٨٩٩	٢٣٦٨٩٧	٢٣٦٩٠٩

সূরা ইমরানের ফযিলত ঃ যেই ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়ে সে দৈনিক ১৩ বার সূরা আল-ইমরান পাঠ করিলে ঋণ হইতে মুক্তি পাইবে।

যে ব্যক্তি সূরা ইমরানের الم الله لا اله الا هو الحي القيوم হতে انزل الفرقان পর্যন্ত কাগজের উপর মেশক জাফরান ও গোলাপ পানি মাধ্যমে লিখিয়া একটি নারকেলের মধ্যে রাখিবে। কিন্তু নারকেলটি সূর্যোদয়ের আগে

www.pathagar.com

কাটিয়া মোম দিয়ে বন্ধ করিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে উম্মুস সিবরান নামের পেত্মী হতে নিরাপদ থাকিবে, আর যে ব্যক্তি হরিণের চামড়ার উপর আয়াতটি লিখিয়া আংটির পাথরের নীচে রাখিয়া ব্যবহার করিবে সে দরিদ্র হইলে ধণী হয়ে যাবে এবং প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হবে। যেই ব্যক্তি قل اللهم مالك الملك পাঠ করিবে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে হালাল রুযী দিবেন। যদি শাসক এই আয়াত পাঠ করেন তবে তাঁর রাজ্য প্রসারিত হইবে। এই সূরার নকশটা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সে কখনও পরমুখাপেক্ষী হবে না।

৭৮৬

٢١٦٥٣	٢١٦٤٨	٢١٦٥٥
٢١٦٥٤	٢١٦٥٢	٢١٦٥٠
٢١٦٤٩	٢١٦٥٦	٢١٦٥١

সূরা নিসার ফযিলত ও আমল ঃ কারও যদি স্ত্রী খারাপ চরিত্রের হয় অথবা স্বামী স্ত্রী মাঝে মিল না হয় তবে সূরা নিসা সূরা ৭ বার পড়িয়া পানির উপর ফুঁক দিবে এরপর স্ত্রীকে পান করাবে। এর ফলে স্ত্রী পবিত্র হইয়া যাইবে। স্বামী স্ত্রীকে পান করাইলে দু'জনের মাঝে মিল মহব্বাত হইবে। জাফরান ও গোলাপ পানি দিয়ে লিখে ধুয়ে পান করালে মনের ভয়-ভীতি দূর হবে। এছাড়া এর নকশা লিখে নিজের কাছে রাখিলে পার্থিব বিপাদাপদ হতে হেফাযতে থাকিবে।

৭৮৬

٢٨٤٨١٢	٢٨٤٨٦٦	٢٨٤٨٢٩	٢٨٤٨١٥
٢٨٤٨٢٧	٢٨٤٨١٦	٢٨٤٨٢٢	٢٨٢٨٦٧
٢٨٤٨١٧	٢٨٤٨٢١	٢٨٤٨٢٣	٢٨٢٨٢١
٢٨٤٨٢٥	٢٨٢٨٢٠	٢٨٤٨١٨	٢٨٢٨٣٠

সূরা মায়িদাহর ফযিলত ঃ সূরা মায়িদাহ্ যে ব্যক্তি ৪১ বার পড়িবে সে দরিদ্রতা হতে দূরে থাকিবে। পানির উপর পড়ে ফুঁক দিয়ে রোগীকে পান করালে সে সুস্থ্য হইবে। সূরার নকশা লিখে কাছে রাখিলে সে কখনও অভাবগ্রস্থ হইবে না। গায়েব আল্লাহ্ তা'আলা রুযীর ব্যবস্থা করে দিবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

٢١٢١١٦	٢١٢١٣٩	٢١٢١٤٢	٢١٢١٢٩
٢١٢١٤٢	٢١٢١٣٠	٢١٢١٣٥	٢١٢١٤٠
٢١٢١٣٢	٢١٢١٤٤	٢٢١٣٧	٢١٢١٣٤
٢١٢١٣٨	٢١٢١٣٣	٢١٢١٤٣	٢١٢١٤٢

সূরা আনয়ামের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা ৪১ বার পাঠ করিলে মনোবাসনা পূর্ণ ও সমস্যা দূরীভূত হবে। এই সূরা লিখে বাহন হিসেবে ব্যবহৃত পশুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে সব ধরণের অসুস্থতা ও বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকিবে। এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখিলে মর্যাদা লাভ ও পদোন্নতি হইবে।

٧٨٦

٢٣٣٨٣٢	٢٣٣٨٢٥	٣٣٢٨٣٨	٢٣٣٨٢٤
٢٣٣٨٢٧	٢٣٣٨٢٥	٢٣٣٨٣١	٢٣٣٨٢٦
٢٣٣٨٦٦	٨٣٣٨٤٠	٢٣٣٨٣٣	٢٣٣٨٣٠
٢٣٣٨٣٢	٢٣٣٨٣٩	٢٣٣٨٣٧	٢٣٣٨٣٩

সূরা আ'রাফের ফযিলত ও আমল ঃ তিনবার এই সূরা পাঠ করে কোন ব্যক্তি জালিম শাসকের নিকট গেলে সে তাঁর প্রতি দয়াশীল হইবে এবং সকল রকমের বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকতে পারবে। এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে খুব শান্তির সহিত জীবন-যাপন করতে পারবে। নকশাটি হল এইঃ

٧٨٦

٦٣١٣٩٧	٦٣٤٠١	٦٣٤٠٤	٦٢٣٩٠
٦٣٤٦٣	٦٣٣٩١	٦٣٣٩٦	٢٣٤٠٢
٦٣٣٩٢	٦٣٤٠٦	٦٣٣٩٩	٦٣٣٩٥
٦٤٤٠٠	٦٣٣٩٤	٦٣٣٩٣	٦٣٤٠٥

সূরা আনফালের ফযিলত ও আমল ঃ সাতবার সূরা আনফাল পাঠ করিলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়। যেই ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে সে উক্ত আমল

www.pathagar.com

করলে কয়েদ হতে মুক্তি লাভ করবে। এই সূরার নকশা লিখে নিজের সাথে রাখলে সব রকমের সমস্যার সমাধান হবে। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

١٠٣٠٩٣	٢٠٣٠٩٦	١٠٣١٠٠	٣٠٣٠٨٦
١٠٣٠٨٨	١٠٣٠٨٧	١٠٣٠٩٢	١٠٣٠٩٧
١٠٣٠٨٨	١٠٣١٩٢	١٠٣٠٩٤	١٠٣٠٩١
١٠٣٠٩٥٠	١٠٣٠٩٠	١٠٣٠٨٠	١٠٤١٠

সূরা তওবার ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা পাঠ করে যে ব্যক্তি শাসকের নিকট যাবে, শাসক তার প্রতি নমনীয় ও অনুগতও হবে। সূরা তওবার নকশা লিখে মাল-পত্র, বাগান ও ক্ষেত্রে রাখলে তা স্ব-স্ব স্থানে বরকতময় হবে।

٧٨٦

١٧٥٩٠٣	١٧٥٩٠٦	١٧٥٩١٠	١٧٥٨٩٦
١٧٥٩٠٩	١٧٨٩٧	١٧٥٩٠٢	١٧٥٩٠٧
١٧٥٩٠٨	١٧٥٩١٢	٢٩٩٠٥	١٧٥٩٠٠١
١٧٥٩٠٥	١٧٥٩٠٠	١٧٥٨٩٩	٣٥٩١١

সূরা ইউনুসের ফযিলত ঃ দুশমনের উপর জয়ী হতে হলেসূরা ইউনুস ২১ বার পাঠ করিবে। আর যদি জাফরান, মেশক ও গোলাপ পানিতে লিখিয়া জ্বিনের আছর গ্রস্থ ব্যক্তিকে পান করায়, তাহলে সে সুস্থ্য হইবে। যদি কোন বিপদাপদ দেখা দেয় তাহলে এই সূরা ১৩ বার পাঠ করিবে। সূরা ইউনুসের নকশা সাথে রাখিলে শাসকের অশুভদৃষ্টি এবং শত্রুর ক্ষতি হতে নিরাপদে থাকিবে।

٧٨٦

١٣٧٥٢٦	١٣٧٥٣٠	١٣٥٣٢	١٣١٥١٩
١٣٧٥٣٢	١٣٧٥٢٠	١٣٧٥٢٥	١٣٧٥٥٣١
١٣٧٥٢١	١٣٧٥٢٥	١٣٧٥٢٨	١٣٧٥٢٤
١٣٧٥٢٥	١٣٧٥٢٣	١٣٧٥٢٣	١٣٧٥٣٤

www.pathagar.com

সূরা হূদের ফযিলত ও আমল ঃ সূরা হূদ ১৩ বার পাঠ করিলে সমস্যার সমাধান হইবে। হরিণের চামড়াতে এই সূরা লিখে সাথে রাখিলে শত্রুর উপর সফলতা লাভ করিবে। এর নকশা লিখে সাথে রাখিলে সমস্যা সমাধান হবে। নিচে নকশাটি দেয়া হল ঃ

٧٨٦

١٢٨٦٩٥	١٢٨٦٩٩	١٢٨٧٠١	١٢٦٨٦٧
١٢٨٩٧٠	١٢٨٦٨٨	١٢٨٦٩٤	١٢٨٦٩٩
١٢٨١٨٩	١٢٠٧٠٣	١٢٨٦٦٤	١٢٨٦٩٣
١٢٠٦٩١	١٢٨٦٩١	١٢٨٦٩٠	١٢٨٧٧٦

সূরা ইউসুফের ফযিলত ও আমল ঃ যদি কোন শাসক কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে ১৬ বার সূরা ইউসুফ পাঠ করিলে তার সে বিপদ কেটে যাবে। চাকরি থেকে সে বরখাস্ত হলে এই সূরা পাঠ করিলে সে আবার সেই চাকরিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন। অভাবী ব্যক্তি এই সূরা লিখে পানিতে ধুয়ে পান করিলে এবং পান করার সময় দোয়া করিলে কিছু দিনের মাঝে সে ধনী হয়ে যাবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে কাজে উন্নতি ও পদ মর্যাদা লাভ হইবে।

٧٨٦

١٢٥٩٥٤	١٢٥٩٩٨	١٢٦٠٠١	١٢٥٩٥٧
١٢٦٠٠٠	١٢٥٩٨٨	١٢٥٩٩٣	١٢٥٩٠
١٢٥٩٨٩	١٢٦٠٠٣	١٢٥٩٩٩	١٢٥٩٩٢
١٢٥٩٨٩	١٢٥٩٩١	١٢٥٩٩٠	١٢٦٠٠٢

সূরা রাদের ফযিলত ও আমল ঃ কোন শিশু যদি খুব বেশি কান্নাকাটি করে, তাহলে ১৯ বার সূরা রাদ্ পড়িয়া শিশুটিকে ফুঁক দিলে সব সময় হাসিখুশি থাকিবে। আর কোন দেশের শাসক যদি স্বৈরাচারী হয় এবং অন্যায়ভাবে জুলুম করে তাহলে এই সূরাটি কাগজে লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে শাসকের ঘরে ফেলিবে। এর ফলে সেই শাসক পদচ্যূত হইবে। তবে যদি মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের সময় লিখা হয়, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে জ্বিন ভুতের প্রভাব মুক্ত থাকবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

٨١٥٦٥	٨١٥٦٠	٨١٥٦٧
٨١٥٦٦	٨١٥٦٤	٨١٥١٢
٨١٥٦١	٨١٥٦٨	٨١٥٦٣

সূরা ইবরাহীমের ফযিলত ও আমল ঃ যাদুর প্রভাবে যদি কোন ব্যক্তি পুরুষত্বহীন হয়ে যায়, তাহলে দৈনিক তিনবার সূরা ইবরাহীম পাঠ করিলে সুস্থ্য হইবে। মেশক, জাফরান দিয়ে লিখে পানিতে মিশিয়ে পান করিলে প্রকৃত মানবিক শক্তিগলি বৃদ্ধি পায়। এই সূরার নকশা সাদা রেশমী কাপড়ে লিখে শিশুর বাহুতে বেঁধে দিলে শিশুর বদনজর ও কান্না দূর হবে। চোখে ব্যথা নিবারণ ও সম্পদ লাভের জন্য এ নকশা খুবই কার্যকরী। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

٦١٤٥٩	٦١٤٥٧	٦١٤٦٠	٦١٤٤٧
٦١٤٥٩	٦١٤٤٨	٦١٤٥٣	٦١٤٥٨
٦١٤٤٩	٦١٤٦٢	٦١٤٥٥	٦١٤٥٢
٦١٤٥٦	٦١٤٥٨	٦١٤٥٠	٦١٤٦١

সূরা হিজরের ফযিলত ও আমল ঃ ক্রয়-বিক্রয় করার সময় সূরা হিজর পড়ে ফুঁক দিলে তাতে বরকত হয়। জাফরান দিয়ে এই সূরা লিখে স্ত্রী লোককে পান করালে তার বুকের দুধ বৃদ্ধি পায়। সূরা হিজরের নকশা মাল পত্রের মাঝে রাখিলে চুরি হতে হেফাযতে থাকা যায়। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

٥٨٩٠٧	٥٨٨٩٩	٥٨٩٠٦
٥٨٩٠٥	٥٨٩٠٣	٥٨٩٠١
٥٨٩٠٠	٥٨٩٠٧	٥٨٩٠٢

সূরা নহলের ফযিলত ও আমল ঃ এক বা একাধিক ব্যক্তি বসিয়া সূরা নহল ১০৮ বার পাঠ করিলে দুশমন বাধ্যগত হইবে অথবা দুশমন উদাসীন ও

www.pathagar.com

অস্থির হয়ে উঠিবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে শত্রুর ধরা ছোয়ার বাইরে থাকিবে এবং শত্রু সব সময় নত থাকিবে। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

١٧٣٣٩٧	١٧٣٣٩٢	١٧٣٣٩٩
١٧٣٣٩٨	١٧٣٣٩٩	١٧٣٣٩٦
١٧٣٣٩٣	١٧٣٣٤٠٠	١٧٣٣٩٥

সূরা বনী-ইসরাঈলের ফযিলত ও আমল ঃ কোন সমস্যা যখন সামনে আসে তখন এই সূরা ৭ বার পাঠ করিলে তার সমাধান হইবে। কোন বালক মেধাহীন বা তোতলা হইলে এই সূরা মেশক, জাফরান দিয়ে লিখে পানিতে ধুয়ে বালকটিকে পান করাইলে সে মেধাবী হবে। এই নকশা লিখে সাথে রাখিলে দুশমনের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

٦١٤٥٤	٦١٤٥٧	٦٢٤٥٧	٦١٤٥٧
٦١٤٥٤	٦١٤٤٨	٦١٤٥٣	٦١٤٥٨
٦١٤٤٩	٦١٤٦٢	٦١٤٥٥	٦١٤٥٢
٦١٤٥٩	٦١٤٥١	٦١٤٦١	٦١٤٦١

সূরা কাহাফের ফযিলত ও আমল ঃ কোন ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং ঋণ পরিশোধের কোন উপায় যদি না পাওয়া যায় তাহলে সেই ব্যক্তি জুম্মার নামাযের পর এই সূরা ৩ বার পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করিবেন। সূরা কাহাফের নকশা লিখে নিজের সাথে রাখলে বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে এবং দুশমনের মুখ বন্ধ থাকবে। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

١٢٦٣٧٩	١٢٦٣٨٢	١٢٥٣٥٨	١٢٦٣٧١
١٢٦٣٨٩	١٢٦٣٧٤	١٢٤٣٧٨	١٢٦٣٨٣
١٢٦٣٧٣	١٢٦٣٣٧	١٢٦٣٨٠	١٢٥٣٧٧
١٢٦٣٨١	١٢٦٣٧٦	١٢٦٣٧٤	١٢٦٣٨٦

www.pathagar.com

সূরা মারইয়ামের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা একাধারে তিনবার পাঠ করলে সকল দুঃখ-কষ্ট দূরভূত হইয়া যাবে। বাগানে ফল না হলে এই সূরা লিখে পানিতে ভিজিয়ে বাগানে ছিটিয়ে দিলে বাগানে প্রচুর ফল-মূল উৎপাদন হবে। এই সূরা লিখে পানিতে ধুয়ে পান করলে সকল রকমের বিপদাপদ দূর হবে। সূরা মারইয়ামের নকশা সাথে রাখলে জীবনে স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে।

٧٨٦

٩٦٥٤٩	٩٦٩٤٤	٩٦٥٥١
٩٦٥٥٣	١٢٦٥٤٨	٩٦٥٤٩
٩٦٥٤٥	٩٦٥٥٢	٩٦٥٤٧

সূরা ত্বাহার ফযিলত ও আমল ঃ যদি কোন মেয়ের বিয়ে না হয় তাহলে সেই মেয়ে ২১ বার এই সূরাটি পাঠ করবে বা সবুজ রেশমে লিখে গলায় বাঁধবে। ইনশাল্লাহ সৎ ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হবে এবং সৎ সন্তান জন্ম লাভ করবে। সূরা ত্বাহার নকশা সাথে রাখলে যাদুর ক্রিয়া হতে মুক্ত থাকবে।

٧٨٦

٩٩٨٢٠	٩٩٨٢٣	٩٩٨٢٧	٩٩٨١٣
٩٩٨٢١	٩٩٨١٤	٩٩٨١٩	٩٩٨٢٤
٩٩٨١٥	٩٩٨٢٩	٩٩٨٢١	٩٩٨٢٨
٩٩٨٢٢	٩٩٨١٧	٩٩٨١٢	٩٩٨٦٨

সূরা আম্বিয়ার ফযিলত ও আমল ঃ যদি কোন ব্যক্তির দুঃশ্চিন্তা থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি প্রতিদিন ৩বার করে এই সূরা পাঠ করবে তাহলে তার সকল দুঃশ্চিন্তা দূর হবে এবং তার অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত হবে। সূরা আম্বিয়ার নকশা সাথে রাখলে এই সূরার বরকতে দুশমনের উপর বিজয় লাভ করবে। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

٩٥٥٥٤	٩٥٥٥٧	٩٥٥٦١	٩٥٥٤٧
٩٥٥٦٠	٩٥٥٤٨	٩٥٥٥٣	٩٥٥٥٨
٩٥٥٤٩	٩٥٥٨٣	٩٥٥٥٥	٩٥٥٥٢
٩٥٥٥٦	٩٥٥٥١	٩٥٥٥٠	٩٥٥٩٢

www.pathagar.com

সূরা হজ্বের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা তিনবার পাঠ করিয়া নৌকা উঠিলে নিরাপদভাবে গন্তব্যে পৌছাবে ও মালামাল সুরক্ষিত থাকিবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে সকল বিপাদাপদ হতে মুক্তি পাবে। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

١٢٧٤٤٩	١٢٧٤٤٤	١٢٧٤٥١
١٢٧٢٤٠	١٢٧٤٣٨	١٢٧٤٤١
١٢٧٤٤٥	١٢٧٤٥٢	١٢٧٤٤٧

সূরা মু'মিনূনের ফযিলত ও আমলঃ নামাযের অলসতা এবং ফাসিকতার অভ্যাস দূর করতে হলে এই সূরা লিখে সাথে রাখলে এই অভ্যাস দূরীভূত হবে। এই সূরা সাদা কাপড়ে লিখে গলায় বাঁধলে মদ্য পানের নেশা দূর হবে। আর এই সূরা নক্শা সাথে রাখলে দারিদ্র দূরীভূত হবে।

٧٨٦

١١٧٢٣٩	١١٧٢٣٤	١١٧٢٤١
١١٧٢٤٠	١١٧٢٣٨	١١٧٢٣٦
١١٧٢٣٥	١١٧٢٤٢	١١٧٢٣٧

সূরা নূরের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা তিনবার পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিলে স্বপ্ন দেখার অভ্যাস দূর হয়ে যাবে। এই সূরা পাঁচ বার পাঠ করলে শত্রুর মুখ বন্ধ হবে। এর নকশা লিখে সাথে রাখলে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে বেঁচে থাকা যায়। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

١٠٠٦١٤	١٠٠٦١٧	١٠٠٦١٢	١٠٠٦٠٦
١٠٠٦١٩	١٠٠٦٠٧	١٠٠٦١٢	١٠٠٦١٨
١٠٠٦١٨	١٠٠٦٢٣	١٠٠٦١٥	١٠٠٦٣
١٠٠٦١٣	١٠٠٦١١	١٠٠٦٠٩	١٠٠٦٢١

সূরা ফুরকানের ফযিলত ও আমল ঃ কোন ব্যক্তি যদি জালিমের কাছে অন্যায়ভাবে যুলুমগ্রস্থ হয় এবং অসহায় হইয়া পড়ে তাহলে ১৬০ বার এই সূরা

www.pathagar.com

পাঠ করলে অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়া যায়। আর এই সূরার নক্শাটি লিখে সাথে রাখলে বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকবে। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

٥٢٣٩٣	٥٢٣٩٢	٥٢٤٠٠	٥٢٣٨٦
٥٢٣٩٩	٥٢٣٨٧	٥٢٣٩٢	٥٢٣٩٧
٥٢٣٨٨	٥٢٤٠٢	٥٢٣٩٤	٥٢٣٩١
٥٢٣٦٤	٥٢٣٩٠	٥٢٣٨٩	٥٢٤٠١

সূরা শু'আরার আমল ও ফযিলতঃ এই সূরা ৭ বার পড়লে বা এর নকশা লিখে অবাধ্য দাস-দাসী ও ছেলে-মেয়ের গলায় বাঁধলে বাধ্যগত হবেঃ

٧٨٦

١٠٠٩٣٤	١٠٠٩٣١	١٠٠٩٤٠	١٠٠٩٢٧
١٠٠٩٤٩	١٠٠٩٣٨	١٠٠٩٣٣	١٠٠٩٣٨
١٠٠٩٤٠	١٠٠٩٤٢	١٠٠٩٣٥	١٠٠٩٣٢
١٠٠٩٣٦	١٠٠٩٣١	١٠٠٩٣٠	١٠٠٩٤١

সূরা নমলের ফযিলত ও আমল ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে এক সপ্তাহ ধরে দৈনিক একবার এই সূরা পাঠ করিলে তার সমাধান হবে। হরিণের চামড়ায় কেউ যদি এই সূরার নক্শা লিখে সাথে রাখে তবে সাপ-বিচ্ছু ও প্রাণীর দংশন হতে রক্ষা পাবে। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

١١٣٦٥٥	١١٣٦٥٠	١١٣٦٥٧
١١٣٦٥٦	١١٣٦٥٤	١١٣٦٥٢
١١٣٦٥١	١١٣٦٥٨	١١٣٦٥٣

সূরা কাসাসের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা ৩দিন পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করালে রোগী ব্যক্তি সুস্থ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে যায় আবার কারো পিঠে ব্যথা, তৃষ্ণারোগ বা কুষ্ঠ রোগ হলে এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখিলে নিখোঁজ ব্যক্তি হাজির হবে এবং রোগী সুস্থ হবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

١٠١٧٧٩	١٠١٧٧٣	١٠١٧٧١	١٠١٧٧٢
١٠١٧٨٥	١٠١٧٧٣	١٠١٧٧٨	١٠١٧٨٤
١٠١٧٧٤	١٠١٧٧٨	١٠١٧٨١	١٠١٧٧٣
١٠١٧٨٢	١٠١٧٧٢	١٠١٧٧٤	١٠١٧٨٧

সূরা আনকাবুতের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা সাতবার পড়িলে মনের দুঃশ্চিন্তা দূর হইবে। আর যদি কারও মনে ভয় থাকে তাহলে মেশক ও জাফরান দিয়ে এই সূরা লিখে পান করাবে এবং নকশা সাথে রাখিবে।

٧٨٦

٦٨٨٣٤	٦٨٨٢٧	٦٨٨٣٨	٦٨٨١٦
٦٨٨٢٩	٦٨٨١٧	٦٨٨٢٣	٦٨٨٢٨
٦٨٨١٨	٦٨٨٣٣	٦٨٨٢٥	٦٨٨٢٣
٦٨٨٢٦	٦٨٨٢١	٦٨٨١٩	٦٨٨٣١

সূরা রূমের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা ২১ বার পাঠ করিলে ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাইবে এবং দুশমনের নিকট জয়ী হতে হইলে এই সূরা পাঠ করিবে। আর সূরা রূম একটি শিশিতে ভরিয়া ভালভাবে বন্ধ করে সাথে রাখিলে দুশমন সকল সময় নত থাকিবে। আর যদি এই সূরা সব সময় পাঠ করলে স্বামী-স্ত্রীর মিল মহব্বত বজায় থাকবে। নকশা সাথে রাখলে শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

٦٧٤٩٤	٦٧٤٩٨	٦٧٥٠٠	٦٧٤٨٦
٦٧٤٩٩	٦٧٤٨٧	٦٧٤٦٣	٦٧٤٩٨
٦٧٤٨٨	٦٧٥٠٣	٦٧٤٦٥	٦٧٦٩٢
٦٧٣١٢	٦٧٤٩١	٦٧٤٨٩	٦٧٥٠٢

সূরা লোকমানের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা পাঠ করিলে সব ধরনের রোগ আরোগ্য হয়। কাযী আয়ায তার মাদারেক কিতাবে লিখিয়াছেন-যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি সূরা লোকমান পাঠ করিবে সেই ব্যক্তি কখনও নদীতে ডুববে না। এই সূরার নকশা পেটের ব্যথায় ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

٧٨٦

٥٣٠٠١	٥٣٩٩٦	٥٣٠٠٣
٥٣٠٠٢	٥٣٠٠	٥٢٩٩٨
٥٣٩٩١	٥٣٠٠٤	٥٤٩٩٩

সূরা সিজদার ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা সিজদা ৭ বার পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিলে অথবা মেশক জাফরানের কালি দিয়ে লিখে ধুয়ে তাকে পান করালে সে আরোগ্য লাভ করবে। এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখলে যেই ব্যক্তির কুষ্ঠ রোগ আছে ইনশাআল্লাহ সে সুস্থ্য হবে।

٧٨٦

٢٨٣٣٤	٢٨٣٣٢	٢٨٣٣١	٢٨٣٣٥
٢٨٣٣٠	٢٨٣٣٦	٢٨٣٣١	٢٨٣٣٧
٢٨٣٤٧	٢٨٣٤١	٢٨٣٣٤	٢٨٣٣٠
٢٨٣٣٥	٢٨٣٢٩	٢٨٣٢٠	٢٨٣٤٠

সূরা আহযাবের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা পাঠ করলে নির্যাতিত হতে বেঁচে থাকা যায় এবং দুশমন এই সূরা পাঠকারীর ব্যক্তির অনুগত হয়ে থাকবে। আবার যদি কোন ছেলে-মেয়ের বিয়ে না হয় তাহলে সে এই সূরার নকশা লিখে নিজের বাহুতে বাঁধলে উপকৃত হবে।

٧٨٦

٢٨٨١٤	٢٨٨١٧	٢٨٨٢٠	٢٨٨٢٧
٨٨٨٨٩	٨٨٨٠٨	٨٨٨١٣	٨٨٨١٨
٨٨٨٠٩	٨٨٨٣٠	٨٨٨١٧	٨٨٨١٢
٨٨٨١٦	٨٨٨١١	٨٨٨١٠	٨٨٨٢١

www.pathagar.com

সূরা সাবার ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা ৭ বার পাঠ করলে জালিমের অত্যাচার হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। আর যদি কাগজে লিখে সাদা কাপড়ে বেঁধে সাথে রাখলে কষ্টদায়ক জীব-জন্তুর ক্ষতি হতে মুক্ত থাকবে। এর নকশা সাথে রাখলে সব রকমের বালা-মুসিবত হতে রক্ষা পাবে।

٧٨٦

٨٤٤٧٤	٨٤٤٤٦	٨٤٤٦٩
٨٤٤٧٧	٨٤٤٧٣	٨٤١٥٧١
٨٤٤٨٠	٨٤٤٧٧	٨٤٤٧٢

সূরা ফাতিরের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা ৭৫ বার পাঠ করে হাকিমের নিকটে যাবে, তাহলে হাকিম পাঠকারীর প্রতি সদয় হবে। যে আবেদন নিজের উদ্দেশ্যে লিখবে তার উপর কালি ছাড়া কলম দিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের কথা লিখবে তাহলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখলে মনে আশা পূর্ণ হবে। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

٦٠٦٩٢	٦٠٦٩٦	٦٠٦٩٦	٦٠٠١٨٥
٦٠٦٩٨	٦٠٦٨٦	٦٠٦٩٢	٦٠٦٩٧
٦٠٦٨٧	٦٠٦٨٩	٦٠٦٩٤	٦٠٦٩١
٦٠٦٩٥	٦٠٦٩٠	٦٠٦٨٠	٦٠٧٠٠

সূরা ইয়াসীনের ফযিলত ও আমল ঃ সাহাবী আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে "হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন 'প্রতিটি বস্তুর একটি কলব থাকে, আর সুরা ইয়াসীন হল পবিত্র কোরআনের কলব। এই সূরার অনেক ফযিলত ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যে কোন উদ্দেশ্যে এ সূরা পাঠ করলে তা পূর্ণ হয়। বন্ধ্যা স্ত্রী লোক এই সূরা পাঠ করিলে সে সন্তান লাভ করবে আর অভাবী ব্যক্তি স্বচ্ছলতা অর্জন করবে। এই সূরার দ্বারা যাদু গ্রস্থ ও জিনগ্রস্থ ব্যক্তি সুস্থ্য হবে। এই সূরার নকশা স্বর্ণের পাত্রের উপর খোদাই করে ব্যবহার করলে যে কোন মনের আশা পূর্ণ হবে এবং কোন অভাব থাকে না। নকশাটি হল অপর পৃষ্ঠায় ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

٤٢٣	٤٥٢	٤٤٠	٤٥١	٤٤٦	٤٤٩
٤٢٢	٤٢٨	٤٤٥	٤٤٤	٤٢٥	٤٤٧
٤٢٠	٤٣٠	٤٤٣	٤٤١	٤٣١	٤٣٧
٤٣١	٤٣٥	٤٤٩	٤٤٠	٤٣٤	٤٣٤
٤٤٢	٤٤٦	٤٤٦	٤٢٩	٤٣٣	٤٢٧
٤٥٢	٤٢٢	٤٥٥	٤١٩	٤٢١	٤٤٨

সূরা সফফাতের ফযিলত ও আমল ঃ যে কোন উদ্দেশ্যে এই সূরা ৭ বার পাঠ করিলে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। দুররুন নাজীম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে কোন ঘরে জিন থাকিলে এই সূরা লিখে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলে জিনের ক্ষতি হতে রক্ষা পাইবে। এর নকশা নিজের সাথে রাখিলে রুযি বৃদ্ধি পাইবে। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

٦٦١٨٨	٦٦١٩١	٦٦٩٤	٦٦١٨١
٦٦١٨٣	٦٦١٨٢	٦٦١٨٧	٦٦١٩٢
٦٦١٨٣	٦٦١٩٣	٦٦١٩٠	٦٦١٨٦
٦٦١٩٠	٦٦١٨٥	٦٦١٨٤	٦٦١٩٥

সূরা সাদের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা ৭ বার পড়িয়া ফুঁক দিলে বদনজর দূর হবে বা এই সূরার নকশাটি বাহুতে বাঁধবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٥٧٣٣٤	٥٧٣٤٠	٥٧٣٤٠	٥٧٣٢٦
٥٧٣٣٩	٥٧٣٣٧٠	٥٧٣٣٣	٥٧٣٣٨
٥٧٣٢٨	٥٧٣٤٢	٥٧٣٣٥	٥٧٣٤٢
٥٧٣٣٦	٥٧٣٣٢	٥٧٣٢٩	٥٧٣٤١

www.pathagar.com

সূরা জুমারের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা দৈনিক পাঠ করিলে মান-সম্মান বৃদ্ধি করা যায় এবং এই সূরার নকশাটি লিখে বাহুতে বাঁধিলে মালের মধ্যে বরকত হইবে। নিচে নকশাটি দেয়া হল ঃ

٧٨٦

١٠٢١٩٥	١٠٢١٩١	١٠٢١٩٨
١٠٢١٩٧	١٠٢١٩٥	١٠٢١٩٣
١٠٢١٩٢	١٠٢١٩٩	١٠٢١٩٤

সূরা মুমিনের ফযিলত ও আমল ঃ কোন লোকের যদি ফোঁড়া বাহির হতে থাকে অথবা অন্য কোন রোগ হয় তাহলে সে এই সূরা দৈনিক ১ বার করে পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিবে তাহলে রোগ ভাল হবে। এই সূরা লিখে দোকানে টাঙ্গিয়ে রাখলে প্রচুর ক্রেতা আসবে ও প্রচুর বিক্রি হইবে। দুশমনের ক্ষতির হতে রক্ষা পাবার জন্য এই সূরার নকশা করে সাথে রাখবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٩٢١٣٠	٩٢١٣٤	٩٢١٣٤	٩٢١٣٣
٩٢١٣٦	٩٢١٣٤	٩٢١٢٩	٩٢١٣٥
٩٢١٢٥	٩٢١٣٩	٩٢٢٣٢	٩٢١٤٨
٩٢١٢٣	٩٢١٢٧	٩٢١٢٦	٩٢١٣٨

সূরা হামিম আস সিজদার ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা সকাল-বিকাল ১০ বার পাঠ করিয়া হাকিমের সামনে গেলে হাকিম তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। আর যদি কারও চোখে রোগ হয় তাহলে এই সূরা লিখে ধুয়ে সেই পানি চোখে লাগাবে অথবা সুরমা মিশ্রিত করে চোখে দিবে। এই সুরার নকশা সাথে রাখলে শাসক সদয় থাকবে। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

٦١٤٥٩	٦١٤٦٢	٦١٤٦٢	٦١٤٥١
٦١٤٦٤	٦١٤٥٢	٦٢٤٥٦	٦١٤٦٣
٦١٤٤٥	٦١٤٦٧	٦١٤٦٥	٦١٤٤٧
٦١٤٦١	٦١٤٥٦	٦١٤٥٤	٦١٤٦٦

www.pathagar.com

সূরা শুরার ফযিলত ও আমল ঃ দুশমনের উপর জয়ী হতে হলে দৈনিক একবার করে حم عسق পড়িবে। এই সূরা গলায় ধারণ করলে নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবে। নকশা কাছে রাখলে শাসকের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবে। নকশাটি হল ঃ

৭৮৬

٦٧١١٤	٦٧١٠٩	٦٧١١٦
٦٧١١٥	٦٧١١٣	٦٧١١٢
٦٧١١٠	٦٧١١٧	٦٧١١٢

সূরা যুখরুফের ফযিলত ও আমল ঃ সব রকমের দুঃশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য এই সূরা ৭ বার পাঠ করিবে, তাহলেই দুঃশ্চিন্তা দূর হইবে। এই সূরার নকশা লিখিয়া ধুয়ে রোগীকে পানি খাওয়ালে তার রোগ আরোগ্য হইবে।

৭৮৬

٨٦٩٠٠	٨٦٨٩٥	٨٦٩٠٢
٨٦٩٠١	٦٦٨٩٩	٨٦٨٩٧
٨٦٨٩٠	٨٦٩٠٣	٨٦٨٦٨

সূরা দুখানের ফযিলত ও আমল ঃ কোন ব্যক্তির যদি কোন সমস্যা সামনে আসে তাহলে এই সূরা ৭ বার পাঠ করবে। পাঠ করার আগে এবং শেষে ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। আর যদি কোন ব্যক্তির আমাশয় হয় তাহলে এ সূরা লিখে ধুয়ে পান করাবে। এই নকশাটি লিখে সাথে রাখলে মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হবে। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

৭৮৬

٢٤٤٤٨	٢٤٤٥١	٢٤٤٥٤	٢٤٤٤٠
٢٤٤٥٣	٢٤٤٤١	٢٤٤٤٧	٢٤٤٩٢
٢٤٤٤٢	٢٤٤٥٦	٢٤٤٤٦	٢٤٤٤٢
٢٤٤٥٧	٢٤٤٤٥	٢٤٤٤٣	٢٤٤٥٥

www.pathagar.com

সূরা জাসিয়ার আমল ও ফযিলত ঃ মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সূরা জাসিয়া পড়িয়া ফুঁক দিলে মৃত্যু যন্ত্র হতে রেহাই পাবে এবং খুব সহজে মৃত্যু হইবে। এই সূরা শিশুর গলায় বেঁধে দিলে বালা-মুসিবত হতে মুক্ত থাকিবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে দূর্নামকারীদের সমালোচনা হতে রক্ষা পাবে।

٧٨٦

٥٠٠٥٢	٥٠٠٤٠	٥٠٠٥٤
٥٠٠٥٣	٥٠٠١٥	٥٠٠٤٩
٥٠٠٤٨	٥٠٠٠٥	٥٠٠٥٠

সূরা আহকাফের আমল ও ফযিলত ঃ ভূত-পেত্নীর আছর হতে রক্ষা পেতে হইলে এই সূরা পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তাকে পান করাবে অথবা তার গলায় লিখিয়া বাঁধিলে ভূত-পেত্নীর আছর দূর হবে। আর পাক-পবিত্র অবস্থায় এ সূরার নকশা লিখে সাথে রাখিলে ভূত-পেত্নীর ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।

٧٨٦

١٨٤٤٣	١٨٤٤٦	١٨٤٤٩	١٨٤٣٦
١٨٤٤٨	١٨٤٣٧	١٨٤٤٢	١٨٤٣٧
١٨٤٣٨	١٨٤٥١	١٨٤٤٤	١٨٤٤١
١٨٤٤٥	١٨٤٤٠	١٨٤٤٩	١٨٤٥٠

সূরা মুহাম্মাদের আমল ও ফযিলত ঃ উন্নতি ও মর্যাদাবান হতে হলে এই সূরা মেশক জাফরান ও যমযমের পানি দিয়ে লিখে ধূয়ে পান করাবে, তাহলে উন্নতি ও মর্যাদাবান হইবে। আর অসুস্থ ব্যক্তি পান করালে সুস্থ্য হইবে। এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখিলে দুশমনদের সাথে জয়ী হবে। নকশাটি হলঃ

٧٨٦

٤٥١٦٣	٤٥١٦٦	٤٥١٧٠	٤٥٥٦٠
٤٥١٦٩	٤٥١٥٧	٤٥١٦٢	٤٥١٦٧
٤٥١٥٨	٤٥١٦٣	٤٥١٦٤	٤٥١٦١
٤٥١٦٥	٤٥١٦٠	٤٥١٥٦	٤٥١١٧١

www.pathagar.com

সূরা ফাতহের আমল ও ফযিলত ঃ যুদ্ধের ময়দানে বিজয় অর্জন করতে হলে এই সূরা ৪১ বার পাঠ করে যুদ্ধের ময়দানে গেলে, ইনশাল্লাহ বিজয়ী হতে পারবে। সারা বছর বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকতে হলে এই সূরা রমযান মাসের চাঁদ দেখে, চাঁদের সামনা সামনি হয়ে তিনবার পাঠ করবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে হিংসুকের হিংসা হতে রক্ষা পাইবে।

٧٨٦

٤٧٢٠٦	٤٧١٢٠	٤٧٢١٣	٤٧٢٩٩
٤٧٢١٢	٤٧٢٠٠	٤٧٢٠٥	٤٧٢١١
٤٧٢٠١	٤٧٢١٥	٤٧٢٠٨	٤٧٢٠٤
٤٧٢٠٩	٤٧٢٠٠	٤٧٢٠٢	٤٧٢٦٤

সূরা হুজুরাতের আমল ও ফযিলত ঃ এই সূরা ১০ বার পাঠ করিলে সব ধরণের রোগ থেকে মুক্তি পাবে।। এই সূরা লিখে গর্ভবতীর গলায় পরালে নিরাপদে সন্তান ভুমিষ্ট হইবে এবং দুধ দাতা মায়ের দুধ বৃদ্ধি পাইবে।

٧٨٦

٢٥٧٢٢	٢٥٧٢٦	٢٥٧٢٩	٢٥٧١٥
٢٥٧٢٨	٢٥٧١٦	٢٥٧٢١	٢٥٧٢٧
٢٥٧١٧	٢٥٧٣١	٢٥٧٢٤	٢٥٧٢٠
٢٥٧٢٥	٢٥٧١٥	٢٥٧١٩	٢٥٧٣٠

সূরা কাফের আমল ও ফযিলত ঃ চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির জন্য, পেটের ব্যথার জন্য, শিশুর দাঁত উঠতে কষ্ট হলে এই সূরা পাঠ করে তিন বার চোখে ফুঁক দিবে, এই সূরা লিখে বৃষ্টির পানি ধুয়ে পান করাবে আর এই সূরা লিখিয়া ধুয়ে শিশুকে পান করালে সহজে দাঁত উঠবে। আর এই সূরার নকশাটি লিখিয়া সাথে রাখিলে দুশমন পরাজিত হবে। নিচে নকশাটি উল্লেখ করা হল ঃ

٧٨٦

٢٧٤٣٣	٢٧٤٣٧	٢٧٤٣٠	٢٧٤٤٦
٢٧٤٣٩	٢٧٤٢٧	٢٧٤٣٢	٢٧٤٣٨
٢٧٤٢٠	٢٧٤٤٢	٢٧٤٣٥	٢٧٤٢١
٢٧٤٣٦	٢٧٤٣٠	٢٧٤٢٦	٢٧٤٤١٥

www.pathagar.com

সূরা যারিয়াতের আমল ও ফযিলত ঃ ধন-সম্পদ অর্জন করতে হলে ৭৫ বার এই সূরা পাঠ করিতে হইবে। আর যদি কোন শহরে দুর্ভিক্ষ হয় তাহলে ৭০ বার এই সূরা পাঠ করলে তা দূর হয়ে যাবে। স্ত্রী লোক যদি সন্তান প্রসবকালে এই সূরা পাঠ করে তাহলে সন্তান প্রসব খুব সহজ হবে আ এই নকশা লিখে সাথে রাখিলে অভাব দূর হবে।

٧٨٦

٣٩٨٤٩	٣٩٨٤٤	٣٩٨٥١
٣٩٨٥٠	٣٩٨٤٨	٣٩٨٤٦
٣٩٨٤٥	٣٩٨٥٢	٣٩٨٣٧

সূরা তূরের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা তূর পাঠ করিলে কুষ্ঠ রোগের ব্যক্তি সুস্থ্য হইবে। সমস্যা পীড়িত ব্যক্তি পাঠ করিলে সব কিছুর সমাধান হইবে। স্বচ্ছলতার জন্য এই সূরার নকশাটি লিখিয়া সাথে রাখিবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٢٣٥٤٥	٢٣٥٨١	٢٣٥٥٦	٢٣٥٣٨
٢٣٥٥١	٢٣٥٤٩	٢٣٥٤٤	٢٣٥٤٣
٢٣٥٤٠	٢٣٥٥٤	٢٣٥٤٦	٢٣٥٤٣
٢٣٥٤٠	٢٣٥٤٢	٢٣٥٤١	٢٣٥٤٣

সূরা নজমের আমল ও ফযিলত ঃ এই সূরাটি ২১ বার পড়িলে মনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এই সূরা পাঠ করিবার ফলে দুশমনের উপর জয়ী হওয়া যায়। আর এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে যে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা তাড়াতাড়ি দূরীভূত হয়। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

٢٨٥٩٣	٢٨٥٩٦	٢٨٥٩٩	٢٨٥٨٦
٢٨٥٩٨	٢٨٥٨٧	٢٨٥٩٢	٢٨٥٩٧
٢٨٥٨٨	٢٨١٠١	٢٨٥٩٤	٢٨٥٩١
٢٨٥٩٥	٢٨٥٩٠	٢٨٥٨٩	٢٨٥٦٠

www.pathagar.com

সূরা কামারের আমল ও ফযিলত ঃ এ সূরা জুমার রাতে পাঠ করিলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং দুশমনের উপর সফলতা লাভ করা যায়। এই সূরা লিখে টুপিতে বা কাপড়ের মধ্যে রাখিলে সকল প্রকার বিপদাপদ দূর হবে।

٧٨٦

٣٠١١٢	٣٠١١٥	٣٠١١٨	٣٠١٥
٣٠١١٧	٣٠١٠٦	٣٠١١١	٣٠١١٦
٣٠١٠٧	٣٠١٢٠	٣٠١١٣	٣٠١١٠
٣٠١١٤	٣٠١١٤	٣٠١٠٨	٣٠١١٩

সূরা রহমানের ফযিলত ও আমল ঃ সূরা রহমান ১১ বার পাঠ করিলে মনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এই সূরা লিখে পানিতে ধুয়ে পান করিলে প্লীহা রোগ ভাল হয় আর সেই পানি ঘরের দেওয়ালে ছিটিয়ে দিলে কষ্টদায়ক জীব-জন্তু ঘর হতে বাহির হয়ে যায়। এই নকশা লিখিয়া গলায় ঝুলালে উদ্দেশ্য সফল হয়।

٧٨٦

٣٠٣٠٣	٣٠٣٠٦	٣٠٣٠٩	٣٠٣٩٦
٣٠٣٠٨	٣٠٣٩٧	٣٠٣٠٣	٣٠٣٠٧
٣٠٣٠٠	٣٠٣١١	٣٠٣٠٤	٣٠٣٠١
٣٠٣٠٥	٣٠٣٠٠	٣٠٣٠٩٩	٣٠٣٠١

সূরা ওয়াকিয়ার আমল ও ফযিলত ঃ সূরা ওয়াকিয়া ৪১ বার পাঠ করিলে সকল প্রকার অভাব মুক্ত হবে। কেউ যদি ধনবান হতে চায় তাহলে এ সূরার আমল করিবার নিয়ম হইল শুক্রবার হতে আরম্ভ করে দৈনিক ফজর নামাযের পরে ২৫ বার সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে। শুক্রবারের রাতে মাগরিব নামাযের পরে ২৫ বার এবং এশার নামাযের পরে ২৫ বার এই সূরা পাঠ করিবে। এরপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। এরপর হতে দৈনিক সকালে-বিকালে ১ বার করে পাঠ করিবে। যে কোন উদ্দেশ্যে এই সূরা আমল করিলে উদ্দেশ্য সফল হবে। এই নকশাটি সাথে রাখিলে অভাবে পড়িবে না।

٧٨٦

٢٥٧٤١	٢٥٧٤٤	٢٥٧٤٧	٢٥٧٣٤
٢٥٧٤٩	٢٥٧٣٢	٢٥٧٤٠	٢٥٧٤٥
٢٥٧٢٥	٢٥٧٣٤	٢٥٧٤٢	٢٥٧٢٩
٢٥٧٤٢	٢٥٧٣٨	٢٥٧٤٩	٢٥٧٤٠

সূরা হাদীদের আমল ও ফযিলত ঃ যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থ্য হয় তাহলে ৭ বার এই সূরা পাঠ করবে। আর এই সূরা লিখিয়া সাথে রাখলে তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাত হতে রক্ষা পাবে। এই নকশাটি বাহুতে বেঁধে রাখলে দুশমন বন্ধুতে পরিণত হবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٦٦٣٠٩	٦٦٣٠٤	٦٦٣١١
٦٦٣١٠	٦٦٣٠٨	٦٦٣٠٦
٦٦٣٠٥	٦٦٣١٢	٦٦٣٠٧

সূরা মুজাদালাহর আমল ও ফযিলত ঃ দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সমাধার জন্য এই সূরা ৩ বার পাঠ করবে। আর এই নকশা লিখিয়া বাহুতে বাঁধিয়া যুদ্ধের ময়দানে গেলে নিরাপদ থাকবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٨٥٥٩	٨٥٦٢	٨٥١٥	٨٥٥١
٨٥٦٤	٨٥٥٢	٨٥٥٨	٨٥٦٣
٨٥٥٣	٨٥٦٧	٨٥٦٠	٨٥٥٧
٨٥٦١	٨٥٥٠	٨٥٥٥	٨٥٦٦

সূরা হাশরের আমল ও ফযিলত ঃ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চার রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা হাশর পাঠ করিবে। যদি কারও স্মরণ শক্তি কম হয় তাহলে চীনা মাটির পাত্রে এই সূরা লিখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে তাকে পান করাইবে তাহলে তার স্মৃতিশক্তি বাড়বে।

٧٨٦

٣٣٣٦٥	٣٣٣٦٨	٣٣٣٧١	٣٣٣٥٧
٣٣٣٧٠	٣٣٣٥٨	٣٣٣٦٤	٣٣٣٦٩
٣٣٣٥٩	٣٣٣٧٢	٣٣٣٦٦	٣٣٣٦٣
٣٣٣٩٧	٣٣٣٦٢	٣٣٣٦٠	٣٣٣٧٢

www.pathagar.com

সূরা মুমতাহিনার আমল ও ফযিলত ঃ যদি কোন মেয়ের বিবাহে সংকট দেখা দেয় তাহলে এই সূরা ৫ বার পাঠ করিলে একজন নেককার পুরুষের সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তির প্লীহা হয় তাহলে চীনা মাটির পাত্রে লিখিয়া ধূয়ে পান করাইলে সেই ব্যক্তি সুস্থ্য হইবে অথবা নকশাটি লিখে শিশুর গলায় পড়াবে। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

٢٤٧٦٢	٢٤٧٦٨	٢٤٧٧١	٢٥٣٢٠
٢٤٧٧٠	٢٤٧٥٨	٢٤٧٦٣	٢٥٣٤١
٢٤٧٥٩	٢٤٧٧٣	٢٤٧٦٦	٢٥٣٢٥
٢٤٧٦٧	٢٤٧٦١	٢٤٧٦٠	٢٥٣٤٤

সূরা সফের আমল ও ফযিলত ঃ যদি কোন লোকের সন্তান অবাধ্য হয় তাহলে এই সূরাটি ৩ বার পাঠ করিয়া সন্তানের গায়ে ফুঁক দিবে। মুসাফির ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করিলে নিরাপদে বাড়ি ফিরিবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে রুযি বাড়িবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

١٤٧٤٦	١٤٧٦٨	١٤٧٧١	١٤٧٧٧
١٤٧٧٠	١٤٧٥٨	١٤٧٦٣	١٤٧١٩
١٤٧٥٩	١٤٧٧٣	١٤٨٦٢	١٤٧٧٢
١٤٧٦٠	١٤٧٦١	١٤٧٦٠	١٤٧٧٧

সূরা জুমআর ফযিলত ও আমল ঃ যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাল সম্পর্ক না থাকে তাহলে শুক্রবারে এই সূরা ৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে পান করাবে। এই সূরা ঝিনুকে লিখে সাথে রাখিলে বরকত হইবে। এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে আয়-রোজগারে বরকত হইবে।

٧٨٦

١٥٣٨١	١٥٣٨٤	١٥٣٨٨	١٥٣٧٢
١٥٣٧٦	١٥٣٧٨	١٥٣٨٨	١٥٣٨٥
١٥٣٣٧	١٥٣٦٩	١٥٣٨٤	١٥٣٧٩
١٥٣٨٨	١٥٣٧٨	١٥٣٧٩	١٥٣٨٨

www.pathagar.com

সূরা মুনাফিকুনের আমল ও ফযিলত ঃ কোন ব্যক্তি যদি চোগলখুরীর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে ১৬০ বার এই সূরা পাঠ করিবে। আর কারও চোখে ব্যথা থাকিলে এই সূরা পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চোখের ব্যথা ভাল হয়ে যাবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে দুশমনের অনিষ্ট হতে রেহাই পাবে।

٧٨٦

٧٧٥٣	١٧٧.	٤٠٨	٧٣٥٥
٧٧٥٤	١٠٧	١٥٣٠	١٧٧٥٠
١٧٧٤٩	١٧٧	١٥٢	١٧٧٥١

সূরা তাগাবুনের ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা যেই ব্যক্তি ৩ বার পাঠ করিবে তার ধন-সম্পদ বাড়তে থাকবে এবং সে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হতে রেহাই পাবে আর এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখিলে বিপাদাপদ হতে রক্ষা পাবে।

٧٨٦

١٩٩٣٥	١٩٩٣٨	١٩٩٤١	١٩٩٢٧
١٩٩٤٠	١٩٩١٩	١٩٩٠٤	١٩٩٣٩
١٩٩٣٩	١٩٩٤٢	١٩٩٣٦	١٩٩٣٣
١٩٩٣١	١٩٩٣٢	١٩٩٣٧	١٩٩٤٣

সূরা তালাকের আমল ও ফযিলত ঃ যদি কোন ব্যক্তি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে তাহলে সেই ব্যক্তি সূরা তালাক পাঠ করিবে। আর রোগীর গলায় এর তাবীজ বেধে দিলে সুস্থ্য হইবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٢٠٦٠٠٢	٢٠٦٠٠٦	٢٠٦٠٠٥	٢٥٩٩٥
٢٠٦٠٠٨	٢٠٩٩٦	٢٠٦٠٠٦	٢٠٦٠٠٧
٢٠٩٩٧	٢٠٦٠١١	٢٠٦٤٠	٢٠٦٠٠
٢٠٦٠٠٥	٢٠٥٩٩٩	٢٠٥٩٩٧	٢٠٦٦٠

সূরা তাহরীমের ফযিলত ও আমল ঃ দুশমনকে বিপদে ফেলতে হলে বা ঋণ হতে নিজেকে মুক্ত করতে হয় তবে ২১ বার এই সূরা তাহরীম পাঠ করবে তাহলে দুশমন বন্ধু হবে যাবে। এই নকশা লিখে সাথে রাখলে সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে।

www.pathagar.com

٧٨٦

١٢٣٠٧	١٢٣١١	١٢٣٢٤	١٢٣٠٠
١٢٣١٤	١٢٣٠١	١٢٣٠٦	١٢٣١٢
١٢٣٠١	١٢٣٠٣	١٢٣٠٩	١٢٣٠٥
١٢٣٢	١١٤١	١٢٣٢	١٢٣٠٥

সূরা মূলকের আমল ও ফযিলত ঃ যে কোন ব্যক্তি সূরা মূলক ৪১ বার পাঠ করিলে ঐ ব্যক্তির সকল সমস্যার সমাধান হইবে। আর এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখিলে মনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

٧٨٦

٣٣١٩٩	٣٣١٩٤	٣٣٢١٠
٣٣٢٠٠	٣٣١٩٨	٣٣١٩٦
٣٣١٩٥	٣٣٢٠١	٣٣١٩٧

সূরা নূনের আমল ও ফযিলত ঃ যদি কোন ব্যক্তি এই সূরা ৭০ বার পাঠ করে তাহলে ঐ ব্যক্তি দুষ্কৃতকারী ও প্রতারণাকারীদের ক্ষতি হতে মুক্ত থাকিবে। কারও মাথায় ব্যথা হইলে এই সূরার নকশা লিখে তার মাথায় বেঁধে দিবে।

٧٨٦

٢٣٢٢٦	٢٣٤٣٠	٢٣٤٣٣	٢٣٤١٩
٢٣٤٢٣	٢٣٢٢٠	٢٣٤٢٥	٢٣٤٣١
٢٣٤٢١	٢٣٤٣٥	٢٣٤٢٨	٢٣٤٢٢
٢٣٤٢٩	٢٣٤٢٣	٢٣٤٤٢	٢٣٤٣٤

সূরা হাক্কার ফযিলত ও আমল ঃ এই সূরা লিখিয়া ধূয়ে পান করিলে মনের দুঃশ্চিন্তা দূর হইবে আর শিশুর কান্নাকাটি ও জ্বিনের আছরের সময়েও এই প্রক্রিয়া খুবই কার্যকরী। এই সূরা ৭৫ বার পাঠ করিলে মনের যে কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। আর গর্ভবতী মহিলার পেটে বাঁধিয়া দিলে তার গর্ভ নষ্ট হবে না।

www.pathagar.com

٧٨٦

٢٠٤٢٩	٢٠٤٣٢	٢٠٤٣٦	٢٠٤٣٣
٢٠٢٢٥	٢٠٤٢٣	٢٠٤٢٨	٢٠٤٣٢
٢٠٤٢٤	٢٠٤٣٨	٢٠٤٣٠	٢٠٤٢٧

সূরা মা'আরিজের ফযিলত ও আমল ঃ যদি কোন ব্যক্তির খুব বেশি স্বপ্ন দোষ হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি এই সূরাটি ৮ বার পড়িবে। আবার যদি এই সূরার নক্‌শা নিজের সাথে রাখে তাহলেও উপকৃত হবে।

٧٨٦

١٨٣٨١	١٨٣٨٦	١٨٣٨٧	١٨٣٨٦
١٨٥٨٢	١٨٥٧٩	١٨٥٨٠	١٨٣٨٥
١٨٣٥٧	١٨٣٧٩	١٨٣٨٦	١٨٥٧٩
١٨٥٧٨	١٨٥٧٥	١٨٥٧٤	١٨٥٨٥

সূরা নূহের ফযিলত ও আমল ঃ কোন শত্রুকে দমন করিতে হইলে ১০০ বার এই সূরাটি পাঠ করিলে শত্রু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে দুশমনের সাথে জয়ী হবে। এই সূরার নকশাটি নিম্নে ঃ

٧٨٦

١٨٥٧٨	١٨٥٨١	١٨٥٨٢	١٨٥٧١
١٨٥٨٣	١٨٥٧٢	١٨٥٧٧	١٨٥٨٢
١٨٥٨٣	١٨٥٧٨	١٨٥٧٩	١٨٥٧٦
١٨٥٧٨	١٨٥٧٥	١٨٥٧٤	١٨٥٨٥

সূরা জিনের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা জ্বিন ৭০০ বার পাঠ করিলে জ্বিন-পরী নিজের আয়ত্বে আনা যায় অথবা ১,০০৭ বার এই সূরার নকশা লিখিবে তাহলেও জ্বিন আয়ত্বে আসবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٢٠٢٢٢٠	٢٠٣٠٧	٢٠٢١٤
٢٠٢١٣	٢١٠٢١١	٢٠٢٠٩
٢٠٢٨٠	٢٠٢٠٥	٢٠٢١٠

www.pathagar.com

সূরা মুয্যাম্মিলের আমল ও ফযিলত ঃ দৈনিক যে লোক এই সূরা পাঠ করবে সেই ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দর্শন লাভ করিবে। আবার যে-কোন বিপদাপদের সময়ে এই দোয়া পাঠ করলে সমস্যা সমাধান হবে আর এই সূরার নকশা লিখে রোগীর গলায় বেঁধে দিলে রোগী সুস্থ্য হবে। এই সূরার নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

٢٢٨٢٣	٢٢٨١٨	٢٢٨٢٥
٢٢٨٢٤	٢٢٨٢٢	٢٢٨٢٠
٢٢٨٢٩	٢٢٨٢٨	٢٢٨٢١

সূরা মুদ্দাসসিরের ফযিলত ও আমল ঃ কোন ব্যক্তি অভাবে পড়লে নিয়মিত কোন ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করলে সেই ব্যক্তি তার অভাব মোচন করে ধনী হইতে পারবে। যুদ্ধের সময় এই সূরার নকশা সাথে রাখলে বিজয়ী হবে।

٧٨٦

٣٠٧٨٦	٣٠٧٨١	٣٠٧٨٨
٣٠٧٨٧	٣٠٧٨٥	٣٠٧٨٣
٣٠٧٨٢	٣٠٧٨٩	٣٠٧٨٤

সূরা কিয়ামাহর আমল ও ফযিলত ঃ সব ধরণের মানুষকে অনুগত করতে হলে এই সূরা ৭ বার পাঠ করিলে সকল রকমের মানুষকে অনুগত করা যায় আবার এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখলে শাসকের মনের মাঝে ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয়।

٧٨٦

١٣٦٥١	١٣٦٥٢	١٣٦٥٨	١٣٦٤٤
١٣٦٥٧	١٣٦٥٢	١٣٦٥٠	١٣٦٥٥
١٣٦٤٦	١٣٦٦٠	١٣٦٥٢	١٣٦٥٩
١٣٦٥٢	١٣٦٢٨	١٣٦١٧	١٣٦٥١

সূরা দাহ্রের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা দাহ্র ৭৫ বার পড়লে অথবা এ নকশা লিখে সাথে রাখলে রুযি বৃদ্ধি হবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

١٩٣٢٦	١٩٤٠١	١٩٤٠٣	١٩٣٨٩
١٩٣٤٣	١٩٣٦٠	١٩٣٩٥	١٩٤٠١
١٩٣٤٢	١٩٣٦٠	١٩٣٩٨	١٩٣٩٤
١٩٣٩٦	١٩٣٦٣	١٩٣٩٣	١٩٢٠١

সূরা মুরসালাতের আমল ও ফযিলত ঃ যেই লোক দৈনিক সূরা মুরসালাতের আমল করে সেই ব্যক্তি অসুস্থ্য হলে সুস্থ্ হবে আর মুসাফির হইলে নিরাপদে তার গন্তব্য স্থানে এসে পৌছিবে। আবার এই সুরার নক্শা লিখিয়া পাথর দিয়ে চাপা দিলে রাখিলে হারানো ব্যক্তি হাজির হইবে।

٧٨٦

١٧٦٥٠	١٧٦٦١	١٧٦٩٤	١٧٦٥١
١٧٦٦٣	١٧٦٥٢	١٧٦٥٧	١٧٦٦٢
١٧٦٧٣	١٧٦٥٦	١٧٦٥٦	١٧٦٥١
١٧٦٦٠	١٧٦٥٧	١٧٦٥١	١٧١١٥

সূরা নাবার আমল ও ফযিলত ঃ যদি কারও চোখের জ্যোতি দুর্বল হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি দৈনিক এই সূরা পাঠ করিলে তাহার দৃষ্টি শক্তি বাড়বে। এছাড়া এই সূরার একটি নকশা লিখিয়া একটি গাছে রাখিবে অপর নকশাটি পানিতে গুলিয়ে পান করবে এবং চোখে লাগাবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

١٧٥٥٣	١٧٥٤٨	١٧٥٥٥
١٧٥٧٤	١٧٥٥٢	١٧٥٥٠
١٧٥٥٩	١٧٥٥٦	١٧٥٥١

সূরা নাযিয়াতের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা নাযিয়াতের আমল করলে দুশমনের বৈরীতা দূর হয়। ঈমাস ঠিক রাখার জন্য এই সূরার নকশা লিখে সাথে রাখবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় দেখ ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

١٦٨١٢	١٦٨١٦	١٦٨٠٩	١٦٨٠٥
١٦٨١٨	١٦٨٠٦	١٦٨١٢	١٦٨١٧
١٦٨٠٧	١٦٨٢١	١٦٨١٤	١٦٨١١
١٦٨١٥	١٦٨٢٠	١٦٨٠٨	١٦٨٢٠

সূরা আবাসার আমল ও ফযিলত ঃ সূরা আবাসা ৭৫ বার পড়িলে চোখ ব্যথা এবং রাত কানা রোগী আল্লাহ্‌র রহমতে ভাল হয়। এ সূরার নকশা সাথে রাখিলে সকল প্রকার রোগ হতে মুক্ত থাকা যায়। নিচে এই সূরার নক্‌শাটি উল্লেখ করা হল ঃ

٧٨٦

١٢٨٢٨	١٢٨٣١	١٢٨٢٤	١٢٨٢١
١٢٨٣٣	١٢٨٢٢	١٢٨٢٧	١٢٨٣٢
١٢٨٢٣	١٢٨٣٦	١٢٨٣٩	١٢٨٢٦
١٢٨٣	١٢٨٢٥	١٢٨٢٤	١٢٨٣٥

সূরা তাকভীরের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা তাকভীর ২১ বার পাঠ করিলে দুশমনের ক্ষতি হতে নিজেকে রক্ষা করা যায়। এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

٩٥٧٤	٩٥٧٧	٩٥٨١	٩٥٦٧
٩٥٨٠	٩٥٦٨	٩٥٧٣	٩٥٧٨
٩٥٦٩	٩٥٨٣	٩٥٧٥	٩٥٧٢
٩٥٧٦	٩٥٧١	٩٥٨٠	٩٥٨٢

সূরা ইনফিতারের ফযিলত ও আমল ঃ কোন উদ্দেশ্যে পূরণের জন্য এই সূরা ইনফিতার ৭৫ বার পাঠ করিলে মনের যে-কোন উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে দুশমনের ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

٧٨٦

٨٩١	٨٩١١	٥٩	١٨
٨٩١٧	٨٩١٥	٨٩١	٣
٨٩١٢	٨٩١٩	٨٩١	٤

সূরা মুতাফ্ফিফিনের আমল ও ফযিলত ঃ কোন শিশু যদি বেশি কান্নাকাটি করে তবে এই সূরা ৭ বার পাঠ করিয়া ফুঁক দিলে সেই শিশুর কান্না থামিয়া যাবে। আর কান্নার জন্য নকশা শিশুর গলায় বেঁধে দেয়া যায়।

٧٨٦

١٢١٧٦	١٢١٧٩	١٢١٨٢	١٢١٦٩
١٢١٨١	١٢١٧٠	١٢١٧٥	١٢١٨٩
١٢١٧١	١٢١٧٤	١٢١٧٧	١٢١٧٤
١٢١٧٨	١٢١٧٣	١٢١٧٤	١٢١٧٢

সূরা ইনশিক্বাকের আমল ও ফযিলত ঃ যদি কোন শিশু খুব বেশি কান্নাকাটি করে তবে এই সূরাটি পড়িয়া শিশুকে ফুঁক দিবে। মহিলাদের সন্তান প্রসবের সময় এই সূরাটি লিখে কোমরে বাঁধলে প্রসব বেদনা কম হবে। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে আবার তা খুলে ফেলতে হবে।

٧٨٦

٧٢١١	٧٢١٤	٧٢١٧	٧٢٨٤
٧٢١٦	٧٢٠٥	٧٢١٠	٧٢١٥
٧٢٠٦	٧٢١٨	٧٢١٣	٧٢١٩
٧٢١٩	٧٢٢٥	٧٢٢٦	٧٢١٨

সূরা বুরূজের আমল ও ফযিলত ঃএই সূরাটি ৭০ বার পাঠ করিলে দুশমনের ক্ষতি হতে মুক্ত থাকা যাবে আবার কারও ফোঁড়া বাহির হলে আসরের নামাযের পরে এই সূরা পাঠ করবে। কোন বিপদে পড়িলে এর নকশা সাথে রাখবে।

www.pathagar.com

٧٨٦

٨٠٣٨	٨٠٤١	٨٠٤٥	٨٠٣١
٨٠٤٤	٨٠٣٣	٨٠٣٧	٨٠٤٢
٨٠٣٣	٨٠٤٧	٨٠٣٩	٨٠٣٦
٨٠٤٠	٨٠٣٥	٨٠٣٤	٨٠٣٦

সূরা তারিকের আমল ও ফযিলত ঃ জিন ভুতের প্রভাব দূর করার জন্য সূরা তারিক ৩ বার পাঠ করিলে জ্বিন-ভূতের প্রভাব দূর হয়ে যায় আবার পলাতক ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে হইলে নিচের নকশা সাথে রাখিবে।

٧٨٦

٤٤٤١	٤٤٤٤	٤٤٤٧	٤٤٣٣
٤٤٤٦	٤٤٣١	٤٤٤٠	٤٤٤٩
٤٤٣٥	٤٤٤٩	٤٤٤٢	٤٤٣٩
٤٤٤٣	٤٤٣٨	٤٤٣٦	٤٤٤٨

সূরা আ'লার আমল ও ফযিলত ঃ যখন কেউ সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন এই সূরা তিনবার পাঠ করিয়া সফরে রওয়ানা দিলে আল্লাহ্র রহমতে পথের মাঝে কোন রকমের বিপদাপদ হবে না। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে খুব নিরাপদে বাড়ি ফিরিবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٤٤٢٥	٤٤٢٩	٤٤٣٢	٤٤١٨
٤٤١٣	٤٤١٩	٤٤٤٠	٤٤٣٠
٤٤٢٠	٤٤٢٤	٤٤٣٧	٤٤٢٣
٤٤٢٨	٤٤٢٢	٤٤٢١	٤٤٤٣

সূরা গাশিয়ার ফযিলত ও আমল ঃ অসুস্থ্য রোগীকে সূরা গাশিয়ার ৩ বার পাঠ করে ফুঁক দেয় তাহলে সে সুস্থ্য হবে। মহামারী দেখা দিলে এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

٩٣٢٤	٩٣٧٦	٩٣٧٠	٩٣٥٧
٩٣٢٩	٩٣٥٧	٩٣٦٢	٩٣٢٨
٩٣٥٨	٩٣٧٢	٩٣٦٥	٩٣٦٣
٩٣٦٦	٩٣٦٠	٩٣٥٩	٩٣٧١

সূরা ফাজরের আমল ও ফযিলত ঃ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করার জন্য সূরা ফাজর ৭০ বার পাঠ করিলে মনের দুশ্চিন্তা এবং টেনশন দূর হবে অথবা এই সুরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখবে। এর নকশাও কাছে রাখিবে।

٧٨٦

٢٢٢٧٢	٢٢٢٧٦	٢٢٢٧٩	٢٢٢٦٥
٢٢٢٧٨	٢٢٢٦٦	٢٢٢٧١	٢٢٢٧٧
٢٢٢٦٨	٢٢٢٦٨	٢٢٢٧٤	٢٢٢٧٠
٢٢٢٦٥	٢٢٢٦٩	٢٢٢٦٨	٢٢٢٧٠

সূরা বালাদের ফযিলত ও আমল ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন শহরে প্রবেশের ইচ্ছা করে তখন এই সূরা পাঠ করিলে নিরাপদে অবস্থান করিবে এবং সেখানকার লোকজন খুব ভাল ব্যবহার করিবে। এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে বদনজর হতে রক্ষা পাবে। নকশাটি নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

٧٨٦

٦٠٧٠	٦٠٧٣	٦٠٧٧	٦٠٦٣
٦٠٧١	٦٠٦٤	٦٠٦٥	٦٠٧٤
٦٠٦٥	٦٠٧٦	٦٠٧١	٦٠٦٠
٦٠٧٢	٦٠٦٧	٦٠٦١	٦٠٧٠

সূরা শামসের ফযিলত ও আমল ঃ সূরা শাম্‌স সূর্যোদয়ের সময় ৭ বার পাঠ করিলে মনের যে-কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এই সূরার নকশা লিখিয়া গলা বেঁধে রাখিলে জান-মালের নিরাপত্তা থাকে। নক্‌শাটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

٤٩٧٧	٤٨٧٧	٤٨٨١	٤٨٦٧
٤٨٨٠	٤٨٦٨	٤٨٧٣	٤٨٧٨
٤٨٧٦	٤٨٦٣	٤٨٧٥	٤٨٧٢
٤٨٧٩	٤٨٧١	٤٨٧٠	٤٨٨٤

সূরা লাইলের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা লাইল ১৮০ বার পাঠ করলে যে-কোন সমস্যা সমাধান হবে। আবার এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখলে মালপত্র নিরাপদে থাকবে।

٧٨٦

٧٤١٦	٧٤١١	٧٤٣٢	٧٤٠٩
٧٤٢١	٧٤١٠	٧٤١٥	٧٤٤٠
٧٤٦٩	٧٤٤٣	٧٤٤٨	٧٤٤٠
٧٤١٨	٧٤١٣	٧٤٢٣	٧٤٤٢

সূরা দোহার আমল ও ফযিলত ঃ নিখোঁজ ব্যক্তিকে উপস্থিত করাতে হলে এ সূরা দোহা ২০০০ বার পাঠ করিলে নিখোঁজ ব্যক্তিকে হাজির করানো যায়। আবার পলাতক লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে এই সূরার নকশা নিচে পলাতন লোকের নাম পবিত্র কোরআন শরীফের সূরার জায়গাটিতে রাখিয়া দিবে ইনশাল্লাহ্ মহান আল্লাহ্র রহমতে সফলতা অর্জন করিবে।

٧٨٦

٣٣٢٠	٣٣٣٣	٣٣٣٦	٣٣٢٢
٣٣٣٥	٣٣٣٤	٣٣١٩	٣٣٢٤
٣٣٢٥	٣٣٣٨	٣٣٣١	٣٣٢٨
٣٣٣٢	٣٣٣٨	٣٣٢٦	٣٣٣٧

সূরা আলাম নাশরাহের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা আলাম নাশরাহ য-কোন মাল ক্রয়ের সময় ৩ বার পাঠ করিলে সেই মালে বরকত হইবে। কারও বুকে ব্যথা হইলে এই সূরা লিখিয়া পানিতে ধুয়ে বুকে মালিশ করিবে। কারও যদি গিটে বাত থাকে তাহলে এ সূরার নকশটা লিখে গলায় পরবে।

www.pathagar.com

٧٨٦

٣١٠٣	٣١٠٧	٣١١٠	٣٠٩٦
٣١٠٩	٣٠٩٧	٣١٠٢	٣١٠٨
٣٠٩٨	٣١١٤	٣١٠٥	٣١٠١
٣١٠٦	٣١٠٠	٣١٩٩	٣١١١

সূরা ত্বীনের আমল ও ফযিলত ঃ নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে হাজির করতে হলে এ সূরা ত্বীন ২০০০ বার পাঠ করিলে বা নকশা লিখিয়া পাথর চাপা দিলে নিরুদ্দেশ ব্যক্তি উপস্থিত হইবে। নকশাটি নিচে দেয়া হল ঃ

٧٨٦

٢٥٦١	٢٥٦٤	٢٥٦٨	٢٥٥٤
٢٥٦٧	٢٥٥٥	٢٥٢٠	٢٥٦٥
٢٥٥٦	٢٥٧٠	٢٥٦٢	٢٥٥٩
٢٥٦٣	٢٥٥٧	٢٥٥٧	٢٥٤٣

সূরা আলাকের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা আলাক ৩ বার পাঠ করে নিজের শরীর ফুঁক দিয়ে কোন হাকিম বা উর্ধ্বতন কর্মকতার নিকটে হাজির হলে সেই সদয় হইবে আবার এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে সকল প্রকার বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকিবে।

٧٨٦

٥٦٣٥	٥٦٣٨	٥٦٤١	٥٦٢٧
٥٦٤٠	٥٦٣٨	٥٦٣٦	٥٦٤٩
٥٦٢٩	٥٦٤٣	٥٦٣٦	٥٦٣٢
٥٦٣٧	٥٦٢٣	٥٦٣٠	٥٦٤٢

সূরা কদরের ফযিলত ও আমল ঃ সম্মানিত হতে হলে সূরা কদর সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার করে পাঠ করিবে। এই সূরার নকশাটি লিখিয়া সাথে রাখিলে মর্যাদা বাড়িবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

٢٠٧٧	٢٠٨٠	٢٠٨٤	٢٠٧٠
٢٠٨٣	٢٠٧١	٢٠٧٦	٢٠٨١
٢٠٧٢	٢٠٧٦	٢٠٧٨	٢٠٧٥
٢٠٧٩	٢٠٧٤	٢٠٧٣	٢٠٨٥

সূরা বাইয়্যিনাহ্‌র আমল ফযিলত ঃ সূরা বাইয়্যিনাহ্‌র নিয়মিত পাঠ করিলে কুষ্ট ও পাণ্ডু রোগী আল্লাহ্‌র রহমতে সুস্থ্য হইবে। আবর এই সূরার নক্‌শা লিখিয়া পানিতে গুলিয়া মালিশ করিবে।

٧٨٦

٧٨٠٩	٧٨٠٠	٧٨١٢	٧٨٩٧
٧٨١١	٧٨٩٩	٧٨٠٤	٧٨٠٩
٧٨٠٠	٧٨١٤	٧٨٠٦	٧٨٠٢
٧٨٠٠	٧٨٠٣	٧٨٠١	٧٨١٣

সূরা যিলযালের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা যিলযাল ৭০ বার পাঠ করলে যে-কোন সমস্যার সমাধান হবে। আবার এই সূরার নক্‌শা লিখে সাথে রাখলেও উপকৃত হবে।

٧٨٦

٤٩٩١	٤٩٩٧	٤٩٩٧	٤٩٨٤
٤٩٩٦	٤٩٨٥	٤٩٩١	٤٩٩٥
٤٩٨٦	٤٩٩٩	٤٩٩٢	٤٩٨٩
٤٩٩٤	٤٩٨٨	٤٩٨٧	٤٩٩٨

সূরা আদিয়াতের ফযিলত ও আমল ঃ সূরা আদিয়াত পাঠ করিলে বদনজর দূর হইবে। এই সূরা লিখিয়া ধুয়ে পান করিলে হৃদপিন্ডের ব্যথা দূর হইবে। এই সূরার ৭টি নকশা লিখিয়া আটার গুলিতে করে নদীতে ফালাবে তাহলে ঋণ মুক্ত হইবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ঃ

www.pathagar.com

٧٨٦

٣٣٣٨	٣٣٤١	٣٣٤٤	٣٣٣١
٣٣٤٣	٣٣٣٣	٣٣٣٨	٣٣٣١
٣٣٤٣	٣٣٤٦	٣٣٣٩	٣٣٣٦
٣٣٤٠	٣٣٣٥	٣٣٢٤	٣٣٤٥

সূরা কারিয়ার আমল ও ফযিলত ঃ সূরা কারিয়া ১০১ বার পাঠ করিলে বদনজর হতে রক্ষা পাইবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে সব ধরনে বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকিবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٤٤٨٩	٤٤٨٤	٤٤٩١
٤٤٩٠	٤٤٨٨	٤٤٨٦
٤٤٨٥	٤٤٩٢	٤٤٨٧

সূরা তাকাসুরের আমল ও ফযিলত ঃ ঋণ পরিশোধের জন্য এই সূরা তাকাসুর ৩০০ বার পাঠ করিলে ঋণ পরিশোধ হইবে। এই সূরার নকশা সাথে রাখলে উপকৃত হবে।

٧٨٦

٢٥٩١٧	٢٥٩٢٠	٢٥٩٢٣	٢٥٩١٠
٢٥٩١	٢٥٩١	٢٥٩٨١	٢٥٩١١
٢٥٩١٣	٢٥٩٢٥	٢٥٩١٨	٢٥٩١٥
٢٥١٠٥	٢٥٩١٤	٢٥٩٤	٢٥٩٢٤

সূরা আসরের আমল ও ফযিলত ঃ মুহাব্বাতের জন্য এ সূরা আসর পাঠ করলে মহব্বাত বাড়ে এবং এর নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে উপকৃত হবে।

٧٨٦

١٥٨١	١٥٧٦	١٥٨٣
١٥٨٢	١٥٧٤	١٥٧٨
١٥٧٧	١٥٧٤	١٥٧٩

www.pathagar.com

সূরা হুমাযার ফযিলত ও আমল ঃ কারো চোখে বেদনা হলে সূরা হুমাযা ৭ বার পাঠ করিয়া ফুঁক দিলে চোখের বেদনা দূরভীত হইবে এবং এই সূরার নকশা পানিতে গুলায়ে ঔষধের সাথে মিশায়ে চোখে লাগালে সুস্থ্য হইবে।

٧٨٦

٢٠٨٥	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٧٧
٢٠٧٠	٢٠٧٨	٢٠٨٢	٢٠٨٩
٢٠٧٩	٢٠٩٣	٢٠٨٦	٢٠٨٣
٢٠٨٠	٢٠٨٢	٢٠٨٠	٢٠٥٢

সূরা ফীলের ফযিলত ও আমল ঃ শত্রুর বিনাস সাধনের জন্য এ সূরা ফীল ১০০ বার পাঠ করিলে শত্রু ধ্বংশ হইবে এবং এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলেও সফলতা অর্জন করিবে। নকশাটি হল এই ঃ

٧٨٦

١٩٥٤	١٩٤٩	١٩٥٦
١٩٥٥	١٩٥٢	١٩٥١
١٩٥	١٩٥٧	١٩٥٢

সূরা কুরাইশের ফযিলত ও আমল ঃ সূরা কুরাইশ ৭০ বার পাঠ করিলে অভাব দূর হয়ে ধনী হইবে। যদি কোন ব্যক্তির বদনজর লাগার সন্দেহ হয় তাহলে এই সূরা পড়ে খাবারের উপর ফুক দিবে। দুশমনের ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার জন্য ফজরের নামাযের পরে এই সূরা ১০০ বা পাঠ করিবে এবং পাঠ করিবার আগে এবং শেষে ৭ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। যদি শত্রুকে নত রাখতে হয় তাহলে এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখবে।

٧٨٦

١٥٧٥	١٥٧٩	١٥٨٢	١٥٦٨
١٥٨١	١٥٦٩	١٥٧٤	١٥٨٠
١٥٧٠	١٥٧٤	١٥٧٧	١٥٧٣
١٥٧٨	١٥٧٢	١٥٧١	١٥٧٣

www.pathagar.com

সূরা মাউনের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা মাউন ১০০০ বার পাঠ করিলে যে-কোন সমস্যা সমাধান হবে এবং এই সূরার নকশা সাথে রাখিলে উপকৃত হইবে।

٧٨٦

٢٣١٣	٢٣١٦	٢٣١٩	٢٣٠٥
٢٣١٨	٢٣٠٦	٢٣١٢	٢٣١٧
٢٣٠٧	٢٣٣١	٢٣١٤	٢٣١١
٢٣١٥	٢٣١٠	٢٣٠٨	٢٣٢٠

সূরা কাউসারের আমল ও ফযিলত ঃ শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এ সূরা কাওসার ১০০ বার পাঠ করিলে শত্রুর ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে আবার যদি কোন দুশমন কাউকে কষ্ট দিতে চায় তাহলে নতুন ইটে এই সূরার নকশা লিখিয়া পুরাতন কবরে ফেলিবে তাহলে সফলতা অর্জন হইবে।

٧٨٦

٩١٩	٩١٢	٩٢١
٩٣٠	٩١٨	٩١٦
٩٢٥	٩٢٤	٩١١

সূরা কাফিরূনের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা কাফিরূন ১০০ বার পাঠ করিলে যে-কোন বিপদ হতে নিরাপদে থাকবে এবং এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে উপকৃত হইবে।

٧٨٦

١٤٥	٩٤٠	٤٩٢
٩٤٦	٩٤٤	١٤٣
٩٤١	٩١٥	٩٤٢

সূরা নসরের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা নসর ১০০১ বার পাঠ করিলে পেছনের শত্রু দূরে চলে যাবে এবং দুশমন পরাজীত হইবে। এ সূরার নকশা শনিবার হলুদ কাপড়ে বুধের পরিক্রমণকালে লিখে টুপির মধ্যে রাখিলে শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। নকশাটি অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ঃ

www.pathagar.com

অথবা নিচের এই নকশা সাথে রাখবে ঃ

٧٨٦

١٥٢٠	١٥٣١٢	١٥٣٧	١٥٢٣
١٥٢٦	١٥٢٤	١٥٢٩	١٥٣٥
١٥٢١	١٥٢١	١٥٢٢	١٥٢٥
١٥٢٣	١٥٢٧	١٥٢٦	١٥٢٨

সূরা লাহাবের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা লাহাব ৩০০০ বার পাঠ করিলে জালিমের অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং নকশা কাছে রাখিলেও উপকৃত হইবে।

٧٨٦

١٩٤٣	١٩٢٠	١٩٢٥
١٩٤٤	١٩٤٢	١٩٤٠
١٩٢٩	١٩٤٦	١٩٤١

সূরা ইখলাসের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা ইখলাস ১০০০ বার পাঠ করিলে মনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। ইখলাস আমল করার নিয়ম হল, মক্কেলের নামসহ প্রথমে গোশত খাওয়া পরিত্যাগ করিবে এবং রোযা রাখবে। এরপর প্রত্যহ ৬০০০ বার করে ১২ দিন পর্যন্ত এই দোয়া পাঠ করিবে।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم اقسمت عليكم وعزمت عليكم
اجب ياجبرائيل ياعزرائيل بحق قل هوالله احد ياميكائيل
ياسرائيل بحق الله الصمد يا اسمائيل يا اسمائيل
ياطاطائيل بحق لم يلد ولم يولد اجب ياعزرائيل يارقتائيل
ولم يكن له كفوا احد ط

নিচের নকশাটি মুহাব্বত সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিক্ষীত।

٧٨٦

٣٣٥	٣٣٠	٣٣٣
٣٣٦	٣٣٤	٣٣٣
٣٣١	٣٣٨	٣٣٣

সূরা ফালাকের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা ফালাক ১০০ বার পাঠ করিলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হবে এবং নকশা লিখে একটি সাথে রাখিবে অন্যটি পানিতে গুলিয়ে পান করিবে। নকশাটি হল ঃ

٧٨٦

٢١٦٩	٢١٢٧	٢١٧٥	٢١٩١
٢١٧٤	٢١٢٣	٢١٦٨	٢١٧٣
٢١٦٣	٢١٧٧	٢١٧٠	٢١٦٧
٢١٧١	٢١٦٦	٢١٦٤	٢١٧٦

সূরা নাসের আমল ও ফযিলত ঃ সূরা নাস ১০০ বার পাঠ করিলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হবে এবং এই সূরার নকশা লিখিয়া সাথে রাখিলে উপকৃত হইবে।

٧٨٦

١٣٢٣	١٣٢٧	١٣٣٠	١٣١٢
١٣٤٩	١٣١٧	١٣٣٣	١٣٢٨
١٣١٨	١٣٣٢	١٣٣٥	١٣٢١
١٣٦٠	١٣٣٧	١٣١٩	١٣٢١

www.pathagar.com

নারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

প্রাক ইসলামী যুগে নারীগণকে এ জগত শুধু অনুপোকারীই নয় বরং সভ্যতার কলঙ্ক ও জঞ্জাল মনে করে জীবনের কর্মময় ময়দান থেকে হটিয়ে দিয়ে হীনতা নীচুতা ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার এমন অন্ধকারময় কুয়ার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে ছিলো, যেখান থেকে উঠে এসে জীবনে উন্নতি লাভ করার আর কোন আশাই ছিল না। ইসলাম নারীদের প্রতি জগতবাসীর এহেন অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে এবং পরিষ্কার রূপে ঘোষণা দিয়েছে যে, এ পার্থিব জীবনে নারী-পুরুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী। নারীগণকে শুধু লাঞ্ছিত ও অবহেলিত রাখার জন্য এবং তাদেরকে জীবনের প্রশস্তময় রাজপথ হতে কণ্টকের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। কেননা পুরুষের সৃষ্টির পেছনে যেমন প্রকৃতির একটি মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তেমনি নারী সৃষ্টির মূলেও রয়েছে তার এক সুমহান উদ্দেশ্য। প্রকৃতি তাদের উভয় শেণী দ্বারাই তার বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে চায়। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ "আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম মালিকানা আল্লাহ তায়ালার। তিনি যা ইচ্ছে তা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছে তিনি ছেলে যাকে ইচ্ছে মেয়ে দান করেন। অথবা যাকে ইচ্ছে ছেলে ও মেয়ে এক জোড়া সন্তান দেন। আবার যাকে ইচ্ছে নিঃসন্তান করে বন্ধ্যা বানিয়ে রাখেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা শক্তিশালী সত্তা।"(সূরা শুরা ৪৯-৫০)

ইসলাম নারীদেরকে নীচুতা হীনতা ও অবমাননার অন্ধকারময় কূপ হতে হাত ধরে উঠিয়ে সমাজ জীবনে সর্বময় অধিকার দান করে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেনঃ "আমরা হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যমানায় নিজ নারীদের সাথে কথাবার্তা বলতে এবং দ্বিধাহীন ব্যবহার প্রদর্শন করতে ভয় পেতাম। কারণ না জানি আমাদের সম্পর্কে আল্লাহর কোন অহী নাযিল হয়। নবী করীম (সাঃ)-এর ইনতেকালের পর হতে আমরা তাদের সাথে দ্বিধাহীন চিত্তে ও অসংকোচে জীবন যাপন করতে থাকি। (বুখারী, ইবনে মাজা)

এ অত্যাচারিত অবহেলিত মজলুম শ্রেণীটির এ পার্থিব জগতে জীবিত থাকারও অধিকার ছিল না। আল কুরআন এসে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলো।এরা এ জগতে জীবিত থাকার জন্য এসেছে, এদেরকে জীবিত কবর দেয়া চলবে না। এদের অধিকারের উপর যে লোকই হস্তক্ষেপ করুক না কেন, তাকেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে, "যখন জীবিত কবর দেয়া মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কি অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ?" (সূরা তাকবীর)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এ অত্যাচারিত অবহেলিত মজলুম শ্রেণীটির জন্য যেরূপ সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারিত করে ছিলেন এবং যে শিক্ষাবলী

www.pathagar.com

ও আদর্শ স্থাপন করেছেন, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন সংস্কারক বা তথাকথিত মহামানব ও নারী অধিকারের দাবীদার সুধীজন এমন আদর্শ ও শিক্ষার নজীর পেশ করতে পারেনি। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ঃ "মাতার অবাধ্যগত হওয়া, অধিকার আদায় করা থেকে বিরত রাখা, ধন সম্পদ স্তূপীকৃত করে রাখা এবং মেয়েদেরকে জীবিত কবর দেয়াকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।" (বুখারী)

ইবনে আব্বাসের বর্ণনা, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন॥যদি কোন লোকের মেয়ে হয়, তবে সে মেয়েকে জীবিত কবর দিবে না এবং তার সাথে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মূলক ব্যবহারও দেখাবে না। আর মেয়ের উপর ছেলেকে প্রাধান্য দেবে না। তা-হলেই আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেস্তে দাখিল করবেন। (আবুদাউদ, মুস্তাদরেক)

মানুষের স্বভাব ও সংসার জীবন

মানুষের স্বভাবই এই যে, মানুষ একা থাকতে পছন্দ করে না এবং একা সে থাকতে পারে না। অবশ্যই তার সঙ্গীর দরকার হয়। নর বা নারী পরস্পরকে সাথী হিসেবে গ্রহণ করে। এ গ্রহণ করা কোন ক্ষণস্থায়ী কামনা বাসনা বাস্তবায়িত করার উদ্দীপনার কারণে নয় বরং এর পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে চিরস্থায়ী পরিকল্পনা। নর নারী বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই এ পরিকল্পনা পারিবারিক জীবনের মধ্যে বাস্তবায়িত করে। পারিবারিক এ জীবনে পুরুষ স্বামী হিসেবে আর নারী স্ত্রী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উভয়ের ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, মনের মিল, উভয়ের প্রেম ভালোবাসা পারিবারিক জীবনকে সুদৃঢ় ও অবিচ্ছেদ্য করে এক স্থায়ী ভিত্তি দান করে। এভাবে মানুষ গড়তে থাকে বংশধারা ও উত্তরাধিকারী। পারিবারিক ব্যবস্থায় বিয়ে এবং দাম্পত্য জীবন,এটা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়॥ বরং এ মানব স্বভাবেরই এক অনবদ্য দাবী। বিশ্ব প্রকৃতি স্বয়ং এ ব্যবস্থা সৃষ্টিসমূহের প্রতিটি স্তরে কার্যকরী রয়েছে। সক্রিয় রয়েছে প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে। পিপীলিকা, মৌমাছি, উইপোকার পারিবারিক জীবন দেখলে স্তম্ভিত না হয়ে পারা যায় না।

পৃথিবীতে কোন একটি প্রাণীও জোড়াবিহীন নেই। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে জানিয়েছেন, "প্রতিটি বস্তুকেই আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। পৃথিবীর সৃষ্টিসমূহ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার পেছনে বংশ বৃদ্ধি করার প্রবণতা ও উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। যখনই এভাবে দুটো জিনিসের মিলন সাধিত হবে, তখনই তা থেকে তৃতীয় এক জিনিসের উদ্ভব হতে পারে। সৃষ্টিলোকের কোন একটি জিনিসও এ নিয়মের বাইরে নয়; একটি ব্যতিক্রমও কোথাও দেখা যেতে পারে না। তাই কুরআন মজীদে দাবী করে বলা হয়েছেঃ "মহান পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিলোকের সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন॥ উদ্ভিদ ও মানবজাতির

www.pathagar.com

মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।" এ আয়াত থেকে প্রমাণীত হয় যে, 'বিয়ে' ও 'সম্মিলিত জীবন যাপন' এবং তার ফলে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা কেবল মানুষ জীব জন্তু ও উদ্ভিদ গাছপালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোন একটি জিনিসও এ থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমনিভাবে রচিত যে, এখানে যন্ত্রতন্ত্র যেমন রয়েছে পুরুষ তেমনি রয়েছে স্ত্রী এবং এ দুয়ের মাঝে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে টানছে।

প্রত্যেকটি মানুষ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেও রয়েছে অনুরূপ তীব্র আকর্ষণ এবং এ আকর্ষণই স্ত্রী ও পুরুষকে বাধ্য করে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে। সম্মিলিত ও যৌথ জীবনযাপন করতে। মানুষের অন্তর অভ্যন্তরে যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা, আকুলতা ও সংবেদনশীলতা রয়েছে বিপরীত লিঙ্গের সাথে একান্তভাবে মিলিত হওয়ার জন্যে, তারই পরিতৃপ্তি প্রশমন সম্ভবপর হয় এই মধু মিলনের মাধ্যমে। ফলে উভয়ের অন্তরে পরম প্রশান্তি ও গভীর স্বস্তির উদ্রেক হয় অতি স্বাভাবিকভাবে। মানুষের অন্তর্লোকে যে প্রেম ভালবাসা প্রীতি ও দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-বাৎসল্য ও সংবেদনশীলতা স্বাভাবিকভাবেই বিরাজমান, তার কার্যকারিতা ও বাস্তব রূপায়ণ এই বৈবাহিক মিলনের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। এজন্যে হাদীসে কুরসীতে ইরশাদ হয়েছে ঃ "আল্লাহ বলেছেন ঃ আমিই আল্লাহ, আমারই নাম রহমান, অতীব দয়াময়, করুণা নিধান, আমিই 'রেহেম' (রক্ত সম্পর্কমূলক আত্মীয়তা) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নিজের নামের মূল শব্দ দিয়েই তার নামকরণ করেছি।" অন্য কথায়,প্রেমপ্রীতি, দয়া-সংবেদনশীলতা ও স্নেহ-বাৎসল্য মানব-প্রকৃতি নিহিত এক চিরন্তন সত্য। আর এ সত্যের মুকুল পুষ্পাকৃতি লাভ করতে পারে না এবং এ পুষ্প উন্মুক্ত উদ্ভাসিত হতে পারে না মানব মানবীর মিলন ব্যতিরেকে।

এ মিলনই সম্ভব হতে পারে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে। মন, প্রাণ ও দেহ এ তিনটি জিনিষের একাত্মতা ও মিলন ছাড়া পারিবারিক জীবন টিকে থাকতে পারে না। যৌন মিলন ছাড়াও দাম্পত্য জীবন একই ধারায় প্রবাহিত হয় না। স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট হতে বা স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট হতে যৌন তৃপ্তি লাভ করতে না পারে, একে অপরে অতৃপ্ত থেকে গেলে, অথবা এ জীবন পবিত্র ও অভ্রান্ত পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষ মানসিক স্থিতি লাভ করতে পারে না। ফলে একে অপরের মনের কাছাকাছিও আসতে ব্যর্থ হয়। বিয়ের মাধ্যমে মানুষ দাম্পত্য জীবন লাভ করে ও পারিবারিক জীবনের ভিত্তিস্থাপন করে। রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য চালিকা শক্তি এ দাম্পত্য জীবনকে পূর্ণরূপে সমর্থন করে।

www.pathagar.com

এ দাম্পত্য জীবনের সূচনা পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানব প্রকৃতির ভেতরে নিহিত। ইসলাম মানুষের সৃষ্টি এবং তার ক্রমবিকাশ ও সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত ধারণা দেয়। হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়ার মাধ্যমেই যাবতীয় মানবীয় প্রতিষ্ঠানের সূচনা। তারা অজ্ঞ মূর্খ বা অসভ্য ছিলেন না। পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি তাকে আল্লাহ্ তায়ালা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে, বস্তুর ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে একজন নবী-রাসূল বানিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। মানব সভ্যতার যাত্রা সেখান হতেই। তারই বংশধারা হতে মানুষ এ পর্যন্ত এসেছে। মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের কোন স্তরেই মানব জাতি জ্ঞানবিজ্ঞান ও পারিবারিক ব্যবস্থা ছাড়া জীবনযাপন করেনি।

কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ, যারা নিজেদেরকে বিজ্ঞানী বলে দাবী করে,তারা যাবতীয় সত্য অস্বীকার করে মানব জাতির ক্রমবিকাশ ও মানব সভ্যতা সম্পর্কে এক উদ্ভট ধারণা পেশ করেছে। তাদের ধারণা অনুযায়ী অতি প্রাচীনকালে মানব সমাজে বিয়ের আদৌ কোন প্রচলন ছিল না। মানুষ নিতান্ত পশুর স্তরে ছিল এবং পশুদের ন্যায় জীবনযাপন করত। তখনকার মানুষের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি লাভ। যৌন মিলন ছিল নিতান্ত পশুদের ন্যায়। তখনকার সমাজে বিষয় সম্পত্তির উপর ছিল না ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার, ছিল না কোন বিশেষ নারী বিশেষ কোন পুরুষের স্ত্রী বলে নির্দিষ্ট। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্যে তাদের সম্মুখে ছিল খাদ্য পরিপূর্ণ বিশাল ক্ষেত্র, তেমনি যৌন প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্যে ছিল নির্বিশেষে গোটা নারী সমাজ। উত্তরকালে মানুষ তখন ধীরে ধীরে সভ্যতা ও সামাজিকতার দিকে অগ্রসর হল, বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক হতে থাকল তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও চেতনাশক্তি; তখন নারী পুরুষের মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের এবং বিশেষ পুরুষের জন্যে বিশেষ নারীকে নির্দিষ্ট করার প্রশ্ন দেখা দিল। সন্তান প্রসব, লালন-পালনের ও সংরক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই নারীদের উপর বর্তে সেজন্যে সেই প্রাথমিক যুগে নারীর গুরুত্ব অনুভূত এবং সমাজ ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হল। সেকালে সন্তান পিতার পরিবর্তে মা'র নামে পরিচিত হত। কিন্তু এ রীতি অধিক দিন চলতে পারেনি। নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের মনোভাব ক্রমে ক্রমে বদলে গেল। নারীদের স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা তাদের স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দখল করে বসল এবং দখলকৃত বিত্ত সম্পত্তির উপযোগী আইন কানুন নারীদের উপরও চালু করল। কিন্তু সমাজ যখন ক্রমবিবর্তনের ধারায় আরো কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে গেল, তখন পরিবার ও গোত্রের ভিত্তি স্থাপিত হল। রাষ্ট্র ও সরকার সংস্থা গড়ে উঠল। আইন ও নিয়মনীতি রচিত হল। তখন বিয়ের জন্যে নারীদের তার পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে কিংবা নগদ মূল্যের বিনিময়ে লাভ করার রীতি শুরু হল। যদিও মূল্যদানের সে আদিম রীতি আজকের সভ্য সমাজেও কোন না কোন রূপ নিয়ে চালু হয়ে আছে। বস্তুত পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বে

www.pathagar.com

মানুষকে পশুরই অধঃস্তন মনে করে নেয়া হয়েছে, তাই মানব জীবন ও সমাজের এই পাশবিক সূচনার ইতিহাসও সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে রচনা করে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হবে এমন কথা সত্য নয়।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানুষের সৃষ্টির প্রথম হতেই একটি পরিবারে যাবতীয় শর্তসহ পারিবারিক ব্যবস্থা মানুষের মাঝে উপস্থিত ছিল এবং সে ধারাবাহিকতা এ পর্যন্তও চলে আসছে।

পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দিনটি পর্যন্ত তা টিকে থাকবে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ একথাও স্বীকার করেন মানব সভ্যতা ক্রমবিকাশের কোন কোন স্তরে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে, মানুষ পশুস্তরে পৌছে গেছে, এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা আব্দুর রহিম (রাহঃ) তাঁর পরিবার ও পারিবারিক জীবন নামক গ্রন্থে বলেন, অবশ্য ক্রমবিবর্তনের কোন স্তরে মানব সমাজের কোন শাখায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, তেমন কথা বলা যায় না। বরং ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কোন কোন স্তরে মানব জাতির কোন কোন শাখায় পতনযুগের অমানিশা ঘনীভূত হয়ে এসেছে এবং সেখানকার মানুষ নানাদিক দিয়ে নিতান্ত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে শুরু করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে এসে তারা ভুলেছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানবীয় কর্তব্য। নবীগুণের উপস্থাপিত জীব-আদর্শকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ধাবিত হয়েছে এবং একান্তভাবে নফসের দাস ও জৈব লালসার গোলাম হয়ে জীবনযাপন করেছে। যখন সব রকমের ন্যায়নীতি ও মানবিক আদর্শকে যেমন পরিহার করা হয়েছে, তেমনি পরিত্যাগ করেছে পারিবারিক জীবনের বন্ধনকেও। এই সময় কেবলমাত্র যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই নারী পুরুষের সম্পর্কে একমাত্র বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অবস্থা ছিল সাময়িক। বর্তমান সময়েও এরূপ অবস্থা কোথাও না কোথাও বিরাজিত দেখতে পাওয়া যায়। তাই মানব সমাজের সমগ্র ইতিহাস যে তা নয় যেমন ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা পেশ করেছেন, তা বলাই বাহুল্য। বর্ণিত অবস্থাকে বড় জোর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমই বলা যেতে পারে। অথচ এই ব্যতিক্রমের কাহিনীকে ইউরোপীয় ইতিহাসে গোটা মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস বলে ধরে নেয়া হয়েছে। অতএব বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলা যায়, সেটা মানব সমাজের ইতিহাস নয়, তা হল ইতিহাসের বিকৃতি, মানবতার বিজয় দৃপ্ত অগ্রগতির নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় নগণ্য ব্যতিক্রম মাত্র।

পৃথিবীতে অগণিত মানুষ। এই মানুষের মধ্য বিচ্ছিন্ন কোন জনগোষ্ঠী অমানুষের মতো, পশুর ন্যায় জীবন-যাবন করতে পারে। সভ্যতা হতে বিচ্ছিন্ন কোন গোষ্ঠীর ইতিহাসকে পৃথিবীর গোটা মানবজাতির ইতিহাস বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করার কারণ হলো মানুষকে নাস্তিকতাবাদের দিকে অগ্রসর করা। নবুওয়াত, রেসালাত, কোরআন ও হাদিসের প্রতি অবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীকে যারা বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

অবদান বলে গর্ব করেন, তারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন এখন পর্যন্ত এ ধরনের মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে যারা পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। বস্ত্র ব্যবহার, রান্না পদ্ধতি তারা জানে না। বর্তমান সভ্যতার সাধারণ কোন বস্তু সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই।

এই ধরনের অসভ্য জনগোষ্ঠীর ইতিহাসকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ইতিহাস বলে আখ্যায়িত করা নিতান্তই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বৈকি। মানুষকে মহাসত্যের আহবান হতে ফিরিয়ে রাখার অপকৌশল। পারিবারিক জীবনের প্রতি মানুষের অনাগ্রহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা। ইসলাম মানুষকে পারিবারিক পরিবেশে পারিবারিক জীবনেই পূর্ণমানুষ হিসেবে গড়ার সূচনা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুর রহীম (রাহঃ) তাঁর উক্ত গ্রন্থে বলেন, "পরিবার এবং পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। এখানেই সর্বপ্রথম ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্মিলন ঘটে এবং এখানেই হয় অবচেতনভাবে মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের হাতেখড়ি। ইসলামের শারীর-বিজ্ঞানে ব্যক্তি দেহে 'কল্‌ব' এর যে গুরুত্ব, ইসলামী সমাজ জীবনে ঠিক সেই গুরুত্ব পরিবারের, পারিবারিক জীবনের। তাই কল্‌ব সম্পর্কে রাসূলে করীম (সঃ) এর বাণী ঃ "দেহের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, তা যখন সুস্থ ও রোগমুক্ত হবে, সমস্ত দেহসংস্থাও হবে সুস্থ ও রোগশূন্য। আর তা যখন রোগাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন সমগ্র দেহ জগত চরমভাবে রোগাক্রান্ত ও বিষ জর্জরিত। তোমরা জেনে রাখ যে, তাই হল কল্‌ব বা হৃদপিণ্ড।" পরিবার সম্পর্কেও একথা পুরোপুরি সত্য। তাই সমাজ জীবনে, সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে সুস্থ করে তোলা যাদের লক্ষ্য, পারিবারিক জীবনকে সুস্থ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তোলা তাদের নিকট সর্ব প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্যথায় সমাজ সংস্কার ও আদর্শিক জাতি গঠনের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না।

সুস্বাস্থ্য ও আয়ুর দৃষ্টিতেও বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। জতিসংঘের একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিলঃ বিবাহিত নারী পুরুষ অবিবাহিতদের তুলনায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এ অবিবাহিতরা নারী বা পুরুষ বিধবা তালাকপ্রাপ্ত বা চিরকুমার যাই হয়ে থাক না কেন। নদীর যে কেন্দ্রস্থল থেকে বহু শাখা প্রশাখা নানাদিকে প্রবাহিত, সেই সঙ্গমস্থলের পানি যদি কর্দমাক্ত হয়, যদি হয় বিষাক্ত ও পংকিল, তাহলে সে পানি প্রবাহিত হবে যত উপনদী, ছোট নদী ও খালবিলে তা সবই সে পানির সংস্পর্শে তিক্ত ও বিষাক্ত হবে অনিবার্যভাবে। অতএব পারিবারিক জীবন যদি আদর্শভিত্তিক, পবিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ না হয়, তাহলে সমগ্র জীবন। জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগও বিপর্যস্ত, বিষাক্ত ও অশান্তিপূর্ণ হবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এর সত্যতায় কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। পৃথিবীর মানব সভ্যতা ও তার কার্যাবলীর ইতিহাস যেমন অগ্রগতি উন্নতির ইতিহাস নয় তেমনি ধ্বংসের অতলে

www.pathagar.com

তলিয়ে যাওয়ার ইতিহাসও নয়। এ দুয়ের সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে রচিত হয়েছে মানব জাতির ইতিহাস। কিন্তু সে সমস্ত জাতির পতনের ইতিহাস আজকের মানুষ পড়ছে, সে ইতিহাস পর্যালোচনা, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে অধ্যায়ন করলে এ কথাই প্রতিভাত হয়, সে সমস্ত জাতির পারিবারিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নড়বড়ে। প্রথমে তাদের পারিবারিক জীবনে নেমেছে ধ্বস, তারপর সে ধ্বস তাদের গোটা জাতিকে দ্রুত গতিতে গ্রাস করে পৃথিবীতে তাদেরকে ইতিহাসে ধ্বংসশীল জাতির তালিকায় স্থান দিয়েছে। এক সময় পৃথিবীতে মুসলিম জাতির উন্নতি ছিল বিস্ময়কর। গোটা পৃথিবী ছিল তাদের প্রভাবাধীন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাদের সমস্যা সমাধাকল্পে সমাধান চাইতো মুসলমানদের নিকটে। পৃথিবীতে মুসলিম জাতির এই বিস্ময়কর উত্থানের পশ্চাতে ছিল মুসলমানদের সুদৃঢ় পারিবারিক প্রথা।

মুসলিম পরিবার ছিল ইসলামী আদর্শের সূতিকাগার। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত এ সমস্ত পরিবার ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নতুন প্রজন্ম এসমস্ত পরিবার হতেই ইসলামের রঙে রঙিন হয়ে বের হতো। তারিক, মুছা, উরুজ বার্বারোসা, সালাউদ্দিন আইয়ুবী ঐ সমস্ত পরিবারেরই শ্রেষ্ঠ অবদান। আজ মুসলিম পরিবার হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন। ফলে মুসলিম জাতির জীবনে নেমে এসেছে লাঞ্ছনা। আল্লামা আব্দুর রহিম (রহঃ) এর ভাষায়, "মুসলিম জাতির বর্তমান দুর্বলতা ও অধোগতির মূল কারণও যে এই পরিবার ও পারিবারিক জীবনে সূচিত বিপর্যয়, তা দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীলের নিকট কিছুমাত্র অস্পষ্ট নয়। তাই জাতীয় পুনর্গঠনের এ সন্ধিক্ষণে পরিবার পুনর্গঠনের গুরুত্ব সর্বপ্রথম স্বীকৃতব্য। মুহূর্তের তরেও ভুলে গেলে চলবে না যে, পরিবার ও পারিবারিক জীবনই হল ইসলামী সমাজের রক্ষাদুর্গ। এ দুর্গের অক্ষুণ্ণ ও সুরক্ষিত থাকার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে ইসলামী সমাজ ও জাতীয় জীবনের পবিত্রতা, সুস্থতা এবং বলিষ্ঠতা ও স্থিতি। মুসলিম জাতির এ দুর্গ এখনো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়নি, যদিও ঘুণে ধরে একে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে অনেকখানি। উপরন্তু পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাবাদ, নগ্ন ও নীতিহীন সভ্যতার ঝঞ্জা বায়ু এর উপর প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে প্রচণ্ডভাবে। আল্লাহ না করুন, এ দুর্গও যদি চূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মুসলিম জাতির সামষ্টিক অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ নেই। এ প্রেক্ষিতে এ পর্যায়ের আলোচনা, গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণ যে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং পৃথিবীতে মুসলিম জাতি তার হারানো গৌরব যদি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাহলে তাদেরকে এমন ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করতে হবে, যে পরিবার হবে এক একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠান হতে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে ওমর, আলী, খালেদ, তারিক, মুছার মতো নর কেশরীগণ।

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভূষণ

আধুনিক ইতিহাস– যার ভিত্তি নাস্তিকতাবাদের উপরে স্থাপিত। যে ভাবে রচিত হয়েছে, যা পাঠ করলে পাঠকের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মানুষের সৃষ্টি পশু প্রজাতি হতে। মানুষ আদি যুগে পশুর ন্যায়ই জীবন যাপন করতো। মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। ভোগবাদী মানসিকতা নিয়ে রচিত এ সমস্ত ইতিহাস মানুষকে মানুষ বানানোর পরিবর্তে পশুত্বের স্তরেই নামিয়ে দিয়েছে। কোন মর্যাদাই মানুষের জন্যে অবশিষ্ট রাখেনি। অপরদিকে মানুষের তৈরি কিছু সংখ্যক ধর্ম মানুষ জাতির মধ্যে বিভিন্নভাবে বিভেদের স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে। সাদা ও কালো মানুষে ব্যবধান করেছে। ভাষাগত কারণে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ভৌগোলিক কারণে একদল মানুষকে অপর দলের উপরে প্রাধান্য দিয়েছে। আবার নারীকে পুরুষ হতে আলাদা করেছে।

নারীকে পুরুষ হতে ঐ সমস্ত ধর্মও তথাকথিত আদর্শ আলাদা করেই ক্ষান্ত হয়নি। পুরুষকে নারীর উপরে বিরাট মর্যাদা দান করেছে। নারীকে করেছে পুরুষের সেবাদাসী। মানুষ হিসেবেই নারীকে স্বীকৃতি দেয়নি। কোন আদর্শ, কোন কোন ধর্ম নারীকে কি দৃষ্টিতে দেখে সে সম্পর্কে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা আলোচনা করবো ইসলাম নারী ও পুরুষ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে। পৃথিবী বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক আল্লামা আব্দুর রহিম (রহঃ) নারী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কোরআন হাদীস ও বিজ্ঞান দিয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা করেছেন তাঁর পরিবার ও পারিবারিক জীবন নামক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন, "ইসলামে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করা হয়, তা কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছেঃ "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক জীবন্ত সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এই উভয় থেকেই সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী (সৃষ্টি করে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।" এ আয়াতে সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মধ্যে যেমন রয়েছে পুরুষ, তেমনি নারী। এ উভয় শ্রেণীর মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, পুরুষ ও নারী একই উৎস থেকে প্রবাহিত মানবতার দুটো স্রোতধারা।

নারী ও পুরুষ একই জীবন সত্তা থেকে সৃষ্ট, একই বংশ থেকে নিঃসৃত। দুনিয়ার এই বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ সেই একই সত্তা থেকে উদ্ভুত। নারী আসলে কোন স্বতন্ত্র জীবসত্তা নয়, না পুরুষ। নারীও পুরুষের মতই মানুষ, যেমন মানুষ হচ্ছে এই পুরুষরা। এদের কেউ-ই নিছক জন্তু জানোয়ার নয়। মৌলিকতার দিক দিয়ে এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পুরুষের মধ্যে যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, নারীর মধ্যেও তা বিদ্যমান। এ সব দিক দিয়েই উভয়ে উভয়ের একান্তই নিকটবর্তী, অতীব ঘনিষ্ঠ। এজন্যে তাদের যেমন গৌরববোধ

www.pathagar.com

করা উচিত, তেমনি নিজেদের সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয় বলেও একে মনে করা ও আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া কর্তব্য। প্রথম মানবী হাওয়াকে প্রথম মানব আদম থেকে সৃষ্টি করার মানেই হচ্ছে এই যে, আদম সৃষ্টির মৌলিক উপাদান যা কিছু তাই হচ্ছে হাওয়ারও। আয়াতের শেষাংশ থেকে জানা যায়, মূলত নারী পুরুষ জাতির বোন আর পুরুষরা নারী জাতির সহোদর কিংবা বলা যায়, নারী পুরুষেরই অপর অংশ এবং এ দুয়ে মিলে মানবতার এক অভিন্ন অবিভাজ্য সত্তা।

সূরা আল-হুজুরাত-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও বংশ শাখায় বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় লাভ করতে পার। তবে একথা নিশ্চিত যে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ।" এ আয়াত থেকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বড় বড় যে কয়টি কথা জানা যায়, তা হচ্ছে এইঃ দুনিয়ার সব মানুষ সকল কালের, সকল দেশের সকল জাতের ও সকল বংশের মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে দুনিয়ার সব মানুষ সমান, কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, কেউ উচ্চ নয়, কেউ নীচ নয়। সৃষ্টিগতভাবে কেউ শরীফ নয়, কেউ নিকৃষ্ট নয়। উভয়ের দেহেই একই পিতামাতার রক্ত প্রবাহিত। দুনিয়ার সব মানুষই একজন পুরুষ একজন নারীর যৌন মিলনের ফল হিসেবে সৃষ্ট। দুনিয়ার এমন কোন পুরুষ নেই, যার সৃষ্টি ও জন্মের ব্যাপারে কোন নারীর প্রত্যক্ষ দান নেই কিংবা কোন নারী এমন নেই, যার জন্মের ব্যাপারে কোন পুরুষের প্রত্যক্ষ যোগ অনুপস্থিত। এ কারণে নারী পুরুষ কেউই কারো উপর কোনরূপ মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না এবং কেউই অপর কাউকে জন্মগতকারণে হীন, নীচ, নগণ্য ও ক্ষুদ্র বলে ঘৃণা করতেও পারে না। মানবদেহের সংগঠনে পুরুষের সঙ্গে নারীরও যথেষ্ট অংশ শামিল রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারীর অংশই বেশি থাকে প্রত্যেকটি মানব শিশুর দেহ সৃষ্টিতে।

নারী ও পুরুষ যে সবদিক দিয়ে সমান, প্রত্যেকই যে প্রত্যেকের জন্যে একান্তই অপরিহার্য কেউ কাউকে ছাড়া নয়,হতে পারে না, স্পষ্টভাবে জানা যায় নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় থেকেঃ "নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে আসলে এক ও অভিন্ন।" তাফসীরকারগণ 'তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে, আসলে এক ও অভিন্ন' আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এ বাক্যটুকু ধারাবাহিক কথার মাঝখানে বলে দেয়া একটি কথা।

এ থেকে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এখানে আল্লাহ্ তাআলা যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, তাতে পুরুষদের সাথে নারীরাও শামিল। কেননা পরস্পর পরস্পর থেকে হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, এরা সবাই একই আসল ও মূল থেকে উদ্ভূত এবং তারা পরস্পরের সাথে এমনভাবে জড়িত ও মিলিত যে, এ

www.pathagar.com

দুয়ের মাঝে পার্থক্যের প্রাচীর তোলা কোনক্রমে সম্ভব নয়। দ্বীনের দৃষ্টিতে তারা সমান, সেই অনুযায়ী আমল করার দায়িত্বও দুজনার সমান এবং সমানভাবেই সে আমলের সওয়াব পাওয়ার অধিকারী তারা। এক কথায় নারী যেমন পুরুষ থেকে, তেমনি পুরুষ নারী থেকে কিংবা নারী পুরুষ উভয়ই অপর নারী পুরুষ থেকে প্রসূত। "মেয়েরা হচ্ছে পুরুষদের পোশাক, আর তোমরা পুরুষরা হচ্ছো মেয়েদের পরিচ্ছদ।" এ আয়াতেও নারী ও পুরুষকে একই পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে এবং উভয়কেই উভয়ের জন্যে 'পোশাক' বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত 'লেবাস' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'লেবাস' মানে পোশাক, যা পরিধান করা হয়, যা মানুষের দেহাবয়ব আবৃত করে রাখে। প্রখ্যাত মনীষী রবী ইবনে আনাস বলেছেনঃ স্ত্রীলোক পুরুষদের জন্যে শয্যাবিশেষ, আর পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীলোকদের জন্য লেপ। স্ত্রী পুরুষকে পরস্পরের 'পোশাক' বলার তিনটি কারণ হতে পারে ঃ যে জিনিস মানুষের দোষ ঢেকে দেয়, দোষক্রটি গোপন করে রাখে, দোষ প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই হচ্ছে পোশাক। স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের দোষক্রটি লুকিয়ে রাখে কেউ কারো কোন প্রকারের দোষ দেখতে বা জানতে পারলে তার প্রচার বা প্রকাশ করে না প্রকাশ হতে দেয় না।

এজন্যে একজনকে অন্যজনের 'পোশাক' বলা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মিলন শয্যায় আবরণহীন অবস্থায় মিলিত হয়। তাদের দুজনকেই আবৃত রাখে মাত্র একখানা কাপড়। ফলে একজন অন্যজনের পোশাকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিক দিয়ে উভয়ের গভীর, নিবিড়তম ও দূরত্বহীন মিলনের দিকের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। স্ত্রী পুরুষের জন্যে এবং পুরুষ স্ত্রীর জন্যে শান্তিস্বরূপ। যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ "এবং তার থেকেই তার জুড়ি বানিয়েছেন যেন তার কাছ থেকে মনের শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে।" ইবনে আরাবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ "পুরুষের জন্য স্ত্রীরা কাপড় স্বরূপ, একজন অপর জনের নিকট খুব সহজেই মিলিত হতে পারে। তার সাহায্যে নিজের লজ্জা ঢাকতে পারে, শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে।

তিনি আরো বলেছেন যে, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, "স্বামী-স্ত্রীর কেউ নিজেকে অপর জনের থেকে সম্পর্কহীন করে ও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। কেননা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মিল-মিশ ও দেখা-সাক্ষাত খুব সহজেই সম্পন্ন হতে পারে।" প্রত্যেকেই অপরের সাহায্যে স্বীয় চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পারে। স্ত্রী ছাড়া অপর কারো সামনে বিবস্ত্র হওয়া হারাম বলে এ অসুবিধা থেকেও এই স্ত্রীর সাহায্যেই রেহাই পেতে পারে। রাসূল করীম (স) বলেছেনঃ "মেয়েলোকেরা যে পুরুষদেরই অর্ধাংশ কিংবা সহোদর এতে কোন সন্দেহ নেই।" এথেন্সবাসীরা হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম জাতি। কিন্তু সেখানে নারীকে পরিত্যক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর মত মনে করা হত। হাটে বাজারে প্রকাশ্যভাবে নারীর বেচাকেনা হত। শয়তান অপেক্ষাও অধিক

www.pathagar.com

ঘৃণিত ছিল সেখানে নারী। ঘরের কাজকর্ম করা এবং সন্তান প্রসব ও লালনপালন ছাড়া অন্য কোন মানবীয় অধিকারই তাদের ছিল না। স্পার্টাতে আইনত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ থাকলেও কার্যত প্রায় প্রত্যেক পুরুষই একাধিক স্ত্রী রাখতো। এমনকি নারীও একাধিক পুরুষের যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সেখানে বাধ্য হত। সমাজের কেবল নিম্নস্তরের মেয়েরাই নয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা বৌ'রা পর্যন্ত এ জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকতো। রুমানিয়ায়ও এর রেওয়াজ ছিলো ব্যাপকভাবে।

শাসন কর্তৃপক্ষ দেশের সব প্রজা-সাধারণের জন্য একাধিক বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সমাজের কোন লোক৷ পাদ্রী-পুরোহিত কিংবা সমাজনেতা কেউই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেনি। ইয়াহুদী সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল আরো মারাত্মক। মদীনার 'ফিতুম' নামক এক ইয়াহুদী বাদশাহ্ আইন জারী করেছিল ঃ "যে মেয়েকেই বিয়ে দেওয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক রাত্রি যাপন করতে হবে।" খৃষ্টধর্মে তো নারীকে চরম লাঞ্ছনার নিম্নতম পংকে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছে। পোলিশ লিখিত এক চিঠিতে বলা হয়েছে, নারীকে চুপচাপ থেকে পূর্ণ আনুগত্য সহকারে শিক্ষালাভ করতে হবে। নারীকে শিক্ষাদানের আমি অনুমতি দেই না, বরং সে চুপচাপ থাকবে। কেননা আদমকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পরে হাওয়াকে। আদম প্রথমে ধোঁকা খায়নি, নারীই ধোঁকা খেয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। জনৈক পাদ্রীর মতে নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল। তারা আল্লাহর মান-মর্যাদার প্রতিবন্ধক, আল্লাহর প্রতিরূপ, মানুষের পক্ষে তারা বিপজ্জনক। পাদ্রী সন্তান বলেছেনঃ নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী, ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয়, সব তারই কারণে। এমনকি, নারী কেবল দেহসর্বস্ব, না তার প্রাণ বলতে কিছু আছে, এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে পঞ্চম খৃস্টাব্দে বড় বড় খৃস্টান পাদ্রীদের এক কনফারেন্স বসেছিল 'ম্যাকুন' নামের এক জায়গায়। ইংরেজদের দেশে আইন ছিল যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে বিক্রয় করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এক একটি স্ত্রীর দাম ধরা হয়েছিল অর্ধশিলিং।

এক ইটালীয়ান স্বামী তার স্ত্রীকে কিস্তি হিসেবে আদায়যোগ্য মূল্যে বিক্রয় করেছিল। পরে ক্রয়কারী যখন কিস্তি বাবদ টাকা দিতে অস্বীকার করে, তখন বিক্রয়কারী স্বামী তাকে হত্যা করে। অষ্টাদশ খৃস্টাব্দের শেষভাগে ফরাসী পার্লামেন্টে মানুষের দাস প্রথার বিরুদ্ধে যে আইন পাস হয়, তার মধ্যে নারীকে গণ্য করা হয়নি। কেননা অবিবাহিত নারী সম্পর্কে কোন কিছু করা যেতো না তাদের অনুমতি ছাড়া। গ্রীকদের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা কি ছিল, তা তাদের একটা কথা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সেখানে বলা হতঃ আগুনে জ্বলে গেলে ও সাপে দংশন করলে তার প্রতিবিধান সম্ভব; কিন্তু নারীর দুষ্কৃতির প্রতিবিধান অসম্ভব। পারস্যের 'মাজদাক' আন্দোলনের মূলেও নারীর প্রতি তীব্র ঘৃণা পুঞ্জিভূত

www.pathagar.com

ছিল। এ আন্দোলনের প্রভাবাধীন সমাজে নারী পুরুষের লালসা পরিতৃপ্তির হাতিয়ার হয়ে রয়েছে। তাদের মতে দুনিয়ার সব অনিষ্টের মূল উৎস হচ্ছে দুটি॥ একটি নারী, আর দ্বিতীয়টি ধনসম্পদ। প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা অন্যান্য সমাজের তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট ছিল।

প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত আইন রচয়িতা মনু মহারাজ নারী সম্পর্কে বলেছেনঃ 'নারী নাবালেগ হোক, যুবতী হোক, আর বৃদ্ধ হোক নিজ ঘরেও স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারবে না।' মিথ্যা কথা বলা নারীর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। মিথ্যা বলা, চিন্তা না করে কাজ করা, ধোঁকা প্রতারণা, নির্বুদ্ধিতা, লোভ, পংকিলতা, নির্দয়তা॥ এ হচ্ছে নারীর স্বভাবগত দোষ।' ইউরোপে এক শতাব্দীকাল পূর্বেও পুরুষগণ নারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। পুরুষের অত্যাচার বন্ধ করার মত কোন আইন সেখানে ছিল না। নারী ছিল পুরুষের গোলাম। নারী সেখানে নিজ ইচ্ছায় কোন কাজ করতে পারত না। নিজের উপার্জন করেও নিজের জন্যে তা ব্যয় করতে পারত না। মেয়েরা পিতামাতার সম্পত্তির মত ছিল। তাদের বিক্রয় করে দেয়া হত। নিজেদের পছন্দসই বিয়ে করার কোন অধিকার ছিল না তাদের। প্রাচীন আরব সমাজেও নারীর অবস্থা কিছুমাত্র ভাল ছিল না। তথায় নারীকে অত্যন্ত 'লজ্জার বস্তু' বলে মনে করা হত। কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতা উভয়ই যারপর নাই অসন্তুষ্ট হত।

পিতা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করে ফেলত। আর জীবিত রাখলেও তাকে মানবোচিত কোন অধিকারই দেয়া হতো না। নারী যতদিন জীবিত থাকত, ততদিন স্বামীর দাসী হয়ে থাকত। আর স্বামী মরে গেলে তার উত্তরাধিকারীরাই অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির সাথে তাদেরও একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসত। সৎ-মা পিতার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী বানানো সে সমাজে কোন লজ্জা বা আপত্তি কাজ ছিল না। বরং তার ব্যাপক প্রচলন ছিল সেখানে। সেখানে নারীর পক্ষে কোন মীরাস পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। আধুনিক সভ্যতা নারীমুক্তির নামে প্রাচীন কালের লাঞ্ছনার গহ্বর থেকে উদ্ধার করে নারী স্বাধীনতার অপর এক গভীর বিবরে নিক্ষেপ করেছে। নারী স্বাধীনতার নামে তাকে লাগামহীন জন্তু জানোয়ার পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। আজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের নামে নারীর লজ্জা শরম আবরু ও পবিত্রতার মহামূল্য সম্পদকে প্রকাশ্য বাজারে নগণ্য পণ্যের মত ক্রয় বিক্রয় করা হচ্ছে। পুরুষরা চিন্তার আধুনিকতা উচ্ছলতা ও শিল্পের অগ্রগতি ও বিকাশ সাধনের মোহনীয় নামে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে এবং ক্লাবে, নাচের আসরে বা অভিনয় মঞ্চে পৌঁছিয়ে নিজেদের পাশবিক লালসার ইন্ধন বানিয়ে নিয়েছে। বস্তুত আধুনিক সভ্যতা নারীর নারীত্বের সমাধির উপর লালসা চরিতার্থতার সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছে।

এ সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে নারীকে দেয়নি কিছুই, যদিও তার সব অমূল্য সম্পদ সে হরণ করে নিয়েছে নির্মমভাবে। বিশ্ব নবীর আবির্ভাবকালে দুনিয়া সব

www.pathagar.com

সমাজেই নারীর অবস্থা প্রায় অনুরূপই ছিল। রাসূল করীম (স) এসে মানবতার মুক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে বিপ্লবী বাণী শুনিয়েছেন, তাতে যুগান্তকালের পংকিলতা ও পাশবিকতা দূরীভূত হতে শুরু হয়। নারীর প্রতি জুলুম ও অমানুষিক ব্যবহারের প্রবণতা নিঃশেষ হয়ে গেল। মানব সমাজে তার সম্মান ও যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলো। জীবনক্ষেত্র তার গুরুত্ব যেমন স্বীকৃত হয়, তেমনি তার যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদাও পুরাপুরি বহাল হল।

নারী মানবতার পর্যায়ে পুরুষদের সমান বলে গণ্য হল। অধিকার ও দায়িত্বের গুরুত্বের দিক দিয়েও কোন পার্থক্য থাকল না এদের মধ্যে। নারী ও পুরুষ উভয়ই যে বাস্তবিকই ভাই ও বোন, এরূপ সাম্য ও সমতা স্বীকৃত না হলে তা বাস্তবে কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নারী ও পুরুষ পিতামাতার উত্তরাধিকারের দিক দিয়েও সমান। একটি গাছের মূল কাণ্ড থেকে দুটো শাখা বের হলে যেমন হয়, এও ঠিক তেমনি। কাজেই যারা বলে যে, নারী জন্মগতভাবেই খারাপ, পাপের উৎস, পংকিল, তারা সম্পূর্ণ ভুল কথা বলে। কেননা বিবি হাওয়া স্ত্রী পুরুষ সকলেরই আদি মাতা, তার বিশেষ কোন উত্তরাধিকার পেয়ে থাকলে দুনিয়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই তা পেয়েছে। তা কেবল স্ত্রীলোকেরাই পেয়েছে, পুরুষরা পায়নি এমন কথা বলা তো খুবই হাস্যকর। আর বেহেশতে আল্লাহর নিষিদ্ধ গাছের নিকট যাওয়া ও তার ফল খাওয়ায় দোষ কিছু হয়ে থাকলে কুরানের দৃষ্টিতে তা আদম ও হাওয়া দুজনেরই রয়েছে। শুরুতে দুজনকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলঃ "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখান থেকে তোমরা দুজনে এই গাছটির নিকটেও যাবে না॥ গেলে তোমরা দুজনই জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" পরবর্তী কথা থেকেও জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে তাঁদের যে ভুল হয়েছিল, তা এক সঙ্গে তাঁদের দুজনেরই হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুজনই সেজন্যে আল্লাহর নিকট তওবা করে পাপক্ষালন করেছিলেন। একথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত কয়টিতেঃ "অতঃপর তারা দুজনই যখন সে গাছ আস্বাদ করল, তাদের দুজনেরই লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এবং তারা দুজনই বেহেশতের গাছের পাতা নিজেদের গায়ে লাগিয়ে আবরণ বানাতে থাকে এবং তাদের দুজনের আল্লাহ তাদের দুজনকে ডেকে বললেন ঃ "আমি কি তোমাদের দুজনকেই তোমাদের (সামনের) এই গাছটি সম্পর্কে নিষেধ করিনি? আমি বলিনি যে, শয়তান তোমাদের দুজনেরই প্রকাশ্য দুশমন? তখন তারা দুজনে বললঃ হে আমাদের রব, আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছি, এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহমত নাযিল না কর, তাহলে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ হব।" আজো তথাকথিত সভ্য মানুষের মন থেকে নারী সম্পর্কে আপত্তিকর ধারণা বিদায় নেয়নি।

www.pathagar.com

নারীমুক্তির নামে নারীকে কৌশলে নির্যাতন করা হচ্ছে। ইতিহাসের দু'টো পর্যায়ে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। একবার অন্ধকারাচ্ছন্নমুখতার যুগে। আরেকবার হচ্ছে এই আধুনিক যুগে। অন্ধকার যুগে নারীর উপরে চলতো বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন আর আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার নামে নারী মুক্তির নামে নারীদেরকে তাদের স্বীয় মান সম্মান ও উচ্চ আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। ইসলামী বিপ্লব পূর্ব ইরানে নারী সম্পর্কে প্রবাদবাদ প্রচলিত ছিল, " নারী হলো এক আপদ তবে কোন পুরুষ এই আপদহীন নয়।" আজোও আর্জেন্টিনায় প্রচলিত আছে, "একটি ভালো দরজার যেমন কাঠ দরকার তেমনি নারীর জন্যে কাষ্ঠদণ্ড প্রয়োজন।" অর্থাৎ নারীকে পশুর ন্যায় পিটানোর জন্যে লাঠি একান্ত প্রয়োজন। ভারতে প্রবাদি বাক্য আছে, "নারী হলো নরকের প্রধান প্রবেশ পথ।" আমেরিকায় প্রবাদ প্রচলিত, "যেখানেই নারী সেখানেই সমস্যা।" জার্মানীতে বলা হয়, " যখনই কোন নারী মারা যায় তখনই পৃথিবীর সমস্যা কিছুটা কমে যায়।" ফ্রান্সে বলা হয়, "নারী হলো পুরুষের সাবান বিশেষ।" আয়ারল্যাণ্ডে বলা হয়, "নারী শয়তানকেও প্রতারিত করে।" রাশিয়ায় বলা হয়, "মুরগীর বাচ্চা যেমন মুরগী চিনতে পারে না তেমনি নারীকে চিনতে পারে না কোন পুরুষ। নারীর হৃদয় অন্ধকার জঙ্গলের মতো।" অষ্ট্রেলিয়ায় পশুর পাশাপাশি নারীকে দিয়ে বোঝাবহন করা হতো। খাদ্যের অভাব দেখা দিলে নারীকে হত্যা করে ভক্ষণ করা হতো। ১৯১৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় নারীগণ কোন প্রকার সম্পদের অধিকার হয়নি। ১৯০৭ সন পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডেও ঐ একই অবস্থা ছিল নারীর ক্ষেত্রে। বৃটেনে ১৮৭০ সনে ও জার্মানে ১৯০০ সনের পূর্ব পর্যন্ত নারীর কোন অধিকার ছিল না। অথচ ইসলাম পৃথিবীতে আগমন করেই নারীর মর্যাদা প্রদান করেছে।

সংসার জীবন ও ইসলাম

হযরত আদম (আ) পৃথিবীতে আগমন করে নিজের অপরাধের জন্যে যখন অনুতপ্ত হলেন তখন তিনি মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করলেন। তারপর তিনি আল্লাহর নিকট হতে এ ওয়াদাও লাভ করলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন করা হবে মানবজাতীকে। মানুষ পৃথিবীতে যেন পথহারা হয়ে না পড়ে, উদ্‌ভ্রান্ত না হয়, শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত পথের অনুসারী হয়ে না পড়ে, সে কারণেই নবীদের মাধ্যমে হেদায়েত আসতে থাকবে। এ সমস্ত হেদায়েত অনুসরণ করলেই কেবল মানুষ প্রকৃত অর্থে মনুষত্বের গুণাবলী অর্জন করতে পারবে। ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে কি ধরনের চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে চায় সে সম্পর্কে কোরআন বলছে, "আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর দিকে মনোযোগকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও

www.pathagar.com

স্ত্রীলোক, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক–আল্লাহ্ তা'আলা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে তার বিপরীত কিছুর ইখতিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার কোন অধিকার নেই। আর যেলোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়।" এই দীর্ঘ আয়াত থেকে যে গুণাবলী প্রমাণিত হচ্ছে৷ সেসব গুণাবলী নর-নারীর মধ্যে বর্তমান থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে৷ এখানে খানিকটা ব্যাখ্যাসহ সংখ্যানুক্রমে উল্লেখ করা যাচ্ছে, যেন পাঠকগণ সহজেই সে গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম স্ত্রীলোক। 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণকারী, আনুগত্য, বাধ্য। আর কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য। ব্যবহারিকভাবে আল্লাহর আইন পালনকারী। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা।

'মু'মিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈমানদার। ঈমান অর্থ কোন অদৃশ্য সত্যে বিশ্বাস স্থাপন, আর কুরআনী পরিভাষায় কুরআনের উপস্থাপিত অদৃশ্য বিষয়সমূহকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নেওয়াই হচ্ছে ঈমান। এই অনুযায়ী মু'মিন হচ্ছে সে পুরুষ ও স্ত্রী, যারা কুরআনের উপস্থাপিত অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাসী। মুসলিম-এর পরে মু'মিন বলার তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার মানুষকে কেবল আল্লাহর বাহ্যিক আইন পালনকারী হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে তাঁর প্রতি মন ও অন্তর দিয়ে ঐকান্তিক বিশ্বাসী। আল্লাহর বিধান পালনে সতত মশগুল। সত্য ও ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। এর অর্থ সেসব লোক, যারা সর্বপ্রকার মিথ্যাকে পরিহার করে আন্তরিক নিষ্ঠাসহকারে আল্লাহর হুকুম পালন করে চলে। ফলে তাদের আমলে কোন প্রকার রিয়াকারী বা দেখানোপনা থাকে না। সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক।

মূল শব্দ সবর। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিজেকে বেঁধে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা। এখানে সেসব পুরুষ-স্ত্রীলোককে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর দ্বীন পালন ও তাঁর বন্দেগী অবলম্বন করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করে, তার উপর দৃঢ় হয়ে অচল অটল হয়ে থাকেন। শত বাধা-প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবিলা করেও দ্বীনের উপর মজবুত থাকে এবং কোনক্রমেই আদর্শ বিচ্যুত হয় না। আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা অন্তর, মন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব কিছু দিয়ে আল্লাহর বিনীত বন্দেগী করে। মূল শব্দটি হচ্ছে 'খুশূয়ূন' অর্থ প্রশান্তি, স্থিতি, প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিনয়, ভয়মিশ্রিত ভালবাসা এবং

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ। দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা গরীব দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অন্তরে দয়া অনুভব করে উদ্বৃত্ত মাল ও অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদের দেয়। রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা আল্লাহর হুকুম মুতাবিক রোযা রাখে, যে রোযার ফল হচ্ছে তাকওয়া পরহেযগারী লাভ এবং যার মাধ্যমে ক্ষুৎপিপাসার জ্বালা ও যন্ত্রণা অনুভব করা যায় প্রত্যক্ষভাবে ও তার জন্যে ধৈর্য ধারণের শক্তি অর্জন করতে পারেন। লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা নিজেদের লজ্জাস্থান অন্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে না॥ তাতে লজ্জাবোধ করে এবং নিজেদের লিঙ্গস্থানকে হারামভাবে ও হারাম পথে ব্যবহার করে না। ঢেকে রাখার যোগ্য দেহে॥ দেহের কোন অঙ্গকে ভিন্ন পুরুষ-স্ত্রীর সামনে উন্মুক্ত করে না। আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহকে কস্মিনকালেও এবং মুহূর্তের তরেও ভুলে যায় না, আর মুখ ও কল্‌ব উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহকে চিরস্মরণীয় রাখে। মৌলিক গুণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হোক এবং এ গুণধারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হোক, কুরআনের এ ভাষণের মূল লক্ষ্য তাই। এ মৌলিক গুণাবলী নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই কাম্য। কেবল পুরুষদেরই নয়, নারীদেরও এই গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। আর তা হতে পারলেই এই পুরুষ ও নারী সমন্বয়ে গঠিত হবে আদর্শ সমাজ যা কুরআন গড়ে তুলতে চায়।

কুরআনের অপর একটি ছোট্ট আয়াতে বিশেষভাবে মুসলিম মহিলার গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ "অতএব যারা নেককার স্ত্রীলোক, তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম পালকারী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বা রক্ষণীয় বিষয়গুলোর হেফাযতকারী হয়ে থাকে; কেননা আল্লাহ নিজেই তার হেফাযত করেছেন। (যদি কেউ সে সবের হেফাযত করতে চায়, তবে তার পক্ষে তা সম্ভব ও সহজ হবে।" এ আয়াতের তাফসীরে লেখা হয়েছেঃ "অর্থাৎ নারীদের জন্যে কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে যে, তারা তাদের স্বামীদের অধিকার রক্ষা করবে এর বিনিময়ে যে, আল্লাহ নিজেই তাদের অধিকার তাদের স্বামীদের উপর সংস্থাপন ও তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্যেই তিনি স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়নীতি ও সুবিচার স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন পুরুষদের। তাদেরকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন পুরুষদেরকে তাদের মোহরানা আদায় করতে।" কুরআন মজীদে মহিলাদের দুটো আদর্শ নারীর চরিত্র পেশ করা হয়েছে এবং দুনিয়ার ঈমানদার নারীদেরকে তাদের আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি আদর্শ হচ্ছে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুজাহিম। ফিরাউন ছিল আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের প্রকাশ্য দুশমন। কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি পূর্ণ ও মজবুত ঈমানদার।

www.pathagar.com

ফিরাউনের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এবং অত্যন্ত কুফরী পরিবেশে থেকেও তিনি আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে চলতেন। এত বড় সম্রাটের স্ত্রী হওয়াকে তিনি নিজের জন্যে সামান্য গৌরবের বিষয় বলেও মনে করতেন না। বরং রাতদিন আল্লাহর নিকট এই আল্লাহ্‌ বিরোধী সম্রাটের আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে কাতর কণ্ঠে দোয়া করতে থাকতেন। ফিরাউনের নাফরমানীর কারণে গোটা জাতির উপর আল্লাহর যে গজব ও অভিশাপ বর্ষিত হওয়া অভিশ্যম্ভাবী ছিল, তা থেকেও তাঁর নিকট পানাহ চাইতেন। কুরআন মজীদে এই আল্লাহ বিশ্বাসী মহিলাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছেঃ "আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমানদার লোকদের জন্য ফিরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করেছেন।"

সে (স্ত্রী) দোয়া করলঃ "হে আল্লাহ্‌! আমার জন্যে তোমার নিকট জান্নাতে একখানি ঘর নির্মাণ কর এবং ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও জালিম লোকদের নির্যাতন থেকে।" এ দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আল্লামা শাওখানী লিখেছেনঃ মু'মিন লোকদের প্রকৃত অবস্থা কি হতে পারে তা দেখার ও তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। সেই সঙ্গে আনুগত্য দৃঢ়তা দেখানো, দ্বীন ইসলামকে সর্বাবস্থায় আঁকড়ে ধরে থাকার এবং কঠোর দুর্বিষহ অবস্থায়ও ধৈর্য ধারণ করার উৎসাহ দান করা হয়েছে এ উপমা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পরন্তু দেখানো হয়েছে যে,কুফরী শক্তির যতই দাপট ও প্রতাপ হোক, তা ঈমানদার লোকদের একবিন্দু ক্ষতি করতে পারবে না, যেমন ফিরাউনের মত একজন বড় কাফিরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর একবিন্দু ক্ষতি করতে পারেনি, বরং তিনি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান সহকারেই নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে চলে যেতে পেরেছেন।" দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হযরত মরিয়মের চরিত্র। তিনি ছিলেন পবিত্রতা, সতীত্ব এবং আল্লাহ-ভীরুতার জ্বলন্ত প্রতীক।

আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ "আল্লাহ্‌ তা'আলা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইমরান-কন্যা মরিয়মের কথা। সে তার সব শংকাপূর্ণ স্থান (যৌন অঙ্গ) সমূহের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। তখন আমি (আল্লাহ্‌) তার মধ্যে আমার থেকে রূহ ফুকে দিলাম এবং সে তার আল্লাহর সব কথা ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতা মেনে নিয়েছে। বস্তুত সে ছিল তার আল্লাহর আদেশ পালনকারী বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত।" আল্লাহর হুকুম পালন, বিনয় ও আল্লাহ-ভীরুতার বাস্তব প্রতীক হিসেবে উপরের আয়াতদ্বয়ের যেমন দুটো দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুটো খারাপ চরিত্রের নারীর দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা হয়েছে অপর আয়াতে। তাদের এক দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে হযরত নূহ ও হযরত লূত নবীর স্ত্রীদ্বয়ের উল্লেখ হয়েছে। দুজনের প্রতিই আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ ছিল, দুজনকেই আল্লাহর বিধান মুতাবিক জীবন যাপন করতে এবং তাদের স্বামীদ্বয় যে

www.pathagar.com

দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাতে যদি তারা তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করত। সব রকমের দুঃখ-কষ্টে তাঁদের অকৃত্রিম সহচরী ও সঙ্গিনী হত, তাহলে তাদের স্বামীদ্বয়ের মত আল্লাহর নিকট তাদেরও মর্যাদা হত। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা বরং এ ব্যাপারে নিজ নিজ স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের সে কাজকে তারা অতি হীন ও নগণ্য মনে করেছে। তাদের দুশমনদের সাথে তারা গোপনে হাত মিলিয়েছে।

ফলে নবীদ্বয়ের দুঃখ ও বেদনার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই কারণে জাতির ফাসিক।ফাজির লোকেরা আল্লাহর যে আযাবে নিমজ্জিত হয়েছে, তারাও সেই আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছ। কুরআন মজীদের আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ কাফিরদের অবস্থা বোঝাবার জন্যে নূহ ও লূতের স্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। এই দুজন মেয়েলোক ছিল আমার দুই নেক বান্দার স্ত্রী। তারা দুজনই নিজ নিজ স্বামীর সাথে খিয়নতের অপরাধ করেছে। কিন্তু নেক স্বামীদ্বয় তাদের জন্যে আল্লাহর আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকারে আসেনি। বরং তাদের দুজন (স্ত্রীদ্বয়)কেও আদেশ করা হলঃ তোমরা অন্যান্যদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।" কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে তৃতীয় যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে তা হল আবূ লাহাবের স্ত্রীর কথা। আবূ লাহাব ছিল ইসলাম বিরোধী কুফরী আদর্শের একজন বড় নেতা। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সে ছিল অতি বড় দুশমন। তার স্ত্রী ছিল বড় খবীস প্রকৃতির, হীন ও নিকৃষ্ট চরিত্রের এক দুর্দান্ত মেয়েলোক। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে রাসূলে করীম (স) এর বিরোধিতা করত প্রাণপণে। তাদের এ বিরোধীতা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণের উপর ভিত্তিশীল ছিল না, ছিল না কোন নীতির ভিত্তিতে। বরং এ বিরোধীতা ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও আক্রোশ পর্যায়ে। অপরদিকে আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল অত্যন্ত আধুনিক। তার বিলাস-ব্যসনের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে দেয়ার জন্যে সে স্বামীর উপর প্রতিনিয়ত চাপ প্রয়োগ করত।

আবূ লাহাব নিতান্ত বোকার মত স্ত্রীর যাবতীয় দাবি-দাওয়া পূরণের জন্যে ন্যায়-অন্যায় নির্বিচারে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করত। এতবড় একজন সমাজপতি হওয়া সত্ত্বেও হাজীদের পরিচর্যার জন্যে সংগৃহিত অর্থ বিনষ্ট ও আত্মসাত করত। এমনকি আল্লাহর ঘরে রক্ষিত স্বর্ণ চুরি করত বলে অনেকেই তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করত। তার এসব অসদাচরণের একমাত্র কারণ ছিল তার প্রিয়তমা স্ত্রীর অবাঞ্ছিত বিলাস-ব্যসনের আবদার রক্ষা। এ ধরনের একটি নারী গোটা জাতির পক্ষেও বিপজ্জনক হতে পারে। এ কারণে কুরআন মজীদে বিশেষ গুরুত্বসহকারে এ নারীর উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার দুষ্কৃতকারী স্বামীর মর্মান্তিক পরিণতির ব্যাপারে তাকেও সমানভাবে অংশীদার বানান হয়েছে। কুরআনে তার নির্মম পরিণতির যে চিত্র অংকন করা হয়েছে, তা হচ্ছে এমন একটি নারী, যে গলায় রশি ঝুলিয়ে বনে জঙ্গলে কাষ্ঠ আহরণ করে

www.pathagar.com

বেড়াচ্ছে এবং সে ইন্ধন সংগ্রহ করে আগুনকে দ্বিগুণভাবে তেজস্বী করে জ্বালিয়েছে। এ আগুনেই জ্বলছে তার নিজের স্বামী। কেননা আবূ লাহাবের জাহান্নামে যাওয়ার যাবতীয় কারণ এ দুনিয়ায় সেই উদ্ভাবন করেছিল। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আবূ লাহাব ধ্বংস হোক,– আর তার সব ক্ষমতা প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হল, সে নিজে ধ্বংস হল। না তার ধন-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারলো, না তার হারাম-হালাল উপার্জন। সে শীঘ্রই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে। তার স্ত্রীও তারই সঙ্গে– যার কাজ ছিল কেবল ইন্ধন সংগ্রহ করা॥ তার গলদেশে ঝুলতে থাকবে মোটা পাকানো রশি।"

পবিত্র কোরআন শরীফে বহু নারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক শ্রেণীর নারীর কদর্যতা যেমন ফুটে উঠেছে এসব আলোচনায় আবার আরেক শ্রেণীর নারীর চারিত্রিক মাধুর্যতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে আল কোরআনে। স্বামীর আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে স্বামীর নিকট নিজের দাবী দাওয়া পেশ করা উচিত। দিনরাত স্বামীর কানের কাছে যদি কোন স্ত্রী নানা ধরনের বিলাস সামগ্রীর জন্যে ঘ্যানর ঘ্যানর করে, তাহলে বেচারা স্বামী হয় সংসার ত্যাগ করবে আর না হয় অবৈধ পথের দিকে সে ধাবিত হবে অর্থোপার্জনের জন্যে।

স্বামী যদি অত্যাচারী হয়, ইসলামের দুশমন হয়, সে স্বামীর সাথে থেকেও ইসলামের পথে যে চলা সম্ভব, যে সমস্ত স্ত্রীগণ চলেছেন তাদের দৃষ্টান্তও উল্লেখ রয়েছে কোরআন ও হাদীসে। আবার স্ত্রী যদি ইসলামের দুশমন হয়, তাদের পাশে থেকেও দ্বীনের পথে স্বামীগণ যে চলতে পারে তার উদাহরণ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। কোরআন ও হাদীস স্বামী ও স্ত্রীর ভেতর যে সমস্ত গুণাবলি সৃষ্টি করতে চায়, তারা যদি তা সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের পৃথিবীর জীবন যেমন হবে মধুময়, তেমনি পরকালের জিন্দেগীও হবে কল্যাণময়।

ধর্মভীরু স্ত্রী অমূল্য নেয়ামত

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে সমাজ সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে পারিবারিক ব্যবস্থা। পরিবার থেকে মানুষ শিশু বয়সে যা শেখে, যে ধরনের শিক্ষা লাভ করে আমৃত্যু মানুষের জীবনে তা ক্রিয়াশীল থাকে। আর শিশুর প্রথম শিক্ষা হলো তার মা। এ কারণে নেপোলিয়ন বলেছেন, " আমাকে একটি ভালো মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি ভালো জাতি উপহার দেবো।"

মায়ের স্বভাব চরিত্র যদি উত্তম হয়, মা যদি ধার্মিক হয় তাহলে তার কোলে যে সন্তান লালিত হবে, সে সন্তান কিছুটা হলেও মায়ের গুণের অংশীদার হবে। সুতরাং বিয়ের সময় পাত্রীর যে সমস্ত গুণাবলী দেখা জরুরী, তার মধ্যে পাত্রী ধার্মিক কি না সেটা দেখাই জরুরী। পাত্রীর মধ্যে অন্যান্য গুণাবলী অল্প মাত্রায় যদি থাকে 'আর সে পাত্রী যদি আল্লাহ ভীরু হয় তাহলে তাকেই বিয়ে করতে হবে। বিশ্ব নবী (স) বলেন, "চারটি গুণের কারণে একটি মেয়েকে বিয়ে করার

www.pathagar.com

কথা বিবেচনা করা হয়ঃ তার ধন-মাল, তার বংশ গৌরব- সামাজিক মানমর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। কিন্তু তোমরা দ্বীনদারী মেয়েকেই গ্রহণ কর।" নবী করীম (স) এর আলোচ্য নির্দেশের সারকথা হলোঃ দ্বীনদারীর গুণসম্পন্ন কনে পাওয়া গেলে তাকেই যেন স্ত্রীরূপে বরণ করা হয়, তাকে বাদ দিয়ে অপর কোন গুণসম্পন্ন মহিলাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়।" দ্বীনদার ও ধার্মিক কনেকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত– অন্য কথায় বিয়ের জন্যে চেষ্টা চালানো পর্যায়ে কনের খোঁজ-খবর লওয়ার সময়-রাসূলে করীম(স) এর নির্দেশ হল, কেবল দ্বীনদার কনেই তালাশ করবে।

বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কনে সম্পর্কে প্রথম জানবার বিষয় হলো কনের দ্বীনদারীর ব্যাপার। অন্যান্য গুণ কি আছে তার খোঁজ পরে নিলেও চলবে। অর্থাৎ কনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে তার দ্বীনদারী হওয়া। ধনী, সদ্বংশজাত ও সুন্দরী রূপসী হওয়াও কনের বিশেষ গুণ বটে; এবং এর যে কোন একটি গুণ থাকলেই একজন মেয়েকে স্ত্রীরূপে বরণ করে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এসব গুণ মুখ্য ও প্রধান নয়-গৌণ।

রাসূল (স) এর নির্দেশ অনুযায়ী কেবল ধন-সম্পত্তি, বংশ-মর্যাদা ও রূপ -সৌন্দর্যের কারণেই একটি মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয়। সবচাইতে বেশি মূল্যবান ও অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য গুণ হচ্ছে কনের দ্বীনদারী। চারটি গুণের মধ্যে দ্বীনদার হওয়ার গুণটি কেবল যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা-ই নয়, এ গুণ যার নেই তার মধ্যে অন্যান্য গুণ যতই থাক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য কনে নয়। রাসূল (স) এর হাদীস অনুযায়ী তো দ্বীনদারী গুণ-বঞ্চিতা নারীকে বিয়েই করা উচিত নয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেনঃ "তোমরা নারীর কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে কোরো না। কেননা তাদের এর রূপ সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করবে না। কেননা ধনসম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে করো নারীর দ্বীনদারীর গুণ দেখে। মনে রাখবে কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দ্বীনদার হয় তবু সে অন্যদের তুলনায় উত্তম।" রাসূলে করীম (স) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ 'বিয়ের জন্য কোন ধরনের মেয়ে উত্তম?'

জবাবে তিনি বলেছিলেন; "মেয়েলোককে দেখলে বা তার প্রতি তাকালে স্বামীর মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়, তাকে যে কাজের আদেশ করা হবে তা সে যথাযথ পালন করবে এবং তার নিজের ও স্বামীর ধন মালের ব্যাপারে স্বামীর মত ও পছন্দ-অপছন্দের বিপরীত কোন কাজই করবে না।" অপর এক হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম একদিন বললেনঃ " সর্বোত্তম মাল-সম্পদ কি, তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে তা আমরা অবশ্যই অর্জন করতে চেষ্টা করতাম। একথা শুনে নবী করীম (স) বললেনঃ সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর

www.pathagar.com

যিক্‌র-এ মশগুল মুখ ও জিহ্‌বা, আল্লাহর শোকর আদায়কারী দিল এবং সেই মু'মিন স্ত্রীও সর্বোত্তম সম্পদ, যে স্বামীর দ্বীন ঈমানের পক্ষে সাহায্যকারী হবে।" কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতও হাদীসের ঘোষিত নীতিরই সমর্থক।

সূরা আন্‌ নূর এ বলা হয়েছেঃ "এবং বিয়ে দাও তোমাদের জুড়িহীন ছেলেমেয়েকে, আর তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা নেককার যোগ্য, তাদের।" অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "তোমাদের মধ্য সর্বাধিক আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানার্হ।" ইরশাদ হয়েছেঃ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের ইল্‌ম দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সম্মান ও মর্যাদা অধিক উচ্চ ও উন্নত করে দেবেন।" এজন্যে নবী করীম (স) বলেছেনঃ " দুনিয়ার সব জিনিসই ভোগ ও ব্যবহারের সামগ্রী। আর সবচেয় উত্তম ও উৎকৃষ্ট সামগ্রী হচ্ছে নেক চরিত্রের স্ত্রী।" কেননা নেক চরিত্রের স্ত্রী স্বামীকে সব পাপের কাজ থেকে ফিরেয়ে রাখে এবং দুনিয়া ও দ্বীনের কাজে তাকে পূর্ণ সাহায্য ও তার সাথে আন্তরিক সহযোগিতা করে থাকে। এ হাদীসের অর্থ হচ্ছেঃ স্ত্রী যদি নেক চরিত্রের না হয়, তাহলে সে হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বেশি খারাপ সামগ্রী। আর নেক চরিত্রের স্ত্রী বলতে বোঝায়ঃ নেককার, পরহেযগার, আল্লাহ্-ভীরু ও পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী–যে তার স্বামীর জন্যে সর্বাবস্থায় কল্যাণকামী, তার ঘরে রানী এবং তার আদেশানুগামী, তাকেই নেক চরিত্রের স্ত্রী নেক স্ত্রী মনে করতে হবে।" বিবাহেচ্ছুক পুরুষগণই শুধু মাত্র আল্লাহ্ ভীরু পাত্রীকে বিয়ে করবে আর পাত্রী যে কোন চরিত্রের পাত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, ইসলামের নির্দেশ তা নয়। বরং পাত্রীও অনুসন্ধান করবে দ্বীনদার পাত্রের। নারী যখন একজন পুরুষের সাথে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হবে, তখন সে অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না। কোরআন ও হাদীসের অনুসরণ করে না। হালাল-হারামের পরোয়া করে না। যার চরিত্র বলতে কিছুই নেই। যার চিন্তা চেতনা ইসলামী আদর্শের বিপরীত। এমন পুরুষের সাথে কোন মুসলিম নারী কিছুতেই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। পাত্রপক্ষ যেমন পাত্রী পক্ষের নানা ধরনের সৎ গুণাবলী চাইবে, অনুরূপ পাত্রী পক্ষ পাত্রের ঐ ধরনের গুণাবলীই চাইবে যে ধরনের গুণাবলী তারা পাত্রীর মধ্যে চায়। বিয়ে তথা দাম্পত্য জীবন গ্রহণের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রীর প্রতি ইসলামের এটাই নির্দেশ।

বিয়ে সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ

মানুষ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে একে অপরের কাছ থেকে যৌন তৃপ্তি লাভ করবে। লাভ করবে মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তি। সেই সাথে মানুষের বংশধারা বৃদ্ধি পাবে। স্থিতি ও বৃদ্ধি লাভ করবে মানবতা।

ইসলাম এ কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যৌন মিলন করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং এ মিলনকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলেও মানুষকে ধারণা দিয়েছে। পক্ষান্তরে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মানুষকে পশুর ন্যায়

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাচারী হতে দেয়নি ইসলাম। কিছু কিছু নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে হারাম করে দেয়া হয়েছে। ইসলাম যে সমস্ত নর-নারীর মধ্য বিয়ের সম্পর্ক অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে তার সম্পর্কে তিন দিকে প্রসারিত। যথা–বংশ সম্পর্ক, দুগ্ধপানের সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক। বংশ-সম্পর্কের কারণে মা-বাপের দিক দিয়ে যেসব আত্মীয়তার উদ্ভব হয় তা মোটামুটি সাতটিঃ মা, ঔরসজাত কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি। যে কোন পুরুষের পক্ষেই তার এ ধরনের আত্মীয়া মহিলাকে বিয়ে করা চিরদিনের তরে হারাম। আর এ হারামের কারণ হচ্ছে এই বংশ সম্পর্কে।

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ "বিয়ে করা হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের প্রতি তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাইয়ের কন্যা এবং বোনের কন্যা।" মা বলতে এখানে এমন সব মেয়েলোককে বোঝায়, যার সাথে প্রকৃত মা এবং বাবার দিক দিয়ে জন্ম ও রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এর এ সম্পর্কের সূচনা হয় দাদি ও নানি থেকে।

অতএব তাদের বিয়ে করাও হারাম। কন্যা বলতে এমন সব মেয়েও বোঝাবে, যাদের সাথে স্বীয় ঔরসজাত কন্যা বা পুত্রের দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে। আর বোনের মধ্যে শামিল সেসব মেয়েও, যার সাথে বাপ কিংবা মা অথবা উভয়ের সমন্বয়ে বোনের সম্পর্ক হতে পারে। ফুফু বলতে এমন মেয়ে লোকও বোঝায়, যে বাবার কি তার বাবার৷ মানে দাদার বোন আর 'খালা'র মধ্যে এমন সব মেয়েলোকও শামিল, যার সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে মা কিংবা দাদার দিক দিয়ে। বোনঝি বলতে এমন সব মেয়েই বোঝায়, যাদের মায়ের সাথে রক্তের দিক দিয়ে বোনের সম্পর্ক হতে পারে। এ মোট সাত পর্যায়ের মেয়েলোক ও পুরুষ লোক পরস্পরের জন্যে মুহাররম। এদের পারস্পরিক বিয়ে হারাম। একথা সর্বজনসমর্থিত৷ কোন মতভেদ নেই এতে। কেননা কুরআন 'হুররিমাত আলায়কুম' বলে এদেরকেই স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। দুধ পানের সম্পর্কেও কিছু সংখ্যক মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে হারাম। ছেলে বা মেয়ে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় যদি অপর কোন মহিলার দুধ পান করে, তবে সে মহিলা হবে তার দুধ-মা, তার স্বামী হবে এর দুধ-বাপ। এ দুধ-মা ও বাপের সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন দুধ পানকারী পুরুষ বা নারীর জন্য হারাম, যেমন হারাম প্রকৃত মা বোনের সাথে বিয়ে। অনুরূপভাবে দুধ-বোনও হারাম।

এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে দুদ-মা ও দুধ বোন উভয় সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ "এবং তোমাদের স্তনদায়িনী মা-দের এবং তোমাদের দুধ-বোনদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।" আল্লামা ইবনে রুশদ আল কুরতুবী এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ "মোটামুটিভাবে বংশ সম্পর্কের কারণে যাকে বিয়ে করা হারাম, দুধ পানের কারণেও তাকে বিয়ে করা হারাম হওয়া সম্পর্কে সব

www.pathagar.com

ফিকাহবিদই সম্পূর্ণ একমত অর্থাৎ স্তনদায়িনী আপন মায়ের সমান পর্যায়ে গণ্য হবে। অতএব বংশের দিক দিয়ে ছেলের প্রতি হারাম যাকে যাকে বিয়ে করা, দুগ্ধদায়িনীর পক্ষেও সে সে হারাম।" দুধ বোন সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ "সৎ-বোন সে, যাকে তোমার মা তোমার বাবার কাছে থেকে পাওয়া দুধ সেবন করিয়েছে, তা তোমার সাথে এক সঙ্গে সেবন করুক, কি তোমার পূর্বে বা তোমার পরে৷ ছেলে হোক আর মেয়ে হোক।" হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন৷ হযরত রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ "দুধ পানে সে সে হারাম হয়ে যায়, যে যে হারাম জন্মগত সম্পর্কের কারণ।" এজন্যে হযরত আয়েশা (রা) সব সময় বলতেনঃ "তোমরা দুধ পানের কারণে তাকে তাকে হারাম মনে করবে, যাকে যাকে হারাম মনে কর বংশের কারণে।" নবী করীম (স) -এর আর একটি কথা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বলেছেনঃ "রেহমী সম্পর্কের কারণে যে যে হারাম হয়, দুধ পানের দরুনও সে সে হারাম হয়।" বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও কোন কোন আত্মীয়ের সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়ে যায়। এ হারাম দু'প্রকারের। এক, স্থায়ী৷ যেমন স্ত্রীর মা, পুত্রের স্ত্রী, যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন স্ত্রীর কন্যা এবং পিতার স্ত্রী। পিতার স্ত্রী সম্পর্কে কুরআন মজীদে স্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "তোমাদের পিতারা যাকে যাকে বিয়ে করেছে, তাকে তাকে তোমরা বিয়ে কোরো না।" এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বয়ং কুরআনেই বলা হয়েছেঃ "পিতার বিয়ে করা স্ত্রীকে বিয়ে করা অত্যন্ত লজ্জাকর ও জঘন্য কাজ, গুনাহের ব্যাপার এবং বিয়ের খুবই খারাপ পথ।" আল্লামা শাওকানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ ("পিতার বিয়ে করা স্ত্রীকে পুত্রের বিয়ে করা সম্পর্কে) নিষেধ বাণীর যে তিনটি কারণ উদ্ধৃত হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, এ কাজ অত্যন্ত সাংঘাতিক রকমের হারাম ও ঘৃণিত কাজ।" আর পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে কুরআনের নিষেধবাণী হচ্ছেঃ "তোমাদের স্ত্রীদের মা'দেরও হারাম করা হয়েছে। স্ত্রীদের মা হারাম হওয়ার আয়াত হচ্ছেঃ "তোমাদের স্ত্রীদের মা'দেরও হারাম করা হয়েছে।" আর স্ত্রী গর্ভজাত মেয়েকে বিয়ে করা হারাম হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতেঃ "এবং তোমাদের সেসব স্ত্রীদের যাদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে–গর্ভজাত মেয়েরাও হারাম।" যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হলে তাদের কন্যাকে বিয়ে করা হারাম নয়। "যদি বিয়ে করা স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না করে থাকে, তবে তার কন্যাকে বিয়ে করায় কোন দোষ নেই।" এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রুশদ আল কুরতুবী লিখেছেনঃ "এ চারজনের মধ্যে দুজন হারাম হয়ে যায় বিয়ের আকদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে৷ তারা হচ্ছে পিতার স্ত্রী পুত্রের জন্যে ও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্যে, আর একজন হারাম হয় স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলে পরে সে হচ্ছে স্ত্রীর অপর এক স্বামীর নিকট থেকে নিয়ে আসা কন্যা। আর দ্বিতীয় অস্থায়ী ও সাময়িক।

www.pathagar.com

যেমন স্ত্রীন বোর, স্ত্রীর ফুফু, খালা, ভাইঝি-বোনঝি ইত্যাদি। স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রীর এসব নিকটাত্মীয়কে বিয়ে করা ও একত্রে এক স্থায়ী স্ত্রীতে বরণ করা ইসলামে হারাম। এ কথার ভিত্তি হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতাংশঃ "এবং দু'জন সহোদর বোনকে একত্রে স্ত্রীরূপে বরণ করা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ।" এ আয়াতের ভিত্তিতে ফিকাহ্‌বিদগণ মূলনীতি নির্ধারণ করেছেনঃ "যে দু'জন স্ত্রীলোকের পারস্পরিক আত্মীয়তার কারণে বিয়ে হারাম,তাদের দুজনকে একজন স্বামীর স্ত্রীত্বে একত্রে বরণ করা হারাম।" এভাবে যেসব মেয়েলোককে বিয়ে করা একজন পুরুষের পক্ষে হারাম তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো (ক) বংশের ও রক্তের সম্পর্কের কারণে সাতজন।

আর তারা হচ্ছে, মা, কন্যা, বোন, খালা, ভাইঝি ও বোনঝি। (খ) বৈবাহিক ও দুগ্ধপানের কারণে মোট সাত ন। তারা হচ্ছেঃ দুধ-মা, দুধ-বোন, স্ত্রীর মা, স্ত্রীর পূর্বপক্ষের কন্যা ও দুবোনকে একত্রে বিয়ে করা। এতদ্ব্যতীত পিতার স্ত্রী এবং ফুফু-ভাইঝিকে একত্রে বিয়ে করা। ইমাম তাহাভী বলেছেনঃ "এ কয়জনকে বিয়ে করা যে কোন পুরুষের পক্ষে স্থায়ী ও সর্ববাদীসম্মতভাবে হারাম! এ বিয়ে কারো কোন মতভেদ নেই।" এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা সেসব স্ত্রীলোককে হারাম করে দিয়েছেন, যারা বিবাহিত৷ যাদের স্বামী জীবিত ও বর্তমান। বলেছেনঃ "এবং স্বামীওয়ালী সুরক্ষিতা মহিলাদের বিয়ে করাও হারাম।" আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ "এখানে 'মুহসানাত' মানে সেসব মেয়েলোক, যাদের স্বামী বর্তমান৷ যারা বিবাহিত।" যেসব মেয়েলোককে বিয়ে করা হারাম, তাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা করছেনঃ "এ হারাম-মুহাররম-স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোকই বিয়ে করার জন্যে তোমাদের পক্ষে হালাল করে দেয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের মাল-মোহরানা দিয়ে সুরক্ষিত বিবাহিত জীবন যাপনের লক্ষ্যে গ্রহণ করবে, উচ্ছৃঙ্খল যৌন লালসা পূরণের কাজে নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ" উপরে উল্লিখিত মহিলাদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোক বিয়ে করা জায়েয৷ সম্পূর্ণ হালাল, তা এ আয়াতাংশ স্পষ্ট প্রমাণ করছে।" মানুষ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে মানব বংশ বৃদ্ধি করবে এবং যৌন তৃপ্তি লাভ করবে ঠিক তেমনি উল্লেখিত বিধিনিষেধও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করবে৷ এটাই মুসলিম পরিবারের জন্যে ইসলামের বিধান। এ বিধান লংঘন করে মানুষ যদি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ অবৈধ। এ ধরনের মানুষ আর পশুর জীবনে কোন পার্থক্য থাকবে না। ফলে সমাজ জীবনে নেমে আসবে অপবিত্রতা ও কলুষতা। কিন্তু ইসলামের লক্ষ্যই হলো একটি পূত ও পবিত্র পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। এ কারণেই ইসলাম অত্যন্ত যৌক্তিক বিধি-বিধান মানব জাতির প্রতি আরোপ করেছে।

www.pathagar.com

মানুষ আর পশুর জীবনে কোন পার্থক্য থাকবে না। ফলে সমাজ জীবনে নেমে আসবে অপবিত্রতা ও কলুষতা। কিন্তু ইসলামের লক্ষ্যই হলো একটি পূত ও পবিত্র পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। এ কারণেই ইসলাম অত্যন্ত যৌক্তিক বিধিবিধান মানব জাতির প্রতি আরোপ করেছে।

অমুসলিমদের সাথে সংসার জীবন

ইসলাম তার অনুসারী পুরুষদেরকে যেমন নিষেধ করেছে অমুসলিম মেয়েদেরকে বিয়ে করতে তেমনি নারীদেরকও নিষেধ করেছে অমুসলিম পুরুষদেরকে বিয়ে করতে। কারণ এ ধরনের বিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। কোন কাফের নারী-পুরুষের সাথে ইসলাম মুসলমানদের বিয়ের সম্পর্ক চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ্ পাক বলেন, "তোমরা মুসলমানরা কাফির মেয়েকে বিয়ের বন্ধনে বেঁধে রেখো না।" এ আয়াতের পূর্বে বলা হয়েছেঃ " মুসলিম মেয়েরা কাফিরদের জন্যে হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষরাও অনুরূপভবে হালাল নয় কাফির মেয়েদের জন্যে।" আর এর কারণ হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ "এ আয়াতে প্রমাণ করছে যে, মু'মিন-মুসলিম মেয়ে কাফির পুরুষের জন্যে হালাল নয়।" আর প্রথমোক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ " এর অর্থ এই যে, যে মুসলমানের স্ত্রী কাফির সে আর তার স্ত্রী থাকেনি।

কেননা দ্বীন দুই হওয়ার কারণে এ দুয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। আহলি কিতাব-ইয়াহুদী ও নাসারা বা খৃস্টান-মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। এখানে তা পেশ করা যাচ্ছে। আল্লামা আবূ বকর আল জাস্সাস লিখেছেনঃ আহলি কিতাব মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

একটি মত হচ্ছে এই যে, আহলি কিতাবের আযাদ বংশজাত বা জিম্মী মেয়ে হলে তাদের বিয়ে করা মুসলিম পুরুষদের জন্যে জায়েয, এতে কোন মতভেদ নেই। যদিও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) তা পছন্দ করেন না,মকরুহ্ মনে করেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ তিনি আহলি কিতাবের খানা খাওয়ায় কোন দোষ মনে করতেন না, তবে তাদের মেয়ে বিয়ে করাকে মকরুহ্ মনে করতেন। তাঁর সম্পর্কে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ ইয়াহুদী ও খৃস্টান মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের জন্যে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করাকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দিয়েছেন। আর মরিয়ম পুত্র ঈসা কিংবা অপর কোন আল্লাহর বান্দাকে রব বলে মনে করা অপেক্ষা বড় কোন শির্ক হতে পারে বলে আমার জানা নেই। আর ইয়াহুদী-নাসারাদের বিশ্বাস ও আকীদা এমনিই, তাই তারাও মুশরিকদের মধ্যে গণ্য। অতএব তাদের মেয়ে বিয়ে করাও জয়েয নয়।

কেননা আহলি কিতাবও মুশরিক। এজন্যে ইয়াহুদীরা বলেছেঃ উজাইর আল্লাহর পুত্র, আর খৃস্টানরা বলেছেঃ ঈসা আল্লাহর পুত্র। যদিও বদরুদ্দীন আইনী

www.pathagar.com

লিখেছেন যে, এ আয়াত মনসুখ হয়ে গেছে। মায়মুন ইবনে মাহরান হযরত ইবনে উমর (রা) কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আমরা এমন জায়গায় থাকি, যেখানে আহলি কিতাবের সাথে খুবই খোলা-মেলা থাকে।

এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের মেয়ে বিয়ে করতে পারি? এর জবাবে তিনি দু'টো আয়াত পাঠ করেনঃ "এবং আহলি কিতাব বংশের সেসব চরিত্র -সতীত্বসম্পন্না মেয়ে (বিয়ে করা তোমাদের জন্যে জায়েয।" এবং "এবং মুশরিক মেয়ে যতক্ষণ না ইসলাম কবুল করছে, ততক্ষণ তোমরা তাদের বিয়ে কোরো না।" প্রথম আয়াতে আহলি কিতাবে মেয়ে করা জায়েয বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে মুশরিক মেয়ে বিয়ে করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে।

অন্যকথায় তিনি এ ব্যাপারে নিজস্ব কোন ফয়সালা শোনালেন না। শুধু আয়াত পড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকলেন। আল্লামা আবূ বকর লিখেছেন যে, একমাত্র হযরত ইবনে উমর ছাড়া সাহাবীগণের এক বিরাট জামা'আত যিম্মি আহলি কিতাবের মেয়ে বিয়ে করা জায়েয মনে করতেন। তাঁদের মতে দ্বিতীয় আয়াতটি কেবলমাত্র মুশরিকদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, সাধারণ আহলি কিতাবদের সম্পর্কে নয়। হাম্মাদ বলেনঃ আমি হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) কে ইয়াহুদী নাসারা মেয়ে বিয়ে করা জায়েয কিনা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেনঃ তাতে কোন দোষ নেই। তাঁকে উপরিউক্ত দ্বিতীয় আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজক মেয়েদের সম্পর্কে নির্দেশ, তারা নিশ্চয়ই হারাম। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) ফায়েলা বিনতে ফেরারা নাম্নী এক খৃস্টান মহিলা বিয়ে করেছিলেন।

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) ও এক সিরীয় ইয়াহুদী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। হাসান, ইবরাহীম নখয়ী ও শাবী প্রমুখ তাবেয়ী হাদীস-ফিকাহ্‌বিদও এ বিয়ে জায়েয বলে মনে করতেন। কিন্তু এ পর্যায়ে হযরত উমর ফারুক (রা) এর একটি নির্দেশ চমক লাগিয়ে দেয়।

হযরত হুযায়ফা (রা) এক ইয়াহুদী মেয়ে বিয়ে করলে তিনি তাকে নির্দেশ পাঠালেনঃ 'ইয়াহুদী মেয়ে বিয়ে করা কি হারাম?'

তার জবাবে হযরত উমর (রা) লিখলেনঃ " হারাম নয় বটে, কিন্তু আমি ভয় করছি, আহলি কিতাব বলে তোমরা যদি তাদের বিয়ে কর তাহলে তোমরা তাদের মধ্য থেকে বদ্কার ও চরিত্র-সতীত্বহীনা মেয়েই বিয়ে করে বসবে।" যারা তিন খোদায় বিশ্বাসী, আল্লাহর অংশীদার আছে বলে যারা বিশ্বাসের তাদের সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন সুস্পষ্ট হারাম কিন্তু আহলি কিতাবের অনুসারী মেয়ে বিয়ে করা অনেকে বৈধ মনে করেন কিছু শর্ত সাপেক্ষে। নিজের চরিত্র ভালো রাখা, পাক পবিত্র থাকাসহ স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সাথে মেলামেশা না করা। কারণ ওদের মধ্যে উল্লেখিত ব্যাপারে তেমন বিধিনিষেধ নেই। তারপরেও সন্তান-সন্ততি মায়ের ধর্ম অথবা পিতার ধর্ম অনুসরণ করবে। এ ধরনের সমস্যার

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা মুসলিম পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। সুতরাং বিয়ের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে স্থাপন করাই সর্বদিক দিয়ে উত্তম।

বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর মতামত জানতে হবে

দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন কোন সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক নয়॥ এটা চিরস্থায়ী ব্যাপার। সুতরাং হঠাৎ করেই এ ধরনের চিরস্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি হতে যেমন পারে না আর হলেও তার টিকে থাকার নিশ্চয়তা নেই। এ কারণে ইসলামের বিধান হলো কারো সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ পরস্পরের প্রস্তাব দিয়ে আলাপ আলোচনা করবে। অথবা ছেলে বা মেয়েও তাদের নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে॥ এ ব্যাপারে ইসলামে কোন বাধা নিষেধ নেই। হাদীস শরীফে এ ধরনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিশ্বনবী (দ) জুলাইবাব নামক এক সাহাবীর জন্যে এক আনসারী কন্যার বিয়ের প্রস্তাব কন্যার পিতার নিকট পেশ করেন। কন্যার পিতা তার স্ত্রী অর্থাৎ কন্যার মা'র মতামত জেনে এর জবাব দেবেন বলে ওয়াদা করেন। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে এ বিয়েতে স্পষ্ট অমত জানিয়ে দেয়।

কন্যাটি আড়াল থেকে পিতামাতার কথোপকথন শুনতে পায়। তার পিতা যখন রাসূলের নিকট এ বিয়েতে মত নেই বলে জানাতে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছিলেন তখন মেয়েটি পিতামাতাকে লক্ষ্য করে বললঃ "তোমরা কি রাসূলে করীম (স) এর প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে চাও? তিনি যদি বরকে তোমাদের জন্য পছন্দ করে থাকেন তবে তোমরা এ বিয়ে সম্পন্ন কর।" এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মেয়ে নিজে তার বিয়ের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত ছিল এবং পিতামাতার নিকট তার মতামত যা গোপন ও অজ্ঞাত ছিল, যথাসময়ে সে তা জানিয়ে দিতে এবং নিজের পিতামাতার সামনে প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্যে স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি দিতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। আর এতে বস্তুতই কোন লজ্জা শরমের অবকাশ নেই। হযরত উমরের কন্যা হাফসা (রা) বিধবা হলে পরে তাঁর পুনর্বিবাহের জন্যে তিনি [হযরত উমর (রা)] প্রথমে হযরত উসমানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং হাফসাকে বিয়ে করার জন্যে তাঁর নিকট সরাসরি প্রস্তাব পেশ করেন।

তখন হযরত উসমান (রা) বললেনঃ এ সম্পর্কে আমার মতামত শীগগীরই জানিয়ে দেব। কয়েকদিন পর তিনি বললেনঃ আমি বর্তমানে বিয়ে করা সম্পর্কে চিন্তা করছি না। অতঃপর হযরত উমর (রা) হযরত আবূ বকরের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মতামত জানানো থেকে বিরত থাকলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত নবী করীম (স) নিজেই নিজের জন্যে বিয়ের প্রস্তাব হযরত উমরের নিকট প্রেরণ করেন। এ ঘটনা থেকে জানা গেল, মেয়ে পক্ষও প্রথমেই বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে॥ এতে কোন দোষ নেই। আর ছেলে পক্ষও॥ কিংবা ছেলে নিজেও বিয়ের প্রস্তাব প্রথমত কন্যা পক্ষের নিকট পেশ করতে পারে।

www.pathagar.com

শরীয়াতে এতে কোন আপত্তি নেই কিংবা কারো পক্ষেই কোন লজ্জা-শরমেরও কারণ নেই। হযরত আনাস (রা) বলেনঃ একদা একটি মেয়েলোক৷সম্ভবত তার নাম লায়লা বিনতে কয়স ইবনুল খাতীম৷ রাসূলে করীম (স) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে নিজেকে বিয়ের প্রস্তাব সরাসরিভাবে পেশ করেন। সে বললঃ "হে রাসূল! আপনি আমাকে বিয়ে করার কোন প্রয়োজন মনে করেন?" হযরত আনাস যখন এ কথাটি বর্ণনা করছিলেন, তখন সেখানে তাঁর কন্যা উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বললেনঃ "মেয়েলোকটি কতইনা নির্লজ্জ ছিল!" অর্থাৎ একটি মেয়েলোক নিজে নিজেকে রাসূলের নিকট বিয়ে দেয়ার জন্যে পেশ করেছে শুনে আনাস তনয়া উমাউনার বিশেষ বিস্ময় বোধ হয়েছে এবং এ কাজকে তিনি নির্লজ্জতার চরম বলে মনে করেছেন। তখন হযরত আনাস (রা) কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন, সে তোমার তুলনায় অনেক ভাল ছিল। সে রাসূলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং সে নিজেই নিজেকে রাসূলের নিকট বিয়ের জন্যে পেশ করেছিল। হযরত সহল ইবনে সায়াদ সায়েদী বলেনঃ একটি মেয়েলোক রাসূলের নিকট এসে বললঃ আমি আপনার খেদমতে এসেছি এজন্যে যে, আমি নিজে আপনার নিকট সোপর্দ করব। তখন নবী করীম (স) তার প্রতি উদার দৃষ্টিতে তাকালেন, পা থেকে মাথার দিকে দেখলেন। অনেক সময় ধরে তিনি নির্বাক হয়ে থাকলেন৷ কোন জবাব দিলেন না। তখন উপস্থিত একজন সাহাবী বুঝতে পারলেন যে, নবী করীম (স) স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করতে রাযী নহেন। তাই তিনি দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে রাসূল! এ মেয়েলোকটিতে আপনার যদি কোন প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে অনুমতি দিন তাকে বিয়ে করার। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন মেয়ে যদি বিশেষ কোন পুরুষের প্রতি মনে আকর্ষণ বোধ করে তবে সে নিজেই ছেলের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে।

এতে না আছে কোন দোষ, না লজ্জা-শরমের কোন অবকাশ। তবে এ ব্যাপারে একটি বিশেষ স্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে, বিয়ের প্রস্তাবের উপর আর একটি নতুন প্রস্তাব দেয়া। কোন মেয়ে বা ছেলে সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, কোথাও তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে বা কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেছে, তাহলে সে প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন প্রস্তাবই এক্ষেত্রে উত্থাপন করা যেতে পারে না। কেননা এতে করে সমাজে অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব সহজেই জেগে উঠতে পারে। আর তা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে খুবই মারাত্মক। এমনকি এতে করে ছেলে বা মেয়ের এমন ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে, যার ফলে তার বিয়েই চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এজন্যে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। রাসূলে করীম (স) এ সম্পর্কে বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন অপর

www.pathagar.com

ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব পেশ না করে, যতক্ষণ না সে নিজেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে কিংবা তাকে নতুন প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেবে।" হাদীসটির উপরোদ্ধৃত ভাষা মুসলিম শরীফের।

আর বুখারী শরীফে এ হাদীসের ভাষা নিম্নরূপঃ "কেউই তার ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব দেবে না।যতক্ষণ না সে বিয়ে করে ফেলে অথবা সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করে।" হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ "মু'মিন মু'মিনের ভাই। অতএব এক মু'মিনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অপর মু'মিনের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করা হালাল হতে পারে না। অনুরূপভাবে এক ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত না হতেই অপর প্রস্তাব দেয়াও সঙ্গত নয়।"

বিয়ের এক প্রস্তাবের উপর নতুন অপর একট প্রস্তাব দেয়া–এক প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পূর্বেই আর একটি প্রস্তাব পেশ করা যে ইসলামে জায়েয নয় বরং হারাম, এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ইজ্‌মা পরিপূর্ণ ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য ইমাম খাত্তাবী বলেছেনঃ এ নিষেধ শুধু নৈতিকশিক্ষা, শালীনতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মাত্র। অন্যথায় এ এমন হারাম কাজ নয়, যাতে করে বিয়েই বাতিল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দাউদ জাহেরী বলেছেনঃ এরূপ করে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি বিয়ে করে ফেলে তবে সে বিয়েই বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এ উক্তিতে যে বাড়াবাড়ি রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়ার অপকারিতা এবং তা নিষেধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ " এর কারণ এই যে, এক ব্যক্তি যখন কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তখন সেই মেয়ের মনেও তার প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয় এবং এর ফলে এই উভয়ের ঘর-সংসার গড়ে উঠার উপক্রম দেখা দেয়।

এ সময় যদি সে মেয়ের জন্যে অপর কোন ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে, তাহলে প্রথম প্রস্তাবকে তার মনের বাসনায় ব্যর্থ মনোরথ করে দেয়া হয়, তার বাঞ্ছিত থেকে তাকে করে দেয়া হয় বঞ্চিত। আর এতে করে তার প্রতি বড়ই অবিচার ও জুলুম করা হয়,তার জীবনকে করে দেয়া হয় সংকীর্ণ।" শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ আরো লিখেছেনঃ " বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করা" সম্পর্কিত উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই আমাদের মত হচ্ছে যে, এ কাজ হারাম। ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহ্‌বিদেরই এ মত। 'আল-মিন্‌হাজ' কিতাবে বলা হয়েছেঃ "বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর তা যদি কবুল হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার উপর অপর কারো প্রস্তাব দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।

তবে উভয় পক্ষের অনুমতি নিয়ে নতুন প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। কিংবা সে প্রস্তাব যদি প্রত্যাহার করে, তাহলেও দেয়া যায়। আর যদি প্রথম প্রস্তাবের কোন জবাব না দেয়া হয়ে থাকে, না প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন নতুন প্রস্তাব দেয়া

www.pathagar.com

বাহ্যত হারাম হবে না।" ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে, কোন ঈমানদার ব্যক্তি জেনে বুঝে কোন বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিতে পারে না। প্রথম প্রস্তাব বাতিল হলেই দ্বিতীয় প্রস্তাব দিতে পারে। এক সাথে যদি দু'পক্ষের নিকট হতে প্রস্তাব আসে। আর ঐ দু'পক্ষের মধ্যে শেষের জন যদি ঈমানদার হয় এবং প্রথম জন যদি ফাসেক হয় তাহলে শেষের জনের প্রস্তাব শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। কেননা ফাসিক যারা৷ তারা যদি বিয়ের প্রথম প্রস্তাবকারী হয় তাহলে তার প্রস্তাবের উপর ঈমানদার ব্যক্তি প্রস্তাব দিতে পারে। কিন্তু দু'জন ঈমানদার ব্যক্তি এক সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে না।

পাত্র-পাত্রীর মতামত ও অভিভাবকের পরামর্শ

দাম্পত্য সম্পর্ক চিরস্থায়ীভাবে যার সাথে স্থাপন করা হবে, তাকে পরস্পর দেখে দেবে। এ ক্ষেত্রে বিয়ের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীকে ইসলাম স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক পাত্র-পাত্রী পছন্দ করবে আর পাত্রী হয়ত পাত্রকে পছন্দ করবে না অথবা পাত্র পছন্দ করবে না এ সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা বিয়ে কর সেই মেয়েলোক, যাকে তোমার ভাল লাগে৷ যে তোমার পক্ষে ভাল হবে।" এ পর্যায়ে নবী করীম (স) বলেনঃ " তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।" এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) অতঃপর বলেনঃ "রাসূলের উক্ত কথা শুনে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম।

তারপর তাকে গোপনে দেখে নেয়ার জন্যে আমি চেষ্টা চালাতে শুরু করি। শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই, যা আমাকে আকৃষ্ট করে ও উদ্বুদ্ধ করে তাকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে। অতঃপর তাকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করি।" ইমাম আহমাদ বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত জাবির একটি গাছের ডালে গোপনে বসে থেকে প্রস্তাবিত কনেকে দেখে নিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা থেকে রাসূলে করীমের কথাটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ "যখন কোন পুরুষের মনে কোন বিশেষ মেয়ে বিয়ে করার বাসনা জাগবে, তখন নিজ চোখে দেখে নেয়ায় কোনই দোষ নেই।" হযরত মুগীরা ইবনে শুরাহ (রা) তাঁর নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ রাসূলে করীমের সামনে পেশ করলে তখন রাসূলে করীম (স) আদেশ করলেনঃ "তাহলে কনেকে দেখে নাও।"

কেননা তাকে বিয়ের পূর্বে দেখে নিলে তা তোমাদের মাঝে স্থায়ী প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টির অনুকূল হবে।" রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তখন

www.pathagar.com

তার এমন কোনকিছু দেখো যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে, তবে তা তার অবশ্যই দেখে নেয়া কর্তব্য।" এভাবে বহুসংখ্যক রেওয়ায়েত হাদীসের কিতাবসমূহে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষ যে মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, সে তাকে বিয়ের পূর্বেই দেখে নিতে পারে। শুধু তাই নয়, রাসূলে করীম (স) এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন এবং না দেখে বিয়ে করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ "নবী করীম (স) বিবাহেচ্ছুক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছ? সে বললঃ না, দেখিনি। তখন রাসূলে করীম (স) বললেনঃ যাও তাকে দেখে নাও।" কিন্তু এরপর প্রশ্ন থেকে যায়, কনেকে কতদূর দেখা যেতে পারে? অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় দেখা যেতে পারে এজন্যে যে, মুখমণ্ডল দেখলেই কনের রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। আর হস্তদ্বয় গোটা শরীরের গঠন ও আকৃতি বুঝিয়ে দেয়। কাজেই এর বেশি দেখা উচিত নয়।

ইমাম আওজায়ী বলেছেনঃ "তার প্রতি তাকানো যাবে, খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা যাবে এবং তার মাংসপেশীসমূহও দেখা যাবে।" কনে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় এবং বিয়ে করা সম্পর্ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় যতখানি এবং যেভাবে দেখলে, ততখানি এবং সেভাবে দেখা অবশ্যই জায়েয হবে, সন্দেহ নেই। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আলী তনয়া উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন হযরত আলী কন্যাকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাকে দেখে নিতে পারেন। তখন এই দেখার উদ্দেশ্যই হযরত উমর উম্মে কুলসুমের পায়ের দিকে কাপড় তুলে ফেলে দিয়েছিলেন। তার পরের প্রশ্ন, কনের অনুমতি ও জ্ঞাতসারে দেখা উচিত, কি অনুমতি ব্যতিরেকে ও অজ্ঞাতসারেই? এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মত দেখা যায়।

ইমাম মালিক বলেছেনঃ "কনের অনুমতি ব্যতিরেকে তাকে দেখা যাবে না, তার প্রতি তাকানো যাবে না। কেননা তাকে দেখার জন্যে তার অনুমতি নেয়া তার অধিকার বিশেষ (বিনানুমতিতে দেখলে সে অধিকার ক্ষুণ্ন হয়)।" ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেনঃ "কনে যদি বস্ত্রাচ্ছাদিতাই থাকে, তবে তার অনুমতি নিয়েই দেখা কি বিনামুমতিতে, তার দুটোই সমান।" তবে এ সম্পর্কে রাসূল করীমের একটি কথা স্পষ্ট পথ নির্দেশ করে এবং তার দ্বারা মতবিরোধের অবসান হয়ে যায়।

আবূ হুমাইদ সায়েদী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে (স) ইরশাদ করেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, তখন তাকে দেখা তার পক্ষে দূষণীয় নয়। কেননা সে কেবলমাত্র এই বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কারণেই তাকে দেখছে (অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়) যদিও সে স্ত্রীলোকটি কিছুই জানে না।" এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, কনেকে যদি দেখা হয় শুধু এজন্যে যে,

www.pathagar.com

তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং এ দেখার মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, পছন্দ হলেই তাকে বিয়ে করতে রাযী হবে, তবে সে দেখা যদি কনের অজ্ঞাতসারেও হয়, তবুও তাতে কোন দোষ হবে না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার বলে দেয়া ভাল। যদি কারো নিত্য নতুন যুবতী মেয়ে দেখা শুধু দর্শনসুখ লাভের বদরুচি হয়ে থাকে, তবে তাকে কোন মেয়েকে দেখানো জায়েয নয়। এ সম্পর্কে ইসলামবিদ্‌দের মধ্যে কোন দ্বিমত নেইঃ " কোন মেয়েলোকের প্রতি যৌনসুখ লাভ, যৌন উত্তেজনার দরুন কিংবা কোন সন্দেহ্‌ সংশয় মনে পোষণ করে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়।" এজন্যে ইমাম আহ্‌মাদ বলেছেনঃ "কনের চেহারা ও মুখমণ্ডলের দিকে দেখা যাবে, তবে যৌনসুখ লাভের জন্যে নয়। এমনকি তার সৌন্দর্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি বারবারও তাকানো যেতে পারে।" কোন কোন মনীষীর মতে কনের অজ্ঞাতসারেই তাকে দেখা উচিত, যেমন হযরত যাবির (রা) দেখেছিলেন।

ইমাম শাফিয়ীর মতে বিয়ের প্রস্তাব রীতিমত পেশ করার পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয় যেন প্রস্তাব কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে কোন পক্ষের জন্যেই লজ্জা বা অপমানের কারণ না ঘটে। আর বরের নিজের পক্ষে যদি কনেকে দেখা আদৌ সম্ভব না হয়, তাহলেও অন্তত নির্ভরযোগ্য সূত্রে তার সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ে সম্যক খোঁজ-খবর লওয়া বরের পক্ষে একান্তই আবশ্যক।

এ উদ্দেশ্যে আপন আত্মীয়া স্ত্রীলোককে পাঠানো যেতে পারে তাকে দেখার জন্যে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী করীম (স) একটি মেয়েকে বিয়ে করার মনস্থ করেন। তখন তাকে দেখার জন্য অপর একটি স্ত্রীলোককে পাঠিয়ে দেন এবং তাকে বলে দেনঃ "কনের মাড়ির দাঁত পরীক্ষা করবে এবং কোমরের উপরিভাগ পিছন দিক থেকে ভাল করে দেখবে।" বলাবাহুল্য, দেহের এ দুটো দিক একজন নারীর বিশেষ আকর্ষণীয় দিক। দাঁত দেখলে তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-প্রতিভা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা চলে। তার মুখের গন্ধ মিষ্টি না ঘৃণ্য তাও বোঝা যায়। আর পেছন দিক দিয়ে কোমরের উপরিভাগ একটি নারীর বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

এ সব দিক দিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে রাসূলে করীম (স) তাকীদ করেছেন। তার অর্থ, বিয়ের পূর্বে কনের এসব দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা করে নেয়া ভাল। এ পর্যায়ে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক যে, কনে দেখার কাজ আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে সম্পন্ন করাই যুক্তিযুক্ত। আল্লামা আ-লূসী বলেছেনঃ "মনীষীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বেই কনে দেখার এই কাজটি সম্পন্ন করা উচিত বলে মনে করেছেন। দেখার পর পছন্দ না হলে তা প্রত্যাহার করবে। তাতে কারো মনে কষ্ট লাগবে না বা অসুবিধা হবে না। কিন্তু রীতিমত প্রস্তাব দেয়ার পর দেখে অপছন্দ হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করা হলে তার পরিণাম যে ভাল নয় তা সুস্পষ্ট।" দাম্পত্য

www.pathagar.com

সম্পর্কে স্থাপনের পূর্বে মেয়েকে যেমন ছেলে দেখবে তেমনি দেখবে ছেলেকে-মেয়ে। ছেলে-মেয়ের যতদিক পছন্দ করবে অনুরূপভাবে মেয়েও ছেলের বিভিন্ন দিক পছন্দ বা অপছন্দ করবে। হযরত ওমর (রা) এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন, "তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে কোন কুৎসিৎ কদর্য চেহারার ছেলের নিকট বিয়ে দিও না। কেননা মেয়ের দেহের যে সব অংশ একজন ছেলের নিকট আকর্ষণীয় অনুরূপভাবে একজন মেয়ের নিকটও একজন পুরুষের ঐ সব অংশ আকর্ষণীয়। অতএব মেয়ে অবশ্যই দেখবে কোন ধরনের পুরুষের সাথে তার বিয়ে হচ্ছে। মেয়ের অমতে মেয়ের পছন্দের বাইরে তার বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবক তাকে বাধ্য করতে পারে না। মেয়ে তার বিয়ের পূর্বেই যার সাথে সে বিয়ে করবে, তার সমস্ত দিক দেখে জেনে বুঝেই বিয়ে করবে।

বিয়ে ও মোহরানা

দুররুল মোখতার কিতাবে মোহরানা সম্পর্কে বলা হয়েছে, মোহরানা হলো এমন ধরনের সম্পদ, যে সম্পদ স্ত্রীকে দিতে হবে দাম্পত্য অধিকার লাভের জন্যে। স্বামী অবশ্যই তা স্ত্রীকে দেবে। এ মোহরানা বিয়ের সময় ধার্য করতে হবে।" মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নিকট থেকে যৌন তৃপ্তি গ্রহণ করো, সুতরাং তাদের মোহরানা অবশ্যই আদায় করো।" ইসলাম নারীকে বিরাট মর্যাদা প্রদান করেছে। নারীকে দিয়েছে তার প্রাপ্য অধিকার। এ অধিকারের মধ্যে মোহরানা অন্যতম। স্ত্রীকে মোহরানা দিতেই হবে। মোহরানা আদায় করা ফরজ-ওয়াজীব।

মোহরানা না দেয়ার নিয়ত যাদের, তারা কিয়ামতের ময়দানে ব্যাভিচারীদের কাতারে দাঁড়াবে। মোহরানা একান্তভাবেই স্ত্রীর সম্পদ। এ সম্পদের উপর কারো কোন অধিকার নেই। এ সম্পদ স্ত্রী যেমনভাবে খুশী তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারে। শুধু তা-ই নয়, মোহরানা আদায় করতে হবে অন্তরের সন্তোষ ও সদিচ্ছা সহকার এবং মেয়েদের জন্যে আল্লাহর দেয়া এক নিয়ামত মনে করে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ" এবং স্ত্রীদের প্রাপ্য মোহরানা তাদের আদায় করে দাও আন্তরিক খুশীর সাথে ও তাদের অধিকার মনে করে।" কেননা জাহিলিয়াতের যুগে হয় মোহরানা ছাড়াই মেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যেত, নয় মোহরানা বাবদ যা কিছু আদায় হত তা সবই মেয়েদের বাপ বা অলি-গার্জিয়ানরাই লুটে পুটে খেয়ে নিত। মেয়েরা বঞ্চিতাই থেকে যেত।

এজন্যে ইসলামে যেমন মোহরানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি এ জিনিসকে একমাত্র মেয়েদেরই প্রাপ্য ও তাদের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এতে বাপ বা অলী-গার্জিয়ানের কোন হক নেই বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মোহরানা যখন মেয়েদের জন্যে আল্লাহর বিশেষ দান, তখন তা আদায় করা স্বামীদের পক্ষে ফরয এবং স্বামীদের উপর তা হচ্ছে স্ত্রীদের আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার। প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই তো

www.pathagar.com

উভয়ের কাছে থেকে যৌনসুখ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে। 'মোহরানা' যদি এরই 'বিনিময়' হয় তাহলে তা কেবল স্বামীই কেন দেবে স্ত্রীকে, তা কি স্বামীদের উপর অতিরিক্ত 'জরিমানা' হয়ে যায় না? এর জবাবে বলা যায়, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, স্বামী বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীর উপর এক প্রকারের কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব লাভ করে থাকে।

স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর স্ত্রী নিজেকে -নিজের দেহমন, প্রেম-ভালবাসা, যাবতীয় সম্পদ ঐশ্বর্য৷ একান্তভাবে স্বামীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। এর বিনিময় স্বরূপই মোহরানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শাফিয়ী মাযহাবের আলেমগণ মোহরানার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "বিয়ে হবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিনিময়মূলক একটি বন্ধন। বিয়ের পর একজন অপরজনকে নিজের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। প্রত্যেক অপরজনের থেকে যেটুকু ফায়দা লাভ করে, তাই হচ্ছে অপরজনের ফায়দার বিনিময়-বদল।"

আর মোহরানা হচ্ছে এক অতিরিক্ত ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা তা স্বামীর উপর অবশ্য দেয়া ফরয করে দিয়েছেন। এজন্যে যে, বিয়ের সাহায্য সে স্ত্রীর উপর খানিকটা অধিকারসম্পন্ন মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে।" অতএব বিয়ের আকদ্ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ই মোহরানা নির্ধারণ এবং তার পরিমাণের উল্লেখ একান্তই কর্তব্য। নবী করীম (স) অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেনঃ" বিয়ের সময় অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর যৌন অঙ্গ নিজের জন্যে হালাল মনে করে নাও। আর তা হচ্ছে মোহরানা বা দেন-মোহর।" বিয়ের পর স্ত্রীকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতেও নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। "হযরত আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা) কে বিয়ে করার পর তাঁর নিকটে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন নবী করীম (স) তাকে কোন জিনিস না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট যেতে তাঁকে নিষেধ করলেন।" আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ নবী করীম (স) স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে কিছু না কিছু আগে ভাগে দেবার জন্যে স্বামীকে আদেশ করেছেন।" প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, বিয়ের সময় দেন-মোহর ছাড়া অপর এমন কোন শর্ত আরোপ করা চলবে না, যা শরীয়তের বিরোধী।

নবী করীম (স) বলেছেনঃ "কোন মহিলা তার বিয়ের জন্যে তারই অপর এক বোনকে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করতে পারবে না।" 'তার অপর এক বোন' বলতে আপন সহোদরাও হতে পারে, অনাত্মীয় কোন মেয়েলোকও হতে পারে। কেননা সে তার আপন সহোদরা বোন না হলেও মুসলিম হিসেবে সে তার দ্বীনি বোন অর্থাৎ কোন পুরুষ৷যার স্ত্রী রয়েছে- যদি অপর কোন মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, মেয়ে সে বিয়েতে রাযী হয়ে পুরুষটিকে একথা বলতে পারবে না যে, তোমার আগের (মানে বর্তমান) স্ত্রীকে আগে তালাক দাও, তারপর আমাকে বিয়ে কর।

www.pathagar.com

এরূপ শর্ত আরোপ করার তার কোন অধিকার নেই। সে ইচ্ছে করলে এ বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু একজনের বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করা এবং সে তালাক হয়ে যাওয়ার পর তার নিকট বিয়ে বসতে রাযী হওয়ার কারো অধিকার থাকতে পারে না। এরূপ শর্ত আরোপ করা ইসলামী শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রাসূলে করীম (স) এ পর্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ " আল্লাহর কিতাবে নেই এমন কোন শর্ত আরোপ করা হলে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে।" মোহরানা না দিয়ে স্ত্রীর নিকট গমন করাই অবাঞ্ছনীয়। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী যখন হযরত ফাতিমাকে বিয়ে করলেন, তখন নবী করীম (স) তাঁকে বললেন "তুমি ওকে কিছু একটা দাও।" হযরত ইবনে উমর বললেনঃ " কোন মুসলমানেরই মোহরানা বাবদ কম বা বেশি কিছু অগ্রিম না দিয়ে তার স্ত্রীর নিকট গমন করা জায়েয নয়।" মালিক ইবনে আনাস বলেছেনঃ " স্ত্রীকে তার মোহরানা কিছু-না-কিছু না দিয়ে স্বামী যেন তার নিকট গমন না করে।

মোহরানার কমঃ সে কম পরিমাণ হল একটি দীনারের এক এক-চতুর্থাংশ কিংবা তিন দিরহাম। বিয়ের সময় এ পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক আর নাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।" দেন মোহরের পরিমাণ কি হওয়া উচিত, ইসলামী শরীয়াতে এ সম্পর্কে কোন অকাট্য নির্দেশ দেয়া হয়নি, নির্দিষ্টভাবে কোন পরিমাণও ঠিক করে বলা হয়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক স্বামীরই কর্তব্য হচ্ছে তার আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া। আর মেয়ে পক্ষেরও তাতে সহজেই রাযী হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে শরীয়াত উভয় পক্ষকে পূর্ণ আযাদী দিয়েছে বলেই মন হয়। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী যা লিখেছেন, তা নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছেঃ নবী করীম (স) মোহরানার কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেননি এ কারণে যে, এ ব্যাপারে লোকদের আগ্রহ-উৎসাহ ও ঔদার্য প্রকাশ করার মান কখনো এক হতে পারে না। বরং বিভিন্ন যুগে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থিক অবস্থা এবং লোকদের রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, কার্পণ্য ও উদারতার ভাবধারায় আকাশ-ছোয়া পার্থক্য হয়ে থাকে। বর্তমানেও এ পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্যে সর্বকাল যুগে সমাজ স্তর, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রুচি-উৎসাহ নির্বিশেষে প্রযোজ্য হিসেবে একটি পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া বাস্তব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন করে কোন সুরুচিপূর্ণ দ্রব্যের মূল্য সর্বকালের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না। দেয়া অবৈজ্ঞানিক ও হাস্যকর। কাজেই এর পরিমাণ সমাজ, লোক ও আর্থিক মানের পার্থক্যের কারণে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। তবে শুধু শুধু এবং পারিবারিক অভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণে বাড়াবাড়ি ও দর কষাকষি করাও আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। তার পরিমাণ এমন সামান্য ও নগণ্য হওয়া উচিত নয়, যা স্বামীর মনের উপর কোন শুভ

www.pathagar.com

প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হবে না। যা দেখে মনে হবে যে, মোহরানা আদায় করতে গিয়ে স্বামীকে কিছুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, সেজন্যে তাকে কোন ত্যাগও স্বীকার করতে হয়নি। শাহ্ দেহলভীর মতে, দেন-মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে এবং সেজন্যে সে রীতিমত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে তার পরিমাণ এমনও হওয়া উচিত নয়, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এজন্যে নবী করীম (স) একদিকে গরীব সাহাবীকে বললেনঃ " কিছু -না -কিছু দিতে চেষ্টা কর। আর কিছু না পার, মোহরানা বাবদ অন্তত লোহার একটি আঙ্গুরীয় দিতে পারলেও সেজন্যে অবশ্য চেষ্টা করবে।" একটি হাদীস থেকে জানা যায়, এক জোড়া জুতার বিনিময়ে অনুষ্ঠিত বিয়েকেও রাসূলে করীম (স) বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মেয়েলোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি মোহরানা বাবদ যা পেয়েছ, তাতে বিয়ে করতে কি তুমি রাযী আছ?' সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলে করীম (স) সে বিয়েতে অনুমতি দান করেছিলেন। অপরদিকে কুরআন মজীদে এই মোহরানা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ " এবং তোমরা মেয়েদের এক-একজনকে 'বিপুল পরিমাণ' ধন-সম্পদ মোহরানা বাবদ দিয়ে দিয়েছ।" এ আয়াতের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ মোহরানা বাবদ দেয়া জায়েয প্রমাণিত হচ্ছে। হযরত উমর (রা) উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন এবং মোহরানা দিয়েছিলেন চল্লিশ হাজার দিরহাম। চল্লিশ হাজার দেরহাম তদানীন্তন সমাজে বিরাট সম্পদ। নবী করীম (স) স্বয়ং হযরত উম্মে হাবীবাকে মোহরানা দিয়েছিলেন চারশত দীনার- চার শতটি স্বর্ণমুদ্রা। এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁর মোহরানার পরিমাণ ছিল আটশ' দীনার। এ আলোচনা থেকে একদিকে যেমন জানা যায় মোহরানার সর্বনিম্ন পরিমাণ, অপর দিকে জানা যায় সর্বোচ্চ পরিমাণ। ইসলামী শরীয়াতে এ দু'ধরনের পরিমাণই জায়েয। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে বিপুল পরিমাণে মোহরানা ধার্য করা হত। পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে কন্যাপক্ষ খুবই চাপ দিত। ফলে দুপক্ষের মধ্যে নানারূপ দর কষাকষি ও ঝগড়াঝাটি হত। এর পরিণামে সমাজে দেখা দিত নানা প্রকারের জটিলতা। বর্তমানেও মুসলিম সমাজে মোহরানা ধার্যের ব্যাপারে অনুরূপ অবস্থাই দেখা দিয়েছে। বলা যেতে পারে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির চরমোন্নতির এ যুগে পুরাতন জাহিলিয়াত নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এখন নতুন করে স্মরণ করা আবশ্যক বোধ হচ্ছে নবী করীম (স) এর পুরাতন বাণী। বলেছেনঃ "সবচেয়ে উত্তম পরিমাণের মোহরানা হচ্ছে তা, যা আদায় করা খুবই সহজসাধ্য।" এজন্যে একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে অবস্থাভেদে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমাণের মধ্যে সহজ দেয় একটি পরিমাণ বেঁধে দেয়া এবং এ ব্যাপারে কোন পক্ষ থেকে অকারণ বাড়াবাড়ি করা কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়।

www.pathagar.com

মোহ্রানা বাঁধার মান মধ্যম পর্যায়ে আনার প্রচেষ্টা রাসূলে করীম (স) এর সময় থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা ভুল দৃষ্টি যেন মুসলমানদের মধ্যে থেকেই গিয়েছে।

হযরত উমর ফারূক (রা) পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। তিনি একদা মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে লোকদের নসীহত করছিলেন এবং মোহ্রানা সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছিলেনঃ " সাবধান হে লোকেরা, স্ত্রীদের মোহ্রানা বাঁধতে গিয়ে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি কর না। মনে রেখো, মোহ্রানা যদি দুনিয়ায় মান-সম্মান বাড়াতো কিংবা আল্লাহ্র নিকট তাকওয়ার প্রমাণ হত তাহলে অতিরিক্ত মোহ্রানা বাঁধার কাজ করার জন্যে রাসূলে করীমই ছিলেন তোমাদের অপেক্ষাও বেশি অধিকারী ও যোগ্য। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীদের ও কন্যাদের মধ্যে কারো মোহ্রানাই বারো 'আউকিয়া' (চারশ' আশি দিরহাম কিংবা বড়জোর একশ' কুড়ি টাকা–র বেশি ধার্য করেননি।

মনে রাখা আবশ্যক যে, এক-একজন লোক তার স্ত্রীকে দেয় মোহ্রানার দরুন বড় বিপদে পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজের স্ত্রীকে শত্রু বলে মনে করতে শুরু করে।" এমনি এক ভাষণ শুনে উপস্থিতদের মধ্য থেকে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বললেনঃ " আল্লাহ্ তো আমাদের দিচ্ছেন, আর তুমি হারাম করে দিচ্ছ? তুমি লোকদেরকে মেয়েদের মোহ্রানার পরিমাণ চারশ' দিরহামের বেশি বাঁধতে নিষেধ করছো? তুমি কি শোননি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "তোমরা তোমাদের এক এক স্ত্রীকে মোহ্রানা দিচ্ছ বিপুল পরিমাণে?"

তখন হযরত উমর (রা) বললেনঃ " একজন মেয়েলোক ঠিক বলতে পারল; কিন্তু ভুল করল একজন রাষ্ট্রনেতা।" বললেনঃ "হে আল্লাহ্ মাফ করে দাও, - সব লোকই কি উমরের তুলনায় অধিক সমঝদার?" বাহ্যত মনে হয়, হযরত উমর (রা) অধিক পরিমাণে মোহ্রানা বাঁধার কাজকে নিষেধ করা থেকে ফিরে গিয়েছেন। বস্তুত হযরত উমরের কথার অর্থ এই ছিল না যে, তিনি অধিক পরিমাণে মোহ্রানা ধার্য করাকে হারাম মনে করতেন, আর তাকে হারাম করে দেওয়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না বরং বলা যায়, তিনি অধিক পরিমাণে মোহ্রানা ধার্য করা ভাল মনে করতেন না। বস্তুত মোহ্রানা পরিমাণের কোন সর্বোচ্চ পরিমাণ নেই, এ কথার উপরই মনীষীদের ইজমা হয়েছে। স্বামী যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়ে পক্ষের অসম্ভব দাবীর নিকট মাথা নত করে দিয়ে তাদের মর্জীমত বড় পরিমাণের মোহ্রানা স্বীকার করে নেয়, আর মনে মনে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত করে রাখে যে, কার্যত সে তার কিছুই আদায় করবে না, তা হলেও ব্যাপারটি একটি বড় রকমের প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আদায় করার নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও একটা বড় পরিমাণের মোহ্রানা মুখে স্বীকার করে নেয়া যে কত বড় গুনাহ তা রাসূল করীম (স) এর উদ্ধৃত বাণী থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি ঘোষণা করেছেন, যে লোক কোন মেয়েকে কম বেশি পরিমাণে মোহ্রানা দেয়ার

www.pathagar.com

ওয়াদায় বিয়ে করে অথচ তার মনে স্ত্রীর সে হক আদায় করার ইচ্ছা থাকে না, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে ব্যভিচারীরূপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে।" "যে লোক তার স্ত্রীর জন্যে কোন মোহরানা ধার্য করবে অথচ আল্লাহ্ জানেন যে, তা আদায় করার কোন ইচ্ছাই তার নেই, ফলে আল্লাহর নামে নিজের স্ত্রীকেই প্রতারিত করল এবং অন্যায়ভাবে ও বাতিল পন্থায় নিজ স্ত্রীর যৌন অঙ্গ নিজের জন্যে হালাল মনে করে ভোগ করল, সে লোক আল্লাহর সাথে ব্যভিচারী হিসেবে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হবে।" সুতরাং মোহরানা ব্যতীত বিয়ে বৈধ হবে না। আর এ মোহরানার ক্ষেত্রে পাত্রী পক্ষেরও কোন বাড়াবাড়ির অবকাশ যেমন নেই তেমনি নেই পাত্রপক্ষের। পাত্র পক্ষের উপর মোহরানার যেমন বোঝা চাপানো উচিত নয়–যা তার পক্ষে আদায় করা অসম্ভব। আবার এমন অঙ্কের মোহরানা ধার্য করা উচিত নয় যাতে করে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হয়। মোহরানা ধার্য করতে হবে না সর্বনিম্ন না সর্বোচ্চ। মাঝামাঝি পর্যায়ের হতে হবে। আর এ মোহরানা বিয়ের অনুষ্ঠানেই সম্ভব হলে আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ্ সূরা নেছায় বলেছেনঃ " আর মেয়েদের অভিভাবকদের অনুমতি গ্রহণ করে তাদেরকে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ করো। এবং তাদের মোহরানা প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।

যৌতুক প্রথা ও ইসলাম

বিয়ের সময় মেয়ের পিতা বা অভিভাবক খুশী হয়ে তার সাধ্যানুযায়ী যৌতুক দেবে৷ এটা অতি উত্তম সওয়াবের কাজ। কিন্তু এ ব্যাপ্যারে বাড়াবাড়ি করা হারাম। অনেকে মানুষকে দেখানোর জন্যে বিয়ের সময় মেয়েকে প্রচুর যৌতুক উপহার দেয়। এই যে প্রদর্শনেচ্ছা৷ এটা স্পষ্ট হারাম। অবশ্য এ কথাও যুক্তিসঙ্গত যে, একটা মেয়ে এবং ছেলে যখন নতুন সংসার গড়তে যাচ্ছে তখন তার সংসারে বহু জিনিসের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মেয়ের ও ছেলের পিতা বা অভিভাবক তাদেরকে খুশী হয়ে যৌতুক দেবে। এতে করে নব দম্পতির সংসার করা সহজ হবে। কিন্তু এটাও হতে হবে অভিভাবকের আয়ত্বের মধ্যে।

কিন্তু বর্তমান সমাজে বিয়ের সময় ছেলেপক্ষ যেভাবে মেয়েপক্ষের নিকট দাবী করে যৌতুক আদায় করে৷ তা সম্পূর্ণ হারাম। দাবী করে যৌতুক আদায় করা প্রথা একটি অমানবিক নিকৃষ্ট প্রথা। এ জঘন্য প্রথার কারণে কত মেয়ের যে বিয়ে হচ্ছে না, কত মেয়ে যে আত্মহত্যা করছে, কত মেয়ে স্বামীর অত্যাচার ভোগ করছে তার হিসেব নেই। আবার এটাও ঠিক নয় যে কৃপণতার কারণে মেয়ের অভিভাবক বিয়ের সময় তাকে কিছুই দেবে না। নবী পত্নী হযরত হাফসা (রা) হযরত ওমর (রা) এর মেয়ে ছিলেন। ওমর (রা) তাকে বলেছিলেন, "তুমি রাসূল (দ) এর কাছে কিছু চাইবে না। যা প্রয়োজন, আমার কাছে চাইবে।" সুতরাং বিয়ের সময় বা পরে মেয়ের পিতা বা অভিভাবক তার সাধ্যানুযায়ী দেবে এটাই স্বাভাবিক। দান যৌতুকের রেওয়াজ যে ইসলামে রয়েছে এবং শরীয়াতে

www.pathagar.com

তা অসমর্থিতও নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায়, বা যৌতুক দেয়ার রেওয়াজ রাসূলে করীম (স) এর যুগেও বর্তমান ছিল এবং নবী করীম (স) নিজে তাঁর কন্যাদের বিয়ের সময় যৌতুক দান করেছেন।

হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ " রাসূলে করীম (স) ফাতিমাকে যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন একটি পাড়ওয়ালা কাপড়, একটি পানির পাত্র, আর একটি চামড়ার তৈরি বালিশ৷ যার মধ্যে তীব্র সুগন্ধিযুক্ত ইযখির খড় ভর্তি ছিল।" হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) এই কয়টি জিনিস ছাড়াও দুইটি যাঁতা এবং পাকা মাটির একটি পাত্র ফাতিমা (রা) কে যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন। এসব হাদীসের ভিত্তিতে আল্লামা আহমাদুল বান্না লিখেছেনঃ "এ পর্যায়ের যাবতীয় হাদীস প্রমাণ করে যে, যৌতুক দানের ব্যাপারে মধ্যম নীতি অবলম্বন করা এবং তাতে বিপুল প্রাচুর্যের বাহুল্য না করা বরং প্রত্যেক যুগের দৃষ্টিতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করা আবশ্যক।"

বিয়ের পরের জীবন ও কোরআনের বিধান

মানুষ জন্মগতভাবেই প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা, হিংসা, ক্রোধ লালসা এবং যৌন অনুভূতিসম্পন্ন। মানুষের বয়স যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই উল্লেখিত বিষয়সমূহের বিকাশ ঘটতে থাকে। পারিবারিক পরিবেশ ও শিক্ষার কারণে উল্লেখিত বিষয়সমূহ মানুষ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু প্রেম-ভালোবাসা এমনই এক জিনিস, নর-নারী নির্দিষ্ট বয়সে পা দিলেই তা অদম্য হয়ে ওঠে। যৌন কামনা চরিতার্থ করা সাময়িক ব্যাপার, ক্ষণিকের উত্তেজনা মাত্র। এই যৌন কামনার চেয়েও নর-নারী নির্দিষ্ট বয়সে এসে প্রেম ভালোবাসা লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের স্নেহ ও মায়া-মমতা ও ভালোবাসায় তখন আর মনের অভাব দূর হয় না। নিজেকে বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হয়। মানুষ তখন কামনা করে এমন একজনের ভালোবাসা, যে তার যৌন কামনা পূর্ণ করবে এবং ভিন্ন এক ধরনের প্রেম দান করে হৃদয় মনের নিঃসঙ্গতা দূর করে দেবে। আর এটা সম্ভব কেবল মাত্র দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর কাছ থেকে যেমন যৌন তৃপ্তি লাভ করবে তেমনি লাভ করবে প্রেম-ভালোবাসা। স্ত্রীও স্বামীর কাছ থেকে তাই লাভ করবে। কিন্তু বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ হতে সেটা লাভ করতে পারে না। কারণ দু'জনই পরস্পরের নিকট থাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরস্পরের বংশ ভিন্ন, পারিবারিক পরিবেশ আদালা, ভিন্ন শিক্ষা, চিন্তা শক্তির পার্থক্য, অভ্যাসের পার্থক্য, আচার-আচরণ কথা বলার ধরন ভিন্ন, রুচি প্রকৃতি ভিন্ন, যৌন কামনার পার্থক্য ইত্যাদি কারণে উভয়ের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি হতে সময়ের প্রয়োজন। এ জন্যে প্রয়োজন অসীম ধৈর্য ও ক্ষমা সুলভ মানসিকতার।

www.pathagar.com

স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ইসলাম নির্দেশিত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। গুণাবলী অর্জন করতে না পারলে দাম্পত্য জীবন মুধময় হবে না। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর এ সুযোগে শয়তান পরস্পরের মনে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে কম চেষ্টা করে না। আর এরই ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে কিছু বিলম্ব হয় না।

বিশেষ করে এজন্যেও অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মেয়েরা সাধারণতই নাজুক স্বভাবের হয়ে থাকে। অল্পতেই রেগে যাওয়া, অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চলা হয়ে ওঠা নারী চরিত্রের বিশেষ দিক। মেয়েদের এ স্বাভাবিক দুর্বলতা কিংবা বৈশিষ্ট্যই বলুন আল্লাহর খুব ভালভাবেই জানা ছিল।

তাই তিনি স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেনঃ " তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপছন্দ করছ, অথচ আল্লাহ্ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দেবেন।" মওলানা সানাউল্লাহ পানিপত্তী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ " স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার ও তাকে নিয়ে ভালভাবে বসবাস করার মানে হচ্ছে কার্যত তাদের প্রতি ইনসাফ করা, তাদের হক-হকুম রীতিমত আদায় করা এবং কথাবার্তায় ও আলাপ-ব্যবহারে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন।

আর তারা তাদের কুশ্রীতা কিংবা খারাপ স্বভাব-চরিত্রের কারণে যদি তোমাদের অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের জন্যে ধৈর্য ধারণ করো, তাদের না বিচ্ছিন্ন করে দেবে, না তাদের কষ্ট দেবে, না তাদের কোন ক্ষতি করবে।" স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ আয়াতে স্বামীদেরকে এক ব্যাপক হেদায়েত দেয়া হয়েছে।

স্বামীদের প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হচ্ছেঃ তোমরা যাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলে, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে তার প্রতি সব সময়ই খুব ভাল ব্যবহার করবে, তাদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে।

আর প্রথমেই যদি এমন কিছু দেখতে পাও যার দরুন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে ঘৃণার্হ হয়ে পড়ে এবং যার কারণে তার প্রতি তোমার মনে প্রেম-ভালবাসা জাগার বদলে ঘৃণা জেগে ওঠে, তাহলেই তুমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করো না। বুদ্ধি স্থিরতা ও সজাগ বিচক্ষণতা সহকারে শান্ত থাকতে ও পরিস্থিতিকে আয়ত্ত্বে আনতে চেষ্টিত হবে। তোমাকে বুঝতে হবে যে, কোন বিশেষ কারণে তোমার স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার মনে ঘৃণা জেগে থাকে, তবে এখানেই চূড়ান্ত নৈরাশ্যের ও চিরবিচ্ছেদের কারণ হয়ে গেলো না।

কেননা হতে পারে, প্রথমবারে হঠাৎ এক অপরিচিতা মেয়েকে তোমার সমগ্র মন দিয়ে তুমি গ্রহণ করতে পারনি। তার ফলেই এই ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তুমি হয়তো একটি দিক দিয়েই তাকে বিচার করেছো এবং সেদিক দিয়ে

www.pathagar.com

তাকে মনমতো না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছ। অথচ তোমার বোঝা উচিত যে, সেই বিশেষদিক ছাড়া আরো সহস্র দিক এমন থাকতে পারে, যার জন্যে তোমার মনের আকাশ থেকে ঘৃণতর এ পুঞ্জিত ঘনঘটা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তুমি তোমার সমগ্র অন্তর দিয়ে তাকে আপন করে নিতে পারবে।

সেই সঙ্গে একথাও বোঝা উচিত যে, কোন নারীই সমগ্রভাবে ঘৃণার্হ হয় না। যার একটি দিক ঘৃণার্হ, তার এমন আরো সহস্র গুণ থাকতে পারে, যা এখনো তোমার সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে পারেনি। তার বিকাশ লাভের জন্যে একান্তই কর্তব্য। এ কারণেই নবী করীম (স) বলেছেনঃ " কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশীও হয়ে যেতে পারে।" আল্লামা শাওকানী এ হাদীস সম্পর্কে লিখেছেনঃ " এ হাদীসে স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার ও ভালভাবে বসবাস করার নির্দেশ যেমন আছে তেমনি তার কোন এক অভ্যাস স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধও করা হয়েছে। কেননা তার মধ্যে অবশ্যই এমন কোন গুণ থাকবে, যার দরুন সে তার প্রতি খুশী হতে পারবে।" এজন্যে নবী করীম (স) স্বামীদের স্পষ্ট নসীহত করেছেন। বলেছেনঃ " তোমরা স্ত্রীদের সাথে সব সময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্যে আমার এ নসীহত কবুল করো। কেননা নারীরা জন্মগতভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোরপূর্বক তাকে সোজা করতে যাও, তবে তুমি তাকে চূর্ণ করে দেবে। আর যদি তাকে এমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার আমার এ উপদেশ অবশ্যই গ্রহণ করবে।" এ হাদীসের মানে বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় নিম্নরূপঃ " আমি মেয়েলোকদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্যে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তাদের সম্পর্কে আমার দেয়া এ নসীহত অবশ্যই কবুল করবে। কেননা তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে।" মেয়েলোকদের 'হাড়' থেকে সৃষ্টি করার মানে কি? বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ "পাঁজর থেকে সৃষ্টি" কথাটা বক্রতা বোঝার জন্যে রূপক অর্থে বলা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যে, মেয়েদের এমন এক ধরনের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে বক্রতা৷বাঁকা হওয়া অর্থাৎ মেয়েদের এ বাঁকা মূল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব তাদের দ্বারা কোনরূপ উপকারিতা লাভ করা সম্ভব কেবল তখনি, যদি তাদের মেজাজ স্বভাবের প্রতি পূর্ণরূপে সহানুভূতিসহকারে লক্ষ্য রেখে কাজ করা হয় এবং তাদের বাঁকা স্বভাবের দরুন কখনো ধৈর্য হারানো না হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "মেয়েলোক পাঁজরের হাড়ের মত। তাকে সোজা করতে চাইবে তো তাকে চূর্ণ করে ফেলবে, আর তাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই ব্যবহার করবে।"

www.pathagar.com

"এ হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে যে, মেয়েলোকদের সাথে সব সময়ই ভাল ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। তাদের স্বভাব-চরিত্রে বক্রতা থাকলে (সেজন্যে) অসীম ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। আর সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে,মেয়েরা এমন এক স্বভাবের সৃষ্টি,যাকে আদব-কাদয়া শিখিয়ে অন্যরকম কিছু বানানো সম্ভব নয়। স্বভাব-বিরোধী নসীহত উপদেশও সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই ধৈর্য ধারণ করে তার সাথে ভাল ব্যবহার করা, তাকে ভৎর্সনা করা এবং তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বর্জন করা ছাড়া পুরুষদের গত্যন্তর নেই।" নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) এর এ উক্তিতে তাদের অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

এই কথা বলে তাদের অপমান করা হয়নি, না এতে তাদের প্রতি কোন খারাপ কটাক্ষ করা হয়েছে। এ ধরনের কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী সমাজের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পুরুষ সমাজকে অত্যধিক সতর্ক ও সাবধান করে তোলা। এ কথার ফলে পুরুষরা নারীদের সমীহ করে চলবে, তাদের মনস্তত্ত্বের প্রতি নিয়ত খেয়াল রেখেই তাদের সাথে আচার-ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এ কারণে পুরুষদের কাছে নারীরা অধিকতর আদরণীয় হবে। এতে তাদের দাম বাড়ল বৈ কমল না। একটুকুও। আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ নারীদের এ বাঁকা স্বভাব দেখে তাদের এমনি ছেড়ে দেয়া উচিত নয়; বরং ভাল ব্যবহার ও অনুকূল পরিবেশ দিয়ে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা পাওয়াই পুরুষদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, নারীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা সব সময়ই প্রয়োজন, তাহলেই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে। সেই সঙ্গে মেয়েদের অনেক 'দোষ' ক্ষমা করে দেয়ার গুণও অর্জন করতে হবে স্বামীদের। খুঁটিনাটি ও ছোটখাটো দোষ দেখেই চটে যাওয়া কোন স্বামীরই উচিত নয়। নারী সাধারণত একটু জেদী হয়ে থাকে। নিজের কথার উপর অটল হয়ে থাকা ও একবার জেদ উঠলে সবকিছু বরদাশত করা নারী-স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা খুঁতখুঁতে মেজাজেরও হয়ে থাকে। কাজেই পুরুষ যদি কথায় কথায় দোষ ধরে, আর একবার কোন দোষ পাওয়া গেলে তা শক্ত করে ধরে রাখে৷ কোনদিন তা ভুলে যেতে রাযী না হয়, তাহলে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যটুকুই শুধু নষ্ট হবে না৷ তার স্থিতিও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তার কারণ, নারীদের এই স্বভাবগত দোষের দিক ছাড়া তার ভাল ও মহৎ গুণের দিকও অনেক রয়েছে। তারা খুব কষ্টসহিষ্ণু, অল্পে সন্তুষ্ট,স্বামীর জন্যে জীবন প্রাণ উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন-পালনের কাজ নারীরা-মায়েরা যে কতখানি কষ্ট সহ্য করে সম্পন্ন করে থাকে, পুরুষদের পক্ষে তার অনুমান পর্যন্ত করা সহজ নয়। এ কাজ একমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। ঘর সংসারের কাজ করায় ও ব্যবস্থাপনায় তারা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাই বলা

www.pathagar.com

যায়, তাদের মধ্যে দোষের দিকের তুলনায় গুণের দিক অনেক গুণ বেশি। স্ত্রীদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে তাদের প্রতি ক্ষমাসহিষ্ণুতা প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন মজীদের আয়াতেঃ " হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা কর, তাদের উপর বেশি চাপ প্রয়োগ না কর বা জোরজবরদস্তি না কর এবং তাদের দোষত্রুটিও ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখবে, আল্লাহ্ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" সাংসারিক জীবনে সুখ শান্তিলাভের অন্যতম শর্ত হচ্ছে ধৈর্য ও ক্ষমা। স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীকে চিন্তা করতে হবে, তার স্ত্রী কি অসীম যন্ত্রণা সহ্য করে। প্রকৃত পক্ষেই নারী শত সহস্র যন্ত্রণা আর বিপদ মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে মানব বংশ বৃদ্ধি করে। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তানকে লালন পালন করতে যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, যে কঠিন ধৈর্য ধারণ করতে হয়, তা কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নারীর ধৈর্যের মোকাবিলায় পুরুষের ধৈর্যের কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু আফসোস, যে নারী অসীম যন্ত্রণা আর ধৈর্য ধরে এই পুরুষকে পৃথিবীতে নেতৃত্ব করার যোগ্য করে গড়ে তোলে। সেই নারীকেই নির্যাতন করে এই পুরুষ। নারী হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষদের জন্যে সব চেয়ে বড় নেয়ামত। সুতরাং নানা কারণে নারী ভুল করবে ভুল করা তাদের স্বাভাবিক। নারীর অবদানের কথা স্মরণ করে তাদের ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। মাত্র একজন বা চারজন স্ত্রী নিয়ে সংসার করার অধিকার মুসলিম পুরুষদের আছে। এই চারজন নারী যদি ভুল করে, আর সে ভুলের ক্ষমা যদি একজন পুরুষ করতে না পারে, তাহলে রাসূল (দ) অতগুলো স্ত্রীর ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করেছেন কিভাবে। সুতরাং দাম্পত্য জীবনকে সুখী শান্তিময়, প্রেমের নিবিড় গৃহকোণ নির্মাণ করতে হলে মুসলিম পরিবারের পুরুষকে দৃষ্টি দিতে হবে বিশ্ব নবীর (দ) দাম্পত্য জীবনের দিকে। মহানবী (দ) একটি মুহূর্তের জন্যেও তার কোন স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। বরং সাংসারিক সকল কাজে স্ত্রীদের সহযোগিতা করেছেন।

বাড়ি ফেরার পূর্বে স্বামীর উচিত অনুচিত

সংসারে উপার্জনের দায়িত্ব যেহেতু স্বামীবর সুতরাং ব্যবসায়িক কারণে বা অন্য কারণে স্বামী বাড়ির বাইরে যাবে, চাকরীর কারণে স্বামী বাড়ির বাইরে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ করে স্বামী বাড়িতে এলে স্ত্রী অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে পারে। ইসলাম নারীর অধিকারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। সে কারণে স্ত্রী অপ্রস্তুত না হয়, তাই স্বামীর প্রতি ইসলামের আদেশ, বাড়িতে ফেরার পূর্বে সে যেন স্ত্রীকে সংবাদ দেয়। এজন্যে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে আসে, তাহলে পূর্বে খবর না দিয়ে রাতের বেলা হঠাৎ করে বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া উচিত নয়।"

www.pathagar.com

হযরত জাবির (রা) বললেনঃ 'আমরা এক যুদ্ধে রাসূলে করীম (স) এর সঙ্গে ছিলাম। পরে যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যেতে ইচ্ছা করল। কিন্তু নবী করীম (স) বললেনঃ " কিছুটা অবসর দাও। রাতে ঘরে ফিরে যেতে পারবে। এই অবসরে তোমাদের স্ত্রীরা প্রয়োজনীয় সাজ সজ্জা করে নেবে, গোপন অঙ্গ পরিচ্ছন্ন করবে এবং তোমাদের গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত নিতে পারবে।" অর্থাৎ দীর্ঘদিন পরে স্বামী বাড়িতে এসে স্ত্রীকে দেখে তার প্রবাস জীবনের যন্ত্রণা ভুলে যায়, স্ত্রীকে সাজ-সজ্জা করার সময় দেয়া হয়। এজন্যে পূর্বেই সংবাদ দিতে হবে।

স্ত্রী নির্যাতন ইসলাম বিরোধী

স্ত্রীর উপর নির্যাতন করা এক ঘৃণ্য কাজ সন্দেহ নেই, তবুও এক শ্রেণীর পুরুষ তার যত বীরত্ব দেখায় স্ত্রীর উপর। পুরুষ তার কর্মজীবনে নানা প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়। ব্যবসায়ের ক্ষতির মুখোমুখি হয়, চাকরি ক্ষেত্রে কটুকথা শুনতে হয়। নানা কারণে তার মনমানসিকতা উত্তেজিত হয়ে থাকে। মেজাজ চড়ে থাকে সপ্তমে। এ ক্ষেত্রে পারিবারিক পরিবেশে এসে স্ত্রীর সাথে ছেলেমেয়ে বা পরিবারের অনান্য সদস্যদের সাথে হাসি মুখে কথা বলে বা কৌতুক করে মনের ভার লাঘব করতে পারে।

এই সহজ পথ অবলম্বন না করে এক শ্রেণীর পুরুষ মুখ গোমরা করে বাড়িতে আসে। তারপর স্ত্রীর সামান্য ত্রুটির কারণে বেচারীকে গালাগালি, নির্যাতন করে। পবিত্র কোরআনে বার বার স্বামীদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো।" আল্লাহর আদেশ অমান্য করে যারা স্ত্রীকে কষ্ট দেয়, পরে স্ত্রীর দোষ খোঁজে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। যারা স্ত্রীর উপর নির্যাতন করে, তাদের দাম্পত্য জীবন থেকে সুখ-শান্তি চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে। প্রতিমুহূর্তে তার স্ত্রী থাকবে তার উপর অসন্তুষ্ট। স্ত্রীর প্রেম ভালোবাসা হতে সে হবে বঞ্চিত।

পারিবারিক জীবনে শান্তি নেই, বাইরে কর্ম জগতেও নানা সমস্যা, এমন স্বামী পৃথিবীর সব চেয়ে বড় হতভাগা। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর উপর যে স্বামী নির্যাতন করে, তার এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের সংবাদ প্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই সে স্বামী সমাজে মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে। কারণে অকারণে স্ত্রীর উপর নির্যাতন করবে, আবার যৌন কামনা চরিতার্থের জন্যে সেই স্ত্রীর দেহ ভোগ করবে এমন স্বামীর স্বভাব ও কুকুরের স্বভাবে কোন পার্থক্য নেই। কুকুর তার খাদ্যের অংশ স্ত্রী কুকুরকে দিতে নারাজ, স্ত্রী কুকুর খাদ্যের আশেপাশে এলে দাঁত বের করে তাড়া করবে। আবার তার মধ্যে যখন যৌন কামনা জাগবে তখন সে স্ত্রী কুকুরকে আহবান জানাবে। মানুষের স্বভাব এমন হওয়া উচিত নয়। দাম্পত্য জীবনে সুখশান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর দায়িত্ব অধিক। সুতরাং মুসলিম পরিবারে স্বামীদের স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হতে হবে।

www.pathagar.com

তাদের প্রতি নির্যাতন করা যাবে না। মহানবী (দ) বলেন, "তোমার স্ত্রী অঙ্গশায়িনীকে এমন নির্মমভাবে মারধোর কোরো না, যেমন করে তোমরা মেরে থাকো তোমাদের ক্রীতদাসীদের।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জামায়াতা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ "তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসদের মারার মত না মরে, আর মারধোর করার পর দিনের শেষে তার সাথে যেন যৌন সঙ্গম না করে।" অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম করা তো এক স্বাভাবিক কাজ, কিন্তু স্ত্রীকে একদিকে মারধোর করা আর অপরদিকে সেদিনই তার সাথে যৌনসঙ্গম করা অত্যন্ত ঘৃণার্হ কাজ।

এ দুয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ "স্ত্রীকে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা এবং সে দিনের বা সে রাতেরই পরবর্তী সময়ে তারই সাথে যৌনসঙ্গম করা॥ এ দুটো কাজ এক সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব হতে পারে না ॥ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। রাসূলে করীম (স) এর উপরোক্ত বাণীতে সেই কথাই বোঝানো হয়েছে।

আর তারও কারণ এই যে, যৌনসঙ্গম সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ হতে পারে যদি তা মনের প্রবল ঝোঁক ও তীব্র অদম্য আকর্ষণের ফলে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রহৃতের মন প্রহারকারীর প্রতি যে ঘৃণা পোষণ করে, তা সর্বজনবিদিত।" বস্তুত স্ত্রীকে মারধোর না করা, তার ক্রটি বিচ্যুতি যথাসম্ভব ক্ষমা করে দেয়া ও তার প্রতি দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই অতি উত্তম নীতি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এই নীতি ও চরিত্রেই ভূষিত ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ "রাসূলে করীম (স) তাঁর কোন স্ত্রীকে কিংবা কোন চাকর-খাদেমকে কখনো মারধোর করেননি– না তাঁর নিজের হাত দিয়ে, না আল্লাহর পথে। তবে যদি কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করে, তবে সেই আল্লাহর জন্যে তার প্রতিরোধ গ্রহণ করতেন।" স্ত্রীদের মারধোর করা; গালাগাল করা এবং তাদের সাথে কোনরূপ অন্যায় জুলুম জাতীয় আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করে রাসূলে করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ " তোমরা স্ত্রীদের আদৌ মারধোর করবে না এবং তাদের মুখমণ্ডলকে কুশ্রী ও কদাকার করে দিওনা।"

তিনি আরো বলেছেনঃ "আল্লাহর দাসীদের তোমরা মারধোর করো না।" লক্ষণীয় যে, স্ত্রীদেরকে এখানে 'আল্লাহর দাসী' বলা হয়েছে, পুরুষদের বা স্বামীদের দাসী নয়। তাই তাদের অকারণ মারধোর করা কিংবা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার কোন অধিকার স্বামীদের নেই। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ " তোমরা স্ত্রীদের মুখের উপর মারবে না, মুখমণ্ডলের উপর আঘাত দেবে না, তাদের মুখের শ্রী বিনষ্ট করবে না, অকথ্য ভাষায় তাদের গালাগাল করবে না এবং নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্নাবস্থায় ফেলে রাখবে না।" তবে কি স্ত্রীদের মারধোর করা আদৌ জায়েয নয়?

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম খাত্তারী লিখেছেনঃ " রাসূলের 'মুখের উপর মারবে না' উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশের উপর স্ত্রীকে মারধোর করা সঙ্গত। তবে শর্ত এই যে, তা মাত্রায় বেশি সীমালংঘনকারী ও অমানুষিক মার হতে পারবে না।" উপরে উদ্ধৃত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল কাহলানী বুখারী লিখেছেনঃ " হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীকে খুব হালকাভাবে সামান্য মারধোর করা জায়েয।" কিন্তু স্ত্রীকে মারধোর করা কখন ও কি কারণে করা সংগত?

এ পর্যায়ে প্রথমে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। আয়াতটি হলঃ "আর যেসব স্ত্রীলোকের আনুগত্য ও বিদ্রোহের ব্যাপারে তোমরা ভয় কর, তাদের ভালভাবে বুঝাও, নানা উপদেশ দিয়ে তাদের বিনয়ী বানাতে চেষ্টা কর। পরবর্তী পর্যায়ে মিলন শয্যা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখ। আর (শেষ উপায় হিসেবে) তাদের মার। এরফলে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর অন্যায় ব্যবহারের নতুন কোন পথ খুঁজে বেড়িও না। নিশ্চিত আল্লাহই হচ্ছেন সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।" এ আয়াতে দুনিয়ার মুসলিম স্বামীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। 'ভয় করা' মানে জানতে পারা অথবা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যে, স্ত্রী স্বামীকে মানছে না, অথচ স্বামীকে মেনে চলাই স্ত্রীর কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় স্বামী কি করবে, তা-ই বলা হয়েছে এ আয়াতে। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে স্ত্রীকে ভালভাবে বোঝাতে, উপদেশ দিতে ও নসীহত করতে, একথা তাকে জানিয়ে দিতে যে, স্বামীকে মান্য করে চলা, স্বামীর সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখার জন্যে আল্লাহ তা'আলাই নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। অন্যথায় তার ইহকালীন দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে যাবে, আর পরকালেও তাকে আল্লাহর আযাব ভোগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, অমান্যকারী স্ত্রীকে মিলনশয্যা থেকে সরিয়ে রাখা তার সাথে যৌন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। অন্য কথায় তাকে না শয্যা-সঙ্গী বানাবে, না তার সাথে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখবে।

আর তৃতীয়ত বলা হয়েছে তাকে মারধোর করতে। কিন্তু এ মারধোর সম্পর্কে একথা স্পষ্ট যে, তা অবশ্যই শিক্ষামূলক হতে হবে মাত্র। ক্রীতদাস ও জন্তু-জানোয়ারকে যেমন মারা হয়, সে রকম মার দেয়ার অধিকার কারো নেই। অতঃপর বলা হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বামীকে মেনে নেয়, স্বামীর সাথে মিলমিশ রক্ষা করে বসবাস করতে রাযী হয় এবং তা-ই করে, তাহলে স্বামীর কোন অধিকার নেই তার উপর কোনরূপ অত্যাচার করার, তাকে একবিন্দু কষ্ট ও জ্বালাতন দেয়ার! আয়াতের শেষাংশে কোন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া যে কতদূর অন্যায় তার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, তারা যদিও অবলা, দুর্বল, তোমাদের জুলুম-পীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করার সাধ্য যদিও তাদের নেই; তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে তারা যদিও অক্ষম; কিন্তু

www.pathagar.com

তোমাদের ভুললে চলবে না যে, আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল পরাক্রান্ত, শ্রেষ্ঠ শক্তিমান, তিনি অবশ্যই প্রত্যেক জালিমের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং সেজন্যে কঠোর শাস্তিদান করবেন।

অতএব তোমরা শক্তিমান বলে স্ত্রীদের উপর অন্যায়ভাবে ও অকারণে জুলুম করতে উদ্যত হবে, তা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। ফতওয়ায়ে কাজী খানে বলা হয়েছে স্বামী স্ত্রীকে চারটি অবস্থায় চারটি কারণে মারতে পারে। প্রথমতঃ স্বামীর ইচ্ছা ও নির্দেশ সত্ত্বেও স্ত্রী যদি সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করে। দ্বিতীয়তঃ স্বামী যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সেজন্যে প্রস্তুত না হওয়া তার পবিত্র হায়েয মুক্ত থাকা সত্ত্বেও। তৃতীয়তঃ স্ত্রী যদি নামায তরক করে এবং চতুর্থতঃ স্ত্রী যদি স্বামীর বিনানুমতিতে ঘর থেকে বাইরে চলে যায়। স্ত্রী যদি স্বামীর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে তাহলে তাকে বোঝাতে হবে। এরপরে সে যদি পরিবর্তন না হয়, তখন শয্যা পৃথক করে দিতে হবে। এরপরেও যদি স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য প্রদর্শন না করে তাহলে আসে শাসনের প্রশ্ন। তবুও সে শাসন অমানুষিক হবে না। সীমা লংঘন করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, শাসন হলো শেষ অস্ত্র। এই শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে অত্যন্ত বিচার বিবেচনা করে। কারণ এই অস্ত্র প্রয়োগের পরে তালাক ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা থাকে না। আর নিঃসন্দেহে তালাক হলো অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। এই ঘৃণিত কাজকে ইসলাম কোন পর্যায়ে জায়েয করেছে সেটা বুঝে শুনেই স্ত্রীর সাথে আচরণ করতে হবে।

ঐ ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর নিকট উত্তম

পরিবারের কর্তা হলো স্বামী। সুতরাং স্বামীর চরিত্র কেমন সেটা তার স্ত্রী ভালোভাবেই অবগত থাকে। বাড়ির বিশ্বস্ত চাকর, গাড়ির ড্রাইভার জানে, তার সাহেব কোন চরিত্রের। সাহেব কোথায় কোথায় যায় সেটা ড্রাইভার বুঝতে পারে। অপর দিকে ঘরের স্ত্রী জানে, তার স্বামী সৎভাবে উপার্জন করে না অসৎভাবে উপার্জন করে। স্বামী রাতের নির্জন পরিবেশে আরামে নিদ্রা যায় না আল্লাহর ভয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলে। যৌন মিলনের সময় স্বামী পশুর ন্যায় আচরণ করে না আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী মানুষের ন্যায় যৌন মিলন করে। সুতরাং স্ত্রীই বলতে পারে তার স্বামী সত্যকারেরই একজন ভদ্রলোক। এ কারণে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছেঃ " স্ত্রীদের সাথে যথাযথভাবে খুব ভাল ব্যবহার করবে।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লামা কাসেমী লিখেছেনঃ " স্ত্রীদের সাথে কার্যত ইনসাফ করে আর ভাল ও সম্মানজনক কথা বলে একত্রে বসবাস করে যেন, তোমরা স্ত্রীদের বিদ্রোহ বা চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে না বসো। এ ধরনের কোন কিছু করা তোমাদের জন্যে আদৌ হালাল নয়।"

আল্লামা আ-লুসী লিখেছেনঃ "তাঁদের সাথে ভালভাবে ব্যবহার করো আর 'ভালোভাবে' মানে এমনভাবে যা শরীয়াত ও মানবিকতার দৃষ্টিতে অন্যায় নয়॥

www.pathagar.com

খারাপ নয়।" এ 'ভালভাবে' কথার মধ্যে এ কথাও শামিলঃ " স্ত্রীকে মারধোর করবে না, তার সাথে খারাপ কথাবার্তা বলবে না এবং তাদের সাথে সদা হাসিমুখে ও সন্তুষ্টচিত্তে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে।" তাফসীরকারদের মতে এ আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি ঘরের কাজকর্ম করতে অক্ষম হয় বা তাতে অভ্যস্ত না হয়, তাহলে স্বামী তার যাবতীয় কাজ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও চরিত্রের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ " যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশি পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভাল।"

অপর এক হাদীসে স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসূলে করীম (স) এর নিজের ভূমিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক সে যে তার পরিবার ও স্ত্রী পরিজনের পক্ষে ভাল। আর আমি আমার নিজের পরিবারবর্গের পক্ষে তোমাদের তুলনায় অনেক ভাল। তোমাদের সঙ্গী॥ স্ত্রী বা স্বামী যদি মরে যায়, তাহলে তার কল্যাণের জন্যে তোমরা অবশ্যই দোয়া করবে।" "তোমরা আল্লাহর দাসীদের মারধোর কর না।" তখন হযরত উমর ফারুক (রা) রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেনঃ " আপনার এ কথাটি শুনে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উপর খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে।" তখন নবী করীম (স) তাদেরও মারবার অনুমতি দিলেন। একথা জানতে পেরে বহু সংখ্যক মহিলা রাসূলের ঘরে এসে উপস্থিত হল এবং তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অভিযোগ পেশ করল। সব কথা শুনে নবী করীম (স) বললেনঃ " বহু সংখ্যক মহিলা মুহাম্মদের পরিবারবর্গের নিকট এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে গেছে। মনে হচ্ছে, এসব স্বামী তোমাদের মধ্যে ভাল লোক নয়।" অন্য কথায়ঃ " বরং তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক হচ্ছে তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের মারপিট করে না বরং তাদের অনেক কিছুই তারা সহ্য করে নেয়। (অথবা বলেছেন) তাদের প্রতি প্রেম-ভালবাসা পোষণ কর, তাদের কঠিন মার মারে না এবং তাদের অভাব-অভিযোগগুলো যথাযথভাবে দূর করে।" স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রেম-ভালবাসার উপঢৌকন বিনিময়।

স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে মাঝে মাঝে নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদি দেয়া। স্ত্রীরও যথাসাধ্য তাই করা উচিত। যার যে রকম সম্বল ও সামর্থ্য, সেই অনুপাতে যদি পরস্পরে উপহার দ্রব্যের আদান-প্রদান হয়, তাহলে তার ফলে পারস্পরিক আকর্ষণ, কৌতূহল ও হৃদয়াবেগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি থাকবে সদা সন্তুষ্ট। এজন্যে রাসূলে করীম (স) এর একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ সব সময় স্মরণে রাখা কর্তব্য। তাহলো ঃ "তোমরা পরস্পর উপহার উপঢৌকনের আদান-প্রদান করো। দেখবে,এর ফলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হয়েছো॥ পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।" অপর এক হাদীসে বলা

www.pathagar.com

হয়েছেঃ "তোমরা পরস্পরে হাদিয়া-তোহ্ফার আদান-প্রদান করবে, কেননা হাদিয়া তোহ্ফা দিলে ক্লেদ ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দেয়।" ইবরাহীম ইবনে ইয়াজীদ নখ্য়ী বলেছেনঃ "পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীকে উপহার দান খুবই বৈধ কাজ।

তিনি আরো বলেছেনঃ " স্ত্রী যদি স্বামীকে কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন উপহার দেয়, তবে তা তাদের প্রত্যেকের জন্যে হবে তার পাওয়া দান।" কিন্তু এ ব্যাপারে শরীয়াতের নির্দেশ হল, কেউই অপরের দেয়া উপহার ফেরত নিতে বা দিতে পারবে না। ইবরাহীম নখ্য়ী বলেছেনঃ "এ দুয়ের কারোর পক্ষেই তার নিজের দেয়া উপহার ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়।" হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয বলেছেন, " এভাবে উপহার আদান-প্রদান করলে কেউই কারোটা ফিরিয়ে দেবে না, ফিরিয়ে নেবে না।" আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ "স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা কিছু একবার দিয়ে দিয়েছে তা ফেরত নেয়া কারো পক্ষেই জায়েয নয়।" ইবনে বাত্তাল বলেছেনঃ কারো কারো মতে স্ত্রী তার দেয়া জিনিস ফিরিয়ে নিলেও নিতে পারে; কিন্তু স্বামী তার দেয়া উপহার কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সংসার জীবনে স্বামীর যেমন বহু ছোটো খাটো জিনিসের প্রয়োজন হয় অনুরূপভাবে প্রয়োজন হয় স্ত্রীর। অনেক সময় এসব জিনিস কেনার কথা স্মরণে থাকে না। স্বামীর জন্যে স্ত্রী কিনতে পারে তার প্রয়োজনীয় জিনিস। আবার স্ত্রীর জন্যেও স্বামী তা কিনতে পারে। একে অপরকে না জানিয়ে এসব জিনিস কিনে এনে সামনে হাজির করলে উভয়েই খুশী হবে, উভয়ের মধ্যে প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হবে। এভাবে পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় করলে আল্লাহ তায়ালাও খুশি হবেন সন্দেহ নেই।

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

স্বামীর যেমন অধিকার রয়েছে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ অধিকার রয়েছে স্বামীর উপর স্ত্রীর। স্বামী সংসারের প্রধান। সে কারণে সংসারের আর্থিক ব্যাপারে তার সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। স্ত্রী যাবতীয় প্রয়োজন সে পূরণ করবে। স্বামী যেমন নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখবে তেমনিই দৃষ্টি রাখবে স্ত্রীর সুখের প্রতি। মহানবী (স) বলেন, " নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার উপর একটি অধিকার রয়েছে।" কেবল স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর, সে কথা নয়, স্বামীরও অধিকার রয়েছে স্ত্রীর উপর। আল্লামা বদরুদ্দীন এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ " স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের উপর।" স্বামীর উপর স্ত্রীর যা কিছু অধিকার, তার মধ্যে একটি হচ্ছে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন।

আর সাধারণভাবে তার প্রাপ্য হচ্ছেঃ " তাকে খাবার দেবে যখন যেমন তুমি নিজে খাবে এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দেবে, যেমন মানের পোশাক তুমি নিজে গ্রহণ করবে।" এ হাদীসের তাৎপর্য মাওলানা খলীলুর রহমান লিখেছেনঃ "স্ত্রীর খোরাক ও পোশাক গোড়া করে দেয়া স্বামীর

www.pathagar.com

কর্তব্য,যখন সে নিজের জন্যে এগুলোর ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে।" আল্লামা আল-খাত্তাবী লিখেছেনঃ "এ হাদীস স্ত্রীর খোরাক-পোশাকের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই, প্রচলন মতই তা করতে হবে, করতে হবে স্বামীর সামর্থানুযায়ী। আর রাসূলে করীম (স) যখন একে 'অধিকার' বলেন তখন তা স্বামীর অবশ্য আদায় করতে হবে৷ সে উপস্থিত থাক, কি অনুপস্থিত। সময়মত তা পাওয়া না গেলে তা স্বামীর উপর অবশ্য দেয় ঋণ হবে৷ যেমন অন্যান্য হক৷ অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে।"

স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্যে নিজেকে সজ্জিত করবে

পোষাক মানুষকে একটা ভিন্ন ধরনের সৌন্দর্য দান করে। গোঁফ-দাড়ি, হাত ও পায়ে নখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়াও স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর এবং তা স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর প্রতি। স্বামী যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাতে স্ত্রীর মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যাওয়া স্বাভাবিক। কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মন জয় করার জন্যে বিশেষ যত্ন নিয়েছে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারেই সে স্ত্রীর নিকট হাজির হয়েছে। অপরিচ্ছন্ন, মলিন দেহ ও পোশাক নিয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়া স্বামীর একেবারেই অনুচিত। স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও সে অবস্থায়ই স্বামীর নিকট যাওয়া। এজন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সাবান ও অন্যান্য জরুরী প্রসাধন দ্রব্য সংগ্রহ করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। হযরত ইবনে আব্বাস এ পর্যায়ে একটি নীতি হিসেবে বলেছেনঃ "আমি স্ত্রীর জন্যে সাজসজ্জা করা খুবই পছন্দ করি, যেমন পছন্দ করি স্ত্রী আমার জন্যে সাজসজ্জা করুক।"

স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামীর দায়িত্ব

নারী মায়ের জাত। তারা সন্তান প্রসব করে পৃথিবীতে মানব বংশ বৃদ্ধি করে। সন্তান গর্ভে ধারণ করা ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রসব করা,সন্তানকে লালন-পালন করা যে কত কঠিন কাজ, তা অনুভব করাও কল্পনাতিত। একজন পুরুষ কখনো কখনো নারীর সে ব্যথা-বেদনা কখ্খনো উপলব্ধি করতে পারবে না।

এ সমস্ত কারণে স্ত্রী ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। সংসারের অন্যান্য কাজকর্ম করতে সে অপারগ হয়ে পড়তে পারে। তখন স্বামীর একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করা। অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রীকে যৌন মিলনে বাধ্য না করা। স্ত্রীর বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে তার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা স্বামীরই দায়িত্ব। বস্তুত স্ত্রী সবচেয়ে বেশি দুঃখ পায় তখন, যখন তার বিপদে-শোকে তার স্বামীকে সহানুভূতিপূর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে না পায় অথবা স্ত্রীর যখন কোন বিপদ হয়, শোক হয় কিংবা রোগ হয়, তখন স্বামীর মন যদি তার জন্যে দ্রবীভূত না হয়, বরং তখন স্বামীর মন মৌমাছির মত অন্য

www.pathagar.com

ফুলের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, তখন বাস্তবিকই স্ত্রীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কোন অবধি থাকে না। এজন্যে নবী করীম (স) স্ত্রীর প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিপূর্ণ হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এর সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলেছেনঃ " যে লোক নিজে অপরের জন্যে দয়াপূর্ণ হয় না, সে কখনো অপরের দয়া-সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।"

কোন্ স্বামী আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত

স্বামী-স্ত্রীর যৌন জীবন একান্ত গোপন জীবন। এ সম্পর্কে স্বামী ও স্ত্রীই শুধু অবগত থাকবে৷ অন্য কেউ নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার আদান-প্রদান হয়, হয় পারস্পরিক মনের গোপন কথা বলাবলি। একজন তো অকৃত্রিম আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েই অপরজনকে তা বলেছে, এখন যদি কেউ অপর কারো কথা কিংবা যৌন-মিলন সংক্রান্ত কোন রহস্য অন্য লোকদের কাছে বলে দেয়, তাহলে একদিকে যেমন বিশ্বাস ভঙ্গ হল অপরদিকে লজ্জার কারণ ঘটল।

এই কারণে ইসলামে এ কাজকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত একজন যদি তাদের স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার কথা বাইরের কোন লোক-নারী বা পুরুষকে বলে দেয়, তাহলে শ্রোতার মনে সেই স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর যদি কেউ যৌন সঙ্গম কার্যের বিবরণ অন্য লোকের সামনে প্রকাশ করে,তাহলে তার গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয়, গুপ্ত ব্যাপারাদি উন্মুক্ত ও দৃশ্যমান হয়ে উঠে।

কোন নেকবখ্ত স্ত্রীর দ্বারাও যেমন এ কাজ হতে পারে না, তেমনি কোন আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তির দ্বারাও এ কাজ সম্ভব নয়। বিশেষভাবে মেয়েরাই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে থাকে বলে কুরআনে তাদের গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ " তারা অতিশয় বিনীতা, অনুগতা অদৃশ্য কাজের হেফাযতকারিনী৷আল্লাহ্র হেফাযতের সাহায্যে।" স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে এই যে, সে স্ত্রীর গোপন কথা অপরের নিকট প্রকাশ করে দেবে না। নবী করীম (স) তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন এ ধরনের কোন কথা প্রকাশ করতে। বলেছেনঃ " যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ও স্ত্রী মিলিত হয় তার স্বামীর সাথে, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়৷প্রচার করে, সেই স্বামী আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।"

ইমাম নব্বীর মতে এ কাজ হচ্ছে হারাম। তিনি উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেনঃ " স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যৌন-সম্ভোগ সম্পর্কিত গোপন বিষয় ও ঘটনা প্রকাশ করা এ হাদীসে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়া হয়েছে।" একদিন রাসূলে করীম (স) নামাযের পরে উপস্থিত সকল সাহাবীকে বসে থাকতে বললেন এবং প্রথমে পুরুষদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেনঃ " তোমাদের মধ্যে এমন পুরুষ কেউ আছে নাকি, যে তার স্ত্রীর নিকট আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়, তারপর বের হয়ে এসে লোকদের সাথে কথা বলে ও বলে দেয়ঃ আমি আমার স্ত্রীর সাথে এই করেছি, এই করেছি?"

www.pathagar.com

হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন- এ প্রশ্ন শুনে সব সাহাবীই চপ থাকলেন। তারপরে মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের নিকট প্রশ্ন করলেনঃ " তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি, যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা প্রকাশ করে ও অন্যদের বলে দেয়? তখন এক যুবতী মেয়ে বলে উঠলঃ " আল্লাহর শপথ, এই পুরুষরা যেমন সে কথা বলে দেবে, তেমনি এই মেয়েরাও তা প্রকাশ করে।" তখন নবী করীম (স) বললেনঃ " তোমরা কি জানো, এরূপ যে করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সে যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের সাথে রাজপথের মাঝখানে সাক্ষাত করল, অমনি সেখানে ধরেই তার দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল। আর চারদিকে লোকজন তাদের তাকিয়ে দেখতে থাকলো।"

এ পর্যায়ে দুটো হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ " এ দুটো হাদীসই প্রমাণ করছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গমকার্য প্রসঙ্গে যত কিছু এবং যা কিছু ঘটে থাকে, তার কোন কিছু প্রকাশ করা৷৷ অন্যদের কাছে বলে দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।"

সংসার জীবনের ব্যয়ভার ও স্বামীর কর্তব্য

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীকে করা হয়েছে সংসারের কত্রী। সংসারে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে স্বামী। স্ত্রীর যা প্রয়োজন তাও বহন করবে স্বামী। স্ত্রী স্বয়ং যদি প্রভূত অর্থবিত্তের মালিক হয় তবুও স্বামীকেই বহন করতে হবে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব। স্ত্রী যদি নিজে অর্থোপার্জন করে তবুও স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর খরচ দেয়া। এক্ষেত্রে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় স্বামীর ভার লাঘবের জন্যে যদি স্বামীর নিকট হতে খরচ গ্রহণ করে তা হলে সে কথা ভিন্ন। স্ত্রীকে প্রতিপালনের দায়িত্ব স্বামীর, এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীস ও মনিষীদের মতামত উল্লেখ করে আল্লামা আব্দুর রহিম (রহ) তার পরিবার ও পারিবারিক জীবন গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন তা উল্লেখ করা গেল, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ " যে লোককে অর্থ-সম্পদে সাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সেই হিসেবেই তার স্ত্রী-পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। আর যার আয়-উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সেভাবেই আল্লাহর দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের উপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পণ করে থাকে।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ " এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে সচ্ছল অবস্থার লোকদের যে, তারা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীদের জন্যে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুপাতে বহন করবে।"

আর যাদের রিযিক নিম্নতম প্রয়োজন মত কিংবা সংকীর্ণ, সচ্ছল নয়, তারা আল্লাহর দেয়া রিযিক অনুযায়ীই খরচ করবে। তার বেশি করার কোন দায়িত্ব তাদের নেই।" স্ত্রীদের জন্যে খরচ বহনের কোন পরিমাণ শরীয়াতে নির্দিষ্ট আছে কি না - এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বলেছেনঃ "স্ত্রীর ব্যয়ভারের কোন পরিমাণ শরীয়তে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা বিচার-বিবেচনার উপরই নির্ভর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থা বিবেচনীয়। সচ্ছল অবস্থার স্ত্রীর জন্যে সচ্ছল অবস্থার স্বামী সচ্ছল লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে।

অনুরূপভাবে অভাবগ্রস্ত স্ত্রীর জন্যে অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরণ-পোষণের নিম্নতম দায়িত্ব পালন করবে। উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশ প্রমাণ করছে যে, সামর্থ্যের বেশি কিছু করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফারও এই মত। আল্লামা ইবনুল হুম্মান লিখেছেনঃ " স্বামী যদি গরীব হয়, আর স্ত্রী যদি হয় স্বচ্ছল অবস্থার, তাহলে স্বামী গরীব লোক উপযোগী ভরণ-পোষণ দেয়ার জন্যে দায়িত্বশীল। কেননা, স্ত্রী নিজে সচ্ছল অবস্থার হলেও সে যখন গরীব স্বামী গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে, তখন সে প্রকান্তরে গরীবলোক উপযোগী খোরপোষ গ্রহণেও রাযী বলতে হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি সচ্ছল অবস্থার হয়, আর যদি স্ত্রী হয় গরীব অবস্থার, তাহলে সে সচ্ছল লোক উপযোগী ব্যয়ভার লাভ করতে পারবে। স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়ার কথা কুরআন থেকে প্রমাণিত। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ " আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী -উৎবা-কন্যা-রাসূলে করীম (স) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেনঃ " হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভরণপোষণ দেয় না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজন মত গ্রহণ করে থাকি। এ কাজ জায়েয কিনা?"

তখন নবী করীম (স) তাকে বললেনঃ "সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানাদির প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পার।" এ হাদিস থেকে জানা যায় যে আবু সুফিয়ান স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন ছিল, রাসূলে করীম (স) জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কেবলমাত্র কৃপণতার কারণে নিজ স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার প্রয়োজন পরিমাণ ভরণপোষণ দিত না। সেই কারণে রাসূলে করীম (স) তার স্ত্রীকে প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম শাফিয়ীর মতে এই পরিমাণ শরীয়াত কর্তৃক নির্দিষ্ট বলে এ ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার কোন অবকাশ নেই। আর এ ব্যাপারে স্বামীর অবস্থানুযায়ীই ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রীর যদি খাদেম-চাকরের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে স্বামীর সামর্থ্য থাকলে খাদেম চাকর যোগাড় করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ সম্পূর্ণ একমত। ইমাম মুহাম্মদ বলেছেনঃ " একাধিক খাদেম-চাকরের খরচ বহন করা অসচ্ছল অবস্থার স্বামীর জন্যেও ওয়াজিব হবে।" একজন খাদেম-চাকরের প্রয়োজন হলে তাও সংগ্রহ করা ও খরচ বহন করা স্বামীর কর্তব্য কি না এ সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ একমত নন। ইমাম মালিকের মতে দুই বা তিন জন খাদেমের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। আর ইমাম আবূ ইউসুফ বলেছেনঃ " এমতাবস্থায় স্বামীর কর্তব্য

www.pathagar.com

হবে শুধু একজন খাদেমের ব্যবস্থা করা ও খরচ বহন করা। তাদের কর্তব্য ঘরের ভিতরকার জরুরী কাজকর্ম করার জন্যে।

আর অপর জন হবে ঘরের বাইরের জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্যে। গরীব ও অসচ্ছল স্বামীদের সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের পরই বলেছেনঃ "আল্লাহ্ অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের পক্ষে অবশ্যই সচ্ছলতা প্রাচুর্য সৃষ্টি করে দেবেন।" এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটিও পাঠ আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ "সন্তানের পিতার কর্তব্য হচ্ছে প্রসূতির খাবার ও পরার প্রচলিত মানে ব্যবস্থা করা।

কোন ব্যক্তির উপরই তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপান যেতে পারে না। এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ " সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, খোরাক ও পোশাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী।যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোন পিতাকেই তার শক্তি।সামর্থ্যের বাইরে।তার পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।এমন মান বা পরিমাণ তার উপর চাপান যাবে না।" এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও লালনপালন করা স্ত্রীর কাজ; আর তার ও তার সন্তানের ভরণপোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব স্বামীর। এর ফলে স্ত্রীরা খোরপোশের যাবতীয় চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এর প্রভাব তাদের মনে ও জীবনে সুদূর প্রসারী হবে।

রাসূলে করীম (স) স্বামীদের লক্ষ্য করে তাই ইরশাদ করেছেনঃ "স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।" অর্থাৎ কেবলমাত্র মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের বদলে সহানুভূতিমূলক নীতি গ্রহণ করবে। আলোচনার সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীতে অতি স্বাভাবিকভাবেই কর্মবন্টন করে দেয়া হয়েছে। যে যৌন মিলনের সুখ ও মাধুর্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমানভাবে ভোগ করে, তার সুদূর প্রসারী পরিণতি কেবল স্ত্রীকেই ভোগ করতে হয় প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী। পুরুষকে তার কোন ঝুঁকিই গ্রহণ করতে হয় না।

এ হচ্ছে এক স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। কাজেই স্ত্রী প্রকৃতির এই দাবী পূরণে সতত প্রস্তুত থাকবে, আর স্বামী তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্যে দায়ী হবে। মূল ব্যাপারে সমান অংশীদারিত্বের একটা অতি স্বাভাবিক দাবী। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর চলতি নিয়মে কেবল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেওয়াই দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে স্বামীর তওফীক অনুযায়ী তারও বেশি অতিরিক্ত হাত খরচও স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়া স্বামীর কর্তব্য; যেন স্ত্রী নিজ ইচ্ছা, বাসনা কামনা ও রুচি অনুযায়ী সময়ে-অসময়ে খরচ করতে পারে। এতে করে স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভালবাসা, আস্থা ও নির্ভরশীলতা অত্যন্ত দৃঢ় ও গভীর হবে।

www.pathagar.com

স্ত্রীর মন মেজাজ স্বামীকে বুঝতে হবে

নারী সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের তুলনায় দুর্বল। তারপরেও পৃথিবীতে সব চেয়ে কঠিন দায়িত্ব॥সন্তান ধারণ ও প্রসব, লালন-পালনের দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়। প্রতিমাসে ঋতুস্রাব হয়। ইত্যাদি কারণে নারীর মন-মানসিকতা তিক্ত বিরক্ত হয়ে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সুতরাং দাম্পত্য জীবন স্থায়ী, অটুট রাখতে হলে, দাম্পত্য জীবনে শান্তি বজায় রাখতে হলে স্ত্রীর মনমেজাজ স্বামীকে বুঝতে হবে। স্ত্রীর মন-মানসিকতা বুঝে তার সাথে কথাবার্তা বলা উচিত। কোন কারণে স্ত্রী যদি উত্তেজিত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে স্বামীকে দুটো কথা শোনায়॥এ ক্ষেত্রে স্বামীকে নীরবতা অবলম্বন করে অন্য কোন আনন্দঘন মুহূর্তে স্ত্রীর ভুল ধরিয়ে দেয়া উচিত। উভয়েই যদি উত্তেজিত হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে আসবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি স্থিতি বজায় রাখতে হলে স্বামীকে অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য ধরতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, ধৈর্যশীলদের সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ।

স্বামী পৃথক একটি ঘর দেবে স্ত্রীকে

স্বামীর অবশ্যই কর্তব্য যে স্ত্রীর জন্যে একটা ঘর দেবে। সে ঘরের মালিক হবে একান্তভাবেই স্ত্রী। স্বামীর বাড়িতে এসে একজন নারী যদি তার নিজস্ব একটা ঘর এবং তার ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং তা সংরক্ষণ করতে না পারে, তাহলে স্বামীর প্রতি তার মন-মানসিকতা বিষিয়ে উঠতে পারে। ইসলাম নারীর এই অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীকে পৃথক ঘর দেয়ার জন্যে। তার সাজসজ্জা ও ব্যবহারের সামগ্রী দেয়ার জন্যে। সে সমস্ত সামগ্রী স্ত্রী যেন হেফাজতে রাখতে পারে এজন্যে একটা ব্যবস্থারও তার প্রয়োজন। এসব কিছুর উপর অধিকার একমাত্র স্ত্রীর। পক্ষান্তরে স্ত্রীর নিজের জিনিসের উপরে সে যদি স্বামীর আত্মীয়দেরকে অধিকার দেয় স্বইচ্ছায়॥ তবে ভিন্ন কথা। কিন্তু স্ত্রীর জিনিস স্বামী তার মতের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেবে এ অধিকার স্বামীর নেই। যদিও সে সব জিনিস স্ত্রীকে স্বামীই দান করেছে।

স্বামীর সমস্যায় স্ত্রীর পরামর্শ

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে মুসলিম পরিবারে নারী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, নারী অবলা॥ মেয়ে মানুষের কি কোন বুদ্ধি আছে! অত্যন্ত অশালীন ভাষায় নারী সম্পর্কে এ ধরনের অবাঞ্ছিত মন্তব্য শোনা যায়। কিন্তু নারীও যে প্রয়োজনের খাতিরে পুরুষের বিচার বিবেচনাকে ম্লান করে দিয়েছে॥ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে, এ কথা পুরুষ ভুলে যায়। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে নারী হলো পুরুষের দুঃখ-সুখের চির সাথী, জীবনসঙ্গিনী। স্বামী পরামর্শ চাইবে স্ত্রীর কাছে।

www.pathagar.com

আল্লাহর ইচ্ছা স্ত্রীর পরামর্শে নিমিষে স্বামীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। রাসূলে করীম (স) এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম অহী লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অপনোদনের জন্য তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) এর নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান করেন। বলেছিলেনঃ "আমি এ সম্পর্কে নিজের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছি" এ কথা শুনে জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বলেছিলেন ঃ " আল্লাহ্ আপনাকে কখ্খনোই এবং কোনদিনই লজ্জিত করবেন না।

কেননা আপনি তো ছেলায়ে (আত্মীয়তার সম্পর্ক)-র রেহ্মী রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে থাকেন, কপদর্কহীন গরীবদের জন্যে আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন, এজন্যে আল্লাহ কখনই শয়তানদের আপনার উপর জয়ী বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোন অমূলক চিন্তা-ভাবনা নেই যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হেদায়েতের কার্যের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন।" হযরত খাদীজার এ সান্ত্বনা বাণী রাসূলে করীম (স) এর মনের ভার অনেকখানি লাঘব করে দেয়। আর এ ধরনের অবস্থায় প্রত্যেক স্বামীর জন্যে তার প্রিয়তম ও সহানুভূতিসম্পন্ন স্ত্রীর আন্তরিক সান্ত্বনাপূর্ণ কথাবার্তা অনেক কল্যাণ সাধন করে থাকে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমন ও বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা সম্ভব হল না, তখন রাসূলের সঙ্গে অবস্থিত চৌদ্দশ সাহাবী নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

এ সময়ে রাসূল (স) তাদেরকে এখানেই কুরবানী করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে তার এ নির্দেশ পালনের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। এ অবস্থা দেখে রাসূলে করীম (স) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হন। তখন তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে অবস্থানরত তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা)- এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সব কথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেণ করেন এবং বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড় ন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে সাহাবিগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন এবং সে কাজ করতে লেগে যাবেন!"

পারিবারিক জীবনে স্ত্রী সংসারে কর্ত্রী-স্ত্রী দাসী নয়

সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষের দেহে পার্থক্য বিদ্যমান। পুরুষ কষ্ট সহিষ্ণু দৈহিক শক্তিমান। পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক শক্তি অল্প। এ কারণে পুরুষের কর্মক্ষেত্র সমস্যা সংকুল পরিবেশে। নারী সংসারের ব্যবস্থাপনায় থাকবে। কোন কোন স্বামীর ধারণা হলো স্ত্রী সংসারের দাসী। এ ধরনের মনোভাব পোষণ করাও অপরাধ। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে বলা হয়েছেঃ "

www.pathagar.com

স্ত্রীদের উপর পুরুষদের যে রকম অধিকার রয়েছে, ঠিক অনুরূপ সমান অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর স্ত্রীলোকদের এবং তা সুস্পষ্ট প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হবে।" আয়াতটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে পারিবারিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ও নিয়ম উল্লিখিত হয়েছে।

আর তা হচ্ছে এই যে, সকল ব্যাপারে ও বিষয়ে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন। সকল মানবীয় অধিকারে নারী পুরুষেরই সমান, প্রত্যেকের উপর প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। তাই রাসূলে করীমও (স) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক-অধিকার রয়েছে এবং তাদেরও অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর।" কেবল একটিমাত্র ব্যাপারে পুরুষ স্ত্রীর তুলনায় অধিক মর্যাদা পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের সমান নয়।

আর তা হচ্ছে তা-ই যা বলা হয়েছেঃ "পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সম্পন্না" এই আয়াতাংশে। এই একটি ক্ষেত্রে ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই নৈতিকতা, ইবাদত, আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ, কর্মফল প্রাপ্তি, মানবিক অধিকার ও সাধারণ মান-মর্যাদা এসব ব্যাপারেই স্ত্রীলোক পুরুষের সমান। অপর কোন ক্ষেত্রেই পুরুষকে স্ত্রীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং স্ত্রীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করা যেতে পারে না। আর সত্যি কথা এই যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাসমূহের মাঝে একমাত্র ইসলামই নারীকে এ মার্যাদা দিয়েছে। পুরুষকে পারিবারিক সংস্থা 'সভাপতি' করে দেয়া সত্ত্বেও ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে সব ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শ করা ও পরামর্শের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কেননা এরূপ হলেই পারিবারিক জীবনে শান্তি-সন্তুষ্টি মাধুর্য ও পরস্পরের প্রতি গভীর আস্থা ও নির্ভুলতা বজায় থাকতে পারে। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ পান করাবার মেয়াদ হচ্ছে পূর্ণ দু'বছর। এর পূর্বে যদি দুধ ছাড়াতে হয় তবে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক পরামর্শ করে তা করতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই বলা হয়েছেঃ "স্বামী-স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতে তাদের কোন গুনাহ হবে না।" আয়াতটিতে একদিকে যেমন স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা উভয়েরই সন্তুষ্টি এবং পারস্পরিক পরামর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনি অপরদিকে বিশেষভাবে স্ত্রী-সন্তানের মা'র সন্তুষ্টি ও তার সাথে পরামর্শের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। একেতো বাপ-মা দু'জনের একজনের ইচ্ছায় এ কাজ হতে পারে না বলা হয়েছে; দ্বিতীয়ত হতে পারে যে, মা'য়ের মত ছাড়াই বাবা নিজের ইচ্ছার জোরে শিশু সন্তানের দুধ দু'বছরের আগেই ছাড়িয়ে দিলো, আর তাতে মাও চিন্তান্বিতা হয়ে পড়লো এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি হয়ে পড়লো। অতএব স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টি এবং সন্তানের পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সহজেই বুঝতে পারা যায়, দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধ ছাড়ানোর জন্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের এতদূর গুরুত্ব থাকতে পারে, তাহলে দাম্পত্য

www.pathagar.com

জীবনের অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে সেই পরামর্শ ও সন্তুষ্টি গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনেক বেশি হবে। আর বাস্তবিকই যদি স্বামী-স্ত্রীর যাবতীয় কাজ পারস্পরিক পরমর্শ ও একে অপরের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পন্ন করে, তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবন নিঃসন্দেহে বড়ই মধুর হবে, নির্ঝঞ্ঝাট হবে, হবে সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ। পুরুষের জন্যে কর্মক্ষেত্র করা হয়েছে বাইরের জগত আর নারীর জন্যে ঘর। পুরুষ বাইরের জগতে নিজের কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে যেমন করবে কামাই-রোজগার, তেমনি গড়বে সমাজ-রাষ্ট্র, শিল্প ও সভ্যতা। আর নারী ঘরে থেকে একদিকে করবে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অপরদিকে করবে গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার কাজ।

এজন্যে নারীদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ " এবং নারী-স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, কর্ত্রী।" স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা নিম্নোক্ত হাদীসে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নবী করীম (স) ইশরাদ করেছেনঃ "তোমাদের জন্যে তোমাদের স্ত্রীদের উপর নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যেও রয়েছে তোমাদের উপর অধিকার। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে স্থান দেবে না যাকে তোমরা পছন্দ কর না। তোমাদের ঘরে এমন লোককেও প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ কর না বলে নিষেধ কর। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ খুবই উত্তমভাবে বহন করবে!" স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যসম্পন্ন এ দাম্পত্য জীবন যে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ এবং এ জীবনে স্ত্রীর যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী লিখেছেনঃ "দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও মিলনই হচ্ছে পারিবারিক জীবনের বৃহত্তম সম্পর্ক।

এ সম্পর্কের ফায়দা সর্বাধিক, প্রয়োজন পূরণের দৃষ্টিতে তা অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেননা আরব অনারবের সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে স্থায়ী নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী সকল কল্যাণময় কাজে-কর্মে স্বামীর সাহায্যকারী হবে, তার খানাপিনা প্রস্তুতকরণ ও কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার ব্যাপারে সে হবে স্বামীর ডানহাত, তার মালসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তার সন্তানদের লালন-পালন করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে তার ঘরের স্থলাভিষিক্ত ও দায়িত্বশীল।" ঘরের অভ্যন্তরভাগের যাবতীয় ব্যাপারের জন্যে প্রথমত ও প্রধানত স্ত্রীই দায়ী। তারই কর্তৃত্বে যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হবে। এখানে তাকে দেয়া হয়েছে এক প্রকারের স্বাধীনতা।

স্বামীর ঘর কার্যত তার নিজের ঘর, স্বামীর জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ স্ত্রীর হেফাযতে থাকবে। সে হবে তার আমানতদার, অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু স্বামীর ঘরের কাজকর্ম কি স্ত্রীকে তার নিজের হাতে সম্পন্ন করতে হবে? এ সম্পর্কে ইমাম

www.pathagar.com

ইবনে হাজমের একটি উক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ " স্বামীর খেদমত করা- কোন প্রকারের কাজ করে দেয়া মূলত স্ত্রীর কর্তব্য নয়, না রান্না-বান্নার আয়োজন করার ব্যাপারে, না রান্না করার ব্যাপারে; না সূতা কাটা; কাপড় বোনার ব্যাপারে; না কোন কাজে।" ফিকাহ্‌বিদগণ এর কারণস্বরূপ বলেছেনঃ " কেননা বিয়ের আক্‌দ হয়েছে স্ত্রীর সাথে যৌন ব্যবহারে সুখ ভোগ করার জন্যে। অতএব স্বামী তার কাছ থেকে অপর কোন ফায়দা লাভ করার অধিকারী হতে পারে না।" ইবনে হাজমের 'মূলত কর্তব্য নয়' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কোন কাজ মূলত কর্তব্যভুক্ত না হলেও অনেক সময় তা না করে উপায় থাকে না।

এজন্যে আমরা রাসূল (স) এর সময়কার ইসলামী সমাজে দেখতে পাই। স্ত্রীরা ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম রীতিমত করে যাচ্ছে। নিজেদের হাতেই সব কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে, ঘরের কাজকর্ম করতে গিয়ে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করছে, তবু সে কাজ ত্যাগ করেনি, কাজ করতে অস্বীকৃতিও জানায়নি। বলেনি। আমি কোন কাজ করতে পারব না। রাসূল তনয়া হযরত ফাতিমা (রা) ঘরের যাবতীয় কাজ করতেন, চাক্কি বা যাঁতা চালিয়ে গম পিষতেন, নিজ হাতে রুটি পাকাতেন এবং এ কাজে তাঁর খুবই কষ্ট হত। এজন্যে একদিন তিনি তাঁর স্নেহময় পিতার কাছে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। হযরত আসমা (রা) তাঁর স্বামীর সব রকমের খেদমত করতেন। তিনি নিজেই বলেছেনঃ "আমি আমার স্বামী জুবাইরের সব রকমের খেদমত করতাম।" রাসূলে করীম (স) এর যুগে ইসলামী সমাজের স্ত্রীরা স্বামীর খেদমত করতেন। এ কথা ঠিক। হযরত ফাতিমাও যখন নিজ হাতে যাঁতা চালিয়ে আটা তৈরি করতেন, আটা পিষে রুটি তৈয়ার করতেন ও আগুনের তাপ সহ্য করে রুটি পাকাতেন, তখন অপর যে কোন স্ত্রীর পক্ষে তা অকরণীয় হতে পারে না। বরং সবার জন্যেই তা অনুসরণীয়। নিজের ঘরের কাজ করা কোন স্ত্রীর পক্ষেই অপমান কিংবা লজ্জার কারণ হতে পারে না। ইমাম মালিক এতোদূর বলেছেন যে, স্বামী বিশেষ ধনী লোক না হলে স্ত্রীর কর্তব্য তার ঘরের যাবতীয় কাজ যতদূর সম্ভব নিজের হাতে আঞ্জাম দেয়া। সে স্ত্রী যত বড় ধনী বা অভিজাত ঘরের কন্যাই হোক না কেন।

সংসার জীবনে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবে স্ত্রী

স্বামী যখন স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে, স্ত্রীর সকল প্রয়োজন পূরণ করবে, তখন স্ত্রীকেও এমন ভূমিকা পালন করতে হবে, যেন স্বামী তার স্ত্রীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়। স্বামী তার জন্যে কোন জিনিস নিয়ে এলে তার জন্যে সে শোকরিয়া জানাবে। এতে করে স্বামীর অন্তরে প্রেমের এক অনাবিল ভাবের সৃষ্টি হবে। এজন্যে নবী করীম (স) বলেছেনঃ " আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন না, যে তার স্বামীর ভাল ভাল কাজের

www.pathagar.com

শোকরিয়া জ্ঞাপন করে না।" এ শোকরিয়া যে সব সময় মুখে ও কথায় জ্ঞাপন করতে হবে, এমন কোন জরুরী শর্ত নেই। শোকরিয়া জ্ঞাপনের নানা উপায় হতে পারে। কার্জেকর্মে, আলাপে, ব্যবহারে স্বামীকে বরণ করে নেয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর মনের কৃতজ্ঞতা ও উৎফুল্লতা প্রকাশ পেলেও স্বামী বুঝতে পারে। অনুভব করতে পারে যে, তার ব্যবহারে তার স্ত্রী তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ এবং সে তার জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করছে, তা সে অন্তর দিয়ে স্বীকার করে। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এগারো জন স্ত্রীলোকের এক বৈঠকের উল্লেখ রয়েছে।

এতে প্রত্যেক স্ত্রীই নিজ নিজ স্বামী সম্পর্কে বর্ণনা দানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং তার পরে প্রত্যেকেই তা পরস্পরের নিকট বর্ণনা করে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর খুবই প্রশংসা করে। এ প্রশংসা করা যে অন্যায় নয় বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় তা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়।

স্বামী বাইরে থেকে বাড়িতে এলে স্ত্রী সহাস্য বদনে স্বামীকে অভ্যর্থনা জানাবে। স্বামীর পোশাক পরিবর্তনে সাহায্য করবে, স্বামীর প্রয়োজনীয় জিনিস তাকে এগিয়ে দেবে। এতে করে স্বামীর হৃদয়ের জগতে এমন মধুভরা মলয় হিল্লোল বয়ে যায় যে, তার হৃদয় জগতের সব গ্লানি-শ্রান্তি-ক্লান্তিজনিত সব বিসাদ-ছায়া সহসাই দূরীভূত হয়ে যায়। স্বামী যত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়েই ঘরে ফিরে আসুক না কেন এবং তার হৃদয়ে যত বড় দুঃখ, কষ্ট ও ব্যর্থতায়ই ভারাক্রান্ত হোক না কেন, স্ত্রীর মুখে অকৃত্রিম ভালবাসাপূর্ণ হাসি দেখতে পেলে সে তার সব কিছুই নিমেষে ভুলে যেতে পারে। কাজেই যে সব স্ত্রী, স্বামীর সামনে গোমরা মুখ হয়ে থাকে, প্রাণখোলা কথা বলে না স্বামীর সাথে, স্বামীকে উদার হৃদয়ে ও সহাস্যবদনে বরণ করে নিতে জানে না বা করে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর ও পরিবারকে নিজেদেরই একমাত্র আশ্রয় দাম্পত্য জীবনকে ইচ্ছে করেই জাহান্নামে পরিণত করে, বিষয়িত করে তোলে গোটা পরিবেশকে।

রাসূলে করীম (স) এ কারণেই ভাল স্ত্রীর অন্যতম একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেনঃ "স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয় (স্বামী স্ত্রীকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে)।" স্বামীর বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্ত্রীর খুব সর্তকতার সাথেই কাজ করা, কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্ত্রীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে ফেটে পড়া কোনমতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। স্বামীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যায়, তবে স্ত্রীর তাই করা কর্তব্য। কেননা তাতেই তার ও গোটা পরিবারের কল্যাণ নিহিত।

কুরআনমজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এ পর্যায়েই ইরশাদ করেছেনঃ "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর বদমেজাজী ও তার প্রতি প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা-অবহেলা দেখতে পায় আর তার পরিণাম ভাল না হওয়ার আশংকা বোধ করে, তাহলে উভয়ের যে কোন শর্তে সমঝোতা করে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। বরং সব অবস্থায়ই

www.pathagar.com

সমঝোতা-সন্ধি-মীমাংসাই অত্যন্ত কল্যাণময়।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ" আয়াতে সাধারণ অর্থে কথাগুলো বলা হয়েছে। এভাবে বলার কারণে বোঝা যায় যে, যে সমঝোতার ফলেই উভয়ের মনের মিল হতে পারে, পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায় তাই মোটামুটিভাবে অনেক উত্তম কাজ কিংবা তা অতীব উত্তম- বিচ্ছেদ হওয়া থেকে, বেশি উত্তম ঝগড়া-ফাসাদ থেকে।"

যৌন কামনা স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য

যৌন কামনা চরিতার্থ ও বংশ বৃদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি ইত্যাদি বহুবিধ কারণেই মানুষকে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হতে হয়। পৃথিবীর কোন প্রাণীই এই কামনা হতে মুক্ত নয়। মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। নির্দিষ্ট একটা বয়সে পৌঁছে সকল নর-নারীর মধ্যে কামনা প্রবল হয়ে ওঠে। নর কামনা করে নারীকে নিবিড়ভাবে। নারীও কামনা করে নরকে একান্ত আপন করে পরস্পর তারা মিলিত হতে চায়। ইসলামে এ যৌন মিলনকে কলুষতা মুক্ত ও অবাধ করার লক্ষ্যেই বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিবাহিত জীবনে মানুষ যেন নিঃশংক চিত্তে পূর্ণ তৃপ্তির সাথে যৌন কামনা চরিতার্থ করতে পারে। বিয়ে ব্যতীত যে কোন প্রকারেই হোক না কেন॥ যৌন কামনা চরিতার্থ করার অনুমতি ইসলাম দেয়নি।

দাম্পত্য জীবনে যৌন মিলনের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে পশু স্তরে নেমে যাওয়ারও অনুমতি দেয়নি। মিলন করতে হবে অবশ্যই একান্ত গোপনে। শিশু অবুঝ মনে করে তার সামনে মিলিত হওয়া যাবে না। পরস্পরে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন হওয়া যাবে না। পর্দার মধ্যে মিলিত হতে হবে। মিলিত হবার পূর্বে অজু করতে হবে। মিলন শেষে অতিদ্রুত পাক-পবিত্র হতে হবে। স্বামীকে অবশ্যই স্ত্রীর কামনা পূর্ণ করতে হবে। স্ত্রী অসুস্থ্ বা অপারগ হলে স্বামীকে অবশ্যই সে দিকে দৃষ্টি দান করতে হবে।

যৌনমিলনকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করতে হবে। সুস্থ্ নারীকে লক্ষ্য করে যৌন মিলন সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা গেল। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ "স্বামী যখন নিজের যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্ত্রীকে আহ্বান জানাবে,তখন সে চুলার কাছে রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে কাজে অমনি তার প্রস্তুত হওয়া উচিত।" অপর হাদীসে এর চেয়েও কড়া কথা উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আহ্বান করে (যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে), তখন যদি সে সাড়া না দেয়॥ অস্বীকার করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।" এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ "হাদীসটি থেকে বাহ্যত মনে হয় যে এ ঘটনা যখন রাত্রি বেলা হয়, তখনই ফেরেশতারা অস্বীকারকারী স্ত্রীর উপর অভিশাপ বর্ষণ করে; কিন্তু আসলে কেবল রাতের বেলার কথাই নয়,

www.pathagar.com

দিনের বেলাও এরূপ হলে ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু যৌন মিলনের কাজ সাধারণত রাতের বেলাই সম্পন্ন হয়ে থাকে, এ জন্যে রাসূলে করীম (স) রাতের বেলার কথা বলেছেন। মূলত এ কথা রাত ও দিন উভয় সময়ের জন্যেই প্রযোজ্য।" অপর এক হাদীসে এ কথাটি অধিকতর তীব্র ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। তা এই॥ "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীকে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে তার শয্যায় ডাকবে, তখন যদি স্ত্রী তা অমান্য করে॥ যৌন মিলনে রাযী হয়ে তার কাছে না যায়, তবে আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট-ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।" অনুরূপ আর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ "স্ত্রী যদি তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে যতক্ষণে সে তার স্বামীর কাছে ফিরে না আসবে, ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।"

আর একটি হাদীস হচ্ছেঃ " তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না॥ আকাশের দিকে উত্থিত হয় না তাদের কোন নেক কাজও। তারা হচ্ছেঃ পলাতক ক্রীতদাস॥ যতক্ষণ না মনিবের নিকট ফিরে আসবে, নেশাখোর, মাতাল। যতক্ষণ না সে সমস্ত ও প্রকৃতিস্থ হবে এবং সেই স্ত্রী, যার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট॥ যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।" ইবনে জাওজীর 'কিতাবুন্ নিসা'য় উদ্ধৃত অপর এক হাদীসে আরো বিস্তৃত কথা বলেছেন॥ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ " রাসূলে করীম (স) 'মুস্‌বিফা' ও 'মুগ্‌লিসা'র উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। 'মুস্‌রিফা বলতে বোঝায় সেই নারী, যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহ্বান জানালে সে বলেঃ ' এই শীগ্‌গিরই আসছি।' আর 'মুগলিসা' হচ্ছে সেই স্ত্রী, যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহ্বান জানালে সে বলে 'আমার হয়েছে', অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ঋতু অবস্থায় নয়।" অবশ্য এ ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থা ও ভাবধারার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামী যদি নিতান্ত পশু হয়ে না থাকে, তার মধ্যে থেকে থাকে মানুষত্বসূলভ কোমল গুণাবলী, তাহলে সে কিছুতেই স্ত্রীর মর্জী-মনোভাবের বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি করে যৌন মিলনের পাশবিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে যাবে না।

সে অবশ্যই স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত মানবিক সুবিধা-অসুবিধার, আনুকূল্য-প্রতিকূলতা সম্পর্কে খেয়াল রাখবে এবং রেখেই অগ্রসর হবে। উপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ সম্পর্কে ইমাম নববী লিখেছেনঃ "এ সব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রকার শরীয়াতসম্মত ওযর বা কারণ ছাড়া স্বামীর শয্যায় স্থান গ্রহণ থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর পক্ষে হারাম।" স্ত্রীর কোন শরীয়াতসম্মত ওযর থাকলে স্বামীকে অবশ্যই এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ফিকাহ্‌বিদগণ এজন্যে বলেছেন, অধিক মাত্রায় যৌন সঙ্গম যদি স্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহলে তার সামর্থ্যের বেশি যৌন সঙ্গম করা জায়েয নয়।"

www.pathagar.com

স্বামী তার স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব দেবে

মুসলিম পরিবারের নারী কোন জড় পদার্থের ন্যায় নয়। তারা পরিবারের বা সমাজের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না। সমাজ ও পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হলে সে ক্ষতির অংশীদার শুধু পুরুষই হয় না। নারীও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অতএব নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে।অকল্যাণের ব্যাপারে তার নিজের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবে। হযরত শিফা (রা) বুদ্ধি জ্ঞানের দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারিনী ছিলেন। ওমর (রা) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তার নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মহানবী (দঃ) যেমন করেছেন, অনুরূপভাবে চার খলিফাগণও মহিলাদের নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারী যেমন পরামর্শ দান করবে, সাংসারিক ব্যাপারেও স্বামীকে সে পরামর্শদান করবে। সংসারে সুখ বা দুঃখ নেমে এলে স্বামী একাই তা ভোগ করে না। নারীকেও তা ভোগ করতে হয়। সুতরাং সব বিষয়েই সে পরামর্শ দেবে। এই অধিকার তাকে ইসলাম প্রদান করেছে।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদের শাস্তি

বর্তমান সমাজে এমন স্বামীর অভাব নেই–যারা অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। পরিশেষে হয় স্ত্রীকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে প্রমাণ করার ঘৃণ্য চেষ্টা করে আর না হয় স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তাদেরকে তালাক দিতে চায়। এ সবই করে পরকিয়া প্রেমের কারণে। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী হোক আর অন্য কোন সতী সম্ভ্রান্ত মহিলা হোকনা কেন, তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করলে কলংক শুধু ঐ মহিলার একার উপরই বর্তে না।এতে পরিবারে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। দাম্পত্য জীবন অশান্তিতে ভরে যায়। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সন্দেহভাজন হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর ধরে তারা সমাজে উপহাসের পাত্র হয়। পবিত্র কোরআনে সূরায়ে নূর-এ বলা হয়েছে, "সতী সাধ্বী মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করবে, অতএব পরে তার সপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং ভবিষ্যতে কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এই ধরনের লোক নিজেরাই দুষ্কৃতকারী।"

স্বামী-স্ত্রী অন্যের যৌন ব্যাপারে আলোচনা করবে না

মুসলিমপরিবারের স্বামী-স্ত্রী পরস্পর কেউ-ই কারো কাছে অন্য নারী-পুরুষের গোপন অঙ্গের বর্ণনা বা অন্যের যৌনজীবন সম্পর্কে আলোচনা করবে না। কারণ শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার যৌনজীবন সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আলোচনা করছে, তাদের প্রতি উভয়ের বা যে কোন একজনের মনে শয়তান কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে দিতে পারে। এ ব্যাপারে মহানবী (দঃ) স্পষ্ট নিষেধ করে বলেছেন, "নারী-পুরুষকে নিষেধ করা

www.pathagar.com

হয়েছে যে, তারা যেন তাদের দাম্পত্য সম্পর্কিত গোপন অবস্থা অপরের নিকটে বর্ণনা না করে। কারণ এতে করে অশ্লীলতার প্রচার হয় এবং মনের মধ্যে প্রেমাসক্তির সঞ্চার হয়।" (আবু দাউদ)

যৌনজীবন ও লজ্জা-শরম

মুসলিম পরিবারে লজ্জা এক বিরাট সম্পদ। এই লজ্জা নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করে। ইসলাম লজ্জা-শরমের যে ব্যাখ্যা দান করেছে পৃথিবীর কোন সভ্যতায়, কোন জাতির মধ্যে, কোন ধর্মেও নেই। হিন্দু ধর্ম তো যোনিস্থান ও পুংলিঙ্গকে পূজা পর্যন্ত করে। শিবের উত্তেজিত লিঙ্গ যোনি গহ্বরে প্রবেশ করে আছে, হিন্দুরা সেটাকে পূজা করে। পৃথিবীতে বর্তমানে যারা নিজেদেরকে সুসভ্য জাত বলে দাবী করে, পোশাক তাদের কাছে লজ্জা আবরণের মাধ্যম নয়॥ সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যম। ওদের নারী-পুরুষগণ শত সহস্র মানুষের সামনে যৌন ক্রিয়া করে, উলংগ হয়ে গোছল করে। কিন্তু ইসলামে পোষাক দ্বারা নারী-পুরুষের পোগন অঙ্গ আবৃত করার গুরুত্ব বেশি, সৌন্দর্য প্রকাশের গুরুত্ব কম। পর পুরুষ-নারী তো দূরে থাক স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সামনে বস্ত্রহীন উলঙ্গ হওয়াকেও ইসলাম পছন্দ করে না। মহানবী (দঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীর নিকটে গমন করলে তার উচিত সতরের দিকে লক্ষ্য রাখা, গর্দভের ন্যায় উভয়ে যেন উলঙ্গ হয়ে না পড়ে।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, তিনি কোনদিন তাঁর স্বামী মহানবীর লজ্জাস্থান দেখেননি। মানুষ নিবৃত কোনস্থানে একাকী উলঙ্গ থাকবে, এ অনুমতি না দিয়ে বলেছে, আল্লাহর সামনে তোমরা বেশি লজ্জা করো। বিশ্ব নবী (দঃ) বলেছেন, সাবধান! কখনো উলঙ্গ থাকবে না। কারণ তোমাদের সাথে আল্লাহর ফেরেশ্‌তা আছে। তারা তোমাদের থেকে পৃথক হন না। তারা তখনই পৃথক হন যখন তোমরা স্ত্রীর সাথে যৌন ক্রিয়া করো এবং মল ত্যাগ করতে যাও, সুতরাং ফেরেশ্‌তাদেরকে লজ্জা করো ও তাদেরকেও সম্মান দেখাও।"

নারীর জাতীয় নিরাপত্তা ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের অধিকার

ইসলামে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা। নারীর উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার পরে সে অবশ্যই জাতীয় নিরাপত্তার দয়িত্ব পালন করতে পারে। তবে তা হবে পর্দার হক আদায় করে। যুদ্ধেও তারা প্রয়োজনে অংশ গ্রহণ করবে। মহানবীর স্ত্রীগণ ও অন্যান্য মুসলিম নারী নবী (দঃ) এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেন। তারা আহতদের সেবা যত্ন করতেন এবং সৈনিকদের প্যানি পান করাতেন। পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরেও তারা একাজ করতেন।

উম্মে সুলাইম এবং অন্যান্য আনসার নারীগণ প্রায় যুদ্ধেই নবী (দঃ) এর সাথে থাকতেন (তিরমিজী)। কোন একজন নারী সামুদ্রিক যোদ্ধাদের সাথে যাওয়ার জন্যে নবী (দঃ) এর কাছে দোয়ার আবেদন করলে তিনি তার জন্যে

www.pathagar.com

দোয়া করেছিলেন। এভাবে বহু যুদ্ধে নারীগণ অংশগ্রহণ করেছে। সৈনিকদের রান্না, পানি পান, তাদের সেবা যত্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে সক্রীয়ভাবে যুদ্ধ করে শত্রু নিধনের কাজ করেছে মুসলিম নারী। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে পর্দার ধরন একটু ভিন্ন। স্বাভাবিক অবস্থায় মুসলিম নারীর জন্যে যতটা পর্দার কড়াকড়ি, যুদ্ধক্ষেত্রে ততটা নয়।

গর্ভে সন্তান ধারণ করার সওয়াব

"মহিলা যখন আশায় থাকে, তখন গর্ভ ধারণের পুরো সময়টাই সে প্রতিদান ও ছওয়াব পায় যেমন ছওয়াব ও প্রতিদান একজন রোযাদার রাত জাগরণকারী, আনুগত্যকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী বান্দাহ পেয়ে থাকে। এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময়কার কষ্টের বিনিময়ে যে প্রতিদান ও ছওয়াব তার আন্দাজ সৃষ্টজীব করতে পারে না। সে ছওয়াব যে কি এবং কত তা ধারণাই করা যায় না। মহিলার চীৎকারের পর যখন শিশু জন্ম নেয় এবং সে তাকে নিজের দুধ পান করিয়ে পালন করে) তখন দুধের প্রতিটি ঢোকে সে, সে ছওয়াব ও প্রতিদান পায় যা একজনকে জীবন দানের জন্য পাওয়া যায়। এবং যখন (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুধ পান করিয়ে) দুধ ছাড়ানো হয় তখন আল্লাহর ফেরেশতা (সম্মান ও ভালোবাসায়) তার কাঁধে হাত রেখে তাকে বলতে থাকে (আল্লাহর দাসী!) এখন দ্বিতীয়বার গর্ভে ধারণের জন্য প্রস্তুতি নাও।"

প্রতিটি সন্তানকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে

"হযরত নুমান (রাঃ) বলেন, আমার পিতা [হযরত বশির (রাঃ)] আমাকে নিয়ে রাসূল (স) এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন যে,আমি নুমানকে অমুক অমুক জিনিস দিয়ে দিয়েছি। এ কথার পর নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এ ধরনের উপঢৌকন দিয়েছ? তিনি জবাবে বললেন, না। সবাইকে তো দেইনি। নবী (স) বললেন, তাহলে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, সকল সন্তান তোমার সাথে একই ধরনের নেক আচরণ করুক। বশির (রাঃ) জবাব দিলেন,কেন নয়। তিনি বললেন, তাহলে এ ধরনের করো না।" (আল-আদাবুল মুফরাদ)

সন্তানের মৃত্যু–মাতা-পিতার কর্তব্য

"যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রুহু কবজ করে নিয়েছ। ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হ্যাঁ। কবজ করে নিয়েছি। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন তোমরা তার কলিজার টুকরার রুহ কবজ করেছ! ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হ্যাঁ, কবজ করেছি। এ সময় আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, অতঃপর আমার বান্দাহ কি বলেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, (পরওয়ারদিগার) তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে। এবং মুসিবতে সে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন

www.pathagar.com

পড়েছে। এ কথা শুনে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে তার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরির এবং সে মহলের নাম "শুকুরের মহল" রাখার নির্দেশ দেন।" (তিরমিযী)

'হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাশরীফ আনলেন। তিনি (স) বললেন, যে মুসলমান দম্পতিরই তিনটি নাবালেগ শিশু মারা যায় তাহলে এ শিশুরা কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় থেমে দাঁড়িয়ে যাবে এবং যখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হবে তখন এ সব নিষ্পাপ শিশু জবাব দেবে যে,যতক্ষণ আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে দাখিল না হবে ততক্ষণ আমরা জান্নাতে যেতে পারি না। তখন আল্লাহ নির্দেশ দেবেন যে, যাও তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা সকলেই জান্নাতে যাও।" (তিবরাণী)

নেক সন্তান মাতা-পিতার মর্যাদা

"যখন মানুষ ওফাত পায় তখন তার আমলের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি কাজ (এ সবের সওয়াব মৃত্যুর পরও পেতে থাকেন) কাজ তিনটি হলো, এমন॥ ছাদকাহ্ প্রদান যা তার পরও অব্যাহত থাকে।

অথবা এমন ইলম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করে যান যে তারপরও মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে থাকে। অথবা এমন নেক সন্তান রেখে যান যে,মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করতে থাকে।" (মুসলিম)

'হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা) ইরশাদ করেছেন, যখন হাইয়্যেতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কেমন করে হলো? আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছে এবং আল্লাহ্ সে দোয়া কবুল করেছেন।"

"হযরত ইবনে সিরীন (রা) বলেন॥ একরাতে আমরা আবু হুরায়রা (রা) এর খিদমতে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং বিনয়ের সাথে বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! আবূ হুরায়রাকে ক্ষমা কর। হে পরওয়ারদিগার! আবূ হুরায়রার মাকে ক্ষমা কর এবং পরওয়ারদিগার! সে সকল লোককেও ক্ষমা করে দাও যারা আবূ হুরায়রা (রা) এবং তার মার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে থাকি। যাতে আবূ হুরায়রাহ (রা) এর দোয়ায় শামিল থাকি।"

সমাপ্ত